বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার ঃ—

উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী

(বঙ্গানুবাদ সহ)

[প্রথম খণ্ড]

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ

বসুমতী - - সাহিত্য - -
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
১৩৫৩

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—দুই টাকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা
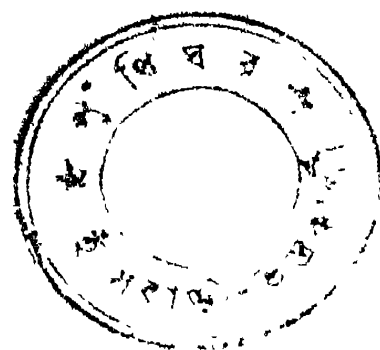
সূচীপত্র

ভূমিকা
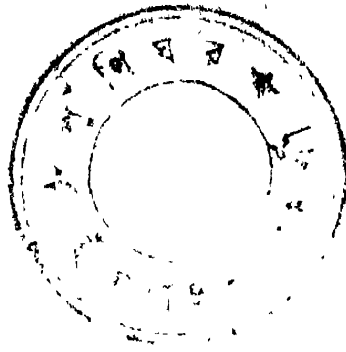
দৈন্ত-অবসন্ন লাঞ্ছিত ভারতবাসী আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরব-গর্ব্বে—বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতী প্রভায় দিশাহারা—আত্মহারা। আর সেই প্রজ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় বৈদিকযুগে এই সাধনার তপোবন ভারতেই প্রথম জ্ঞানের উন্মেষে—সর্ব্ববিদ্যার অনুশীলনের উৎকর্ষে—মহনীয় চিন্তা তপস্যার প্রভাবে জ্ঞানজ্যোতিঃ সম্প্রসারণে—বিশ্বের অজ্ঞানতিমিরান্ধকার অপসারিত হইয়া, দিব্যজ্ঞানপ্রভায় বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়াছিল। আর্য্যহিন্দুর জীবনযাত্রার ধারা বিবর্ত্তনের প্রতিস্তরের ক্রমবিকাশের জন্য—সাহিত্যের—জ্ঞানের স্তরে স্তরে বিচিত্রবিকাশের মহনীয় বরণীয় নির্দ্দেশ দেখিয়া সম্মোহিত—আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। যেন প্রাতঃ-সূর্য্যের জ্যোতীরশ্মিরেখা পূর্ব্বগগনে সমুদ্ভাসিত হইয়া, ক্রমবিবর্ত্তনে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের মহিমময় প্রচণ্ডদীপ্তিতে বিশ্ব সমুজ্জ্বল—জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে। যাঁহাদের অবদান-মাধুর্য্য-গৌরবে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার তপোযোগ-শক্তিসম্পন্ন ভারতের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে চিরঋণী—অতুল্য সম্পদে চিরসমৃদ্ধ—যাঁহাদের যুগযুগান্তরের সাধনা-অনুভূতি ভারতকে জ্ঞানের অসীম অনন্ত কালজয়ী রত্নাকরে পরিণত করিয়াছে—সেই জাতীয় চিরনমস্য—বিশ্বপূজ্য আর্য্য-ঋষি-মনীষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রকৃষ্ট

সাধক আর্য্য-ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা—যেমন ব্রহ্মচর্য্য—গার্হস্থ্য—বানপ্রস্থ—সন্ন্যাস চারি আশ্রমে সুবিন্যস্ত করিয়াছিলেন—তেমনি সকল আশ্রমবাসীর উপজীব্য—সাধনাধারার বিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। চারি আশ্রমেরই কাম্য ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ উন্নতির বিধিবিধান নির্দ্দেশ করিয়া, কালোপযোগী সাহিত্যের বিভাগ করিয়া, নশ্বর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে সংহিতা—সংসার আশ্রমের জন্য ব্রাহ্মণ—বানপ্রস্থ আশ্রমে আরণ্যক—সন্ন্যাসে উপনিষদ্। এমন স্তরে স্তরে ক্রম-বিবর্ত্তন—আশ্রমোপযোগী শাস্ত্রনির্দ্দেশ—অধিকারিভেদে জ্ঞান-সম্প্রসারণ—সাধন-নির্ণয়ের ব্যবস্থা বিশ্বের অন্য কোন জাতির সাহিত্যে আছে কি?

উপনিষদই বেদান্ত—বেদের অন্ত—বেদের পরমজ্ঞানসঙ্কলন—আরণ্যকের পরিশিষ্ট। পূজ্যপাদ ঋষিগণ বলিয়াছেন, উপনিষদ বেদের মস্তকস্বরূপ = শীর্ষদেশ—বেদান্ত। বেদের এই অংশেই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার অপূর্ব্ব বিকাশ। বেদান্তসার বলিতেছেন—'বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্।'

মুক্তিক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন শ্রীরামচন্দ্র পরমভাগবত মহাবীর হনুমানকে উপদেশপ্রসঙ্গে একশত আটখানি উপনিষদের নাম ও কোন্ উপনিষদ কোন্ বেদের অন্তর্গত, তাহার যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। ঐতরেয়, ২। কৌষীতকী, ৩। নাদবিন্দু, ৪। আত্ম-প্রবোধ, ৫। নির্ব্বাণ, ৬। মুদ্গল, ৭। অক্ষমালিকা, ৮। ত্রিপুরা,

৯। সৌভাগ্য, ১০। বহ্বচ, এই দশখানি ঋগ্বেদের উপনিষদ্। ‘ওঁ বাঙ্মে মনসি’ ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

১। ঈশ, ২। বৃহদারণ্যক, ৩। জাবাল, ৪। হংস, ৫। পরমহংস, ৬। সুবাল, ৭। মন্ত্রিকা, ৮। নিরালম্ব, ৯। ত্রিশিখী, ১০। ব্রাহ্মণ-মণ্ডল, ১১। ব্রাহ্মণদ্বয়তারক, ১২। পৈঙ্গল, ১৩। ভিক্ষু, ১৪। তুরীয়াতীত, ১৫। অধ্যাত্ম, ১৬। তারসার, ১৭। যাজ্ঞবল্ক্য, ১৮। শাট্যায়নীয়, ১৯। মুক্তিক, এই ১৯খানি উপনিষদ্ যজুর্ব্বেদের—‘ওঁ পূর্ণমদঃ ওঁ পূর্ণমিদং’ ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

১। কঠবল্লী, ২। তৈত্তিরীয়, ৩। ব্রহ্ম, ৪। কৈবল্য, ৫। শ্বেতাশ্বতর, ৬। গর্ভ, ৭। নারায়ণ, ৮। অমৃতবিন্দু, ৯। অমৃতনাদ, ১০। কালাগ্নিরুদ্র, ১১। ক্ষুরিকা, ১২। সর্ব্বসার, ১৩। শুকরহস্য, ১৪। তেজোবিন্দু, ১৫। ধ্যানবিন্দু, ১৬। ব্রহ্মবিদ্যা, ১৭। যোগতত্ত্ব, ১৮। দক্ষিণামূর্ত্তি, ১৯। স্কন্দ, ২০। শারীরক, ২১। যোগশিখা, ২২। একাক্ষর, ২৩। অক্ষ, ২৪। অবধূত, ২৫। কঠরুদ্র, ২৬। হৃদয়, ২৭। যোগকুণ্ডলিনী, ২৮। পঞ্চব্রহ্ম, ২৯। প্রাণাগ্নিহোত্র ৩০। বরাহ, ৩১। কলিসন্তরণ, ৩২। সরস্বতীরহস্য; এই ৩২ খানি উপনিষদ্ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের—‘ওঁ সহনাববতু’ ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

১। কেন, ২। ছান্দোগ্য, ৩। আরুণি, ৪। মৈত্রায়ণী, ৫। মৈত্রেয়ী, ৬। বজ্রস্থচিক, ৭। যোগচূড়ামণি, ৮। বাসুদেব,

৯। মহৎ, ১০। সংন্যাস, ১১। অব্যক্ত, ১২। কুণ্ডিকা, ১৩। সাবিত্রী, ১৪। রুদ্রাক্ষ, ১৫। জাবাল-দর্শন, ১৬। জাবালি—এই ১৬ খানি সামবেদের—'ওঁ 'আপ্যায়ন্তু' ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

১। প্রশ্ন, ২। মুণ্ডক, ৩। মাণ্ডুক্য, ৪। শিরঃ, ৫। শিখা, ৬। বৃহজ্জাবাল, ৭। নৃসিংহতাপনী, ৮। নারদপরিব্রাজক, ৯। সীতা, ১০। সরভ, ১১। মহানারায়ণ, ১২। রামরহস্য, ১৩। রামতাপনী, ১৪। শাণ্ডিল্য, ১৫। পরমহংস পরিব্রাজক, ১৬। অন্নপূর্ণা, ১৭। সূর্য্য, ১৮। আত্মা, ১৯। পাশুপত, ২০। পবব্রহ্ম, ২১। ত্রিপুরাতন, ২২। দেবী ভাবনা, ২৩। ভস্ম, ২৪। জাবাল, ২৫। গণপতি, ২৬। মহাবাক্য, ২৭। গোপাল-তাপন, ২৮। কৃষ্ণ, ২৯। হয়গ্রীব, ৩০। দত্তাত্রেয়, ৩১। গারুড় : এই ৩১ খানি উপনিষদ অথর্ব্ববেদের—'ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ' ইত্যাদি ইহার শান্তিমন্ত্র।

ইহাই বর্ত্তমান যুগে প্রাপ্তব্য মোট ১০৮ খানি উপনিষদ। শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ও তন্ত্রমত-প্লাবনযুগে অদ্বৈতবাদ পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানসমাহিত অদ্বৈতবাদের সমর্থক নিম্নের ১২ খানি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন :—

১। ঈশ, ২। কেন, ৩। কঠ, ৪। প্রশ্ন, ৫। মুণ্ডক, ৬। মাণ্ডুক্য, ৭। ঐতরেয়, ৮। তৈত্তিরীয়, ৯। কৌষীতকী, ১০। শ্বেতাশ্বতর, ১১। ছান্দোগ্য, ১২। বৃহদারণ্যক।

ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত্ত-প্রতীক আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যার সহিত উপনিষদ নামের সার্থক অর্থের সুসঙ্গতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকায় বলিতেছেন :—

'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষৎশব্দব্যাচ্যা—তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্ব্বস্য তদর্থত্বাৎ।" সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে তৎপর, তাঁহাদের এই জন্ম-জরা-মরণশীল সংসারে অবিদ্যা-প্রভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংসাধিত করে বলিয়াই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ নামে অভিহিত। উপ+নি পূর্ব্ব সদ্ ধাতুর অর্থ হইতেই উপনিষদ্ গ্রন্থ নামের এই সার্থক অর্থ উপলব্ধি হয়।

মুণ্ডক উপনিষদের ভাষ্য-সূচনায়ও আচার্য্য শঙ্কর এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন :—

যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রহ্মবিদ্যার ধ্যানে আত্মনিবেদন করেন, তাঁহাদের গর্ভবাস, জন্মজরা-রোগ প্রভৃতি অনর্থনিচয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অবিদ্যাদি সংশয়-কারণের অবসান ঘটে—তাঁহারা পরমব্রহ্মে লীন হন। এই ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ্। উপ+নি পূর্ব্ব সদ্ ধাতুর অর্থ স্মরণ করিয়াই এইরূপ বলিতেছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য-সূচনাও এই কথাই বলিয়াছেন—'উপনিষদে মোক্ষসাধনরূপ পরম মঙ্গল নিহিত আছে।

প্রায় সকল উপনিষদেই দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় গুরুশিষ্যের উপদেশ-প্রসঙ্গই সুবিস্তৃত। এ জন্য উপনিষদ্ নামের অর্থ জ্ঞানপ্রার্থী শিষ্যের বিনীতভাবে গুরুসমীপে অবস্থানও হইতে পারে।

ঋষিগণ এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত অপরকে উপদেশ করিতেন না। প্রায় সকল উপনিষদেই এ বিষয়ে সতর্কবাণী উল্লিখিত। কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে বহুপ্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া, নচিকেতা একমাত্র জ্ঞানপ্রার্থী বুঝিয়া, তবে তাঁহার নিকট মৃত্যুরহস্য বিবৃত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণের দ্বাদশ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—

জবালাপুত্র সত্যকাম শিষ্যগণকে এই মন্থবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—যে শাখাবিহীন নিষ্পত্র শুষ্ক বৃক্ষও এই মন্থবিদ্যার প্রভাবে পল্লবিত—প্রস্ফুনিত হইবে, কিন্তু পুত্র বা প্রিয় শিষ্য ব্যতীত অপরকে ইহা উপদেশ করিবে না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছেন—পূর্ব্বকল্পে উপদিষ্ট গুহ্য বেদান্ত-রহস্য অধিকারী শিষ্য—পুত্র ব্যতীত অপরকে ইহা উপদেশ প্রদান করিবে না।

বিশ্বের চিরপূজ্য যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে এবং অন্যান্য বেদের মত বহুশাখায় বিভক্ত। ভগবান্ বেদব্যাসের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার শিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন যে যজুর্ব্বেদ সঙ্কলন করেন—তাহা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও তৈত্তরীয় সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। মহর্ষি বৈশম্পায়নের

প্রধান শিষ্য ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া যে যজুর্ব্বেদ সঙ্কলন করেন, তাহা শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও বাজসনেয় সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। শুক্লযজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখার মধ্যে কলিকাল-মাহাত্ম্যে অন্যান্য বেদের বিভিন্ন শাখার মত ত্রয়োদশ শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামে দুইটি মাত্র শাখা বর্ত্তমান। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন দুইটি শাখার সহিতই শতপথব্রাহ্মণ নামে দুইটি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ সংযুক্ত। এই উভয় ব্রাহ্মণেরই ভাষাগত—বিষয়গত—ভাবগত যথেষ্ট সাম্য—জ্ঞানসমৃদ্ধির যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। কাণ্বশাখার ব্রাহ্মণটি সপ্তদশ কাণ্ডে ও মাধ্যন্দিন শাখার ব্রাহ্মণটি পঞ্চদশ কাণ্ডে সম্পূর্ণ—উভয় ব্রাহ্মণের কাণ্ডদ্বয়ই আরণ্যক নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইহারই শেষাংশে দুইখানি সর্ব্বজন-সম্পূজিত—ব্রহ্মজ্ঞানের চরম বিকাশদীপ্ত উপনিষদ্ সন্নিবেশিত—ঈশ ও বৃহদারণ্যক। বৃহদারণ্যক উপনিষদখানি কাণ্ব শাখার বাজসনেয় সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণের চরমাংশ—সপ্তদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ঈশ উপনিষদখানি বাজসনেয় সংহিতার অষ্টাদশ-মন্ত্রাত্মক শেষ অধ্যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সর্ব্ব উপনিষদ্ অপেক্ষা সুপ্রাচীন—আকারেও সুবৃহৎ—ছয় অধ্যায়ে বিন্যস্ত—প্রত্যেক অধ্যায় আবার বিভিন্ন ব্রাহ্মণে বিভক্ত। আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্য-ভূমিকার প্রথমেই এই উপনিষদখানির মূল উৎসের সন্ধান দিয়াছেন :—

উষা বা অশ্বস্ত প্রভৃতি বাক্যে শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট যে উপনিষদ আরম্ভ হইয়াছে—সংসারের

কারণভূত অবিদ্যার প্রভাবনিবৃত্তির জন্য—অবিদ্যা শাতনের উপায়-বিধান করিবার জন্য—মুমুক্ষুগণকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্য—আত্মা ও ব্রহ্ম এক—এই পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য সেই ব্রহ্মবিদ্যা-সমাহিত উপনিষদের এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিরচিত হইতেছে।

এত দিন সংসারাশ্রমে ব্রাহ্মণবিধানে যাঁহারা যাগযজ্ঞে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া আরণ্যাশ্রমে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় সমাহিত হইবেন। ইহাই আরণ্যক গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইয়া জ্ঞানযোগ-সাধনায় তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন। তাঁহাদের বৈরাগ্যদীপ্ত পবিত্র হৃদয়ে আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইবে;—এই উদ্দেশ্যেই আরণ্যক গ্রন্থ সঙ্কলিত। আচার্য্য শঙ্কর অন্যান্য উপনিষদ্-ভাষ্যেও এ কথায় সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

তমাল-তালী-বনরাজিনীলা—হিমাদ্রি-কিরীটিনী—সিন্ধুচুম্বিতচরণা—দেবতার অবদানমহিমা-গৌরবান্বিত ভারতে—সমীরণে হোমধূম-সুরভিত—পাখীর কূজনে বেদগান-মুখরিত সাধনার পুণ্যতপোবনে—মুক্তিকামী মানবসম্প্রদায়কে অমৃতত্ব প্রদানের জন্য যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল—যে ব্রহ্মজ্ঞান বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পরমব্রহ্মের শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত—বিশ্বের সত্তায় চিরপূজ্য—অতুল্য অমূল্য অনন্ত সম্পদ্—মানব-কল্পনাপ্রসূত বিজ্ঞান—আর্য্য-ঋষি মনীষিবৃন্দের কল্পকল্পান্তরের সাধনা-অর্জ্জিত সাহিত্য-রত্নাকরে সুসজ্জিত সর্ব্ববিধ জ্ঞান—সকল যুগে যে দিব্যপ্রজ্ঞানের নিকট নিষ্প্রভ—চিরম্লান—চিরপরাভূত, যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের

সহিত মানব-আত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মে—নশ্বর জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে—পরমব্রহ্মের সাযুজ্য জ্ঞানের অনুভূতি হয়, এই অনন্ত শোভা-সমৃদ্ধি—সুখ-ঐশ্বর্য্যের লীলা-বিভ্রমময় সংসার অতি অসার —মায়াবৈচিত্র্যের পরিহাস মাত্র;—জাগতিক সকল সুখ—সকল সম্পদ্—সকল প্রতিষ্ঠা—প্রতিপত্তি যাহার নিকট অতি তুচ্ছ;—সমুদ্রের ক্ষণস্থায়ী জল-বুদ্‌বুদ্‌তুল্য প্রতীতি হয়;—সেই অবিদ্যা-শাতন, মায়াপ্রহেলিকার মোহান্ধকার অপসরণকারী ব্রহ্মজ্ঞানের—দ্বাদশসূর্য্যসম দীপ্ত-প্রভায় চিরজ্যোতির্ম্ময়—অনন্তজ্ঞান মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

দীপ্তভাস্করের কিরণসম্পাতে যেমন বিশ্বের অন্ধকার দূরীভূত—তেমনি যে প্রজ্ঞানসূর্য্যের পুণ্য-জ্যোতিঃপ্রভায় বিশ্বের অজ্ঞান-তমসা—মৃত্যুর করাল যবনিকা চিরতরে অপসারিত হইয়া, মানবহৃদয়ে সত্যব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, সেই বিশ্বের চরম ও পরমজ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রসারণের জ্যোতীরশ্মি-রেখার বিশ্লেষণের অতীন্দ্র শক্তি—অলৌকিক সাধনা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি অজ্ঞান মানবশিশুর পক্ষে কোন যুগে সম্ভব কি? কিন্তু কর্ত্তব্যের কি নির্ম্মম পরিহাস! গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধার কি অসহ্য দম্ভ! বাক্য যেখানে রুদ্ধ—ভাষা স্তব্ধ—বুদ্ধি অচল—চিন্তা কল্পনা বিপর্য্যস্ত—বিদ্যা অকিঞ্চিৎকর—জ্ঞান স্তিমিত—উপলব্ধি বিন্দুমাত্র নাই—সেইখানেই বিবেকের কশাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া, বিদ্যা জাহির করিতে গিয়া, প্রকৃষ্ট মূর্খতার পরিচয় দিয়া সুধীজন-সমাজের পরিহাস শিরোধার্য্য করিতে হইবে। অর্ব্বাচীনের বিরাট মূর্খতার জন্য মার্জ্জনাপ্রার্থী!

প্রফেসার গিডেন ইংরাজীতে ডয়সনের উপনিষদ্-দর্শনের সর্ব্ব-জনবোধ্য সরল অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পাশ্চাত্যের ঋষি, ঋগ্বেদ ও উপনিষদনিচয়ের অনুবাদক ম্যাক্সমূলার "প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থমালা" গ্রন্থশ্রেণীর সম্পাদকরূপে পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলীর সহায়তায় উপনিষদরাজির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই—তিনি প্রবীণ বয়সে আর উপনিষদ্ ও ষড়্-দর্শনের দার্শনিক তত্ত্বের সম্যক্ বিচার করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া, উপনিষদ দর্শনের যে সকল বিশেষ জ্ঞান তিনি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ-গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গ্রিফিথ ইংরাজীতে চারি বেদের অনুবাদ করিয়া অমর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। প্রফেসার গফ, গার্ভে, ভেনিস, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা উপনিষদরাজির এবং ডাক্তার থিবো বেদান্ত-দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া অতুল্য পাণ্ডিত্য ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। লাটিন ও ফরাসীভাষায় উপনিষদরাজির অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে ভারতের জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইয়া বিশ্ববাসী চমকিত—সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে।

ভারতে ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী যুগেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত, বাঙ্গালার প্রথম বৈদান্তিক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ পঞ্চদশী, বেদান্তসার প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়া—আর্য্যঋষি-সম-উপলব্ধিশীল মহাপণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ বেদান্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য ও যোগবাশিষ্ঠের

সর্ব্বজন-সুবোধ্য অনুবাদ প্রণয়নের—বৈদান্তিক সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বেদান্তের মায়াবাদের বিচার করিয়া,—সুচিন্তাশীল মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে—প্রসারের জন্য বেদান্তরত্ন উপাধিতে সম্মানিত হইয়া, বিদ্বজ্জনসমাজে অতুল প্রতিপত্তি—অমর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। আর এতকাল পরে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির এই ব্রহ্মজ্ঞানদীপ্ত মহাজ্ঞান উপনিষদ গ্রন্থমালা সরল বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ওঁ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

ঐতরেয়োপনিষৎ।

-০:*:০-

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

* বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবীর্ম্ম এধি। বেদস্য ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসী-রনেনাধীতেনাহোবাত্রান্ সংদধাম্যৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্‌বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্।

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

যথাকথিত তত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থ অধ্যয়নে মদীয় যে বাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই বাক্য নিরন্তর চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। চিত্ত যে সমস্ত শব্দ পড়িতে বাসনা করিতেছে, আমার বাগিন্দ্রিয় তাহাই অধ্যয়নে নিরত হইতেছে। আমার মনও বাক্যে প্রতিষ্ঠিত। যে যে বাক্য তত্ত্ববিদ্যার প্রকাশে সমর্থ, তৎসমস্তই মন বাছিয়া লইয়া অধ্যয়ন করিতেছে; সুতরাং বাক্ ও মন পরস্পরের দ্বারা পরস্পর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত অর্থ যে তত্ত্ববিদ্যা, তন্নির্ণয়ে সমর্থ হউক। হে

স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম! তুমি মৎসকাশে অবিদ্যা রূপ আবরণ উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক আবির্ভূত হও। হে বাক্! হে মন! তোমরা উভয়ে আমার জন্য গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শন কর,—বাক্য-সমূহ আনয়নে সমর্থ হও। যাহা শ্রুত আছি, তাহা যেন আমাকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিস্মৃতিপথে গমন না করে। আমি সাবধানে এই গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক অহর্নিশি অতিবাহিত করিব। এই পূত গ্রন্থে পরমার্থভূত পদার্থের উচ্চারণে মনকে নিয়োজিত করিব এবং মনে মনে সেই বস্তু বিচার পূর্ব্বক বাক্যেও তাহার উচ্চারণ করিব। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্য স্বরূপ আমাকে রক্ষা করুন এবং মদীয় আচার্য্যকেও উপদেশদানে সমর্থ করুন। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব মদীয় অজ্ঞান দূর করিয়া দিউন এবং আমার আচার্য্যের বিদ্যাসম্প্রদায়-প্রবৃত্তি-প্রযুক্ত সন্তোষ উৎপাদন করুন। সোপাধিক ব্রহ্ম শান্তিময় হইয়া বিরাজ করুন, নিরুপাধিক ব্রহ্ম শান্তিরূপে বিমণ্ডিত হউন এবং ব্রহ্মশান্তি হউক।

[অপরব্রহ্ম বিষয়ক বিজ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডের প্রস্তাব সমাপ্ত হইয়াছে। কেন না, উক্থবিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে পরম গতিলাভ হয়, তাহার বর্ণন করিয়াই উপসংহার করা হইয়াছে; ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।—"এতৎ সত্যং ব্রহ্ম প্রাণাখ্যং" এই বচনে সমগ্র ভোজ্যের সহিত সংযুক্ত, আত্মাধিকারে ও দেবতাধিকারেও সত্যৈকশব্দবাচ্য প্রাণ একই, এই প্রকারে প্রাণ-স্বরূপ-নির্ণয়ের উপসংহার হইয়াছে। "এষ একো দেবঃ" এই বচন দ্বারা প্রাণ, আত্মা ও দেবতা এই তিনে যে এক, ইহা বিশদরূপে কথিত হইয়াছে। "এতস্যৈব প্রাণস্য সর্ব্বে দেবা বিভূতয়ঃ।" এই বচন দ্বারা বাগগ্নি-আদি সুরবৃন্দ প্রাণেরই বিস্তার বা বিভূতিমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য,

বা মহিমা, ইহা বিবৃত হইয়াছে। "এতস্য প্রাণস্য আত্মভাবং গচ্ছন্ দেবতা অপ্যেতি।" এই বচনে বুঝাইতেছে যে,—এই প্রাণকে যদি আত্মস্বরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে লাভ করা যায়, আর ঐ বিজ্ঞান যদি কর্ম্মের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদেবতাত্মক প্রাণের যে সর্ব্বদেবতাত্ম-স্বরূপভাব, তল্লাভরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা "প্রজ্ঞামযো দেবতাময়োঽমৃতময়ঃ সম্ভূয় দেবতা অপ্যেতি, য এবং বেদ", এই কথায় উপসংহৃত হইয়াছে। অতএব বুঝা গেল যে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেবতা হইতে পারে। ইহার পর আর প্রাপ্তব্য কিছুই নাই।—এই কথা মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন এবং স্বীকার ও করেন। ঐ মতনিরসনার্থ এই উপনিষদের আরম্ভ। যেহেতু কেবলাত্মস্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ-সিদ্ধি উহা দ্বারা অসম্ভব; অতএব তাদৃশ মোক্ষসিদ্ধির জন্য কেবলাত্মবিদ্যার আরম্ভের এই সময় উপস্থিত; সেই কারণে এই সময় সেই উপনিষদ্ আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া আরণ্যক ব্রাহ্মণে উপনিষদের আরম্ভ "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদি।

মীমাংসকেরা কহেন,—দেবত্ব বা দেবতালাভই পরমপুরুষার্থ অথবা মোক্ষ। সে মোক্ষ যথোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়, সমাহার বা মিলনসাধন দ্বারা লব্ধব্য। ইহার পর প্রাপ্তব্য আর কিছুই নাই।

যাঁহারা এই প্রকার স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সুখবোধার্থ আরণ্যক ব্রাহ্মণে কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থ এই উপনিষদ্প্রারব্ধ হইল,— "আত্মা বা ইদম্" ইত্যাদি।

এই প্রকরণে পরমাত্মনির্ণয় পূর্ব্বক জানিবার জন্য উপদেশ করা হইয়াছে, তিনি অশনায়া (ক্ষুধা) বা তৃষ্ণাদি ধর্ম্মবান্ নহেন এবং যে সমস্ত পূর্ব্বোক্ত অগ্নি-আদি দেবতার বর্ণন করা হইয়াছে, তাঁহারা

অশনায়া বা তৃষ্ণাদি ধর্ম্মবান্ বলিয়া তাঁহারাই সংসারধর্ম্মী; কিন্তু পরব্রহ্মে তদ্রূপ অশনায়াদি না থাকা হেতু তিনি সংসারী নহেন, সুতরাং নির্বিশেষে, অর্থাৎ সর্ব্বদেবতা হইতে অভিন্ন পরব্রহ্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানের বিধানার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ হইল।

মীমাংসকেরা বলিতে পারেন,—হাঁ, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞানদ্বারা মোক্ষসাধন ঘটে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া, এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিজ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য যে কোন কর্ম্মীরই অধিকার হয় না, ইহা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? কেন না, এ প্রকরণের এরূপ কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না যে, অকর্ম্মী আশ্রমীই ইহার (ব্রহ্মবিজ্ঞানপ্রাপ্তির) অধিকারী হইবে; সুতরাং কোনরূপ বিশেষ বর্ণন না থাকায় এই উপনিষদ্বিদ্যায় কর্ম্মিগণও অধিকারী হইতে পারিবে। আর যখন বহুসহস্র কার্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়া এই প্রকরণের আরম্ভ হইয়াছে, তখন যে ইহাতে কর্ম্মীরই অধিকার, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

পরন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, কর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিত নির্বিশেষ পরব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয়, ইহাই বা কিরূপে স্বীকার্য্য হইতে পারে? কারণ, পূর্ব্বে কর্ম্মসম্বন্ধি বিজ্ঞানের ফল সর্ব্বাত্মতালাভ, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখানেও সর্ব্বাত্মতালাভই ফলরূপে বর্ণিত হইয়াছে—দেখিতেছি। সুতরাং এ স্থলেও কর্ম্মসম্বন্ধিবিজ্ঞান দ্বারাই যে সর্ব্বাত্মতালাভ হয়, এ প্রকার অনুমান কদাচ ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে না। এ হেতু কর্ম্মের সহযোগে বিজ্ঞান ঐ প্রকার ফল প্রসব করে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অতঃপর বেদান্তী বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে একবার কর্ম্মের সাহায্যে বিজ্ঞানের যে ফল স্থিরীকৃত হইয়াছে, পুনরায় কর্ম্মের সহযোগে

বিজ্ঞানের যদি সেই ফলই সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা হইলে পুনরুক্তিদোষ ঘটে, সুতরাং হয় পূর্ব্বের নিরূপিত বিষয়টি নিরর্থক, নচেৎ এখনকার সিদ্ধান্তিত বিষয়টি নিরর্থক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে যে কর্ম্মের সহযোগে জ্ঞানের অনুষ্ঠানের বিষয় উক্ত হইয়াছে, এ স্থলেও তাহারই নির্ণয় হইয়াছে, তবে এখানে যে আত্মজ্ঞানের বিষয় বলা হইল, সে আত্মা জগৎসৃষ্টিস্থিতি-সংহার ক্রিয়ারূপ কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মশীল, এইটুকু পার্থক্য মাত্র; সুতরাং তাহা হইলে আর পুনরুক্তিদোষ বা তজ্জন্য আনর্থক্যদোষ ঘটে না।

অথবা "আত্মা বা ইদম্" প্রভৃতি উত্তরগ্রন্থ সন্দর্ভ বা প্রবন্ধ এইরূপেও উপপন্ন করা যায়। যেমন—কর্ম্মপ্রস্তাবে কর্ম্মী-আত্মাকে কখন কর্ম্মের (যজ্ঞাদিবিশেষের) অঙ্গরূপে, কখন বা কর্ম্মাঙ্গ উকৃথ-আদির আশ্রয়রূপেই উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং কর্ম্ম সম্বন্ধ ভিন্ন আর উপাসনার জন্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এই বিধান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, কেবলমাত্র আত্মাও উপাস্য। অবশ্য কর্ম্মী ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানসময়ে পৃথক্‌রূপে কেবল আত্মার উপাসনা করিবে, ইহা বলাই অত্যুক্তিমাত্র।

অথবা একই আত্মা কর্ম্মসময়ে ভেদদর্শনের সহযোগে অর্থাৎ 'এই' শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বক ভিন্নভাবে উপাস্য এবং অকর্ম্মসময়ে সেই আত্মাই অভেদযোগে, 'আমি' এই শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক অভিন্নভাবে উপাস্য; অতএব এরূপ হইলে আর পূর্ব্বনির্ণীত বিষয়ের সঙ্গে এ সিদ্ধান্তে পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেছে না। আবার তজ্জন্য ছুটির বিধানও নিষ্ফল হইতেছে না।

বাজসনেয় উপনিষদে এইরূপ মন্ত্রদ্বয় আছে—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥" ইতি

তথা,—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'কর্ম্ম ও জ্ঞান এক সহযোগে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মরিলে আর মরিতে হয় না, অমর হইয়া যায়। কর্ম্ম করিয়া শত বর্ষ যাবৎ জীবিত থাকিতে কামনা করিবে।' অবশ্য, মরণ-ধর্ম্মবান্ মনুষ্য শতবর্ষের পর আর জীবিত থাকিতে পারে না যে, তাহার পর কর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবলমাত্র আত্মার আরাধনা করিবে। বাজসনেয়ে পুরুষের আয়ুঃসংখ্যা শত বর্ষ নিরূপিত হইয়াছে। অন্য "শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ" এই শ্রুতিতেও শতবর্ষ আয়ু সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এ স্থলেও "বৃহতী সহস্রাখ্য" শাস্ত্রের সংখ্যা ছত্রিশ সহস্র, এই কথা বলিয়া পুরুষের আয়ুঃ ঐ ছত্রিশ সহস্র দিন উক্ত হইয়াছে; সুতরাং সেই শত বর্ষই কর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। আবার কথিত হইয়াছে,—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি।" যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎকালই অগ্নিহোত্রহোম করিবে। আবারও কথিত হইয়াছে,—"যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত।" যাবৎ জীবিত থাকিবে, দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে। অন্যত্র বলা হইয়াছে,—"তং যজ্ঞপাত্রৈর্দহন্তি।" তাঁহাকে যজ্ঞপাত্র দিয়া দাহ করিবে। (অর্থাৎ ইহাতে বুঝা গেল যে, গর্ভাধান হইতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আমরণ যজ্ঞ করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন করিলে দাহের সময় সেই যজ্ঞকাষ্ঠগুলিও কাষ্ঠের কার্য্য করিবে।)

ইহা ত আছেই। তদনন্তর আবার, ঋণত্রয়ের * পরিশোধ করিবার প্রস্তাবও আছে। সুতরাং যে পারিব্রাজ্য বা সন্ন্যাসবিধানের শাস্ত্র বা উপদেশ আছে,—"ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি," কামনাত্রয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভিক্ষাচারী হইবে, তাহা হয় আত্মজ্ঞানের স্তুতিবাদ, না হয়, অন্যরূপ অর্থবাদ, কিংবা যাহারা কর্ম্মে অনধিকারী,—কাণ, খঞ্জ, কুষ্ঠী ইত্যাদি, তাহারাই সন্ন্যাসে অধিকারী। পরন্তু সমর্থ ব্যক্তি কর্ম্মই করিবে এবং তৎসঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক পরমসুখময় স্বর্গে যাইবে, ভোগ করিবে। তাহাই মোক্ষ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; সুতরাং উপনিষদ বলিয়া যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক গ্রন্থ আছে ও তাহার অনুশীলন দ্বারা নির্ব্বিশেষভাব—পরমব্রহ্মের স্বরূপপ্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ হয়, এ কথা বলিয়া আস্ফালন করা বৃথা।

ইহার উত্তরে বেদান্তীর উক্তি যথা—হাঁ, আত্মজ্ঞান কর্ম্মীর পক্ষেই বিহিত হইতে পারিত, যদি আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান থাকিত; কিন্তু যে ব্যক্তি 'পূর্ণকাম, পূর্ণানন্দ, পরিপূর্ণ-চৈতন্যময়, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই আমি' এই প্রকার ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ত আচরিত আচরিতব্য কোন কর্ম্মেরই আবশ্যকতা দেখিতে পায় না।—যাহার নিকট ফল দৃষ্ট হয় না, তাহার পক্ষে কর্ম্মের বিধান কি করিয়া উৎপন্ন বা ফলিত হওয়া সম্ভব? প্রয়োজন না থাকিলে কি কেহ কখনও কর্ম্ম করিয়া থাকে? লৌকিক পুরুষেরা বলেন, "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।" বিদ্বানের কথা দূরে

---

* ঋণ ত্রিবিধ,—পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ। সন্তানোৎপাদনে পিতৃঋণ, বেদাদি অধ্যয়নে ঋষিঋণ ও যজ্ঞাদিসম্পাদন দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

থাকুক, প্রয়োজনবোধ না থাকিলে কোন মূর্খও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না।

তবে আপাততঃ বলিতে পার, আবশ্যক থাকুক আর নাই থাকুক, তুমি যখন ঈশ্বরের শাসন বা আদেশ পালন করিতে উৎপন্ন হইয়াছ, তখন তোমার সেই নিয়োগবলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? যাঁহার উপর সেই নিয়োগ খাটে না, 'তিনিই আমি' যে এই প্রকার দর্শন করিতেছে, তাহার ত কর্ম্মে নিয়োগ বা নিযুক্ত করা সে নিয়োগের সাধ্যায়ত্ত নহে। কথাটা একটু ঋজুভাবে বলা যাক,—যে পুত্রপশ্বাদি ইষ্টবিষয় যাচঞা করে, দুঃখ বা দুঃখজনক অনিষ্ট বিষয় বিসর্জ্জন করে এবং ইষ্টলাভ ও অনিষ্টবর্জ্জনকে প্রয়োজন বলিয়া জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিই নিয়োগের বিষয়;—ইহাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে আত্মা সেই প্রয়োজনকে প্রয়োজন বলিয়াই জ্ঞান না করেন, সেই 'আত্মাই আমি' এই প্রকার জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী হইয়াছেন, তিনি কি আর সে নিয়োগের লক্ষ্য হইবেন?—কদাচ নহে।

যদি বল,—নিয়োগের লক্ষ্য না হইলেও যে কেহ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে না, তাহা নহে; ব্রহ্মাত্মত্বদর্শী নিয়োগের অলক্ষ্য হইলেও নিয়োগ তাঁহাকে নিশ্চয়ই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবে।

এ কথা বলিতে পার না; কেন না, তাহা হইলে—যে নিয়োগের লক্ষ্য অথবা যে নিয়োগের অলক্ষ্য, যদি সকলেই সেই নিয়োগ দ্বারা বশীভূত হইয়া কর্ম্মে নিরত হয়, তবে যে সকল কার্য্যই সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। তাহা ত তোমারই অমত। কেবল অমতই বা কেন, তাহা হইলে যে কর্ম্মকাণ্ডের মহাবিশৃঙ্খলা ঘটে। তাহা

স্বীকার করিবে কি? অতএব বলিতে হইবে,—যে নিয়োগের বিষয় বা লক্ষ্য, সেই ব্যক্তিই নিয়োগদ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে,—অন্যে নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি ব্রহ্মাত্মতত্ত্বদর্শী,—নিয়োগের বিষয় বা লক্ষ্য নহে, সে নিয়োগ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য হইবে না বা তাহাকে বাধ্য করিতে পারিবে না; অতএব যে ব্যক্তি 'নির্বিশেষ পরব্রহ্মই আমি' এই প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মের ব্যবস্থা করা নিতান্ত অসঙ্গত।

আর এক কথা, যে ব্যক্তি 'আমি ব্রহ্ম'—এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ত ব্রহ্মতুল্য হইয়াছে; সুতরাং সে বেদ-বচনের নিয়োগ মানিয়া চলিতে বাধ্য কেন?—বেদ ঈশ্বরের বাক্য। পরম-ঈশ্বর কি সেই বেদবাক্যের নিয়োগ অনুসারে চলিতে বাধ্য, না তাঁহার তদনুসারে চলা কর্ত্তব্য? অবিবেকী কিঙ্করের কথানুসারে কি কদাচ বহুজ্ঞ স্বামী চলিয়া থাকেন? সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য নহেন।

আচ্ছা বেদ ঈশ্বরজ্ঞানজন্য হইলে, যেরূপ পাণিনিজ্ঞান জন্য ব্যাকরণের সকল নিয়ম মানিয়া পাণিনি চলিতে বাধ্য হয় না, ঈশ্বরও না হয় স্বকীয় জ্ঞানজন্য বেদ বচনের নিয়োগ অনুসারে চলিতে বাধ্য না হইতে পারেন; কিন্তু বেদ কি ঈশ্বরজ্ঞানজন্য? তাহা ত নহে। বেদ স্বয়ংসিদ্ধ নিত্য স্বাধীনপ্রমাণ; তাহার নিয়োগে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই চলিতে বাধ্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

স্বীকার্য্য বটে, তবে বেদ যদি নিত্যসিদ্ধ হইয়াও চেতন হইত অথবা চৈতন্যসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে, সকলেই বেদের নিয়োগে চলিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বেদ ত অচেতন শব্দময়; তাহার আবার

নিয়োগ কি ? অচেতন মহীরুহাদি কি কোন চেতনকে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয় ? ভাল, না হয়, অচেতন শব্দেরও নিয়োগ একটা ধরিয়া লওয়া যাউক ;—কিন্তু তথাপি তাহার নিয়োগ ত বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের উপরে সমান কার্য্য করিতে পারে না। যদি তদ্রূপ অর্থাৎ বিদ্বান্-অবিদ্বানের উপর তুল্য কার্য্য করিতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যে সেই মহান্ দোষ ঘটে, 'সকলেই সকল কর্ম্ম করুক,' তাহা কি স্বীকার্য্য হইবে না ?

না, তাহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। তথাপি যেরূপ অসঙ্গি-ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তদ্রূপ কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উভয় শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বলিতে হয়,—কোন সময়ে জ্ঞানের এবং কোন সময়ে বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

কি করিয়া করিতে হইবে ? অত্যন্ত বিরুদ্ধ বিষয়ের একত্র সমাবেশ হয় কি প্রকারে ? যে কর্ম্মী, সে আবার অকর্ম্মী ত হইতে পারে না। ইহা কি হইতে পারে যে, বহ্নি উষ্ণও বটে, শীতলও বটে ; না, গৃহ আলোকিত ও অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন ? সুতরাং ব্রহ্মাত্মতত্ত্বদর্শী কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকায় তাহার পক্ষে কর্ম্মের বিধান সম্ভবে না।

ফল কথা, ব্রহ্মাত্মতত্ত্বদর্শীর কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও "স্বর্গকামো যজেত" প্রভৃতি শাস্ত্র দ্বারা তাহার আবশ্যকতা-বোধ উৎপন্ন করিয়া দিবে এবং তদ্দ্বারাই তাহার প্রয়োজন-বোধ হইবে ; অতএব সেই প্রয়োজনের পূরণার্থ তাহাকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে।—ইহা বলিলে দোষ কি ?

দোষ এই যে, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা হয় ;—যে বেদাধ্যয়ন

করিয়াছে, সেই ফলকাম না হইলেও বেদ সবলে তাহাকে ফলকাম করিয়া দিবে। আর যাহারা বেদধ্যয়ন করে না বা জানে না বলিয়া, যেরূপ অজ্ঞ গোপাল আদি, তাহাদিগের ফলকামনা জন্মিয়া দিতে না পারায় তাহারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবে না বা বাধ্য করিতে পারিবে না।—ইহা কি ন্যায্য বিচার? এই হেতু বলিতে হইবে যে, স্বভাবতঃ যাহার যে ফলকামনা থাকে, তাহার উল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রসঙ্গে কর্ম্মের বিধান করা হয়; কিন্তু বিধান দ্বারা তাহার ফল কামনা জন্মাইয়া দেয় না।

স্বভাবতঃ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, স্বতঃ-প্রাপ্ত কামনা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহারই বিধান করা হয়, ইহাই শাস্ত্রের রীতি। এখন বুঝিয়া দেখ, আত্মজ্ঞানই 'ইহা কৃত বা ইহা কর্ত্তব্য' এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং আত্মজ্ঞান হইলে আর 'ইহা কৃত বা ইহা কর্ত্তব্য' এ প্রকার জ্ঞান বা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না; সুতরাং কৃতকর্ত্তব্যতাজ্ঞানবিরোধী আত্মজ্ঞান স্বভাবতঃ লাভ করা যায় না বলিয়াই শাস্ত্রদ্বারা তাদৃশ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত্যর্থ উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তদ্বিরোধী কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিবার জন্য উপদেশ পাওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? যাহার পক্ষে একবার তাদৃশ আত্মজ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে পুনরায় কি তদ্বিরোধিকর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করা সঙ্গত? বহ্নিতে শীতলতার বা ভাস্করে অন্ধকারপুঞ্জের ন্যায় উপদেশ কি উন্মত্তবিগীত নহে?

এখন কথা এই যে, যদি দুইটিই পরস্পর-বিরোধী হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ডেরই বিধান থাকা বিধেয়। যখন বলিতেছ যে, জ্ঞানকাণ্ডে বিধির উপদ্রব নাই, তখন ত বেদান্তরাশি তাদৃশাত্মার বোধক হইতে

পারে না। সুতরাং হয় কর্ম্মকর্ত্তার স্বরূপ কি, তাহা জ্ঞাতার্থ বেদান্তরাশির আরম্ভ করা হইয়াছে, না হয় "হুং, ফট্‌, বৌষট্‌, হিলিহিলি, কিলিকিলি,' প্রভৃতি নিষ্ফল মন্ত্রের ন্যায় জপমাত্রোপযোগী বলিয়া বেদান্তরে প্রবৃত্তি বা উৎপত্তি হইয়াছে, কিংবা উপাসনাক্রিয়ান্তরের বিধানার্থ উপনিষদরাশির স্থান কর্ম্মকাণ্ডের উপসংহারে প্রদত্ত হইয়াছে।—ঐ প্রকার আত্মজ্ঞানের জন্য ইহার প্রবৃত্তি নহে।

ইহার উত্তর এই যে, না, তাহা বলিতে পার না ;—বেদান্তে বিধি না থাকিলেও তাহার ন্যায় এরূপ প্রচুর বাক্য আছে, যদ্দারা পুরুষ কর্ত্তব্যের অভিমুখে প্রেরিত হইতে পারে। যেরূপ, "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" তিনিই আমার স্বরূপ, এই প্রকার জানিবে। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", চৈতন্যই ব্রহ্ম, ইহা জানিবে। এই কথা লইয়া উক্ত প্রস্তাবের উপসংহার করা হইয়াছে। "অভয়ং বৈ জনক। প্রাপ্তোঽসি যদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি।" জনক। তুমি অভয় পাইয়াছ; কেননা, 'আমিই ব্রহ্ম হইতেছি' আত্মাকে এই প্রকারে জানিতে পারিয়াছ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" এ সমস্তই এই আত্মা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, যে যাহা হইতে সঞ্জাত হয়, সে তাহার সঙ্গে অভিন্ন, যেরূপ কাঞ্চন হইতে অলঙ্কার, মাটী হইতে ঘট ইত্যাদি; সুতরাং কাঞ্চনের সঙ্গে অলঙ্কার ও মাটীর সঙ্গে ঘট অভিন্ন, তদ্রূপ এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থ এই আত্মা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে বলিয়া এই সকল পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও এই আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্ন—এক; তিনি সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি। প্রভৃতি এই সমস্ত বাক্য দ্বারা তাদৃশ আত্মা নাই বা তাদৃশ আত্মা একটি থাকিলেও

তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে না। অথবা আত্মজ্ঞান হইলেও তাহা একটা ভ্রমমাত্র, ইহা বলিতে পারিতেছ না।

থাকুক, তুমি বলিয়াছ, বিদ্বানের কোনই আবশ্যকতা নাই বলিয়া সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। ভাল, যখন কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া সে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া কর্ম্মের ত্যাগ বা সন্ন্যাসরূপ অনুষ্ঠানেও সে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা ত বলিতে পারা যায়।

ইহার উত্তর এই যে, না,—তাহা বলিতে পার না, গীতায় উক্ত আছে, 'ইহলোকে বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠানেও কোন আবশ্যক নাই, কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও কোন আবশ্যক নাই।' এই বাক্যদ্বারা বুঝা গেল যে, সন্ন্যাস বা চতুর্থাশ্রম, অর্থাৎ ভিক্ষু-আশ্রম স্বীকার করত যথাবিধি বিহিত কার্য্যের পরিত্যাগ অক্রিয়াস্বরূপ,—অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মবর্জ্জিত করিবে। তাহাতে আবার প্রয়োজন থাকা না থাকার দোষ কি? আত্মার স্বরূপ—অক্রিয়াস্বরূপ—আর মুক্তি বা পরমপুরুষার্থ তুল্য পদার্থ। যখন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য,—অর্থাৎ কামাদিরহিত সংসারাতীত পথে ভ্রমণ করিবে, তখন তাহার পক্ষে আবার বিধি-নিষেধ কি হইতে পারে?

অজ্ঞান নিবন্ধনই প্রয়োজনের সম্ভাব হয় এবং সেই প্রয়োজন-পিপাসায় প্রেরিত অর্থাৎ লোভে পর্য্যাপ্ত হইয়া দৈহিক বা মানসিক শ্রম করিতে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্বানের (আত্মজ্ঞের) অজ্ঞান নিবর্ত্তিত হওয়ায় প্রয়োজনও নিবর্ত্তিত হয়, কাজেই প্রয়োজনতৃষ্ণায় প্রেরিত না হইলে, তাহার আবার কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে কি প্রকারে?

সন্ন্যাস, ব্যুত্থান বা ত্যাগ অক্রিয়াস্বরূপ, যাগাদির ন্যায় অনুষ্ঠেয় নহে। সন্ন্যাস অক্রিয়াস্বরূপ হইলেও অভাবাত্মক নহে, কিন্তু ভাবপদার্থ। যেরূপ ঘটের অভাব-স্বরূপ ফুল—ভাবপদার্থ, অভাব পদার্থ নহে; তদ্রূপ ক্রিয়ার অভাবস্বরূপ সন্ন্যাস—অভাবপদার্থ নহে; বরং ভাবরূপ পদার্থ। তাহাই বিদ্বান্ পুরুষের স্বরূপ; অতএব আবার স্বতন্ত্র প্রয়োজন খুঁজিবার আবশ্যক কি? ইহার ত প্রশ্নই হয় না, অন্ধকারে প্রবিষ্ট লোকের কাছে আলোক উপস্থিত হইলে যে তাহার গর্ত্তপঙ্ককণ্টকাদিতে পতন হয় না; সেই পতন না হওয়ার প্রয়োজন কি? কি প্রয়োজন হেতু সে গর্ত্তাদিমধ্যে পতিত হয় না?

তাহা হইলে সন্ন্যাস পুরুষব্যাপারসাধ্য নহে বলিয়া তদুপরি বিধির কোনই শক্তি নাই, অর্থাৎ বিধি দ্বারা এরূপ কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারিল না যে, তদ্দারা বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসীর বনযাত্রা করিতেই হইবে; সুতরাং সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াই যে অরণ্যে যাইতে হইবে, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিতে পাইবে না, এরূপ নিয়ম না পাওয়ায় গৃহে বসিয়া যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভ হয়, তবে কর্ম্মাদি না করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকিবে, অরণ্যে যাইবার বা কেবল পরিব্রজন পারিব্রাজ্য বা পরিভ্রমণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

না,—তাহা সম্ভবে না,—কামনা হেতুই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার্য্য। যে সর্ব্বকামনা সন্ন্যাস করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে গৃহেই থাকিতে হইবে, অরণ্যে যাইতে হইবে না বা পরিব্রজন প্রয়োজন নাই, এ সমস্ত কথার প্রয়োগই সম্ভবে না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, বিদ্বানের পক্ষে গুরুর সেবা বা তপস্যা-বিষয়ের অবশ্যকর্ত্তব্যতার উপদেশও নিষ্ফল ব্যতীত কিছুমাত্র সার্থক নহে। গুরুশিষ্যভাবের জ্ঞান না হইলে

'গুরুর সেবা কর্ত্তব্য' এ জ্ঞান জন্মে না, বা তজ্জন্য সেবা করাও একরূপ অসম্ভব হয়; কাজেই ইনি গুরু, আমি শিষ্য, এ অভিমান যদি দূর হয়, তবে বিদ্বান্ গুরু-সেবা করিতে বাধ্য নহে। তদ্রূপ 'আমি অশুদ্ধচিত্ত', এ বোধ না থাকিলে, বরং 'নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ শিবই আমি' এই প্রকার জ্ঞান থাকায় বিদ্বান্ তপস্যাতেও একান্ত বাধ্য হইতে পারে না।

এখানে কোন কোন গৃহী ভিক্ষাটনাদিভয়ে অধম ব্যক্তির কৃত তিরস্কারে ভীত হইয়া আপনাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি সাধারণকে প্রদর্শনার্থ এই প্রকার উত্তর করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, যেমন ভিক্ষুর দেহধারণার্থ ভিক্ষাটনাদির বিধি আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ অকাম গৃহস্থের শরীরধারণার্থ অন্নবস্ত্রের জন্য গৃহে থাকাই কর্ত্তব্য। অকারণ ভিক্ষু হইবার আবশ্যক কি? তাহাতে ত আর দুইখানি হাত বাড়িবে না, বরং ভূরি পরিমাণে বৃথা ক্লেশভোগ করিতে হয়; সুতরাং গৃহে থাকাই কর্ত্তব্য।

—হাঁ, কর্ত্তব্য হইতে পারিত, যদি গার্হস্থ্যাশ্রম অভিমানের আকার বা বিষয় না হইত। ইহা বলা হইয়াছে ত। তবে আবার গৃহে থাকিবার কথা উল্লেখ কর কেন?

প্রয়োজন থাকিলেই প্রস্তাব করিতে হয়। তোমার মতে যেরূপ "সপ্তাগারানসংকল্পিতান্" সাত বাড়ী ভিক্ষা করিবে, এই প্রকার এবং পাপ-নিরসনার্থ চতুর্গুণ শৌচ করিবার বিধি আছে; তদ্রূপ আমার বিবেচনায় অকাম বিদ্বান্ গৃহী বিবাহিতা ভার্য্যার সহযোগে সর্ব্বদা প্রত্যবায় দূরীকরণার্থ যাবজ্জীবাগ্নিহোত্র হোম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এই প্রকার নিয়ম স্বীকার করিলে 'ঘরে বসিয়াই সন্ন্যাস' করা হইল।

না, না,—'ঘরে বসিয়া সন্ন্যাস' হইতে পারে না। যে বিদ্বান্, তাহার আবার বিবাহিতা ভার্য্যা, অগ্নিহোত্র হোম ইত্যাদির অনুরোধ কি? পূর্ব্বেই ত কথিত হইয়াছে, বিদ্বান্ নিয়োগের বাধ্য নহে; অতএব নিয়োগ চিন্তা না করিলে প্রত্যবায়ভোগী হইতে হইবে না। যে ব্যক্তি সকাম, তাহারই প্রত্যবায় হয়; যে অকাম, তাহার প্রত্যবায় হইবে কেন? তাহার পুণ্যই বা কি, পাপই বা কি? সুতরাং যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রের বিধান দেখিতেছি নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে।

কেন নিষ্ফল হইবে? অবিদ্বানের পক্ষেই যাবজ্জীবাদি বিধির প্রয়োগ হওয়ায় সার্থকই হইবে। যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, সে যাবজ্জীবাদিশাস্ত্রের লক্ষ্য, বিদ্বান্ তাহার লক্ষ্য নহে।

অতএব যে দেহধারণমাত্রে প্রবৃত্ত ভিক্ষুর ভিক্ষাটনাদি প্রবৃত্তিবিষয়ে নিয়ম আছে, সে নিয়ম প্রবৃত্তির প্রয়োজক নহে—কিন্তু প্রাসঙ্গিক মাত্র। যেরূপ "আচামেৎ প্রযতঃ" এই আচমনবিধিদ্বারা নিযুক্ত হইয়া আচমনার্থ প্রবৃত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হইলেও সেই তৃষ্ণানিবৃত্তি যেমন আচমনপ্রবৃত্তির প্রয়োজক নহে, প্রাসঙ্গিক মাত্র; তদ্রূপ জীবনধারণার্থ প্রবৃত্ত ভিক্ষুর ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্তি হইলেও ভিক্ষাদিবিষয়ে নিয়ম হইতে পারে না। তৃষ্ণা-নিবৃত্তির ন্যায় ভিক্ষাপ্রবৃত্তি প্রাসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। ভিক্ষুর জীবনধারণে প্রবৃত্তিও পূর্ব্বসংস্কারনিবন্ধনই হইয়া থাকে,—এই হেতু প্রবৃত্তি জন্মে। তবে কেবল প্রবৃত্তিদ্বারা জীবনরক্ষা হয় না; সুতরাং ভিক্ষাটনাদি করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব ভিক্ষাটনাদি প্রসঙ্গতঃ আগত ও ভিক্ষু নিয়োগের অতীত বলিয়া ভিক্ষুকে লক্ষ্য করত কোন

প্রকার বিধানই হইতে পারে না। তদ্রূপ যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মও প্রসঙ্গতঃ প্রাপ্ত বলিয়া ভিক্ষুরও কর্ত্তব্য, এ কথা বলাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেননা, আত্মজ্ঞানোৎপত্তির অগ্রে বিদ্যাসিদ্ধ্যর্থ অনেকগুলি নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করা হইয়াছিল; কেবল ইহাই নহে, অনেকপ্রকার অনিয়মের পরিহারার্থ তীব্রসংবেগে নিয়মের পালন করা হইয়াছিল; কাজেই তজ্জন্য যে প্রবল সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছিল, বিদ্যোৎপত্তি হইলেও সেই প্রবলতর সংস্কার দ্বারা দেহধারণার্থ ভিক্ষাটনাদি নিয়মেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অনিয়মে হয় না। যদি অনিয়মে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে সেই প্রবলতর সংস্কারের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত, অনিয়মের সংস্কারকে অতীব সযত্নে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া লইবার আবশ্যক হয়। তখন তাদৃশ যত্ন প্রকাশ করিয়া উদ্বোধ করা বিদ্বানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব; এই জন্য অনিয়মে আর তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না; কিন্তু সংস্কারবশে নিয়মপ্রাপ্ত ভিক্ষাদিতেই প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং ভিক্ষাটনাদির নিয়ম পূর্ব্বসংস্কারলব্ধ অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক মাত্র। অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া প্রসঙ্গতঃ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেন না, যে ব্যক্তি 'না করিলে পাপ হয়' এ প্রকার বুঝিবে, সেই নিত্যক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে। বিদ্বান্ সে সময়ে পাপ ও পুণ্যের অতীত; কাজেই তাহার পক্ষে উহার ব্যবস্থাই অসঙ্গত বা উন্মত্তপ্রলাপ বলিলেই হয়।

ইহা ভিন্ন আরও একটি কথা আছে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ অসংসারী, আত্মার স্বরূপই কামকর্ম্মাদি দ্বারা দূষিত নহে,—নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ; সংসার তাঁহার কদাচ ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না; সংসার তৎসকাশে

আকাশপুষ্পতুল্য অলীকপদার্থ: সুতরাং ব্রহ্মই যখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" বোধ করিয়াছে, তখন ত সে অসংসারী, কামকর্ম্মাদি দোষ ত তৎসকাশে আকাশকমলিনীর ন্যায় অলীক জ্ঞান হইয়াছে। তখন আবার কর্ম্মাদির বিধান তাহার পক্ষে কি হইতে পারে?

সুতরাং সন্ন্যাসবিধিই বা কেন? এ কথা বলিতে পার না; কেন না, সন্ন্যাস ত বিদ্বানের প্রকৃতিসিদ্ধ। তথাপি তাহার বিধান আছে দেখিয়া বিদ্বান্ তাহার অনুমোদন করেন মাত্র, তদ্দ্বারা সেই সন্ন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে বিহিত হইতেছে না; কিন্তু আত্মার স্বরূপ-নিরূপণের প্রসঙ্গে সন্ন্যাসের কথা বলায় যেন বিহিত হইয়াছে; সুতরাং সন্ন্যাসকেও প্রাসঙ্গিক বলিতে হইবে।

যে বিষয় সিদ্ধ, তাহার পুনরুল্লেখ দ্বারা তাহার কর্ত্তব্যতার স্মরণ হয় মাত্র। যখন সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে, কর্ত্তব্যতার শেষ ত তখনই হইয়াছে। তবে আবার তাহাকে কর্ত্তব্যে বাধ্য করিতে সচেষ্ট হওয়ার আবশ্যক কি? পূর্ব্বসংস্কারবশে নিয়মেই প্রবৃত্তির ন্যায় নিত্যক্রিয়াতেও প্রবৃত্তি হইতে পারে দেখিয়া সন্ন্যাসের বিধিরূপে উপদেশ হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিধি নহে। সুতরাং বিদ্বানের যখন ব্যুত্থানদশা আগত হয়, তখন তাহার পক্ষে জ্ঞানাবলম্বন মাত্র করত দিনযাপন ভিন্ন কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব; কাজেই ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কর্ম্মের এক সহযোগে অনুষ্ঠান দ্বারা একই ফলপ্রাপ্তির যে কামনা কাহারও কাহারও ছিল, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কেবল ইহাই নহে, বিদ্বান্ যে পৃথক্‌ভাবেও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার যোগ্য পাত্র নহেন, বোধ হয়, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। যিনি বিদ্বান্, তিনি ত সকল কামনা

বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মায় অবস্থিত হন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে আর সন্ন্যাসবিধান কি?—এ কথা বলা হইয়াছে। অধুনা একটি শ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।"—শম, দম, উপরতি তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজস্বরূপে নিজেকে দর্শন করিবে। এই শ্রুতিতে যে শম, দম ও সন্ন্যাস আদি সাধনের উল্লেখ আছে, ইহা অন্য আশ্রমীর পক্ষে কদাচ অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; কেন না, অন্যাশ্রমীর পক্ষে তাহাদিগের আশ্রমোচিত যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসঙ্গে সন্ন্যাসের অতিমাত্র বিরোধ ঘটে। ইহা ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর শাখার শিরো ভাগে,— "অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ।" "ন কর্ম্মণা প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" এই প্রকার কৈবল্যপ্রতিপাদক শ্রুতিও বিদ্যমান। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, "জ্ঞাত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ।" তথা "ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ" সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিতি করিবে। এই সমস্ত ব্রহ্মচর্য্যাদিরূপ সাধনগ্রামের দ্বারা আত্মজ্ঞান সম্পাদিত-করণার্থ ঐ শমদমাদির বিধানকে সন্ন্যাসাশ্রমেই উপপন্ন করিতে পারা যায়; কিন্তু সংসারাশ্রমে উপপন্ন করা যায় না। যখন কোন একটি পদার্থ সিদ্ধ করিতে হয়, তখন তদুপযোগী শক্তিবিশিষ্ট উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য; কিন্তু গৃহীর পক্ষে যে ব্রহ্মচর্য্যাদির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর। তদ্দ্বারা কোনরূপেই আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির আশা নাই। কেননা, গৃহীর পক্ষে ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যাতে অভিগমনও ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে গণনীয়। কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে কি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিতে পারিবেন

যে, তদ্দ্বারাও গৃহীর প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে?—কদাচ নহে।

অনন্তর বিধান আছে, "একাকী যতচিত্তাত্মা"—একাকী হইয়া অবস্থিতি করিবে। হইতে পারে, গৃহী সে সময় ধ্যানাদি করিবে, তখন না হয়, পুত্রকন্যাদি তৎসকাশে না থাকিল; কিন্তু তাহাও কি অধিকক্ষণের জন্য?—তাহা ত নহে। তবে কি প্রকারে সেই একাকী থাকাটি আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিব? কাজেই গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাদি কদাচ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইতে পারে না, বা তজ্জন্যই সেই অলব্ধাস্পদ ব্রহ্মচর্য্যাদি আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির পক্ষে প্রকৃষ্টতম দৃঢ় উপায় বলিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় না। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদি গৃহীর পক্ষে কদাচ বিহিত হয় নাই। তবে যাহারা কালসহকারে ব্রহ্মচর্য্যাদি হংসান্ত আশ্রমধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক এক দিন পরমহংসপদে আরূঢ় হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই মহতো মহীয়ান্ মহাত্মগণের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনের উপদেশ করিয়া, দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সন্ন্যাসই কর্ত্তব্য, তবে এটি তাহার সূত্রপাতনিকা মাত্র। অতএব ঐ "শান্তো দান্তঃ"—শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদি কোন অবিদ্বান্ও মোক্ষকামনা করে, তবে তাহাকে এই শম, দম, সন্ন্যাস প্রভৃতির আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, অবিদ্বান্ মুমুক্ষুও "চতুর্থাশ্রম" স্বীকার পূর্ব্বক যথাবিধি কর্ম্মের বিসর্জ্জন করিবে। মোক্ষকামী অবিদ্বান্ও ঐ স্থলে পৌছাইলে তাহার আর কর্ম্ম করিবার কোন আবশ্যক নাই। যখন অবিদ্বান্ মোক্ষ-কামীর সকাশে তোমার কর্ম্মের এই দুর্দ্দশা শ্রুতি স্বয়ং দেখাইতেছেন,

তখন বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইবার অগ্রে একবার স্বীয় মতটি কতদূর দৃঢ়, তাহা কি দেখা অকর্ত্তব্য ?

যে সকল ক্রিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানের এক সহযোগে অনুষ্ঠানের বিধান গৃহস্থাশ্রমে আছে, তাহার চরম ফল—দেবতায় লীন হওয়া বা সেই দেবতাকে লাভ। তাহা ত সংসারেরই মধ্যে। সংসার-গণ্ডীর বহির্ভূত হইতে হইলে কি আর সে নিয়মে কর্ম্ম করা সম্ভবে ? কর্ম্মীর পক্ষে যাহা সম্ভব, তাহারই বিধি আছে ; কিন্তু পরমাত্ম-বিজ্ঞানের পক্ষে কোন বিধি নাই। গৃহীর পক্ষে পরমাত্ম-জ্ঞানের বিধি থাকিলে গৃহীর সংসার-গণ্ডীর অন্তর্ভূত দেবতালাভরূপ ফলের উপসংহার কদাচ উপপন্ন হইত না।

বৃক্ষরোপণের অবান্তরফল যেরূপ ছায়া ও সৌরভলাভ, তদ্রূপ দেবতালাভরূপ যে ফলের উল্লেখ আছে, তাহা আত্মজ্ঞানের একটি অঙ্গফল মাত্র,—ইহা কদাচ বলা যায় না ; কেন না, আত্মজ্ঞানের বিষয় আত্মা। যিনি নিত্যবুদ্ধ, যাঁহাতে কামকর্ম্মাদি কোন প্রকার দোষ নাই, নিত্যমুক্তস্বভাব, পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দই যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক যে নিবাতনিস্পন্দ-প্রদীপতুল্য নির্ম্মল জ্ঞানোদয় হইবে, সেই নির্ম্মল জ্ঞানোদয়মধ্যে তোমার দেবতালাভরূপ ফল কোথায় স্থান পাইবে ? মূল কারণের সঙ্গে অশেষবিধ সংসারই যে তখন আকাশপুষ্পবৎ কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে, তাহার কি কোন সংবাদ রাখ ? ফল কথা, আত্মজ্ঞানের ফল যে "অমৃত," তাহা এই প্রকারেই ফলিত হইয়া থাকে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ যে, দেবতালাভ যদি আত্মজ্ঞানের অবান্তরফল হয়, তাহা হইলে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" প্রভৃতি বাজসনেয়ক শ্রুতি

দ্বারা আত্মজ্ঞান হইলে যে কোনরূপ ইতরবিশেষভাব থাকে না,—ইহা কথিত হইয়াছে; তাহাতে বাধা জন্মে কি না? ব্রহ্মজ্ঞের কোন ভেদাভেদ থাকে না, উক্ত শ্রুতি দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন্ মহাপ্রাণ সেই সিদ্ধান্তকে অকূলে ভাসাইয়া দিবে? কেবল ঐ শ্রুতি দ্বারা এই প্রকার স্থির হইয়াছে, এরূপ নহে; পরন্তু তদ্বৈপরীত্যে,—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি।" যখন দ্বৈতের ন্যায় থাকে—অর্থাৎ অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকার থাকায়, এক ভিন্ন বহু দেখিতে থাকে, তখন একে অন্য দেখে। এই শ্রুতি দ্বারা অবিদ্বানের পক্ষে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ও ফলাদির ভেদময় সংসার প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাও 'ইব' শব্দ দ্বারা 'যেন হয়' বলা হইয়াছে। তদ্রূপ এই উপনিষদেও অশনায়াদিমদবস্থাত্মক, সংসারান্তঃপাতী দেবতালাভরূপ যে ফল, সেই ফলের উপসংহার পূর্ব্বক তদ্বৈপরীত্যে কেবল—বিশুদ্ধ,—সর্ব্বাত্মক-বস্তুবিষয়ক যে আত্মজ্ঞান, অমৃতত্বপ্রাপ্তিই তাহার ফল বলিব, এরূপ স্থির করা যাইতে পারে। কোন্ গ্রন্থের কি বিষয় নির্ণেয়, উপক্রম ও উপসংহারাদির সহায়তায় তাহার স্থির করিতে হয়, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

এখন তোমার আর একটি প্রশ্ন আছে যে, যে ঋণত্রয় পরিশোধের কথা বলিয়াছ, তাহার উত্তর উক্তপ্রায়ই হইয়াছে। বিদ্বানের কোনও ঋণই হয় না, তাহা অবিদ্বানেরই হইয়া থাকে। পুত্র দ্বারা মনুষ্য-লোক জয় করত পিতৃঋণের পরিশোধ করিতে হয়; কিন্তু কৌষিতকীর বাক্যে শ্রুত ও দৃষ্ট হইতেছে যে, বিদ্বানের কোনরূপ ঋণপ্রতিবন্ধক থাকে না। আত্মলোকার্থী বলিয়াছেন, "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ"

পুত্র লইয়া কি করিব? তদ্রূপ পিতৃলোক ও দেবলোকলাভফলক দেবঋণ ও ঋষিঋণও মোক্ষকামীর পক্ষে মুক্তির অন্তরায় হইতে পারে না। "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ কাবষেয়া।" সেই সমস্ত বিদ্বান্ ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,—আমরা অধ্যয়ন করিতে যাইব কেন? ইহা দ্বারা যে ঋষিঋণের এবং "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহাবঞ্চক্রুঃ।"—পূর্ব্বকালবর্ত্তী সেই সমস্ত বিদ্বান্‌গণ এই প্রকার অগ্নিহোত্রের হোম করেন নাই বলিয়া ইহা দ্বারা যে দেবঋণের মুক্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিদ্বানের পক্ষে অগত্যা স্বীকৃত হইতে পারে যে, ঋণশোধ না করিলেও হানি নাই; কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে ত মোক্ষকামী হইলেও সন্ন্যাস-গ্রহণ বিহিত নহে। কেন না, তাহার ঋণত্রয়পরিশোধ করিবার আবশ্যকতা আছে। যদি ঋণ পরিশোধ না করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহার বিহিত কার্য্যের অনমুষ্ঠান জন্য নিশ্চয়ই পাতকসঞ্চার হইবে।

ইহার উত্তর এই যে, না, না,—পাপ হইবে কেন? অবিদ্বান্ যদি বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহার পাপ হইবে কেন? গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকারের অগ্রেই যদি সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে তাহার কর্ম্মাদিতে অধিকার না হওয়ায় সে তখন ঋণী হইতে পারে না। কর্ম্মাদিতে অধিকার জন্মিলে বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান না করার জন্য অবশ্যই সে পাতকী হইত। যদি অধিকারারূঢ় না হইলেও ঋণী হইতে হয়, তাহা হইলে ত তির্য্যক্‌জাতিরাও তোমার ঋণে ঋণী হইয়া পড়ে। সুতরাং বলিতে

হইবে, যখন কর্ম্মানুষ্ঠানে সে অধিকারী হইবে, তখন যদি সে ঋণ শোধ না করে, তবে তাহাকে পাতকী হইতে হয়।

ইহার মধ্যেও প্রভেদ আছে। যদি কোন গৃহী মোক্ষকামী হইয়া উৎকট বৈরাগ্য নিবন্ধন সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহা হইলে কি সে ঋণ শোধ করিল না বলিয়া পাতকী হইবে? কদাচ হইবে না। "গৃহাদ্‌বানী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্‌বা বনাদ্‌বা।" ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গৃহে যাইবে, গৃহ হইতে চলিয়া গিয়া বানপ্রস্থাবলম্বী হইবে, বানপ্রস্থী হইয়া তথায়ও বৈরাগ্য না জন্মিলে অবশেষে ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয় করিবে। যদি তাহা না হয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই যদি বৈরাগ্য প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য শ্রম হইতে সন্ন্যাস লইবে। গৃহেই বৈরাগ্য যদি হয়, অথবা বনেই বৈরাগ্য যদি হয়, তবে গৃহ হইতেই হউক বা বন হইতেই হউক, বৈরাগ্য জন্মিলেই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে। পরন্তু এই শ্রুতি দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, মুক্তিই লক্ষ্য এবং সেই হেতুই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় বিহিত হইয়াছে। যদি মুক্তির আসন্ন উপায় সেই বৈরাগ্যোদয় আপনা হইতে সহসা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যেখানে, অর্থাৎ যে আশ্রমে থাকিয়া বৈরাগ্য জন্মিবে, সেই স্থান হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ঋণের অন্তরায় থাকিলেও শ্রুতি কি ঐরূপ উপদেশ করিতে পারিতেন? অতএব গৃহীও আত্মদর্শনকামী হইলে, যখন তখন সন্ন্যাসাবলম্বন করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাকে কোন প্রকারেই প্রত্যবায়ভাগী বা পাতকী হইতে হইবে না। যে অবিদ্বান্ মোক্ষকামী না হইবে, তাহারই পক্ষে যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে কোন কোন শাখী দ্বাদশ

রাত্রি যাবৎ অগ্নিহোত্র হোম করিয়া তদনন্তর ইহা ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া ব্যবস্থা আছে। তদ্দারাই যাবজ্জীবাগ্নিহোত্রবিধির সঙ্কোচ হওয়ায় সন্ন্যাসবিধি দ্বারা আর তাহার সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

তাহা হইলেই হইল, অনধিকারীর পক্ষেই পারিব্রাজ্য।—না, তাহা হইবে কেন? অনধিকারীর পক্ষে "উৎসন্নাগ্নির্নিরগ্নিকো বা" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা আশ্রমের বিকল্প ও তাহার সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্‌ব্যতীত "ব্রহ্মচর্য্যবান্ প্রব্রজতি" "বুদ্ধা কর্ম্মাণি যানীচ্ছেৎ, তমাবসেৎ।"

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
য ইচ্ছেৎ পরমং স্থানমুত্তমাং বৃত্তিমাশ্রয়েৎ॥"

প্রভৃতি স্মৃতিতে আশ্রমের বিকল্প উল্লিখিত হইয়াছে।—এবং—

"অধীত্য বিধিবদ্‌বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞান্ মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।"

প্রভৃতি স্মৃতিতে আশ্রমের সমুচ্চয়ে বিধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ উৎকট বৈরাগ্য জন্মিলেই সন্ন্যাস করিতে পারে, তাহাতে পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই।

এখন কথা এই যে, বিদ্বানের ব্যুত্থান, অর্থাৎ সন্ন্যাস শাস্ত্রবিহিত নহে; কেন না, বিদ্বানের উপর কোন বিধিরই দৌরাত্ম্য খাটিবে না। যে স্থলে বিধির কোনই অধিকার নাই, তথায় একটা কোন নিয়মও সম্ভবে না; এই হেতু বিদ্বান্ গৃহে বা অরণ্যে যথা ইচ্ছা থাকিতে পারে। তাহাকে যে অরণ্যবাসী হইতেই হইবে, গৃহে থাকিতে

পারিবে না, এ প্রকার কোন বিধি নাই বা হইতে পারিল না।—সন্ন্যাস যে প্রাসঙ্গিকমাত্র।

প্রাসঙ্গিকমাত্র হইলেও সন্ন্যাস লইয়া বিদ্বান্ গৃহে থাকিতে পারে না। কামনা বশতই গৃহে থাকা হয়। সন্ন্যাস ত কামনা বশতঃ নহে; বরং তদ্বিরোধী। সুতরাং সকামের স্থানে অকামের থাকা অসম্ভব। যদি সন্ন্যাস অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাদির ন্যায় হইত, তবে কোনরূপে গৃহে থাকিবার প্রসঙ্গ উঠিতে পারিত; যখন কামনার অভাব বা ত্যাগমাত্রই সন্ন্যাস, তখন কামনার সমুদ্রে তাহার অবস্থিতি কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

যাহারা অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ, তাহারাই যথাকাম অবস্থিত থাকে; কিন্তু বিদ্বান্ যথাকাম অবস্থিতি করিতে পারে না; কেন না, বিদ্বান্ নিরতিশয় অকাম। যখন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই গুরুভারবোধে বিদ্বান্ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, তখন তাহার পক্ষে অত্যন্ত অবিবেকনিমিত্ত যথাকাম অবস্থান করিতে উপদেশ দেওয়া কতদূর ন্যায্য, তাহা চিন্তা করা বিধেয়। ইহা কোনপ্রকারেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না যে, উন্মাদদৃষ্টি পুরুষ আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাদি দেখিয়াছে বা তিমিরদোষ-দৃষ্টি ব্যক্তি দু'টি চন্দ্র দেখিয়াছে বলিয়া, যখন চক্ষুর উন্মাদদর্শনদোষ বা তিমির দোষ দূর হইবে, তখনও তাহাদিগকে কেহ বাধ্য করিয়া আবার আকাশে গন্ধর্ব্বনগর ও একচন্দ্রে দ্বিচন্দ্র দর্শন করাইতে পারে। যাবৎ দোষ ছিল, তাবৎ ভ্রমদর্শন করিয়াছিল। যখন দোষ দূর হইয়াছে, তখন আবার ভ্রমদর্শন কি বলপূর্ব্বক হইতে পারে? সুতরাং আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ব্যুত্থান, অর্থাৎ সন্ন্যাস ব্যতিরেকে যথাকামাবস্থান বা অন্য কিছু কর্ত্তব্য নাই বা হইতে পারে না।

এখন, তুমি যে বলিয়াছ, "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহার অর্থই তাহা নহে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, একই ব্যক্তিতে একই সময়ে ঐ উভয় একত্রে মিলিত হইয়া থাকিতে পারে না। যেরূপ একই ব্যক্তি যে সময়ে শুক্তিকার শুক্তিকাই দেখিতেছে, তখনই যেমন আবার শুক্তিকাকে রৌপ্য বলিয়া দেখিতে পারে না; এইরূপ। ঠিক এই কথাই কাকেও কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যা, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি হইলে তাহাতে আর অবিদ্যার সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা তপস্যাদি ও গুরুসেবাদি যে জ্ঞানোৎপত্তির উপায়ীভূত কর্ম্ম, তাহা অবিদ্যাত্মক বলিয়া অবিদ্যাশব্দবাচ্য; কিন্তু তপস্যা ও গুরুসেবাদি দ্বারা বিদ্যাকে উৎপন্ন করিয়া লইয়া মৃত্যুরূপ কামকে লঙ্ঘন করিবে। অনন্তর নিষ্কাম বিদ্বান ত্যক্তৈষণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অমৃত ভোগ করিবে। এই প্রকার দেখিয়াই মাধ্যন্দিনশাখার শেষে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে বলিয়াছ,—পুরুষের আয়ুঃ শতবর্ষ মাত্র। শ্রুতি কর্ম্ম করিয়া শতবর্ষ জীবনধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন; সুতরাং তদনন্তর কবে কর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সন্ন্যাস লইবে? তাহার উত্তর প্রায় প্রদত্ত হইয়াছে। যে সন্ন্যাসগ্রহণে অক্ষম, সেই অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। তদ্দ্বারা তাহার চিত্তশুদ্ধি হইলে তদনন্তর আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে।

আরও যে বলিয়াছ, পরে এমন কর্ম্মের কথা আছে, যাহার সঙ্গে আত্মজ্ঞানের বিরোধ ঘটে না। তাহারও ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

মন্দাধিকারীর পক্ষে সবিশেষ আত্মজ্ঞান ব্যবস্থিত আছে; কাজেই তদ্দ্বারা তাহারা নির্ব্বিশেষ আত্মজ্ঞানে অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়াই বলা হইয়াছে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, বিশুদ্ধ-আত্মা পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবের কোন পার্থক্য নাই—অভেদ। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রদর্শনার্থ এই উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে,—"আত্মা বা ইদম্" প্রভৃতি]।

ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।

'এই পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জ সৃষ্টির অগ্রে একই আত্মার স্বরূপে অবস্থিত ছিল। অন্য কিছুরই কোন প্রকার ব্যাপার বা অর্থক্রিয়া ছিল না,—ক্ষয়শীল কোন পদার্থই বিদ্যমান ছিল না।'

আত্মশব্দটি (ক) আপ্নোতীতি আপ্‌+মন্, বা (খ) আদত্তে ইতি আ+দ+মান্, বা (গ) অত্তি ইতি অদ্+মন্, (ঘ) আতনোতীতি আ+তন্+মন্ প্রভৃতিরূপে সাধিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে—

(ক) আপ্তি অর্থে জ্ঞান ও ব্যাপ্তি,—অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্থিতি বুঝায়। ইহার দ্বারা স্থির হইল যে,—যাঁহার জ্ঞানের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান্, তিনি আত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। আপ্তি-অর্থে প্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি। ইহার ফলিতার্থ এই যে, যিনি বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুটিকেই একই কালে পাইতে পারেন, তিনিই আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট।

(খ) আদান অর্থে গ্রহণ অর্থাৎ যিনি সকলকেই লাভ করিয়াছেন, তিনি আত্মা,—জগতের সঙ্গে অভিন্ন হইয়াও শুদ্ধিপ্রাপ্ত, সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত।

(গ) অদন অর্থে খাওয়া অর্থাৎ তিনি সকলের ভক্ষক বা

সর্ব্ববিনাশক, তিনি আত্মা,—অর্থাৎ জগৎসংহারক বা নিজ ভিন্ন সকলেরই খাদক, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্য মুক্তস্বভাব।

(ঘ) আতত অর্থে অব্যাহতব্যাপ্তি। তদ্দ্বারা স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ ও স্বগতভেদবর্জ্জিত অদ্বিতীয় যিনি, তিনি আত্মা,—শান্ত শিব।

এই সমস্ত অর্থের যে কোন একটি গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, যিনি সর্ব্ববেত্তা, যাঁহার স্বরূপে কোন প্রকার দোষস্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহাকেই আত্মা বলে।

ঈশ্বরের সুষুপ্তি অবস্থার নামই মহাপ্রলয়। তৎকালে কোন পদার্থেরই নাম ও রূপ থাকিতে পারে না। যে কিছু নাম ও রূপ, তৎসমস্তই অবিদ্যার পরিণাম। অবিদ্যাকেও ঈশ্বরের সিসৃক্ষামাত্র বলিতে হয়—সৃষ্টি করিবার বাসনা মাত্র। ভগবান্ সৃষ্টির বাসনা করিলেই সেই বাসনা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ,—নাম ও রূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আবার যে সময় সে বাসনার উপসংহার করিয়া নিজরূপে অবস্থান করেন, তৎকালে জাগতিক সকলেই নিজ নিজ নাম ও রূপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপে অবস্থিতি করে; কাজেই সৃষ্টির অগ্রে পরিদৃশ্যমান্ এই সমস্ত জাগতিক বস্তু নামরূপবর্জ্জিত হইয়া একাত্মরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

তাহা হইলে কি এখন আত্মা একরূপে সংস্থিত নহেন? হাঁ, একরূপে অবস্থিত নহেন। আত্মা এখন একরূপে সংস্থিত হইলেও একটু প্রভেদ আছে!—উৎপত্তির অগ্রে নাম ও রূপ অপ্রকাশ ছিল, কেবল আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন; তখন জগৎকে একাত্মরূপে জানিতে,

বুঝিতে ও বলিতে হইত ; আর এখন,—সৃষ্টির শেষে জগতের নাম ও রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগৎ অনেকশব্দের বাচ্য ও অনেকজ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়াছে, আবার অনেক সময় একাত্মরূপেও জ্ঞেয় হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের ও একাত্মার অনেক বিশেষত্ব ; যেরূপ সলিলরাশি যখন ফেন ও বুদবুদাদি-রূপে ভিন্ন ভাবে বিকাশিত না হয়, সে সময় সেই 'একই জল'রূপে জ্ঞেয় ও 'একই জল' নামে কথিত হয়। আবার যখন জলরাশি হইতে ভিন্নভাবে ফেন ও বুদবুদাদির বিকাশ হয়, তখন 'এটা জল', 'ওটা ফেন,' 'সেটা বুদবুদ,' এই প্রকারে জ্ঞেয় ও এই প্রকারে নানা শব্দে কথিত হয়, আবার 'ও সবই জল,'—এই প্রকার একই শব্দে অভিহিত ও একই জলরূপে পরিজ্ঞাত হয় ; তদ্রূপ।

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ১॥

'ব্যাপারবিশিষ্ট অথবা অব্যাপার অন্য কোনও বস্তু ছিল না।'

সাংখ্যেরা কহেন, পদার্থ দ্বিবিধ ;—প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ বহু, নিত্য এবং অজ্ঞান, আত্মশক্তি বলিয়া আত্মারই অন্তর্গত ; তদ্বিপরীত পরিণামস্বভাব প্রকৃতিও নিত্য। প্রকৃতির পরিণাম বা ক্রিয়া দুই প্রকার ;—সরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। যখন ভোগাপবর্গার্থ পঙ্গ্বন্ধের সন্নিপাত তুল্য পুংপ্রকৃতির সংযোগ হয়, তৎকালে প্রকৃতি বিরূপপরিণামমুখে ধাবিত ; আবার যে সময় অধিকার শেষ হয়, তৎকালে ব্রহ্মাণ্ডের নামরূপের উপসংহার করিয়া নিজ সঙ্গে আনিয়া মিশাইয়া আপনার সত্ত্বকে সত্ত্বরূপে, রজকে রজোরূপে এবং তমো গুণকে তমোগুণরূপে অবস্থিত করান। সেই অবস্থানের নাম

সরূপপরিণাম। এই অবস্থাকেই মহাপ্রলয় বলে। সুতরাং এই মহাপ্রলয়ে অন্য কিছু বিদ্যমান না থাকিলেও পুরুষগণ ও সরূপপরিণাম-শীলা প্রকৃতি মাত্র বিদ্যমান থাকেন। কণাদমতাবলম্বীরা কহেন, ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় হইলেও পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু, এবং আকাশ, কাল, দিক্, মনঃ, জীবাত্মা, সমবায়সম্বন্ধ, বিশেষ পদার্থ, নিত্যগুণ সমস্ত ও অভাবাদি নানাপ্রকার নিত্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া যায়; কিন্তু এই উপনিষদের মতে দৃষ্ট হয় যে, সেই মহাপ্রলয়ে একই আত্মা বিদ্যমান ছিলেন, অন্য কিছুই পরিমাণশীল পদার্থ ছিল না। অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না। কেবল একই আত্মামাত্র বিদ্যমান ছিলেন।

'প্রাণীদিগের কর্ম্মফল উপভোগ করিবার পক্ষে উপযুক্ত জল প্রভৃতি স্থান সকল আমি সৃষ্টি করিব,' (তিনি স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ প্রকৃতি বলিয়া একমাত্র হইলেও) এইরূপ বাসনা করিয়াছিলেন॥ ১॥

স ইমাঁল্লোকানসৃজত॥ ২

'তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'

ভগবান্ সৃষ্টির আদৌ একই ছিলেন, আর তাঁহার শরীরে ইন্দ্রিয়াদি কিছুই ছিল না। তাহা হইলে, অখণ্ড একরস আত্মার এ প্রকার বাসনা কি প্রকারে হইতে পারে?

ইহার উত্তর এই যে, তাহা হইতে পারে,—আত্মা যে সর্ব্বজ্ঞপ্রকৃতি। এ সৃষ্টি, আত্মার সার্ব্বজ্ঞ্যশক্তির একটি বিকাশ, এই হেতু বিজ্ঞানসৃষ্টি বা জ্ঞানের বিকাশ মাত্র। কার্য্যের বিকাশ ইহার অনেক পরে হইয়াছিল।—তাহাকে স্থূলসৃষ্টি কহে। যেরূপ কোন স্থপতিশ্রেষ্ঠ

শিল্পী একটি বিশাল অট্টালিকার আলেখ্য সৃষ্টি 'ইট কাঠ চূণ' বিনাও মনে মনে সম্পাদন করিতে পারে, সেইরূপ ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনা প্রথমে করিয়া, তৎপরে তাহার বিকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অপরাপর উপাদানের কিছুই আবশ্যক হয় নাই।

আবশ্যক না হইয়া পারে না। স্থূলসৃষ্টি করিতে হইলেই তাহার উপাদান আবশ্যক। স্থপতিবৃন্দও কি 'ইট কাঠ চূণ' বিনা বিচিত্র অট্টালিকার স্থূলতঃ বিকাশ করিতে সমর্থ হয়?

সমর্থ হয় না সত্য; কিন্তু জল হইতে যেমন ফেন ও বুদ্‌বুদাদি উৎপন্ন হয় এবং সেই ফেন ও বুদ্‌বুদাদি জলেই মিশিয়া থাকে, তদ্রূপ নামরূপ জগৎ যে আত্মায় অব্যাকৃতভাবে গুপ্ত ছিল, সেই অব্যাকৃত নামরূপ আত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান হইতে পারেন। অর্থাৎ মূলসৃষ্টির বাসনা অথবা মায়া হইতেই জগতের উৎপত্তি। সেই মায়া যাঁহার দেহ, তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ একই আত্মা। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মায়ায় প্রলীন হইলে মায়াও ঈশ্বরে লয় পাইয়া যায়। তখন মায়ার কোনরূপ ব্যাপার অর্থাৎ কার্য্য না থাকায় কিছুই নাই বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। এই হেতু ঐ অবস্থার নামই মহাপ্রলয়। যে সময় সে অবস্থার শেষকাল উপস্থিত হয়, তখন অজ্ঞানশক্তি বা সৃষ্টির বাসনা বা মায়ার বিকাশ হয়; কাজেই তখন মায়াদেহ গ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বর যেন স্বীয় অঙ্গ হইতে সৃষ্টি করিতে থাকেন। সেই মায়াই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উপাদান হইতে পারে। ঈশ্বর মায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং ঈশ্বরের অন্য উপাদান না থাকিলেও তিনি স্বয়ং মায়োপাদান

বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিক্রিয়ায় কোনরূপে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভব হয় না, অধিকন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

কিংবা যেরূপ বিজ্ঞানবান মায়াবী ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি কোনরূপ উপাদান না লইয়া নিজেকে যেন অন্য আর একজন নিজের আদর্শস্বরূপ করিয়া গগনমার্গে গমন করিতেছে বলিয়া দেখা যায় বা দেখা দেয়, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ মহামায়াবী সর্ব্বজ্ঞ দেব আপনাকেই অপর আত্মরূপে ও জগদ্রূপে প্রস্তুত করেন। ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়াভূমিতে যাবৎ থাকা যায়, তাবৎ যেরূপ নিপুণ (সতর্ক) হইয়া দেখিলেও মায়ার ক্রীড়া বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না, সেইরূপএই মহামায়াবীর সংসারভূমিতে যাবৎ থাকা যাইবে, তাবৎ সতর্ক হইয়া দেখিলেও এ সময় খেলাকে কিছুতেই মায়াময় বলিয়া ধরিবার ছুঁইবার উপায় নাই। এ প্রকার হইলে ত বিনা উপাদানেও জগৎসৃষ্টি সঙ্গত হইতে পারে।

এই প্রকার আত্মাই কার্য্য ও কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন স্বীকার করায় নিম্নকথিত বিরুদ্ধ মতগুলি দোষযুক্ত বলিয়া নিরাকৃত হইতে পারে ;

(ক) যাঁহারা যদৃচ্ছাবাদী, তাঁহারা বলেন যে কোনও কার্য্য স্বয়ং উৎপন্ন হয়, তাহার উৎপত্তির জন্য কোনরূপ কারণের প্রয়োজন হয় না ; সুতরাং নির্হেতুকই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে।

(খ) নৈয়ায়িকেরা বলেন, 'নানুপমৃদ্যাবির্ভাবাসম্ভবাৎ', কারণের বিনাশ ঘটিলে তবে কার্য্যোৎপত্তি হইবে। বস্তুতঃ অসৎ হইতেই সৎকার্য্য জন্মে।

(গ) শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা বলেন,—অসৎ হইতেই অসতের

উৎপত্তি হয়। "শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্‌বিনাশস্য।" অসৎই স্বরূপ, ভাবমাত্রেই বিনষ্ট হয়, বিনাশ পদার্থেরই স্বরূপ।

(ঘ) সাংখ্যবাদীরা বলেন,—সৎই কর্ম্ম, সৎই কারণ হইতে জন্মে; তবে উভয়েই পরিণামশীল;—অর্থাৎ অবস্থান্তরিত হইয়া থাকে।

ইহার মধ্যে যে মতে যে দোষ ঘটে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে:—

(ক) কোনও কারণ ভিন্ন যদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আকাশ হইতেই মনুষ্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে, বা বৃক্ষাদি হইতেও গবাদি পশু জন্মিতে পারে। কেন না, কোনরূপ কার্য্যেরই কোন একটি কারণ নিরূপিত নাই। যখন তখন যে কোন পদার্থ হইতে যে কোন পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে ও হওয়াই কর্ত্তব্য।

(খ) কারণ, অসৎ হইলে যে দোষ ঘটে, বিবেচনা কর। যে দধি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত, সে দুগ্ধাদি সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হয় কেন? অবশ্য, দধির উৎপত্তিকারণ দুগ্ধ, এই জ্ঞানে বলিয়াই লোকে দধিনির্ম্মাণার্থ দুগ্ধের সংগ্রহ করে।

(গ) অসৎ হইতে অসৎ কার্য্য হয় বলিলে, সেই অসৎ কার্য্য দ্বারা ব্যবহার নির্ব্বাহ বা তাহার প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান কি প্রকারে উপপন্ন করিবে? যাহা নাই,—তাহা হইতে একটি কার্য্য হইল; কিন্তু সেও নাই; কারণ, উভয়েই অসৎ। এরূপ স্থলে আমরা যাহা দেখিতেছি, ব্যবহার করিতেছি, সেগুলি কি নাই বা অসৎ? যদি অসৎই হয়, তবে তাহার আর'র জ্ঞান হইতে পারে কি প্রকারে?

(ঘ) পরিণামী কারণের পরিণামও সৎ, কার্য্যও সৎ, করণও সৎ। আচ্ছা, যখন কারণ সৎ, কারণের ব্যাপার সৎ, তখন ত আর

কোন গোলই নাই। কোন কার্য্যের ত আর উৎপত্তি প্রয়োজনীয় হইবে না। যে নাই, তাহারই উদ্ভব চাই, যে বিদ্যমান আছে, তাহার আবার উদ্ভব কি হেতু? অথচ লোকে সকল কার্য্যেরই উদ্‌ভবার্থ নানারূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়া থাকে। কার্য্য যদি সৎই হয়, তাহা হইলে তাহার আবার উদ্ভব কি হেতু প্রয়োজনীয় হইবে? সুতরাং কেবল সৎ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

ঐ সমস্ত মতে এই প্রকার নানারূপ দোষ দর্শন করিয়া শ্রুতি নিজেই বলিলেন, আত্মাই আদৌ ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, সেই আত্মা বাসনা করিলেন, আর তাঁহারই দেহ হইতে দীপ হইতে দীপের উৎপত্তিবৎ নানারূপ পদার্থ উৎপন্ন হইল। পরিণামে সকলেই আবার তদীয় দেহে লয়প্রাপ্ত হইবে, কিছুই বিদ্যমান থাকিবে না। একমাত্র আত্মাই তখন বিদ্যমান থাকিবেন। যেরূপ সম্মুখে দর্পণ না থাকিলে, দর্পণের মধ্যে পতিত প্রতিবিম্ব উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকায়, একখানিমাত্র মুখই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মায়াদর্পণ ভঙ্গ হইলে, এক আত্মাই বিদ্যমান থাকিবেন। ইহা দ্বারা বিবর্ত্তবাদই উপনিষদের যেন মত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে; কেন না, প্রথম বলিতেছেন যে, আত্মা একই ছিলেন, আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইল "বহু স্যাম্", এই ইচ্ছা দ্বারা তিনি প্রপঞ্চাকারে বহু হইলেন। সে অবস্থায়ও তিনি একই বিদ্যমান আছেন, ইহাও উপনিষৎ স্পষ্টই বলিতেছেন। আবার উপনিষৎ বলিতেছেন, প্রপঞ্চতঃ আকার দেখিতে পাইলেও আত্মার কোন প্রকার বিকৃতিও ঘটে নাই, তিনি বা তাঁহার যেমন থাকা কর্ত্তব্য, তদ্রূপে পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আছেন, পরেও বিদ্যমান থাকিবেন।—ইহা দ্বারা কি বোধগম্য হইবে?

দর্পণস্থানীয় মায়ায় আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া এক আত্মাই নানা আকারে প্রতিভাসিত হইয়াছেন।

বস্তুর প্রতিবিম্ব কিছুই নহে, অলীক—ইহাই বোধগম্য হইবে।

এই প্রকারে যে প্রপঞ্চের উপপত্তি করা হয়, তাহাকে বিবর্ত্তবাদ কহে। বিবর্ত্ত বলিতে আর কিছুই নহে,—প্রতিবিম্ব বা প্রতিকৃতি। যাহা যাহা নহে, তাহাকে যে তাহাই দর্শন, তাহারই নাম বিবর্ত্ত। "অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা, বিবর্ত্ত ইত্যুদীদরিতঃ।"—যে যাহা, সে তাহাই থাকিবে, অথচ তাহাকে অন্যপ্রকারে যে দর্শন করা হয় কিংবা অন্যরূপে প্রকাশ পায়, সেই অন্যথা প্রকাশের নাম বিবর্ত্ত। যেরূপ চন্দ্র একই বিদ্যমান আছেন, তোমার নয়নের দোষহেতু তুমি দ্বিবিধ চন্দ্র দেখিলে। এ স্থলে ত্বৎসকাশে এক চন্দ্রের যে সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ, ইহাকেই বিবর্ত্ত বলে। তদ্রূপ একই আত্মা অজ্ঞান নিবন্ধন সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ পায়, সেই সদ্বিতীয়বৎ প্রকাশ বা বহুরূপে প্রকাশকেই বিবর্ত্ত বলা যায়।

এই বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করায় উপনিষদের মতে, পূর্ব্বকথিত মতগুলি দোষদুষ্ট ও এ মতটি নির্দ্দোষ, ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

উপনিষদের মতে যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলে আবার সৃষ্টির কথা তুলিবার কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে। ঐ বিবর্ত্তবাদটিকে দৃঢ় করাই আবশ্যক। যাহারা কোন প্রকার তলাইয়া কোন গ্রন্থের ভাবগাম্ভীর্য্য বুঝিতে প্রয়াস না পায়, তাহাদিগকেও উপনিষদের মনোগত ভাব বুঝাইতে হইবে। উপনিষদের মনোগত ভাব এই যে, আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

কি প্রকারে এ কথাটি বুঝাইতে পারা যাইবে ?—যদি এ সৃষ্টিটাকে অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দেওয়া যায়। সকলেই বলে, এ জগৎ সত্য। তাই শ্রুতি দেখাইতেছেন,— দেখ, এ জগৎ অপরাপর পদার্থ হইতে যদি হইত, তাহা হইলে পদার্থগুলি সন্দিগ্ধ বলিয়া কখনও সে সৃষ্টিতে সন্দেহ আসিত ; কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আত্মা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংশয় করিবার কোনও হেতুই নাই। তথাপি এ জগৎ যাহা হইতে হয়, তাহাতেই যাইয়া পুনরায় বিলীন হইয়া থাকে। কাজেই দেখ, এ সৃষ্টি কি প্রকার ?—এ সৃষ্টি—আত্মা হইতেই হয় ; কিন্তু আত্মায় বিদ্যমান থাকে না ;—তাহার অর্থ—এ সৃষ্টি কিছুই নহে,—অলীক।

একমাত্র চন্দ্রে দুইটি চন্দ্র হইল ; ঐ দু'টি চন্দ্র সেই প্রথম-কথিত চন্দ্রে কি বিদ্যমান আছে ? দর্পণগৃহে শত-সহস্র দর্পণ বিদ্যমান ; তুমি সে গৃহে প্রবেশমাত্রই যে দিকে দেখিবে, সেই দিকেই তুমি ; তুমি সে সময় শতসহস্ররূপে প্রতিভাসিত, সেই শত-সহস্রে তুমি, আর নিজে তুমি, তুমিই কি ?—সেই শত-সহস্র তুমি, অথচ তুমি ভিন্ন ঐ শত-সহস্র 'তুমি' হইতে পার না। ১

অম্ভো মরীচীর্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো, যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥ ২

এখন বিবেচনা করিতে হইবে,—যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতে যদি তাহা বিদ্যমান না থাকে, তবে তাহা অলীক।

আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি,—অথচ আত্মায় জগৎ কদাচ নাই ; অতএব জগৎ অলীক। সৃষ্টি-বাক্যের এইটিই আবশ্যক ; কাজেই এই জন্য বিবর্ত্তবাদকেই দৃঢ় করা সঙ্গত।

'অম্ভোলোক, মরীচিলোক, মরলোক ও আপলোক।'—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি; এই পঞ্চকের উৎপাদন পূর্ব্বক নিজ প্রতিবিম্বরূপে সেই পঞ্চভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও তাহাদিগকে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া স্থূল ভূতপঞ্চ উৎপাদন করিলেন। সেই স্থূল পঞ্চভূতকে মিলিত করিয়া একটি তরলাকারের অণ্ড উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা হইতে 'অম্ভ,-আদি চারিটি লোক সৃষ্টি করিলেন। 'সলিলবৎ তরল বস্তু হইতে হইয়াছিল বলিয়া এবং বৃষ্টিজল সেই ঊর্দ্ধদেশ হইতে আপতিত হয় বলিয়া, দ্যুলোকের ঊর্দ্ধদেশবর্ত্তী মহঃ-আদিলোক সকল, এবং সেই অম্ভঃ-লোকের আশ্রয়স্থলস্বরূপ দ্যুলোক (স্বর্লোক), সে সমস্তই অম্ভঃ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আর 'স্বর্গলোকের নিম্নতলস্থ যে অন্তরীক্ষ লোক, তাহার নাম মরীচিলোক। ঐ স্থলে চন্দ্রসূর্য্যাদির রশ্মিমালা বিকাশ পায় বলিয়া উহার নাম মরীচিলোক। 'পৃথিবীই মরলোক।'—পৃথিবীতে লোক সকল মরে, এই জন্য মরণদ্বারা ধরিত্রী ব্যাপ্ত বলিয়া ক্ষিতি মর-শব্দে কথিত হয়। আর 'পৃথিবীর নিম্নস্থলে যে লোক, তাহার নাম আপলোক।' অধোলোকবাসী জীবিকুল ঐ লোককে প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে 'আপ' কহে। যদ্যপি প্রত্যেক লোকেই ভূতপঞ্চকের সম্বন্ধ অব্যভিচারী অর্থাৎ সেই পঞ্চীকৃত অণ্ড হইতেই এই লোকচতুষ্টয়ের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি যে লোকে যাহার ভাগ বা অংশ অধিক, সেই লোককে সেই নামেই প্রথিত করা হইয়াছে। যেরূপ অম্ভোলোকে অপের আধিক্য, মরীচিলোকে রশ্মিমালার বাহুল্য, মরলোকে মরণের প্রাবল্য ও আপলোকের আপ্তি—প্রাপ্তিবাহুল্য বলিয়া "অম্ভঃ, মরীচি, মর ও আপ" নামেই বর্ণনা করা হইয়াছে। লোকে এই প্রকারই ব্যবহার

দৃষ্ট হয়; যেরূপ যে দেশে জলের ভাগ অধিক, তাহাকে জলময় দেশ বা 'জলা দেশ' বলা হয়। এ স্থলেও তদ্রূপ অভিহিত হইয়াছে॥ ২

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ॥ ৩॥

সমগ্র প্রাণীর সঞ্চিত কর্ম্মফলের উপভোগ করিবার উপযুক্ত আশ্রয়স্থান সকল সৃষ্টি করিয়া "সেই ঈশ্বর আবার চিন্তা করিয়াছিলেন,—এই সমস্ত 'অম্ভঃ' প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিয়াছি সত্য; কিন্তু এই সমস্ত লোককে রক্ষা করিতে পারে, ঈদৃশ লোকপালদিগকে সৃষ্টি না করিলে সকলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণার্থ লোকের রক্ষাকারী লোকপালগণের সৃষ্টি করিব।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া,—'সেই ভগবান্ অপ্‌বহুল তরল সেই ভূতপঞ্চক হইতেই করপাদশিরস্ক পুরুষাকার পিণ্ড একটি উদ্ধৃত করত তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যসাধন করিয়াছিলেন।'

কুম্ভকার যেরূপ তরল মৃত্তিকারাশি হইতে একটি মৃৎপিণ্ড লইয়া তাহাকে সংমূর্চ্ছিত অর্থাৎ যে স্থলে যে অবয়ব বিন্যাস করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপে তথায় সেই অবয়ব বিন্যাস করে, তদ্রূপ ভগবান্ সেই তরলাকার জলবহুল ভূতপঞ্চক হইতে একটি পিণ্ড লইয়া, তাহার করচরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

এই পঞ্চীকৃত অপ্‌বহুল তরল পঞ্চভূতকে মনু অপ্-শব্দেই ব্যবহার করিয়াছেন,—"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্॥"

এই অপ্ ই 'কারণবারি' নামে অভিহিত হয়। ইহাকেই 'কারণার্ণব' কহে। ৩। *

তমভ্যতপত্তস্যাঽভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাঽণ্ডম্।

মুখাদ্‌বাগ্‌বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাম্ প্রাণঃ প্রাণাদ্‌বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতাং অক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্‌নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্‌কে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

'পুরুষাকার সেই পিণ্ডকে উদ্দেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্কল্পে সঙ্কল্পিত সেই পিণ্ডের, পক্ষীর অণ্ডবৎ একটি মুখাকার বিবর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।'

ঈশ্বরের তপস্যা বা চিন্তা কিংবা সঙ্কল্পাদি জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" যাঁহার জ্ঞানই তপঃ। অন্যবিধ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি বা ক্লেশজনক ক্রিয়া তাঁহার নাই; সুতরাং ভগবান্ পিণ্ডটি তুলিয়া লইয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, অগ্রে ইহার জীবনরক্ষাদির উপায় করা উচিত। ঈশ্বরের এইরূপ মনে হইবামাত্র 'যথাকামাবসায়িত্বরূপ' ঐশ্বর্য্যমহামহিমবলে সেই পিণ্ডের প্রথমতঃ যে একটি দ্বার কিংবা খাদ্যগ্রহণের উপযুক্ত একটি গর্ত্ত প্রাদুর্ভূত হইল, সেটি প্রথমজাত বলিয়া, উহাকে মুখ (আদিম) কহে। এরূপ

* অনেকানেক পুরাণ ও মহাভারতাদিতে ইহা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

সকলেই করিতে পারে,—ইচ্ছাশক্তিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইলে, সে যেরূপ ইচ্ছা করিবে, অপরে তাহার সেই ইচ্ছার আয়ত্তীভূত হইয়া কার্য্য করিবে; এই গুণকে যোগিগণ অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যমধ্যে 'যথাকামাবসায়িত্ব' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; কাজেই ঈশ্বর জ্ঞানের সাহায্যে যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সেই পিণ্ডের উর্দ্ধস্থলে একটি মুখাকার বিবর হইল। ইহাকেই মুখ কহে।

'সেই নির্ভিন্ন বা বিকসিত মুখ হইতে বাক্ ইন্দ্রিয় নির্ব্বর্ত্তিত হইল। বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতেছে বচন বা বাক্য, নানারূপ কথা বলা। সেই বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নিই বাগিন্দ্রিয়ের লোকপালরূপে পরিগণিত হইলেন। প্রথমে হইল মুখ, অনন্তর মুখে বাক্-ইন্দ্রিয় হইল, পরে সেই বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নিদেবতা নির্ভিন্ন হইয়া তাহাকে অধিকার করিলেন। তদ্রূপ নাসিকাযুগল নির্ভিন্ন হইল, তাহাতে প্রাণ উৎপন্ন এবং সেই প্রাণ হইতে বায়ুর প্রাদুর্ভাব হইল; সুতরাং নাসিকাস্থানে বায়ু প্রাণের অধিষ্ঠাতৃরূপে লোকপালের ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর দুইটি চক্ষুঃ নির্ভিন্ন হইল, চক্ষুর্গোলকদ্বয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় হইল, এবং তাহা হইতে ভাস্করের আবির্ভাব হইল। এই হেতু চক্ষুর্গোলকে সূর্য্যই চক্ষুর্দ্বয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া লোকপালক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর দুইটি কর্ণশষ্কুলী নির্ভিন্ন হইল। সেই কর্ণরন্ধ্রযুগলে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উদয় হইল ও তাহা হইতে দিক্‌সকল আবির্ভূত বা উদিত হইল। সুতরাং দিক্‌সকলই শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতৃ-রূপে লোকপালের ক্রিয়া করিতে লাগিল। তৎপরে চর্ম্মসংবদ্ধ ত্বক্‌গুলের নির্ভেদ হইল, তাহাতে লোমসহচরিত স্পর্শনেন্দ্রিয়ের

প্রকাশ হইল এবং তাহা হইতে ওষধিবনস্পতির অধিদেবতা বায়ু উৎপন্ন হইলেন। এই হেতু বায়ুই ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া লোকপালের ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে অন্তঃকরণ-গোলক নির্ভিন্ন হইল। সেই হৃদয়ে অন্তঃকরণ মন উৎপন্ন হইল; তথা হইতে চন্দ্রমার আবির্ভাব হইল; এই জন্য চন্দ্রমাই মনের অধিষ্ঠাতা ও লোকপালরূপে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর নাভি নির্ভিন্ন হইল, নাভি হইতে অপানসংবদ্ধ মলদ্বারের উৎপত্তি হইল; এই মলদ্বারকেই পায়ু ইন্দ্রিয় বলে। সেই পায়ু ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মৃত্যুদেবই তাহার লোকপাল। এই নাভিই সর্ব্বপ্রাণবন্ধনস্থান। তদ্রূপ শিশ্ন অর্থাৎ প্রজননেন্দ্রিয়স্থান উৎপন্ন হইল, সেই প্রজননস্থানে রেতঃসংবদ্ধ প্রজননেন্দ্রিয় জন্মিল এবং সেই রেতঃ অর্থাৎ উপস্থ হইতে অপের উৎপত্তি হইল, সেই অপ্‌ তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া লোকপালক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪ ॥

ইতি আত্মষট্‌কে প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ১ ॥

'ঈশ্বর লোকপালরূপে সঙ্কল্পিত সেই অগ্নি-আদি সুরবৃন্দকে উৎপাদন পূর্ব্বক এই সংসারস্বরূপ মহাসাগরে নিপাতিত করিয়াছিলেন।'

এই সংসার বা পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড বিরাট্ পুরুষের শরীর। সংসারটি মহাসাগরের ন্যায়,—অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মাদি হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, সেই দুঃখই ঐ সাগরের জল। রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু তাহার জলচারী মহাপ্রতাপশালী হিংস্রপ্রকৃতি মকরাদি জলজন্তু। এ সমুদ্রের আদি ও অন্ত কিছুই নাই, অপার; নিরাশ্রয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের মিশ্রণে যে ক্ষণিক সুখলেশ জন্মে, কেবল সেইটুকু ধরিয়াই বিশ্রাম করিতে পারা যায়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদির পঞ্চ বিষয় উপভোগের যে বাসনা, তাহাই বায়ুরূপী হইয়া ঐ সাগরে অশেষপ্রকার অনর্থরূপ উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত করিয়াছে। মহারৌরব আদি নিরয়সকল হইতে সঞ্জাত "হা হুতাশ রোল" প্রভৃতি কর্ণক্লেশকর বিকট চীৎকার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তানাদির বিয়োগ জনিত মাতৃ প্রভৃতি গুরুজনের মৃত হৃদয় হইতে সদ্য উত্থিত ইন্দ্রিয়োচ্ছোষণকর প্রস্তরবিদারণকারী আক্রন্দনই এই সমুদ্রের কল্লোলরূপ মহাধ্বনি। সত্য, সরলতা, দান, দয়া, অহিংসা, শম, দম

ও ধৃতি প্রভৃতি আত্মগুণরূপ পাথেয়ে পূর্ণ-জ্ঞানই ঐ সমুদ্রের পারে যাইবার একমাত্র তরণী। সৎসঙ্গ ও সর্ব্বত্যাগই ঐ সাগরের পরপারে গমনের পরিচিত নিষ্কণ্টক পথ। ঐ সাগরের কূলেই মোক্ষ।—এই প্রকার মহাসমুদ্রে নিপাতিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকথিত ঋক্‌পাদে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—অগ্নি-আদি দেবতাবৃন্দকে সংসারসমুদ্রে নিপাতিত করিলেন। যখন অগ্ন্যাদিসুরবৃন্দ সংসারে পতিত, তৎকালে তাঁহাদিগের জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের এক-সহযোগে যদি অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহা হইতে যে ফল জন্মিবে, সে ফল সংসারমণ্ডলান্তর্গত স্থলবিশেষেই নিশ্চয় সংবদ্ধ থাকিবে। কেবল সংসারসীমাবদ্ধ থাকিবে, এরূপও নহে, তদ্দ্বারা সংসারক্লেশের কোনও প্রকারে কদাচ উপশম হইতে পারিবে না। সুতরাং ইহা জানিয়া কেবলমাত্র আত্মার জ্ঞানে নিরত হওয়া কর্ত্তব্য। আপনার ও যাবতীয় প্রাণীর যিনি আত্মা, ইহার পর যাঁহার নির্ণয়ার্থ কতকগুলি বিশেষণ—ধর্ম্ম উপস্থাপিত করা যাইবে, যাঁহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক এই উপনিষদের প্রারম্ভ, সর্ব্ববিধ সংসার-দুঃখ দূরীকরণার্থ তাঁহাকেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। 'এই যে পরব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একতাজ্ঞান, ইহাই ভব-সমুদ্রের পরপারে যাইবার একমাত্র পন্থা, আত্মতত্ত্বলাভার্থে কিছু কর্ম্ম যদি কর্ত্তব্য থাকে, তবে ইহাই কর্ম্ম, আর সব অকর্ম্ম; যদি কিছু বৃহত্তম বস্তু থাকে, তবে এই ব্রহ্মজ্ঞানই বৃহত্তম; যদি কিছু সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহাই একমাত্র সত্য; অন্য সমস্তই অলীক। এই সংসারসমুদ্রকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক গমনের উপযুক্ত পন্থা আর নাই।' প্রভৃতি মন্ত্রবর্ণ দেদীপ্যমান থাকায়, বোধগম্য হইতেছে যে,

কেবলাত্মবিজ্ঞান ব্যতীত আর অন্যরূপ পথ নাই। সুতরাং একমাত্র পথই আত্মজ্ঞান।

'গোলক, করণ ও দেবতার উদ্ভব সম্বন্ধে একমাত্র কারণ, অগ্রে উৎপাদিত, পিণ্ডস্বরূপ সেই আত্মা বিরাট্-পুরুষকে অশনায়া (বুভুক্ষা বা আহার করিবার ইচ্ছা) ও তৃষ্ণার (পান করিবার বাসনার) সঙ্গে সংযোজিত করিয়াছিলেন।'—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পূর্ব্বজাত পুরুষকে আশ্রয় করিল।

যখন সেই পিণ্ডের বুভুক্ষা ও তৃষ্ণা উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎফলে সুরবৃন্দ সেই বুভুক্ষা ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়াছিলেন, তখন তাহার চিন্ত কখনই অস্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নহে।

কোন প্রকার বিঘ্ন না জন্মিলে কারণের সমস্ত গুণ প্রায়শঃ কার্য্যে উপসংক্রামিত হইয়া থাকে, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম; অতএব সুরবৃন্দের ভোজনেচ্ছা ও তৃষ্ণা হইয়াছিল।

'অনন্তর সেই সুরবৃন্দ অশনায়া ও তৃষ্ণা দ্বারা ক্লিশ্যমান হইয়া সৃষ্টিকারী পিতামহকে কহিয়াছিলেন, —'আমরা যে আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হইব ও অন্ন ভোজন করিতে পারিব, আমাদিগকে সেইরূপ আশ্রয় সম্পাদিত করিয়া দাও।'

এই বিরাট্ শরীর সুরবৃন্দের আয়তন বা দেহ হইতে পারিত; কিন্তু বিরাটের শরীর এতই বিশাল যে, তত বৃহত্তম শরীরে সুরগণ থাকিতে ও সেই শরীরের উপযুক্ত আহার সম্পাদন করিতে সমর্থ নহেন বলিয়া, নিজেদের উপযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টিদেহ উৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যদি আমাদের ব্যষ্টিশরীরবৎ ব্যষ্টিদেহ দেববৃন্দের থাকিলেও তাঁহারা চরু-পুরোডাশাদি হবিঃ আহার করিতে সমর্থ,

তথাপি তাঁহাদিগের উপযুক্ত ব্যষ্টি দেবদেহ ভিন্ন কি হবির্ভোজনাদিও সম্পন্ন হইতে পারে? এই কারণেই দেবতারা এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১

তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥ ২

'ঈশ্বরের সমীপে এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর সেই অপ্‌বহুল তরল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতরাশি হইতে পূর্ব্ববৎ একটি পিণ্ডের উত্তোলন পূর্ব্বক পরস্পর অবয়ব-যোজনা দ্বারা গবাকৃতি একটি পিণ্ড তাঁহাদিগকে প্রদানার্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

সেই দেবগণ সেই পিণ্ডকে গবাকৃতি দর্শনে কহিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের অধিষ্ঠানার্থ উপযুক্ত নহে এবং ইহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আহার করাও অসম্ভব।'

বোধ হয়, গো-দেহের মুখভাগের উপরে দন্ত বিদ্যমান না থাকায়, দূর্ব্বাদির মূল তুলিয়া চর্ব্বণের সুবিধা হইবে না, এই জন্য গোদেহ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

'সেই প্রকার সেই তরল পঞ্চীকৃতরাশি হইতে অশ্বাকৃতি একটি পিণ্ড উত্তোলিত ও সংমূর্চ্ছিত করিয়া সুরবৃন্দের কাছে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। দেবতাগণ তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন,—ইহাও আমাদিগের থাকিবার যোগ্যস্থল নহে ও ইহাতে থাকিয়া আহারাদির সুবিধা হইবে না বা এটিতে থাকিবার সুবিধা নাই এবং থাকিয়া ভোজনাদির উপযুক্তও এটি হইবে না। অশ্বটা বিবেকজ্ঞানবর্জ্জিত বলিয়াই অযোগ্য হইল ॥ ২

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ, তা অব্রুবন্ সুকৃতম্ বতেতি।
পুরুষো' বাব সুকৃতং তা অব্রবীদ্‌যথায়তনং প্রাবিশতেতি। ৩

এই প্রকারে ঈশ্বরের যাবতীয়-তির্য্যগ্‌জাতি শরীরস্বরূপ দেহ আনিয়া সেই দেবতাগণকে দেখাইলে, তাঁহারা তৎসমস্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরে ঈশ্বর সেই তরলায়িত ভূতরাশি হইতে একটি পিণ্ড লইয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযোজনা করিয়া স্বযোনিভূত বিরাট্ পুরুষের শরীরের সজাতীয় একটি পুরুষাকার দেহ আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন দেবতাগণ স্বযোনিভূত পুরুষাকার শরীর দর্শনে অখিন্নভাবে বলিযাছিলেন, ভাল, উত্তম সুকৃত বা সুনির্ম্মিত হইয়াছে। যাবতীয় পুণ্যকার্য্যের হেতু বলিয়া পুরুষই সুকৃত, অর্থাৎ ইহা দ্বারা অনেক পুণ্যকার্য্য হইবে, এই হেতুই এই পুরুষাকার এত সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছে। কিংবা ঈশ্বর মায়ার সহায়তায় আপনিই এই পুরুষদেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া এটি সুষ্ঠুকৃত, অর্থাৎ শোভন করা হইয়াছে। ঈশ্বর সুরবৃন্দকে বলিলেন, এই প্রকার অধিষ্ঠান বা শরীর আমাদিগের বাঞ্ছিত। এই বিবেচনা করিয়া সকলেই স্বযোনিজাত পরিবারবর্গে রমমাণ হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরা যাহার যে যে আয়তন বা গোলকস্থান, সেই গোলকস্থানেই প্রবিষ্ট হও অর্থাৎ ইহাই তোমাদের যোগ্য অধিষ্ঠান; অতএব তোমরা যথাযোগ্য প্রবেশ কর॥ ৩

অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্ বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ

প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশৎ ॥ ৪

রাজার আদেশ লাভ করিয়া, বলাধিকৃত সেনাপতি প্রভৃতিরা যেরূপ নগরীর মধ্যে যথাস্থানে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি বাগভিমানী বলিয়া বাক্‌মূর্ত্তিতে, অর্থাৎ বাক্য হইয়া বদনে প্রবেশ করিল। প্রাণাভিমানী বায়ু, প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বারে প্রবেশ করিল। নেত্রাভিমানী আদিত্য নেত্রস্বরূপ অক্ষিগোলকে প্রবিষ্ট হইল। শ্রোত্রাভিমানী দিক্‌সমূহ শ্রোত্ররূপে কর্ণগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সলোম ত্বগভিমানী বায়ু সলোমত্বঙ্মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক চর্ম্মমণ্ডলে প্রবেশ করিল। মনোঽভিমানী চন্দ্রমা অন্তঃকরণরূপে হৃদয়পদ্মে প্রবিষ্ট হইল। অপানসংবদ্ধ পায়ু-অভিমানী মৃত্যু অপানসংবদ্ধ পায়ুরূপে নাভিমণ্ডলে প্রবেশ করিল। রেতঃসংবদ্ধ উপস্থাভিমানী অপ্‌সকল রেতঃসংবদ্ধ শিশ্নাকারে শিশ্নমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল।

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তে অব্রবীদেতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্‌যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়া-পিপাসে ভবতঃ ॥ ৫

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্‌কে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

এই প্রকারে সুরবৃন্দ নিজ নিজ আয়তনে অধিষ্ঠিত হইলে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিরাশ্রয় হইয়া সেই ঈশ্বরকে বলিয়াছিল—আমাদিগের দুটির অধিষ্ঠানের বিষয় একটু ভাবিয়া দেখুন অর্থাৎ আমাদিগকে আশ্রয়স্থান

প্রদান করুন। আমরা কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্ন ও জল ভোজন-পান করিব ? এই কথা কহিলে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন,— তোমরা উভয়ে ভাবপদার্থমাত্র, অর্থাৎ সচেতন পদার্থের ধর্ম্মবিশেষ ; অতএব তোমরা সেরূপ পদার্থের আশ্রয় না পাইলে অন্নজলের খাদক হইতে পারিবে না। এই হেতু তোমাদিগের উভয়কে এই আত্মাধিকারী (অধ্যাত্মে) দেহাধিকারে বাগাদিকরণরূপী এবং দেবতাধিকারে (অধিদৈবতে) অগ্ন্যাদিরূপী সুরবৃন্দের মধ্যেই বৃত্তি-বিভাগ দ্বারা অনুকম্পা করিলাম, অর্থাৎ সুরবৃন্দের মধ্যে সমানবৃত্তি-ভোগী হইয়া থাকিবে। ইহাদিগের মধ্যে যে দেবতার বা যে করণের উদ্দেশে চরু ও যজ্ঞের ঘৃতাদি বা শব্দাদি বিষয় গৃহীত হইবে, তোমরা উভয়ে সেই ভাগেই তুল্যাংশভাগী হইবে। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথমে এই প্রকার নিয়ম করিয়াছিলেন বলিয়া, যে দেবতার বা করণের জন্য পুরোডাশাদি বা শব্দাদি বিষয় গৃহীত হইবে, সেই দেবতায় বা সেই করণে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাহার অংশহারিণী হইয়া সংস্থিত থাকিবে ॥ ৫

ইতি ঐতরেযোপনিষদে আত্মষট্‌কে দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥ ১

অনন্তর সেই ঈশ্বর বিবেচনা করিয়াছিলেন, 'এই ত লোক ও লোকপালদিগের সৃষ্টি করিলাম; কিন্তু বিনা অন্নে ইহাদিগের প্রাণরক্ষা কি প্রকারে হইবে? সুতরাং ইহাদিগের জন্য অন্নের উৎপাদন করিব ॥'

সচরাচর এই প্রকার দৃষ্ট হয় যে, স্বীয় জনের উপর অনুকম্পা ও নিগ্রহ সম্বন্ধে অধিপতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান; তদ্রূপ সকলের ঈশ্বর সেই মহেশ্বরের অনুকম্পা ও নিগ্রহ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর লোক ও লোকপাল উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লিশ্যমান দর্শনে অনুগ্রহ পুরঃসর তাহাদের খাদ্যোপযোগিস্বরূপ খাদ্যাখাদ্য অন্নের উৎপাদন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥ ১

সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তিরজায়ত।
যা বৈ সা মূর্ত্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥ ২

'সেই ঈশ্বর সেই তরল পঞ্চীভূত স্তূপকে উদ্দেশ পূর্ব্বক অন্নসৃষ্ট্যর্থ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন'—অর্থাৎ 'সেই পঞ্চভূত হইতে মনুষ্যাদির অন্ন ধান্যাদি ও মার্জ্জারাদির অন্ন মূষিকাদি উৎপন্ন হউক,' এই প্রকার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অন্ন উৎপাদনার্থ সেই পঞ্চভূত

ঈশ্বরের জ্ঞানারূঢ় হওয়ায় সেই অপ্‌ হইতে ঘনীভূত দেহধারণপটু মূষকাদি ও ব্রীহি আদি চরাচর মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই যে মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাকেই অন্ন বলে ॥ ২ ॥

তদেনং সৃষ্টং পরাঙ্‌ত্যজিঘাংসৎ তদ্বাচাহজিঘৃক্ষত্তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্‌। স যদ্ধৈনদ্বাচাহগ্রহৈষ্যদভি-ব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৩

মূষকাদি মার্জ্জারাদির নিকট সৃষ্ট হইয়া যেরূপ এ আমার মৃত্যুস্বরূপ, আমি ইহার খাদ্য, এ আমার খাদক বা বিনাশক বলিয়া বিবেচনা করে ও পলায়নে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ ঐ মূর্ত্তিধারী সেই সকল অন্ন বহির্ভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সমস্ত অন্নের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সেই লোকপাল-সমূহে বিরচিত কার্য্যকরণস্বরূপ পিণ্ড প্রথমজাত বলিয়া অপরাপর অন্নভোজীকে দেখেন নাই, সুতরাং আহারার্থ অন্নের নাম ধরিয়া ডাকিয়া গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। সেই প্রথমজ দেহী যদি বাক্যদ্বারা সেই মূর্ত্তিময় অন্নকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে তদনন্তরোৎপন্ন অন্নভোজীরাও অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণীরাই অন্নের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বা বর্ণনা করিয়া আহারে সন্তুষ্ট হইতে পারিত ॥ ৩

তৎপ্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্‌।
স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাহগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৪

অনন্তর তিনি প্রাণ দ্বারা সেই অন্নকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন; কিন্তু প্রাণদ্বারা গ্রহণ করিতে সামর্থ্য হইল না। তিনি

যদি প্রাণ দ্বারা এই অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অনন্তরজাত অন্নাদগণও প্রাণ-দ্বারা অন্নকে অভিপ্রণীত করিয়া, (আঘ্রাণ করিয়াই) অন্নাহারে তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইত ॥ ৪ ॥

তচ্চক্ষুষাঽজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ্দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৫

তৎপরে তিনি সেই অন্নকে নেত্র দ্বারা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন ; কিন্তু নেত্র দ্বারাও অন্নকে গ্রহণ করিতে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। তিনি যদি নেত্র দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপরাপর অন্ন-ভোজীরা (জীবমাত্রেই) নেত্র দ্বারা দেখিয়াই অন্নভোজনে তৃপ্ত হইতে সমর্থ হইত ॥ ৫ ॥

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাঽগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৬ ॥

অতঃপর তিনি শ্রোত্রদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতেও সমর্থ হইলেন না। যদি তিনি শ্রোত্রদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যাবতীয় অন্নভোজীরাই শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিয়াই অন্নভোজনে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হইত ॥ ৬

তত্ত্বাচাঽজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোত্ত্বচা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনত্ত্বচাঽগ্রহৈষ্যং স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭

অনন্তর তিনি ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার সামর্থ্য হইল না। যদি তিনি ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অন্নগ্রহণে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অন্নভোক্তারা

(সমস্ত জীবই) অন্নকে স্পর্শ করিয়াই তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিত ॥ ৭

তন্মনসাঽজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনন্মনসাঽগ্রহৈষ্যদ্ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৮

তৎপরে তিনি মন দ্বারা অন্নগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন ; কিন্তু মন দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে তাঁহার সামর্থ্য হইল না। যদি তিনি মনোদ্বারা ধ্যান পূর্ব্বক অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপরাপর অন্নভোজীরাও মনোদ্বারা ধ্যান পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হইত ॥ ৮

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্।
স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাঽগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৯

তদনন্তর তিনি শিশ্নদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সামর্থ্য হইল না। যদি তিনি শিশ্নদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অপরাপর ভোক্তারাও (সকল জীবই) শিশ্নদ্বারা অন্ন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অন্নভোজনের পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইত ॥ ৯

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ তদাঽবয়ৎ সৈষোঽন্নস্য গ্রহো
যদ্বায়ুরন্নায়ুর্ব্বা এস যদ্বায়ুঃ ॥ ১০

তৎপরে মুখবিবর দ্বারা অন্তর্গমনকারী অপান বায়ু কর্ত্তৃক তিনি অন্নগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং গ্রহণ করিতেও,—অর্থাৎ অপান বায়ুকর্ত্তৃক বদনবিবরদ্বারা অন্ন আহার করিতেও পারিয়াছিলেন। এই হেতু সেই এই অপান-বায়ু অন্নের গ্রহ (অন্নগ্রাহক বা ভক্ষক)।

যে বায়ু অন্নায়ুঃ বা অন্নজীবন বা অন্নবন্ধন বলিয়া প্রথিত, সেই অপানবায়ুই অপাননামে প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র ॥ ১০

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাঽভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাঽভ্যপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি ॥ ১১

অনন্তর পুনরায় তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন,—কিরূপে এই সমস্ত অন্ন, লোক ও লোকপালবর্গ আমা ব্যতিরেকে সফলকাম হইবে, অর্থাৎ এই সমস্ত কার্য্যকরণাত্মক সার্থক হইতে পারে? তিনি পুনর্ব্বার পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন,—কোন্ পথ দিয়া বা এই পুরস্বরূপ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হই? পুনরায় তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন,—যদি কেবল বাক্ই বাগ্ব্যবহার করিল অর্থাৎ কথা বলিতে বা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইল, যদি কেবল ঘ্রাণই অর্থাৎ প্রাণ বা প্রাণবায়ু আঘ্রাণ লইল, যদি একমাত্র নেত্রই দর্শন করিল, যদি কেবল কর্ণই শ্রবণ করিল, যদি কেবল চর্ম্মই স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল, যদি কেবল মনই ধ্যানে নিযুক্ত হইল, যদি কেবল অপানই ভোজ্যগ্রহণে সমর্থ হইল এবং যদি কেবল শিশ্নই বিসর্জ্জন করিতে থাকিল, তবে আর আমি কে থাকিলাম?

যেরূপ কোন গৃহস্বামী পুর, পৌরজন ও তদুভয়ের রক্ষাকর্ত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া তর্কবিতর্ক করে,—আমি যদি এই পুরের অধিপতি না থাকি, তাহা হইলে ইহা কি প্রকারে হয়? যেরূপ স্বামীর জন্য উপস্থাপিত পৌরবন্দী আদির স্তুতিপাঠ স্বামী না থাকিলে

বিফল হয়, তদ্রূপ আমি যদি পুরে কৃতাকৃতফলের সাক্ষিস্বরূপ ভোক্তা না হই, তবে যেরূপ নৃপতি না থাকিলে রাজপুর বিফল হয়, তদ্রূপ এ পুরও বিফল হইবে। পক্ষান্তরে, আমিই বা কে, আর আমি স্বামীই বা কি প্রকারে হইতে পারি? যদি আমি কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতরূপ শরীরে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক বাগাদি ইন্দ্রিয়ের কথোপকথনাদিরূপ ফলের উপভোগ নাই করিলাম, তবে আমার স্বামিত্ব কোথায়? রাজা যদি পুরপ্রবেশ করিয়া অধিকৃত রাজপুরুষগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে তিনি রাজা কিসের? যেরূপ কেহই সেই নৃপতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক, এ রাজা এই প্রকার সদ্‌গুণবিশিষ্ট—এই প্রকারে তাঁহার কার্য্যালোচনা করে না, সেইরূপ আমাকে অবলম্বন পূর্ব্বক কেহই এই দেহের অধিপতি, এই প্রকারের রূপশালী ;—এ ভাবে পর্য্যালোচনা করিবে না। বিপর্য্যয়ে,—অর্থাৎ যদি আমি এই দেহে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক এই বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের বচনব্যবহারাদিফলের উপযুক্ত হইতে সমর্থ হই, তাহা হইলে লোকে আমাকে এই প্রকার মনে করিবে যে, আমি বাগাদিকরণগ্রামকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে বাগ্ব্যবহারাদি করিয়া থাকি। সুতরাং আমি সৎস্বরূপ জ্ঞান (বেদ স্বরূপ) স্বরূপী, অর্থাৎ সৎ ও চিৎস্বরূপ,— যাহার জন্য সংহত-বাগাদিকরণসমূহের এই বাগ্ব্যবহারাদি হইয়া থাকে। যেরূপ স্তম্ভ, কুড্য (ভিত্তি), ইষ্টক, চূর্ণ, কাষ্ঠ ইত্যাদি নানারূপ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের সংহননে—তাদৃশ গ্রন্থিদ্বারা বিনির্ম্মিত একটি সংহত ভবন, স্বাবয়বীভূত সেই স্তম্ভকুড্যাদি দ্বারা অসংহত—অনির্ম্মিত কোন অন্য ব্যক্তির হেতুই ব্যবহৃত হয় (সংহতদ্রব্য পরার্থই ব্যবহৃত হয়),

তদ্রূপ নানাপ্রকার উপাদান দ্বারা বিনির্ম্মিত এই সংহত শরীরও পরপুরুষের জন্যই ব্যবহৃত হইতে বাধ্য। ঈশ্বর এই প্রকার অনুশীলন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়াছিলেন,—এ শরীরে ত অনুপ্রবিষ্ট হইতেই হইবে, তবে এখন প্রবেশার্থ কোন্ পথ অবলম্বন করি? শরীরের ত মাত্র দুইটি পথ বিদ্যমান; একটি পাদাগ্র ও একটি মূর্দ্ধা; আমি এই উভয়ের মধ্যে কোন্ পথ দিয়া প্রবিষ্ট হই? ১১॥

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনং তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি॥ ১২॥

তিনি এই প্রকার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যে আমার অধিকারে সর্ব্বথা অধিকৃত, সেই কিঙ্করস্বরূপ প্রাণেরই ত প্রবেশ পথ চরণযুগলের অগ্রদেশ। আমি তদ্দ্বারা কেন প্রবিষ্ট হই না? আমি এই পিণ্ডের মূর্দ্ধা বিদীর্ণ করিয়া প্রবেশ করিব। এই প্রকার স্থির করিয়া ঈক্ষিতকারী স্রষ্টা সেই ঈশ্বর, সেই এই কেশবিন্যাসের (মস্তকের মধ্যস্থলে একটি ঘূর্ণ্যমান কেশাবর্ত্ত থাকে) বিদারণ পূর্ব্বক একটি সূক্ষ্ম রন্ধ্র করিয়া সেই রন্ধ্র দ্বারা প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই প্রবিষ্ট দ্বারকে বিদৃতি বলে। কেন না, বিদারণ দ্বারাই ইহাছিল। (ইতর শ্রোত্রাদি দ্বার কিঙ্করস্থানীয় সাধারণ; সুতরাং তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নহে বা তাদৃশ আনন্দপ্রদ নহে। এ দ্বারটি কেবল পরমেশ্বরের প্রবেশের জন্যই হইয়াছিল। সুতরাং অতীব আনন্দজনক। এই দ্বার দ্বারা আত্মা পরমব্রহ্মে গমন পূর্ব্বক আনন্দভোগ করেন বলিয়া) এই দ্বারটি-নন্দন—আনন্দজনক। এই প্রকারে সৃষ্টি করিয়া

জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট সেই ঈশ্বরের তিনটি ক্রীড়ার স্থান বা বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট আছে,—ইন্দ্রিয়, মনঃ ও হৃদয়। প্রথম, জাগরিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়স্থান,—দক্ষিণনেত্র; দ্বিতীয় স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠস্থিত স্থান,—মনঃ; তৃতীয়,—সুষুপ্ত্যবস্থায় হৃদয়াকাশ। কিংবা ইহার পর যে আবসথ্যের বা বাসস্থলের কথা বলা যাইবে, তাহা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভাশয় ও নিজদেহ। স্বপ্নও তিনটি—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই অন্তর্ মনঃ দ্বিতীয় আবসথ এবং এই হৃদয়াকাশ তৃতীয় আবসথ (এই সমস্ত আবসথে ক্রমান্বয়ে বর্ত্তমান আত্মা অবিদ্যাদ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া এরূপ গাঢ়ভাবে প্রসুপ্ত যে, অনেক শতসহস্র অনর্থসন্নিপাতজনিত দুঃখমুদ্গরের তীব্র প্রহারেও কখনই প্রবুদ্ধ হন না অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞান হয় না, কেবল স্বপ্নবৎ অসদ্বস্তুরই জ্ঞানমাত্র জন্মে) ॥ ১২ ॥

স জাতো ভূতান্যভিবৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী৩। তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্রমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥ ১৩

ইতি ঐতরেয়োপনিষদাত্মষট্কে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩

উপনিষৎক্রমেণ প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

সেই ঈশ্বর জীবাত্মরূপে দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূতদিগকে স্বসদৃশ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন।—'আমি মনুষ্য' এই জ্ঞানে পঞ্চভূতেরই আত্মরূপে প্রকাশ, 'আমি বধির' এইরূপে গগনকে

আত্মরূপে প্রকাশ, 'আমি কুষ্ঠ'—এই জ্ঞানে বায়ুকে, 'আমি কাণ' এই জ্ঞানে তেজকে, 'আমি খোঁদা' এই জ্ঞানে জলকে, 'আমি মূক' এই জ্ঞানে ক্ষিতিকে আত্মরূপে চিন্তা করত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দেহে কি এতদ্ভিন্ন অন্য আত্মাকে জানিতে পারিয়াছিল? অন্য আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারে নাই বা বলিতেও পারে নাই।

এই পর্য্যন্তই অধ্যারোপ প্রকরণ।—এই হেতু এখানে "ইতি" শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে।

এই প্রকারেই ঈশ্বর জীবাত্মরূপে দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক সংসারভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর একদা পরম দয়ালু আচার্য্য আত্মজ্ঞানপ্রবোধকারী বেদান্তমহাবাক্যরূপ-মহাশব্দকোলাহলকারী ভেরী, তাঁহার (জীবাত্মার) শ্রুতিমূলে বাজাইয়া দিলে অর্থাৎ আচার্য্য সমীপে দীক্ষিত হইয়া উপদিষ্ট হইলে, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী প্রসুপ্ত নবদ্বারপুরে শয়ান পুরুষকে (জীবাত্মাকে, আত্মস্বরূপকে) বৃহত্তম ব্যাপ্ততম গগনবৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, —'এই ব্রহ্মই আমার আত্মার স্বরূপ দেখিতেছি যে।'—ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারিয়াছি কি না,—বিচার করিয়া;—'ঠিক জানিয়াছি'।—এই প্রকার নিশ্চয়ের পরে নিজের কৃতার্থতা খ্যাপন করিয়াছিলেন,—'অহো, ঠিকই জানিয়াছি বটে।' (বিচারণার্থ প্লুতি * থাকিলে, তাহার অর্থ এই প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে)।

* দূরাহ্বান, গান ও রোদনাদি স্থলে যে স্বর আপ্লাবন করিয়া চালিত হয়, তাহার নাম প্লুত অর্থাৎ "অ—অ—অ" এই ত্রিমাত্রস্বর উচ্চারণকেই প্লুত বলা যায়, উহার ধর্ম্মই প্লুতি।

যেহেতু,—"এই দর্শন করিলাম।"—এই প্রকারে ব্রহ্মকে সকলেরই অন্তরে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই জন্য পরমাত্মাকে একটি ইদন্দ্র কহে। লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ইদন্দ্রনামে প্রথিত। তিনি ইদন্দ্রনামে প্রথিত থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিবা নিরন্তর ব্যবহারের জন্য অতীব পূজ্যতমের সেই ইদন্দ্রনাম প্রত্যক্ষগ্রহণভয়ে কথঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া 'ইন্দ্র' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

'পূজ্যদিগের প্রকৃতনাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। সুরবৃন্দ যেন নামের পরোক্ষতাকেই ভালবাসেন, তাঁহারা যেন নামের পরোক্ষতাকেই ভালবাসেন।' কাজেই যিনি সুরবৃন্দের দেবতা, তিনিও যে নামের পরক্ষোতাকে ভালবাসিবেন, সে বিষয়ে সংশয় কি? যথাযথ নামকে রূপান্তরিত করিয়া যে স্বরূপাবরণ করা যায়, তাহার নাম পরোক্ষতা। যেরূপ শ্যামাকে ধামা বলা প্রভৃতি নারী-জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রস্তাবিত অধ্যায় শেষ করিবার জন্য দ্বির্ব্বচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ১৩

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩

ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

এই চতুর্থ খণ্ডে এই প্রকার একটিমাত্র বাক্যার্থ হইবে, যথা—ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী, অসংসারী, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম অন্যপ্রকার কোনও দ্রব্য গ্রহণ না করিয়াই আকাশাদিক্রমে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের অন্তরে জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রবেশ পূর্ব্বক 'এই ব্রহ্মই যে আমি'—এই প্রকারে স্বীয় আত্মাকে যথাযথ দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিই সমগ্র দেহে এই ভাবে অধিষ্ঠিত, প্রত্যেক দেহে পৃথক্ পৃথক্ নহে।

অধুনা প্রশ্ন হইতে পারে,—যিনি সর্ব্বব্যাপী, সকলেরই স্বরূপ, তিনি যে কোন স্থানে কেশাগ্রমাত্রও প্রবিষ্ট নহেন, এ কথা ত কোনরূপেই বলা সঙ্গত নহে; সুতরাং তিনি পিপীলিকার বিবরে প্রবেশের ন্যায় কেশবিন্যাসের সীমাপ্রদেশ বিদারণ পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথাটি কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়? কেবল তাহাই কেন, এখানে বহুতর জিজ্ঞাস্যই উত্থাপিত হইতে পারে, যথা—

(ক) তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল না; তথাপি তিনি অনুশীলন ও সঙ্কল্পাদি করিয়াছিলেন কি প্রকারে?

(খ) উপাদান কিছুই গ্রহণ করেন নাই; অথচ যাবতীয় লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিরূপে?

(গ) তাঁহার কর-চরণাদি কিছুই বিদ্যমান ছিল না; কিন্তু

তিনি পঞ্চীকৃত তরল সলিলময় পঞ্চভূতরাশি হইতে পুরুষাকার পিণ্ডের উদ্ধার পূর্ব্বক তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সংযোজন করিয়াছিলেন, ইহাই বা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে?

(ঘ) তিনি অভিধ্যান করিবামাত্র পিণ্ডের বদনাদি নির্ভিন্ন হইয়াছিল, বদনাদি হইতে অগ্নি-আদি সুরবৃন্দ লোকপালরূপে সঞ্জাত হইয়াছিল, সেই পিণ্ডে ও লোকপালে অশনায়া ও তৃষ্ণার সংযোগ ঘটিয়াছিল এবং তাহারা আয়তন প্রার্থনা করিয়াছিল, আবার সেই হেতু গবাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দেখান, দেখাইলে তাহারা নিজ নিজ স্থলে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা অন্ন প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অন্নের উৎপাদন করিলেন, অন্নগণ ভক্ষককে দর্শন পূর্ব্বক পলায়নপর হইল, বাগাদি দ্বারা গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছিল ইত্যাদি। এগুলি সীমাবিদারণ ও গর্ত্তে প্রবেশের তুল্য। আচ্ছা, যদি এই সমস্ত হাস্যকর ব্যাপারই ঘটে, তাহা হইলে এগুলি কিছুই নহে, উন্মত্তের প্রলাপ ;—এই কথাই বলিতে পার না কি?—না, তাহা বলিতে পারা যায় না। এ স্থলে কেবল আত্মজ্ঞানার্থ ঐ সমস্ত বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া, প্রত্যেক বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নাই, সমস্ত বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য না থাকায়, আত্মাকে বোঝান মাত্রই ঐ সমস্ত বাক্যের একমাত্র উদ্দেশ্য দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, ঐ সকল বাক্যকে অর্থবাদ কহে ; সুতরাং ঐ সমস্ত বাক্যের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাৎপর্য্য না থাকায় ঐ সকল বাক্যার্থের সঙ্গে প্রধান বাক্যের আর কিছুমাত্র বিরোধ থাকিতে পারে না। মায়াবী ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তির ন্যায় মহামায়াশীল সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞদেব এ সমস্ত করিয়াছেন, ইহাই অবলীলাক্রমে বোধগম্য করাইবার জন্য লৌকিক আখ্যায়িকার ন্যায়

এই সমস্ত বাক্‌প্রপঞ্চ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে মাত্র। সৃষ্টিপ্রতিপাদক আখ্যায়িকাদির পরিজ্ঞানে যে কিছু ফলপ্রাপ্তির সম্ভব, ইহাতে দৃষ্ট হয় না। তবে ঐকাত্ম্যবিজ্ঞানে যে অমৃতফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা সমস্ত উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা-আদি স্মৃতিতেও ঐ প্রকার দৃষ্ট হয়; যথা—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।" প্রভৃতি।

সুতরাং তোমার আর কি প্রশ্ন আছে?

আত্মৈক্যই আধ্যায়ার্থ, ইহা কি প্রকারে স্থিরীকৃত হইল?

আত্মা ত তিনটি;—প্রথম আত্মা—সর্ব্বলোকপ্রথিত এবং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কর্ত্তা, ভোক্তা সংসারী জীব। দ্বিতীয় আত্মা—তক্ষাদির তুল্য চেতন জগন্নির্ম্মাতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। তৃতীয় আত্মা—উপনিষৎ-প্রথিত পুরুষ। এই তিনটি আত্মাই পরস্পর পৃথক্। ইহাঁদিগের একতা কদাচ নাই, সম্ভবেও না। ইহার মধ্যে আবার একই আত্মা অদ্বিতীয় ও অসংসারী,—ইহা কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়?

আর এক কথা, জীবকেই বা কি প্রকারে কর্ত্তা, ভোক্তা ও সংসারী বলিয়া বিদিত হওয়া যায়? জীবকে ঐ ঐ প্রকারে জানিতে পারা যায় বলিয়া যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিতেছ, তাহা ত প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ; সুতরাং তাদৃশ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হইতেছে? যখন উপনিষৎ-প্রমাণের দ্বারা ত্বৎ-কথিত জীবব্রহ্মের পার্থক্য সিদ্ধ হইতেছে না, তখন সেই অসিদ্ধভেদ আশ্রয় পূর্ব্বক তৎপ্রযুক্ত কর্তৃত্বাদিধর্ম্মশীলরূপেও জীব জ্ঞেয় হইতে পারে না।

কেন, জীবকে এই প্রকারে বিদিত হওয়া যাইবে ;—জীব শ্রবণ-কর্ত্তা, জীব মননকর্ত্তা, জীব দর্শনকর্ত্তা, জীব উপদেষ্টা, জীব বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানবিশিষ্ট ইত্যাদি।

ইহা ত অতীব বিরুদ্ধজ্ঞানের কথা হইতেছে। যাহাকে শ্রবণাদি কার্য্যের কর্ত্তা বলিতেছ, উপনিষৎ তাহাকে শ্রবণ করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। উপনিষদে আরও উক্ত আছে,—তিনি মননের কর্ত্তা—মন্তা, বিজ্ঞানের কর্ত্তা—বিজ্ঞাতা এবং শ্রবণের কর্ত্তা—শ্রোতা নহেন। কেবল এইমাত্র নহে,—শব্দাদির ন্যায় শ্রুতির বিষয়, হিতাহিতের ন্যায় মননের বিষয় এবং মণিপ্রভাদির ন্যায় বিজ্ঞানের বিষয়ও নহেন ; অতএব যিনি শ্রবণের বিষয় বা শ্রবণের কর্ত্তা নহেন, তাঁহাকে যদি শ্রবণের বিষয় বা শ্রবণের কর্ত্তা বলা যায়, তাহা হইলে কি বিরুদ্ধকথনের দোষস্পর্শ হয় না?

সত্য, দোষ জন্মিতে পারে ; কিন্তু উপায় কি? যখন দুই রকমের দুইটি শ্রুতিই দৃষ্ট হইতেছে, তখন এইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য যে, প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা জীব বিজ্ঞেয় নহে, শ্রোতব্য নহে, মন্তব্যও নহে ; কিন্তু অনুমানাদিদ্বারা বিজ্ঞেয়, শ্রোতব্য ও মন্তব্য। এই প্রকার ব্যবস্থা না করিলে, দুইটি শ্রুতির পরস্পর বিরোধ ঘটে, উহার মীমাংসা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তথাপি জীবের বিজ্ঞেয়তা অনুপপন্ন।—এক আত্মায় এক সময়ে কদাচ দুইটি জ্ঞান হইতে পারে না। যখন জীব শ্রোতৃশব্দকে অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণক্রিয়ায় নিরত আছে, তখন জীবের আত্মবিষয়কই হউক, আর অপরবিষয়কই হউক, মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়া হইতে পারে না,—অর্থাৎ শ্রবণসময়ে অন্য কোন বিষয়ের অনুমিতিজ্ঞান জীবের

পক্ষে সম্ভব নহে। তদ্রূপ, আবার যে সময় জীব অন্যবিষয়ের অনুমানে নিরত, তখন আর স্বসম্বন্ধে মননাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানও তাহার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, মননকর্ত্তা যে বিষয়ের মনন করিবে, সে বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের মনন করা সে সময়ে সম্ভবপর নহে। তাহা হইলেই হইল, অন্যবিষয়ের অনুমানসময়ে নিজের বিষয়ের অনুমান হয় না, আবার অন্যবিষয়ের শ্রবণাদিসময়ে তদ্ব্যতীত অন্যবিষয় ও নিজের সম্বন্ধেও অনুমানাদি করা যায় না; কাজেই জীব এক সময়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা অজ্ঞেয় ও অনুমানদ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারিল না।

আচ্ছা, "মনসো বশে সর্ব্বমিদং বভূব" এই শ্রুতিদ্বারা সকল বিষয়ই ত মনের মন্তব্য; তাহা হইলে আত্মা কেন মন্তব্য হইবে না?

এ কথা মিথ্যা নহে। মনের মন্তব্য বিষয় সকলই। তাহা হইলেও একজন মন্তা বা মননকর্ত্তা না থাকিলে ত আর মন স্বয়ং মনন করিতে সমর্থ হয় না; কাজেই একজন মননকর্ত্তার প্রয়োজন।

ভাল, প্রয়োজন হউক, তাহাতে কি?

তাহাতে এই হয় যে—যে সকলেরই মননকর্ত্তা, সে মননকর্ত্তাই —মন্তব্যবিষয় সে কদাচ হইবে না। একই ব্যক্তি যেরূপ নিজেই খাদ্য ও স্বয়ংই খাদক হইতে পারে না, তদ্রূপ একই ব্যক্তি স্বয়ং মন্তব্যবিষয় ও স্বয়ংই মন্তা হইতে পারে না; তাহা হইলে 'কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ববিরোধ' ঘটে। অর্থাৎ কর্ত্তা যদি নিজের কর্ম্ম স্বয়ং হয়, তাহা হইলে সে নিজের কাছে ভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। যেরূপ আলোক প্রকাশক, ঘট প্রকাশ্য; এখানে প্রকাশ্য ও প্রকাশক, দুইটি পরস্পর পৃথক্ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্রূপ কর্ত্তা ও কর্ম্ম দুইটি পরস্পর পৃথক্। যদি কর্ত্তা স্বয়ংই কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে নিজের মধ্যেও ভেদ আসিয়া

উপস্থিত হয়, নিজের নিকট নিজে পৃথক্ নহে। এই দোষ ঘটে বলিয়া আত্মা মন্তা ও মন্তব্য হইতে পারে না, তবে কেবল মন্তাই হইতে পারে। তাহাও অপরের প্রতি,—নিজের মন্তা নিজে হইতে পারে না।

অনন্তর, নিজ হইতে পৃথক্ অপর একজনকে মন্তা যদি বলা যায়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি অচেতন হইলে কিছু নিজের মন্তা হওয়া সম্ভব হয় না; সুতরাং চেতন আত্মাই আত্মার মন্তা, এই প্রকাব বলা সঙ্গত। তাহা হইলে, তোমাকে বলিতে হইতেছে যে, একাধারে দুটি আত্মা বিদ্যমান; তন্মধ্যে একজন অপরের মননকর্ত্তা। কিংবা বলিতে হইবে, যেরূপ একটি বংশখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া দুই ফলকে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ একই আত্মা দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া, একটি অপরের মনন করিয়া থাকে। এই দ্বিবিধ কল্পনাই অনুপপন্ন। কিংবা একস্থানে উপস্থিত প্রদীপদ্বয়ের মধ্যে একটি প্রকাশ্য ও দ্বিতীয়টি প্রকাশক; দুইটিই তুল্য বলিয়া যেরূপ এ কথাটি একান্ত অকিঞ্চিৎকর, তদ্রূপ দুইটি আত্মাব মধ্যে কোনটির ইতরবিশেষভাব বিদ্যমান না থাকিলেও একটি অন্যটির মন্তা বা এক আত্মা অপর আত্মার মন্তব্য বিষয়, এ কথাটিও নিতান্তই উপেক্ষনীয়।

আবার বলিতে পার যে, এক দেহে দুইটি আত্মার মধ্যে একটি অন্যের মন্তা, এ প্রকার কল্পনা না করিয়া, ইহাও কল্পনা করিতে পারা যায় যে, আত্মার দুইটি ভাগ আছে। সেই ভাগদ্বয়ের এক ভাগে মননকর্তৃত্ব ও অন্য ভাগে মননের বিষয়ত্ব, অর্থাৎ একভাগে মন্তা এবং অপর ভাগে মন্তব্য।—এ কথা বলাও সঙ্গত নহে। আত্মার যদি দুটি ভাগ থাকে, তবে আত্মাকে সাবয়ব পদার্থ বলিতে হয়;

সাবয়ব দ্রব্য নিত্য হইতে পারে না। যেরূপ ঘটপটাদি পদার্থ সাবয়ব বলিয়া অনিত্য, তদ্রূপ আত্মাও যদি সাবয়ব পদার্থ হন, তাহা হইলে আত্মাও বিনাশী হইয়া পড়েন; কাজেই একাংশে মন্তা ও অন্য ভাগে মন্তব্যবিষয় একই আত্মা হইতে পারেন না।

আর একটি কথা। বোধ হয়, তাদৃশ মন্তা কেহই নাই, যে মনের চিন্তন-ব্যাপারকে উপেক্ষা পূর্ব্বক কখনও কোনও বিষয়ের মনন করিতে সমর্থ হয়। যখন কোনও বিষয়ের মনন করিতে হয়, তখন মনকে করণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বৃক্ষাদি ছেদন করিতে হইলে যেরূপ কুঠারাদি একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ কাহাকেও চিন্তা করিতে হইলে মনের নিতান্তই আবশ্যক; কিন্তু শ্রুতিতে বিশদরূপেই উক্ত আছে, আত্মা মনের ত বিষয় নহেন। অনন্তর অনুমান দ্বারাও আত্মার মনন কি করিয়াই বা মীমাংসিত হইতে পারে? যদি দুই জন না থাকে, তবে একজন অন্যজনকে মনন বা অনুমান করিবে কি প্রকারে? সুতরাং এ স্থলেও সেই পূর্ব্বকথিত দোষ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব জীব প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা অবিজ্ঞেয় ও অনুমান দ্বারা বিজ্ঞেয়; ইহা সম্ভবাতীত হাস্যোদ্দীপক বাক্য মাত্র।

অধুনা প্রশ্ন এই যে, আত্মাকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণবলে কিংবা অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে বিদিত হওয়া যায় না, ইহা যেন স্থিরীকৃতই হইল; কিন্তু "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" এবং "শ্রোতা মন্তা" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য কি বৃথা হইবে, না ইহার কোন সার্থকতা আছে?

এই প্রশ্ন হইলে বুঝিতে হইবে, সংশয় আছে; কিন্তু এখানে তোমার সংশয় কি? আত্মা শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মশীল, আবার আত্মার অশ্রোতৃত্বাদিও প্রথিত, অতএব এ স্থলে আবার সংশয় কি?

হাঁ, ত্বৎসকাশে ঐ দুইটি বিষয় পরস্পর বিসদৃশ বলিয়া অনুমিত না হইতে পারে ; কিন্তু আমি ত ঐ দুইটির পরস্পর পার্থক্য দেখিতেছি ; কেননা, যখন জীব শ্রোতা, তখন মন্তা নহে, আবার যখন মন্তা, তখন শ্রোতা নহে। পক্ষান্তরে, যখন শ্রোতা ও মন্তা, তখন অশ্রোতা ও অমন্তা নহে। তদ্রূপ যখন অশ্রোতা ও অমন্তা, তখন আবার শ্রোতা ও মন্তা নহে।—এই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মা শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মশীল নহেন, এ কথা কহিলে তোমার যে কেন বৈষম্যজ্ঞান হয় না, তাহা ত বোধগম্য হইতেছে না। আচ্ছা, দেবদত্ত যখন গমনশীল, তখন দেবদত্ত অবস্থানকারী নহে, গমনকারীই। আবার যে সময় অবস্থানকারী, তখন গমনশীল নহে, অবস্থানকারীই। যখন দেবদত্ত গমনকারী, তখন কি দেবদত্ত কেবল গমনকারীই, কখনও অবস্থানকারীই নহে বা গমনকারীও অবস্থানকারীই নহে, এ প্রকার বুঝিতে হইবে ?

এই বৈষম্য বিসর্জ্জন করিতে বৈশেষিককার কণাদের মতাবলম্বীরা এই প্রকার বলিয়া থাকেন ;—

মন অতীব ক্ষুদ্র, এমন কি, অণুপরিমাণ বলিলেই হয়। এই হেতু যখন কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন আর অন্য বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না। কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান হইতে হইলে, অগ্রে আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ থাকাই প্রয়োজনীয়। মন অতি ক্ষুদ্র হেতু একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে আর অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে না। সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই একসময়ে একবিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত বিষয়ান্তরের জ্ঞানও জন্মিতে পারে না ;

সুতরাং একসময়ে একই পুরুষের বহুপ্রকার জ্ঞান না হইতে পারায় আত্মার কদাচিৎ শ্রোতৃত্বধর্ম্ম থাকে, কখনও বা সেই শ্রোতৃত্বধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আবার যে সময় কোন বিষয়ের অনুমানাদি করে, তৎকালে আত্মার শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম জন্মিতে পারে না; কাজেই আত্মার শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম সংযোগজনিত ও উৎপদ্যমান কাদাচিৎক জ্ঞানের সহায়তাতেই তাহার উপপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রুতিকথিত শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম আত্মার কোনও পক্ষে প্রাপ্তমাত্র, নিত্যসিদ্ধ নহে। আবার অশ্রোতৃত্ব-আদি ধর্ম্মও কাদাচিৎক,—সর্ব্বদা উহা থাকে না, কদাচ থাকে মাত্র। ইহা ন্যায়মতেও সিদ্ধ নহে। কেননা, নৈয়ায়িকেরা বলেন, "যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্।" মন যে অণুপরিমিত, ইহা নিরূপণার্থ মনের ব্যাপারের অনুশীলন করিতে হইবে। অনুশীলন দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কদাচ একই সময়ে একই পুরুষের কোনও একটি বিষয় ব্যতীত বহুবিষয় আশ্রয় পূর্ব্বক বহুপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। ইহা দ্বারা মীমাংসিত হইবে যে, মন এতই ক্ষুদ্রপরিমিত পদার্থ যে, কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ হইলে, আর অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের অংশবিশেষ না থাকায় সংযোগ হইতে পারে না বা তজ্জন্যই জ্ঞানান্তর জন্মিতে পারে না।

ইহা দ্বারা স্থির হইল যে, যখন একবিধ জ্ঞানই জন্মিবে, অন্যপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিবে না, তখন আত্মা একই সময়ে শ্রোতা ও দ্রষ্টা বা শ্রোতা ও মন্তা অথবা শ্রোতা ও অনুমন্তা হইতে পারে না; সুতরাং শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্মও কদাচ উৎপন্ন হইতে পারিবে না। তাহা হইলে ঐ শ্রোতৃত্ব বা

অশ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম কাদাচিৎক এবং অনিত্য সিদ্ধ—উহা সংযোগজ মাত্র।

আচ্ছা, তাহা হইলে তোমার মতেও এই প্রকার স্বীকার করিলে হানি কি আছে? এই প্রকার স্বীকার ককিলে, হয় ত তোমাব কিছু ইষ্টসিদ্ধি হইলেও হইতে পারে; কিন্তু—শ্রুত্যর্থ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আত্মা শ্রোতা ও মন্তা, ইহা কি শ্রুতিসিদ্ধ নহে?

না, শ্রুতিই বলিয়াছেন,—"ন শ্রোতা ন মন্তা" প্রভৃতি।

কেন, কণাদের মত প্রদর্শনকালে তুমি ত দেখাইয়াছ যে, কখনও শ্রোতৃত্বাদিধর্ম্ম জন্মে, কখনও বা অশ্রোতৃত্বাদিই আত্মার থাকে। তবে আবার 'না' বল কেন?

কণাদমতাবলম্বীরা তদ্রূপ স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, সে মত স্বীকার্য্য নহে। শ্রুতি বলেন, "নহি শ্রোতুঃ শ্রুতেৰ্বিপরিলোপো বিদ্যতে।" প্রভৃতি। শ্রোতার শ্রবণ কদাচ বিলুপ্ত হইবে না, সুতরাং আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম্ম নিত্যসিদ্ধ,—অনিত্যসিদ্ধ হইতে পারে না।

এরূপ স্বীকার্য্য হইলে বলিতে হয়,—শ্রুতি (শ্রবণজ্ঞান), মতি (মননজ্ঞান), বিজ্ঞপ্তি (ধ্যানজনিত জ্ঞান), দৃষ্টি (দর্শনজ্ঞান), স্পৃষ্টি (স্পর্শজ্ঞান), ঘ্রাতি (ঘ্রাণজ্ঞান) ইত্যাদি সকল প্রকার জ্ঞানই আত্মার নিত্যসিদ্ধ। কেবল তাহাই নহে, ঐ সমস্ত জ্ঞান নিয়ত আছে বলিতে হয়: কেননা, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান সকলই। তদ্ব্যতীত আরও বলিতে হয় যে, ঐ সমস্ত জ্ঞান আত্মার স্বরূপতঃ নিত্যসিদ্ধ থাকায় কদাচ কোনও বিষয়ের জ্ঞান থাকিবে না বা হইবে না বা নাই, ইহাও বলিবার অধিকার নাই বা থাকে না; অতএব আত্মার

সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানই বিদ্যমান, অজ্ঞান কোনও বিষয়েই নাই,—এক কথায় ইহাই স্বীকার্য্য হইল বা, না হয় তাহাই মানিলাম ; হানি কি? ইহা বলিতে পার না ; কেননা, এ কথাটি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। কৈ, কেহ কি নিরন্তর সমস্ত বিষয় জানিতে শুনিতে পারিতেছে? সুতরাং ঐ—"নহি শ্রোতুঃ" প্রভৃতি শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থ করিতে হইবে।

না ;—শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থও করিতে হইবে না এবং তৎকালেও নিয়ত শ্রবণজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞানই হওয়া উচিত বা কোনও বিষয়ের অজ্ঞান না থাকা আবশ্যক, এই দুইটি দোষও হইতে পারে না ; যেহেতু, শ্রুতি যখন আত্মার উভয় প্রকারই আছে বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তাহা আছে। তবে তুমি তাহার যুক্তি দেখাইতে পারিতেছ না। আমি তোমায় তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি।

পরিষ্কার আলোকে একটি ফুল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। সেই ফুলের সঙ্গে প্রথমে নেত্রের সংযোগ হইল। সংযোগ হওয়ায় নেত্রের সহায়তায় তরল জ্যোতির্ম্ময় চিত্তে সেই ফুলের আকারের ন্যায় একটি বৃত্তি (প্রতিবিম্ব) হইল ; অন্তঃকরণের সঙ্গে আত্মার ইতরেতরাধ্যাস (উভয়ে এক হইয়া থাকা) হওয়ায় আত্মাও স্থির করেন যে, ঐ ফুলের আকার আমারই হইয়াছে ; কাজেই আমি ঐ ফুল দেখিতেছি।

মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি'তে এইখানে অন্যপ্রকার বলিয়াছেন।

তিনি বলেন,—অন্তঃকরণ অতীব স্বচ্ছ ও তরল বস্তু। যখন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তৎকালে চক্ষুঃপ্রণালী দ্বারা অন্তঃকরণ সেই বিষয়ের উপর গিয়া পতিত হয়। কোন পুষ্করিণীর

পাড় কাটিয়া যেরূপ একটি নালা প্রস্তুত করিলে সেই নালা দিয়া জলটি কোন ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ-ক্ষেত্রে গিয়া পতিত হয় ও ক্ষেত্র ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ হইলে সেই জলও ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ হয়, তদ্রূপ নয়নটি একটি প্রণালী স্বরূপ। যখন নয়নের সঙ্গে ফুলের সংযোগ হইল, তখন ঐ চক্ষুঃপ্রণালীর সহায়তায় জলবত্তরল ঐ জ্যোতির্ম্ময় অন্তঃকরণ ফুলের উপর যাইয়া পড়িয়া ফুলের যে আকার, তদ্রূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে।

এই আকারগ্রহণকেই বৃত্তি, পরিণাম ও ব্যাপার নামে অভিহিত করা হয়। এই বৃত্তি নয়নের সাহায্যে হইলে ইহার নাম দৃষ্টি, কর্ণের সহায়তায় হইলে শ্রুতি প্রভৃতি নামে উক্ত হয়। ইহাকে বৃত্তিজ্ঞানও বলে। এই বৃত্তিজ্ঞান জন্মে বলিয়া অনিত্য। আর ইহার সহায়তায় যে আত্মাদ্বয়ের ব্যবচ্ছেদ বা ব্যবধান লুপ্ত হইয়া একতা হয়, তাহাই প্রকৃত ফলীভূত জ্ঞান। সেই ফলীভূত জ্ঞান নিত্য—অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত বৃত্তি পুষ্পের উপর হওয়ায় ফুল যে চৈতন্যসত্তায় সত্তাবান্, সেই চৈতন্য (বিষয়চৈতন্য বা বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্য) ও যে প্রমাতা জীব পুষ্পদর্শন করিতেছে, সেই প্রমাতৃচৈতন্য—এই চৈতন্যদ্বয় এক হইয়া যায়। যেরূপ ঘটের রন্ধ্র-মধ্যের আকাশ, যদি ঘটটি গৃহের মধ্যে লওয়া যায়, তবে গৃহের মধ্যের আকাশের সঙ্গে অভিন্ন হয়, তদ্রূপ পুষ্প ও অন্তঃকরণ একই স্থানে থাকায় পুষ্পচৈতন্য (বিষয়চৈতন্য) ও প্রমাতৃচৈতন্য—এক হইয়া পড়ে।—অর্থাৎ তখন ফুলের সত্তা আর ভিন্ন থাকে না,—দর্শনকারী জীবেরই সত্তায় সত্তাবান্ হয় ; কাজেই জীব মনে করে—'আমি ফুল দর্শন করিতেছি।'

ইহা দ্বারা বুঝিলাম যে, যে কোনও দর্শন বা শ্রবণাদি স্থলে দুইটি করিয়া জ্ঞান জন্মে; তন্মধ্যে একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ জ্ঞান। অন্তঃকরণের বৃত্তিই গৌণজ্ঞান এবং চৈতন্যদ্বয়ের অভেদই মুখ্য জ্ঞান। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ যে, ঐ বৃত্তিজ্ঞান বা চাক্ষুষবৃত্তি, শ্রবণবৃত্তি ইত্যাদি জ্ঞানগুলি—জন্য বা উৎপত্তিশীল, আর চৈতন্যের অভেদ ত নিত্যসিদ্ধ; কেননা, কখনই চৈতন্যের ভেদ নাই। যাহা কিছু ভেদজ্ঞান হয়, তাহা কোনও হেতুবশতঃ কাল্পনিক মাত্র। সুতরাং মুখ্যশ্রবণ, মুখ্যদর্শন, মুখ্যস্পর্শ, মুখ্যঘ্রাণ ও মুখ্য আস্বাদন ইত্যাদি জ্ঞানগুলি আত্মার নিত্যসিদ্ধ, আত্মা তদ্দ্বারা শ্রোতা, দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও আস্বাদয়িতা বলিয়া নিত্যই প্রথিত হইতে পারেন। আবার যখন নয়নের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, শ্রবণের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, তখন আত্মা ঔপাধিকদ্রষ্টা নহেন বলিয়াও অভিহিত হইতে পারেন; কেননা, তৎকালে তিনি ঔপাধিক শ্রোতাই হইয়াছেন।

এরূপ হইলে দু'টি দৃষ্টি; একটি নেত্রের অনিত্য দৃষ্টি, এবং অপরটি আত্মার (অভেদ) নিত্যদৃষ্টি। সেইরূপ শ্রুতিও দু'টি, মতিও দু'টি এবং বিজ্ঞাতিও দু'টি। তাহা হইলে এই শ্রুতিও বেশ উপপন্ন—বিচারদ্বারা নির্ণীত হইতেছে যে, "দৃষ্টের্দ্রষ্টা শ্রুতেঃ শ্রোতা" প্রভৃতি লোকেও দৃষ্ট হয়; অনেকে বলেন, অন্ধকারে নয়নের দৃষ্টি লোপ পাইয়াছে। আলোক উদিত হইল আর নয়নের দৃষ্টি জন্মিল। সেইরূপ আলোক শ্রুতিমতি আদি দৃষ্টিগুলি নিত্য বলিয়া প্রথিত আছে; কেননা, অন্ধও বলিয়া থাকে, আজি স্বপ্নে আমার ভাইকে দেখিয়াছি। তদ্রূপ কোনও বধির বলিয়া থাকে,—স্বপ্নে দিব্য মন্ত্র শুনিয়াছি।

আত্মার নিত্যদৃষ্টি নেত্রসংযোগ জন্যই হইলে এবং নয়নের সংযোগ বিলুপ্ত হইলে যদি সে দৃষ্টির নাশ হয় বল, তবে অন্ধের স্বপ্নসময়ে নীল-পীতাদি দর্শন কি করিয়া জন্মে? কেবল তাহাই নহে,—"নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" প্রভৃতি শ্রুতিও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতি" প্রভৃতি শ্রুতিরও নিতান্তই অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। সুতরাং আত্মার দৃষ্টি নিত্যই, এ কথা স্বীকার্য্য।

অতঃপর বলিতে পার,—যদি আত্মদৃষ্টি নিত্যই হয়, তাহা হইলে কোনও একটি বিষয়ের জ্ঞান আবহমানকাল না থাকে কেন?—ইহার উত্তর—আত্মার দৃষ্টি নিত্যসিদ্ধ হইলেও, যেরূপ ভ্রামিত অলাতচক্রে (লাঠির মুখে আগুন লাগাইয়া ঘুরাইলে যে আগুনের চক্রাকার দেখা যায়) দত্ত দৃষ্টি পুরুষের দৃষ্টিও যেন ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ বাহ্যদৃষ্টির (চাক্ষুষাদি বৃত্তির) উৎপত্তি ও বিলয় থাকায়, সেই বাহ্যদৃষ্টির অনুরূপরূপগ্রহণকারিণী আত্ম দৃষ্টিরও যেন উৎপত্তি ও লয় আছে,—এই প্রকার অবভাস (অন্যের অন্যরূপে প্রকাশরূপ মিথ্যাজ্ঞান) হয় মাত্র, ফলতঃ আত্মদৃষ্টির উৎপত্তি-বিনাশ নাই।—আত্মদৃষ্টি চিরদিন একাকারেই বিদ্যমান আছে ও থাকিবে। শ্রুতিতেও ইহা কথিত হইয়াছে,—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব।"—অর্থাৎ গ্রাহ্যদৃষ্ট্যাদিগত ধ্যানাদিক্রিয়া তাহার গ্রাহক সাক্ষিচৈতন্যে অবভাসিত হয় মাত্র; তদ্দ্বারা সাক্ষিচৈতন্যে ধ্যানাদিক্রিয়া আছে, ইহা কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইবে? সুতরাং আত্মদৃষ্টি নিত্য বলিয়া তাহার যৌগপদ্য বা অযৌগপদ্য কিছুই নাই।—আত্মার দৃষ্টি একই প্রকার, নানারূপ দৃষ্টি নাই; কাজেই একই সময়ে একই পুরুষে নানারূপ

জ্ঞান হউক বা নানারূপ জ্ঞান না হউক, এ প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। সাধারণলোকের জ্ঞানে বাহ্য অনিত্যদৃষ্টিই (চাক্ষুষাদিবৃত্তি) সত্যদৃষ্টি বলিয়া স্থির হইয়া থাকে; এহেতু তাহাদিগের ভ্রম বা প্রমাদ নিতান্ত অনুগ্রহের বিষয়।

সমস্ত বিষয় নিজবুদ্ধিপ্রভাবে কেহই বোধগম্য করিতে সমর্থ নহে। আগম-সম্প্রদায়-পরম্পরার সেবা না করিলে বুঝিবার সাধ্য নাই। অতএব যাহারা আগমসম্প্রদায়ের সেবা করে নাই বা সেবা করিয়া থাকে না, তাহাদিগের পক্ষে ভ্রম-প্রমাদ যে অনিবার্য্য, ইহা বিচিত্র নহে। তার্কিকবৃন্দ অত্যন্ত পরীক্ষা-নিপুণ হইয়াও আগমসম্প্রদায়ের সেবক নহেন বলিয়া মহাভ্রান্তিজালে পতিত হইয়াছেন। তাই তাঁহারা বলেন যে, আত্মার দৃষ্টি অনিত্য। কেবল এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা নিস্তার পাইয়াছেন, তাহা নহে; এই হেতু তাঁহারা জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের ও জীব বা ঈশ্বরের সঙ্গে পরমাত্মার এবং জীবেরও পরস্পর ভেদকল্পনা করেন।

তদ্রূপ জ্ঞানের অনিত্যত্ব এবং জ্ঞানের ভেদকল্পনাকে মূল করিয়া আস্তিকের অস্তিত্বকল্পনা, নাস্তিক শূন্যবাদিগণের নাস্তিত্বকল্পনা, আর দিগম্বর জৈনগণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-কল্পনা এবং অপরাপর সকলের সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্বাদি কল্পনা, যাবতীয় নামবিশেষরূপ মানসকল্পনা-বিশেষ, অখিল বেদ ও সকল প্রজ্ঞা যে আত্মার নিকট পৌঁছাইলে এক হইয়া যায়, সেই আত্মার স্বরূপভূত নিত্যনির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে সে দৃষ্টির কিছুই হানিবৃদ্ধি হয় না, বস্তুতঃ সেগুলি কাল্পনিক বলিয়া কথিত, ইহাই ত দৃষ্ট হইতেছে।

যদিও সেই সেই তার্কিকেরা বহুপ্রকার তর্কের সহায়তায় আত্মার

অস্তিত্বাদি কল্পনা করিয়াছেন সত্য, তথাপি—"স এষ নেতি নেতি আত্মা"—ইহা নহে, ইহা নহে, বিচার দ্বারা এই প্রকারে সূক্ষ্মভাবে দেখিলে যে বস্তু পরিশেষে অত্যাজ্য বা অপরিহার্য্য হইয়া থাকেন, তিনিই আত্মা। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মনের সঙ্গে বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া যৎসন্নিধি হইতে নিবর্ত্তিত হইযাছে। এই প্রকার নানারূপ শ্রুতির সঙ্গে তাঁহাদিগের স্বীকৃত বস্তুগুলির অত্যন্ত দুশ্ছেদ্য বিরোধ ঘটে বলিয়া এবং তাঁহাদিগের তাদৃশ বহুপ্রকার কল্পনা বিদ্যমানে মোক্ষ হইবার উপায় নাই বলিয়া, তাঁহাদিগের কল্পনা প্রমাণপথের পথিক নহে।

তাঁহারা বলেন, আস্তিকেরা কহেন,—অস্তি; নাস্তিকেরা বলে,—নাস্তি; ইহা ত আছেই। অনন্তর বৈশেষিকেরা বলেন, (আত্মা এক ও নিগুর্ণ হইলেও) নানাগুণবিশিষ্ট চতুর্দ্দশ গুণযুক্ত আত্মা, সুষুপ্তিসময়ে কিছুই জানিতে সমর্থ হন না, অন্য সময়ে সকলই জানিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন,—পরলোকে ফলভোগার্থ যাইয়া থাকেন; সুতরাং ক্রিয়াবান্। আবার অন্য অনেকে বলেন,—ইহলোকে থাকিয়াই দেহান্তরগ্রহণ করিয়া থাকেন। দেহাত্মবাদে বা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে পরলোকস্থায়ী আত্মা না থাকায়, সে মতে আত্মা অফল। যাঁহারা পরলোকস্থায়ী আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে আত্মা ফলবিশিষ্ট। দেহাত্মা ক্ষণিকবাদীর পক্ষে আত্মা কর্ম্ম ও তজ্জন্য বাসনার আশ্রয় না হওয়ায় পরলোকে নির্জীব। আবার যাঁহারা নিত্যাত্মবাদী, তাঁহাদের মতে কর্ম্ম ও তজ্জন্য বাসনার আশ্রয় বলিয়া সজীব। বৈশেষিকাদিবাদে আত্মা সুখরূপ নহে, কাজেই দুঃখস্বরূপ। কিংবা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে সোপপ্লব

চিত্ত-সন্ততিই সংসারী আত্মা, তিনি নির্ব্বাণকুমারীর নিকট হেয়; সুতরাং সে আত্মা দুঃখস্বরূপ সংশয় নাই; নচেৎ পরিত্যজ্য কেন হইবে? দিগম্বরগণের মতে আত্মা দেহের মধ্যেই কর্ম্মজালদ্বারা নিবদ্ধ; সুতরাং মধ্যভূত আত্মা। শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা কহেন,—সর্ব্বই শূন্য, শূন্যই তত্ত্ব। আবার অনেকে বলেন, শূন্য নহে, সৎপদার্থ। অপরে বলেন, আমি অন্য, তিনি অন্য, তাঁহাতে আমাতে কিছুমাত্রই সাদৃশ্য নাই, ইত্যাদি বহুবিধ কল্পনা যে বাঙ্মনসের অগোচর স্বস্বরূপে উপস্থাপিত করিতে বাসনা করে, সে চর্ম্মের ন্যায় আকাশকেও বেষ্টন করিতে অথবা পদদ্বারা সোপানে আরোহণ করিতে প্রস্তুত সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে,—জলে ভ্রমণশীল মৎস্যের ও গগনে উড্ডীন বিহঙ্গসমূহের পদ দর্শন করিতে অভিলাষী বলিয়াই যেন বোধ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"কো অদ্ধা বেদ" কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে সমর্থ? "ক ইহ প্রবোচৎ" কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহাকে বলিয়া বুঝাইতে সমর্থ?

বেশ কথা, আমরা না হয় নাই জানিতে পারিতেছি; কিন্তু ত্বৎকথিত শ্রুতির অর্থসাহায্যে বুঝিতেছি যে, কেহই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে।—এটি অবশ্য আমাদিগের আশ্বস্ত হইবার প্রকৃত উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

আচ্ছা, এখন জিজ্ঞাস্য—প্রদর্শিত শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা শ্রবণ ও মননেরই বিষয় হইতে পারে না। তাহা হইলে অন্য শ্রুতিতে উক্ত হইতেছে যে, "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" তিনি আমার আত্মা, ইহা জানিবে। আমিও যাহা, তিনিও তাহা,—এই হইলেই ত তুল্য দর্শন হয়। এখন যদি তোমার কথিত শ্রুতির

অর্থে শ্রবণ-মননের অযোগ্য বলিয়াই আত্মা সিদ্ধ হন, তবে আবার এ কি কথা,—"স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"—সুতরাং তুমি বলিয়া দাও,—তিনি ও আমি সমান, ইহা কি করিয়া অবগত হইব ?

দেখ, এইরূপ অনুরূপ বিষয়ের একটি উপাখ্যান আছে, শ্রবণ কর। কোন সময়ে একব্যক্তি অত্যন্ত মূর্খ ছিল। একদা সে কোনও অপরাধ করাতে একজন তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলে,—'তুই মানুষ নহিস্ ?' মূর্খ ভাবিল, তবে ত আমি আর মানুষ নই, অমনুষ্য হইয়া গিয়াছি। এই মনে করিয়া স্থির করিল যে, আমি কাহারও নিকটে যাইয়া, "আমি যে মানুষ, ইহা বুঝিয়া আসি।"—সে এই প্রকার স্থির করিয়া একব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয় ! বলুন্ না, আমি কে ?' তিনি তাহার মূর্খতা বুঝিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা থাক ; ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দিব।' তিনি ক্রমে ক্রমে স্থাবরাদি পশু যাবৎ সমগ্র জাতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, যাহা তাহাতে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ পশ্বাদির স্বভাবজ যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহা মনুষ্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, ইহা দ্বারা স্থির হইতেছে যে, 'তুমি ত অমনুষ্য নহ।' এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সেই মুগ্ধ (মূর্খ) আবার তাঁহাকে বলিল,—"আপনি আমাকে বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া মৌনভাব ধারণ করিলেন। কৈ, আমাকে বুঝাইতেছেন না যে, আমি অমনুষ্য ?

তোমার কথাও অবিকল তদ্রূপ হইয়াছে। তুমি অমনুষ্য কদাচ নহ,—এ কথা বলিলেও যে আপনার মনুষ্যত্ব জানিতে না পারে,—তুমি মনুষ্যই হইতেছ,—এ কথা বলিলেও সে কি করিয়া

আপনার মনুষ্যত্ব জানিতে সমর্থ হইবে? সুতরাং আত্মাববোধের উপায় একমাত্র যথাশাস্ত্র উপদেশ, তদ্ব্যতীত আর অন্য উপায় কিছুই দৃষ্ট হয় না। তৃণাদি অগ্নিরই দাহ্য বস্তু, তাহা কি আর অন্য কেহ ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয়?—কখনই নহে। এই হেতুই শাস্ত্র আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া অমনুষ্যত্ব-প্রতিষেধের ন্যায় 'নেতি নেতি' বা তন্ন তন্ন বলিয়া বিরাম করিয়াছেন। তদ্রূপ, ব্রহ্ম অনন্তর অবাহ্য, এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনি সর্ব্বানুভূ;—এইরূপই পূর্ব্বাচার্য্যগণের উপদেশ। "তত্ত্বমসি"—তুমি সেই আত্মাই হইতেছ; যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন আবার কিসের দ্বারা কি দেখিবে?—প্রভৃতি শ্রুতিও তদ্রূপ স্বরূপ বলিয়া বিরাম করিতেছেন। সুতরাং আমি আর কি করিয়া বুঝাইব?

এখন বোধ হয় বোধগম্য হইল যে, আত্মার কর্তৃত্বাদি-ধর্ম্ম আছে, ইহা প্রকৃত প্রমাণদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না; সুতরাং সেই কর্তৃত্বাদিধর্ম্ম আত্মার আছে বলিয়া যদি কোন প্রকার প্রমাণাদিদ্বারা জ্ঞান হয়, তবে সে জ্ঞান অজ্ঞানমূলক ভ্রান্তিমাত্র বলিয়া, আত্মা সংসারিরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক ব্রহ্মমাত্র, আর কিছুই নহেন। এই ন্যায়ানুসারে ঈশ্বরকে যে সর্ব্ববিৎ বলিয়া কল্পনা করা হয় বা অন্য নানারূপ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে কল্পনা করা হয়, তাহাও উপাধির সাহায্য নিবন্ধন বলিয়া ভ্রান্তিমাত্র; কেননা, ভেদে কোনও প্রমাণ নাই; বরং অভেদে আগম ও আগমানুগৃহীত অনুমানাদি প্রবল প্রমাণ থাকায়, ঈশ্বরও ব্রহ্মমাত্রই। সুতরাং আত্মা তিনটি নহেন, আত্মা একটিমাত্র, অখণ্ডৈক-রস সচ্চিদানন্দস্বরূপ—নিত্যচিন্ময়।

যাবৎ জীব পূর্ব্ব-উক্ত প্রকারে আত্মাকে এই প্রকারে অবগত হইতে না পারিবে, তাবৎ সে বাহ্য অনিত্য দৃষ্টির (বৃত্তির) আধার অন্তঃকরণকে (উপাধিকে) আত্মরূপে আশ্রয় পূর্ব্বক অবিদ্যা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত উপাধিধর্ম্মগুলিকে,—কাণত্ব, খঞ্জত্ব, বধিরত্ব এবং মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব ইত্যাদিকে আত্মার উপাধি মনে করিয়া ব্রহ্মাদিস্তম্ব যাবৎ দেবতির্য্যঙ্‌নরস্থানে বার বার আবর্ত্তমান হইয়া অবিদ্যা ও কামকর্ম্মানুষ্ঠান-নিবন্ধন গমনাগমন করিতে থাকিবে। সে জীব এই প্রকারে যে দেহেন্দ্রিয়সঙ্‌ঘাত (দেহ) পরিগ্রহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, সেই দেহ আবার বিসর্জ্জন করিবে, আবার ত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্য একটি দেহ ধারণ করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নদীর স্রোতের ন্যায় জন্মসেতু-প্রবন্ধের অবিচ্ছেদে বিদ্যমান থাকিয়া কিরূপ শোচনীয়তর দশায় রহিয়াছে, ইহাই প্রত্যক্ষ করাইয়া বৈরাগ্যোদয়ের জন্য শ্রুতি কহিতেছেন,—"পুরুষে হ বা অয়ম্ আদিতো গর্ভো ভবতী" তি। ওঁ পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি, যদেতদ্রেতঃ। তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি তদ্‌যথা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি, তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১

ঐ জীবই প্রথমে কামকর্ম্মাভিমানে আবৃত হইয়া যজ্ঞাদিক্রিয়া আচরণ করে। অনন্তর শরীর বিসর্জ্জন করিলে ধূমাদিক্রমে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হইয়া কাম্যকর্ম্মফলের উপভোগ করিতে করিতে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া আইসে, তৎকালে বৃষ্টি-আদিক্রমে এই লোকে আপতিত হইয়া তিল, যব, ধান্য, মুদ্গাদিতে আবিষ্ট হয়। পরে কালপুরুষেরা সেই সমস্ত ভক্ষণ পূর্ব্বক রসরূপে পরিণত করে; ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জারূপ হইতে শুক্ররূপে পরিণত হয়।

এই জীব আদিতে পুরুষে যে রেতঃ আছে, সেই রেতোরূপে গর্ভ হইয়া থাকে—অর্থাৎ এই জীব প্রথমে রেতোরূপে পুরুষের মধ্যে বা গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। সেই প্রকৃতি এই রেতঃ (অন্নময় পিণ্ডের রসাদি) সমস্ত অঙ্গ অপেক্ষা সার বলিয়া তেজোরূপে পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ সঞ্জাত হইলে, (পুরুষ, আত্মাভিমানের বিষয় যে শরীর, সেই শরীররূপে পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া) আত্মশব্দবাচ্য রেতকে আত্মাভিমানের আস্পদ নিজদেহে ধারণ করিয়া থাকে। যখন সেটি (পত্নী ঋতুমতী হইলে) নারীতে (যোষাগ্নিতে) সিক্ত করে, তখন এ (জীব) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গর্ভরূপে পরিণত হয় ;—সেই ইহার প্রথম জন্ম ॥ ১

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং তথা, তস্মাদেনাং ন হিনস্তি, সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ॥ ২

সেই রেতঃ, যেরূপ স্বীয় অঙ্গ স্তনাদি কোনপ্রকার ক্লেশজনক হয় না তদ্রূপ যাহাতে তাহার নিষেক হয়, সেই স্ত্রীর (মাতার) আত্মভাবলাভ হয়। এই জন্য এ স্ত্রীর (মাতার) কোন প্রকার হিংসা করে না। সেই অন্তর্বত্নীও ভর্ত্তার আত্মভূত বা আত্মস্বরূপ গর্ভকে নিজ জঠরে প্রবিষ্ট জানিয়া, তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।—অর্থাৎ গর্ভের অনিষ্টজনক ভোজ্যপেয়াদির বিসর্জ্জন এবং অনুকূল আহার ও পেয়ের উপযোগ, অর্থাৎ ভোজনাদি করিয়া থাকেন ॥ ২

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি, তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্ত্তি সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্ভাবয়ত্যেষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩

'সেই গর্ভিণী—গর্ভভূত ভর্ত্তার আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া, ভর্ত্তার কর্ত্তব্য,—তাঁহার রক্ষা করা। (উপকারের প্রত্যুপকার ভিন্ন কি কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ ঘটে?) সেই গর্ভের ভূমিষ্ঠ হইবার অগ্রে স্ত্রী, (মাতা) যথাকথিত গর্ভধারণ বিধানানুসারে ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই পিতাও গর্ভের জন্মের পর, জাতমাত্র সন্তানকে জাতকর্ম্মাদি দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই যে পিতা জন্মের পর,—জাতমাত্র সন্তানকে (জাতকর্ম্মাদি দ্বারা) রক্ষা করিয়া থাকেন, সে ত আপনারই পরিপালন করেন; যেহেতু, পিতার দেহাংশই ত পুত্রশরীররূপে আখ্যাত হয়। পিতা আপনাকে পুত্ররূপে জন্মাইয়া কি জন্য পালন করেন,—না,—এই লোকের ধারাবাহিক প্রবাহরক্ষার্থ। যদি কেহই এই প্রকারে পুত্রোৎপাদন না করে, তবে ত এ লোক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াই যায়; সুতরাং এ লোক এইরূপেই প্রবাহিত, অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে (বলিয়া বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্য; কিন্তু মোক্ষার্থ নহে।)—'এই ইহার দ্বিতীয় জন্ম।' (সংসারী জীবের কুমাররূপে যে জননীর জঠর হইতে বাহিরে নির্গমন, এটি রেতোরূপ অপেক্ষা দ্বিতীয় জন্ম',—অর্থাৎ দ্বিতীয়াবস্থার অভিব্যক্তি বলিতে হইবে)॥ ৩

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যাঽয়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জ্জায়তে, তদস্য তৃতীয়ং জন্ম। তদুক্তমৃষিণা॥ ৪॥

সেই যে এই পিতার পুত্ররূপ আত্মা, কিংবা আত্মস্বরূপ পুত্র,

ইনি পিতার শাস্ত্রকথিত পুণ্যকর্ম্ম সকল সম্পাদনার্থ প্রতিনিধি হন,—অর্থাৎ পিতার যাহা কর্ত্তব্য, সেই কর্ম্ম করিবার অধিকারী। তৎপরে যথাসময়ে পিতা নিজের সমস্ত ভার পুত্রে অর্পণ পূর্ব্বক পুত্রের পিতার স্বরূপ অন্য আত্মা (পুত্র) দ্বারা কর্ত্তব্য ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্তিম বয়সে প্রয়াণ বা ইহধাম পরিত্যাগ করে। সে জীব এই লোক হইতে প্রস্থান কালেই, অর্থাৎ শরীর-বিসর্জ্জনকালে তৃণজলোকার ন্যায় ভাবনাকে দীর্ঘীভূত করিয়া কর্ম্মসঞ্চিত অন্য শরীরে যাইয়া আবার জন্মধারণ করেন। সেই ইহার তৃতীয় জন্ম।

কথাগুলি বড় জটিল। যাহার (যে আত্মার) সংসরণ হইতেছে, রেতোরূপে তাহার পিতার নিকট প্রথম জন্ম। তাহারই জননী হইতে কুমাররূপে দ্বিতীয় জন্ম উক্ত হইল। তাহারই ত তৃতীয় জন্ম বলিতে হইবে।—তা না বলিয়া বলা হইল কি না, প্রেত পিতার যে জন্ম, সেই তৃতীয় ;—এ কি ?

তাহাতে দোষ নাই।—বক্তার উদ্দেশ্য, পিতা ও আত্মজের ঐকাত্ম্য। সেই তনয়ও নিজের তনয়ে ভার দিয়া মৃত্যুসময়ে জলোকার ন্যায় দীর্ঘভাবনা দ্বারা পুনর্জন্ম ধারণ করিবে, যেরূপ পিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সেই জন্মই ত তনয়ের পক্ষে তৃতীয় হইল। শ্রুতি মনে করিয়াছেন, একাত্মার একাংশে যাহা উক্ত হইল, তাহা অন্যাংশেও সুতরাং উক্ত হইয়াছে ; কেননা পিতা ও পুত্রের আত্মভেদ ত নাই। অর্থাৎ পিতার দু'টি শরীর ; একটি আপনার ও অন্যটি তনয়ের, অতএব একস্থানে যাহা উক্ত হইয়াছে, বিঘ্ন না থাকিলে অন্য স্থলেও তাহাই কথিত হইবে, সংশয় নাই ॥ ৪

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বাঃ শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫

এই প্রকারে সংস্কৃত সমস্ত জীবই তিনটি অবস্থার ত্রিবিধ অভিব্যক্তি দ্বারা জন্মমরণ-প্রবাহে আরোহণপূর্ব্বক সংসারসাগরে নিপতিত হয় এবং যে কোন অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রুত্যুক্ত আত্মাকে যথাকথঞ্চিৎভাবে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়, সেই অবস্থাতেই সমস্ত ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়। এই বিষয়টি দ্রষ্টা ঋষিও মন্ত্রে বলিয়াছেন,—'অহো! আমি জননীর গর্ভাশয়ে থাকিয়াই অনেক জন্মান্তরজনিত ভাবনার পরিপাক নিবন্ধন এই সকল বাক্-অগ্নি-আদি দেববৃন্দের সমস্ত জন্মবৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি। আমাকে লৌহময় পুরীর ন্যায় অভেদ্য দেহ সকল ততদিন রাখিতে পারিয়াছিল, যাবৎ না আমি শ্যেন-পক্ষীব ন্যায় সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তীব্রবলধারী আত্মজ্ঞানসামর্থ্যে বহির্গত হইতে পারিয়াছি।'

অহো! মহর্ষি বামদেব গর্ভেই শয়ান থাকিয়া এই প্রকার কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৫

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৬

[যথাস্থানং গর্ভিণ্যঃ।]

ইত্যৈতরেয়োপনিষদাত্মষট্‌কে চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

'সেই বামদেব মুনি যথোক্ত আত্মাকে এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়া এই (স্থান) দেহের বিনাশ হইলে, পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়া অধোভূত সংসারমণ্ডল হইতে উৎক্রমণপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান দ্বারা যাবতীয় কামনার পূর্ণতা লাভ করত, স্বস্বরূপে (পরমাত্মস্বরূপে) অবস্থানপূর্ব্বক অমৃত হইয়াছিলেন,—অর্থাৎ জরামরণবর্জ্জিত হইয়াছিলেন ॥' ৬

ইতি চতুর্থ খণ্ড।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা।

যেন বা পশ্যতি যেন বা শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ॥ ১

ব্রহ্মজ্ঞপরিষদে অত্যন্ত প্রথিত ব্রহ্মবিদ্যাসাধনকৃত সর্ব্বাত্মভাবরূপ ফললাভ, বামদেবাদি প্রাচীন আচার্য্যপরম্পরাক্রমে শ্রুতিতে দৃশ্যমান হইতে দেখিয়া ইদানীন্তন মুমুক্ষু ব্রাহ্মণবৃন্দ ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে বাসনা করিয়া এবং সাধ্যসাধনলক্ষণ অনিত্যসংসারে আত্মভাববিসর্জ্জনার্থ অভিলাষ করিয়া বিচারমুখে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;— "কোঽয়মাত্মেতি।"

এই ইনিই আত্মা—এই প্রকারে আমরা যে আত্মার আরাধনা করিতেছি ; ইনি কে ? যে আত্মাকে—"এই ইনিই আত্মা",—এই প্রকারে উপাসনা করিয়া বামদেব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে আত্মা কে ?

এই প্রকার পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে পূর্ব্ব-পঠিত শ্রুতির সংস্কার জাগরূক হওয়ায় স্মরণ হইল, এক আত্মা সেই পিণ্ডের পাদাগ্র হইতে পিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, আর এক আত্মা সেই কেশবিন্যাসের পিণ্ডের সীমা-বিদারণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দু'টি ব্রহ্ম বা আত্মা পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আছেন দৃষ্ট হইতেছে। সে দুইটিই পিণ্ডের আত্মভূত। তন্মধ্যে অন্যতর একটি

আরাধ্য হইতে পারেন। যাহাই হউক, এখন আমাদিগের কোন্ আত্মা আরাধ্য হইবেন?—বিচারমুখে নিরূপণের জন্য এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহাদিগের বিচার করিতে করিতে এই প্রকার সুমতি জন্মিল।—দু'টি পদার্থ এই পিণ্ডে প্রতীত হইতেছে—তাহার মধ্যে প্রথম,—নেত্রকর্ণাদি অনেকভেদভিন্ন একজাতীয় করণ,—যদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়। আর দ্বিতীয় যে একমাত্র উপলব্ধি করে; সে অনেক নহে,—এক; কেননা, চক্ষুষ্মান্ লোক রূপবিশিষ্ট পুষ্পাদি দেখিয়া, পরে অন্ধ হইলেও সেই রূপবিশিষ্ট পুষ্পের প্রতিসন্ধান এবং প্রত্যভিজ্ঞান বা প্রতিস্মরণ,—যে আমি শৈশবে চক্ষুষ্মান্ ছিলাম, সেই আমি এখন অন্ধ হইয়া আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিতেছি,—এই আকারে স্মরণ করিয়া থাকে, ইত্যাকার স্মৃতি, আত্মা পৃথক্ পৃথক্ হইলে হইতে পারে না; কাজেই শৈশবে যে আত্মা ছিলেন, এখন বার্দ্ধক্যেও সেই আত্মাই আছেন, মধ্যে কেবল শরীরের বিকার হইতেছে মাত্র। সুতরাং বাল্য-বার্দ্ধক্যাদি কালের আত্মা একই। এতদুভয়ের মধ্যে যদ্দ্বারা প্রতীতি হয়, সে আত্মা হইতে পারে না; কিন্তু যে প্রতীতি করে, সেই আত্মা হইতে পারে। কাহার দ্বারা প্রতীতি হয়?—তাহা কথিত হইতেছে।

'যে নেত্র দ্বারা রূপ দর্শন করে, যে কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, যে ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ করে, যে বাক্‌করণের দ্বারা নামাত্মক সাধু ও অসাধু, গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ, হস্তী,—গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা প্রভৃতি বাক্যের ব্যাকরণ—স্ফুরণ করে এবং যে রসনা দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু পরিজ্ঞাত হইতে পারে॥' ১

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ ॥

এই যে (প্রজাগণের রেতঃ হৃদয়কে উৎপাদন করে, হৃদয় হইতে মনের উৎপত্তি হয়, মন হইতে চন্দ্রমার উদয় হয় ; কাজেই হৃদয়ের রেতঃসারভূত কার্য্য মন। সুতরাং) এই হৃদয়ই মন ;—(এ মন এক ;—এ এক হইয়াও অনেকরূপে দর্শনশ্রবণাদি করে বলিয়া বহুবিধ। এই-ই করণ ; ইহা দ্বারা দর্শনাদি করে।)—এই সব।

পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে,—প্রজাবৃন্দের রেতঃ,—অর্থাৎ সারভূত কার্য্য হৃদয়, হৃদয়ের রেতঃ,—সারভূত কার্য্য মন, মনদ্বারা আপের বরুণের উৎপত্তি হইয়াছে ; হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমাঃ।—সেই হৃদয়ই ত মন,—আর সেই মনই ত এক হইয়াও এই শ্রবণাদি ক্রিয়া সকলের করণভেদে বহু।

ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে,—এক অন্তঃকরণই চক্ষুঃ হইয়া রূপদর্শন, শ্রোত্র হইয়া শব্দ-শ্রবণ, ঘ্রাণ হইয়া গন্ধঘ্রাণ, মনরূপে বিকল্প এবং হৃদয়রূপে অধ্যবসায় বা নিশ্চয় করে ; সুতরাং উপলব্ধা পুরুষের সকল প্রকার উপলব্ধি করিবার একমাত্র করণ,—এই মন, সকল করণের উপরই প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সেইরূপই কৌষীতকি-গণের বাক্য শ্রবণ করা যাইতেছে ;—প্রজ্ঞাদ্বারা বাক্‌করণে সমারূঢ় হইয়া, বাক্ দ্বারা সমস্ত নাম উল্লেখ করিতেছে, প্রজ্ঞা দ্বারা চক্ষুতে সমারূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সমস্ত রূপের দর্শন করিতেছে, প্রভৃতি। বাজসনেয়কেও সেই একই কথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—মন দ্বারাই দর্শন করে, মন দ্বারাই শ্রবণ করে, হৃদয় দ্বারা রূপের দর্শন

করে। ইত্যাদি। অতএব হৃদয় ও মনঃশব্দের বাচ্য যে অন্তঃকরণ, সে সমস্ত উপলব্ধিরই করণ বলিয়া প্রথিত, ইহাই দেখিতেছি। প্রাণ আবার তদাত্মক,—অর্থাৎ প্রাণ, প্রজ্ঞা বা মন, এ একই অর্থবোধক শব্দবিশেষ।—যে প্রজ্ঞা, সেই প্রাণ; যে প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা। এইরূপ ব্রাহ্মণভাগে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রাণসংবাদাদিতেও করণসমুদায়ই প্রাণ, ইহা বলিব। অতএব যিনি পদদ্বয় অবলম্বন করিয়া সেই পিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিও ব্রহ্ম; তবে উপলব্ধার উপলব্ধির করণ বলিয়া সে গুণভূত অপ্রধান; সুতরাং সে বস্তু, ব্রহ্মরূপে উপাস্য যে আত্মা, সে আত্মা হইতে পারে না।—এখন দু'টি আত্মার মধ্যে ত একটি অনাত্মা হইয়া গেল। তবে রহিল আর একটি, যে সীমাভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অগত্যা পরিশিষ্ট যে উপলব্ধার উপলব্ধির জন্য এই মনোরূপ অন্তঃকরণ-হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ বলা যাইবে, সেই উপলব্ধাই আমাদিগের আরাধ্য আত্মা হইতে পারেন।—এই প্রকার স্থির করিয়াছিলেন।

সেই অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে বিদ্যমান উপলব্ধিকারী প্রজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের অবগত্যর্থ বাহ্য ও আভ্যন্তরবিষয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক অন্তঃকরণের যে সমস্ত বৃত্তি জন্মে, সেই সকলের বিষয় কথিত হইতেছে।—সংজ্ঞান সংজ্ঞপ্তি বা চৈতন্যভাব; আজ্ঞান, আজ্ঞপ্তি বা ঈশ্বরভাব; বিজ্ঞান,—লৌকিকজ্ঞান বা শিল্পকলাদিপরিজ্ঞান; প্রজ্ঞান, প্রজ্ঞপ্তি বা প্রকৃতজ্ঞান; মেধা, গ্রন্থধারণশক্তি; দৃষ্টি, ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল বিষয়ের উপলব্ধি; ধৃতি,—ধারণ,—অবসন্ন দেহ বা ইন্দ্রিয়ের উত্তম্ভন বা অবলম্বন যদ্দ্বারা হয়; লোকে দৃষ্ট হয় এবং অনেকে বলে, ধৃতিদ্বারাই তাদৃশ উত্তেজনা বিদ্যমানেও দেহকে থামাইয়া রাখিতে

সমর্থ হইয়াছে ; মতি,—মনন ; মনীষা,—মননে স্বাধীনতা ; জুতি,—রোগাদিজনিত চিত্তের দুঃখিত্বভাব ; স্মৃতি,—স্মরণ ; সঙ্কল্প,—কোনও একটি রূপের শুক্লকৃষ্ণাদিভাবে সঙ্কলন বা সম্যক্ কল্পনা ; ক্রতু,—অধ্যবসায় ; অসু,—প্রাণন-আদি জীবনক্রিয়ার্থ বৃত্তিবিশেষ বা প্রাণ-বৃত্তি ; কাম,—অসন্নিহিত বিষয়ের অভিলাষ বা তৃষ্ণা ; বশ,—স্ত্রীবিলাসাদির বাসনা প্রভৃতি অন্তঃকরণবৃত্তিগুলিই প্রজ্ঞপ্তিমাত্র ; উপলব্ধা শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির হেতু বলিয়া উপাধিস্বরূপ ; সংজ্ঞানাদি—সেই উপাধি-জনিত গুণের নামধেয়মাত্র।

এ সকলই প্রজ্ঞপ্তিমাত্র প্রজ্ঞানেরই বা প্রকৃতজ্ঞানের নাম উপাধিযোগে হইতে পারে ; কিন্তু সাক্ষাৎ নাম হইতে পারে না ॥ ২

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো-জ্যোতীংষীত্যেতানীমানী চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব ॥ ৩

এই প্রজ্ঞানরূপ আত্মাই অপর ব্রহ্ম, যাবতীয় স্থূল-দেহস্থ প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা, অন্তঃকরণোপাধি-সমূহে অনুপ্রবিষ্ট জলভেদগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বসদৃশ হিরণ্যগর্ভই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা। ইনিই ইন্দ্র ;—গুণতঃ সুররাজ বা ইনিই প্রজাপতি, যিনি প্রথমজ দেহী, যাঁহা হইতে মুখাদিনির্ভেদ-দ্বারা অগ্ন্যাদিলোকপালসমূহ জন্মিয়াছে ; সেই প্রজাপতি এই দেবই। আর এই যে অগ্ন্যাদি দেবতা সকল, সেই সমস্তও ইনিই। আর এই সমস্ত পঞ্চভূত সমস্ত দেহের উপাদান পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ্ ও জ্যোতিঃ, এই মহাভূতবৃন্দ অন্ন ও অন্নদারূপে প্রথিত। আর যাহারা অল্প অল্প মিশ্রও, সে সমস্তই ইনি ॥ ৩

বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি

চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎকিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্, সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ ৪

'ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ,—কারণস্বরূপ অপরাপর অণ্ডজ বিহঙ্গাদি; জারুজ,—জরায়ুজ মনুষ্যাদি; স্বেদজ,—যূকাদি; উদ্ভিজ্জ,—বৃক্ষাদি; অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী এবং অপর যাহা কিছু প্রাণিজাত, অর্থাৎ জঙ্গম,—যাহারা চরণদ্বারা গমনাগমন করে; যে পতত্রি,—গগনে গমনশীল; যাহা স্থাবর—চলিতে অসমর্থ; সে সকলই প্রজ্ঞানেত্র,—ব্রহ্মপরিচালিত বা প্রজ্ঞাই ইহাদের প্রবর্ত্তক, উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারসময়ে প্রজ্ঞান ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রজ্ঞাশ্রয়—ব্রহ্মাশ্রয়। সমস্ত লোকই প্রজ্ঞাচক্ষু, জ্ঞাননেত্র; সমগ্র জগতেরই প্রতিষ্ঠাস্থান প্রজ্ঞাই; অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ॥ ৪

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামনাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৫

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্যাত্মষট্‌কে ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

প্রত্যস্তমিত সর্ব্ববিধোপাধিবিশেষ, সৎ, নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক, অদ্বিতীয়, ইহা নয়, এরূপ নয়, এই প্রকারে নিখিল বিশেষত্ব নিরাকরণপূর্ব্বক যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে হয়,—সর্ব্বশব্দ ও সর্ব্বপ্রত্যয়ের অবিষয় ব্রহ্ম, তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধপ্রজ্ঞা-(অন্তঃকরণ) রূপ উপাধির (ইতরেতরাধ্যাসাখ্য) সম্বন্ধ দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। অব্যাকৃত সর্ব্বসাধারণ-জগদ্বীজ-অজ্ঞানের প্রবৃত্তিকারী নিয়ন্তৃ বলিয়া অন্তর্যামী নামে প্রথিত হন। তিনিই ব্যাকৃত নিখিল জগদ্বীজবুদ্ধিরূপ উপাধির (ইতরেতরাধ্যাসাখ্য) সম্বন্ধ দ্বারা আদি-অভিমানকারী

হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত। তিনিই হিরণ্যগর্ভের অন্তরে উৎপন্ন অণ্ডের মধ্যে সঞ্জাত হইয়া প্রথমতঃ দেহরূপ উপাধির আধ্যাসিক সম্বন্ধদ্বারা অর্থাৎ পরমব্রহ্মে জগতের আরোপ দ্বারা বিরাট-প্রজাপতি নামে প্রথিত। তিনিই স্বনির্ম্মিত পিণ্ডের মুখাদি হইতে উৎপন্ন অগ্ন্যাদি উপাধির সঙ্গে তাদাত্ম্য-ভাব প্রাপ্ত হইয়া দেবতা নামে কথিত হন। সেইরূপে তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্ব যাবৎ বিশেষ বিশেষ দেহোপাধির সঙ্গে একাত্মতাপ্রাপ্ত হইয়া সেই সেই নাম ও আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই একমাত্র ব্রহ্মই নিখিল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়া নিখিল প্রাণী ও যাবতীয় তার্কিক-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা জ্ঞাতও হন, আবার অনেক প্রকারে বিকল্পিতও হন। স্মৃতিই আছে—

'কেহ ইঁহাকে বহ্নি বলেন ; অপরে ইঁহাকে মনু প্রজাপতি কহেন ; অন্যে ইঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া থাকেন ; অনেকে বা ইঁহাকে প্রাণ বলিয়া থাকেন ; কেহ বা শাশ্বত ব্রহ্মই বলিয়া অভিহিত করেন।'

'সেই বামদেব বা এইরূপ কোন অধিকারী যথা-কথিত ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন ;—যে প্রজ্ঞান আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধবৃন্দগণ অমৃত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ উক্ত অধিকারী বিদ্বান্ এই প্রজ্ঞান আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া, এই লোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন ঐ আনন্দময় লোকে যাইয়া, সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিল॥' ৫

ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণের আরণ্যককাণ্ডান্তর্গত দ্বিতীয়ারণ্যকে
ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

—ষষ্ঠে তত্ত্ববিদাং পরিসমাপ্য সপ্তমে শান্তিকরং মন্ত্রং পঠতি।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিত মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম্ম এধি বেদস্য ম আনীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাহধীতেনাহহোরাত্রান্ সন্দধাম্যমৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্ ইতি ॥

অথোত্তরশান্তিঃ।

ওঁ উদিতঃ শুক্রিয়ং দধে। তমহমাত্মনি দধে। অনু মামৈত্বিন্দ্রিয়ম্। ময়ি শ্রীর্ময়ি যশঃ। সর্ব্বঃ সপ্রাণঃ সবলঃ। উত্তিষ্ঠাম্যনু মা শ্রীঃ। উত্তিষ্ঠত্বনু মাহয়ন্তু দেবতাঃ। অদব্ধং চক্ষুরিষিতং মনঃ। সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্। ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ।

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইত্যৈতরেয়োপনিষদ্যাত্মষট্কং সমাপ্তম্ ॥

॥ ০ ॥ ৺ তৎ সৎ ওঁ ॥ ০ ॥

সম্পূর্ণ

কৈবল্যোপনিষৎ

—০:*:০—

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অথাশ্বলায়নো ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং পরিসমেত্যোবাচ।

অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং, সদা সদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্।
যয়াচিরাৎ সর্ব্বপাপং ব্যপোহ্য, পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্॥ ১॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।

কৈবল্যোপনিষদ্ব্রহ্ম শতরুদ্রীয়সংজ্ঞিকা।
একচত্বারিংশত্তমী সন্ধ্যে খণ্ডদ্বয়ান্বিতা॥

সাধনোপদেশপ্রকরণত্বাৎ জাবালে শতরুদ্রীয়েণেতিশতরুদ্রীয়ং ব্রহ্মজ্ঞানসাধনত্বেন বিনিযুক্তং, তৎ কিংস্বরূপমিত্যপেক্ষায়াং সেতিহাসং তৎ কৈবল্যোপনিষদি প্রদর্শ্যতে আশ্বলায়ন ইত্যাদি। অশ্বলস্যাপত্য-মাশ্বলায়নঃ নড়াদিফগন্তঃ। পরমে তিষ্ঠতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তম্। অধীহ্যাদিবিদ্বানিত্যন্ত একো মন্ত্রঃ। এতদাদয়ঃ সপ্ত বৃত্তমন্ত্রাঃ

ততশ্চতস্রোঽনুষ্টুভস্ততস্ত্রীণি সার্দ্ধানি বৃত্তানি। ততঃ পঞ্চানুষ্টুভঃ পুনস্ত্রীণি সার্দ্ধানি বৃত্তানি। এতাবচ্ছতরুদ্রীয়ম্। যঃ শতরুদ্রীয়মিত্যাদিঃ ফলাববোধকো দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তত্র অস্পষ্টপদানি স্পষ্টীক্রিয়ন্তে। সদা সদ্ভিঃ সাধুভিঃ। যতিভিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অচিরাৎ অবিলম্বেন সর্ব্বপাপং সর্ব্ববন্ধনং ব্যপোহ্য নিরাকৃত্য। যাতি প্রাপ্নোতি। ক্বচিদুপৈতীতি পাঠঃ॥ ১॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।

কৈবল্যাখ্যোপনিষদং কৈবল্যার্থাববোধিনীম্।
ব্যাখ্যাস্যে কেবলস্তেন কৈবল্যাত্মা প্রসীদতু॥

ভগবতী শ্রুতির্মাতেব সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং কঞ্চনাশ্বলায়নমুররীকৃত্য আখ্যায়িকামবতারয়তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামাস্তিক্যং জনয়িতুম্। অথেতি। অথ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যনন্তরং আশ্বলায়ন ঋগ্বেদাচার্য্যঃ। ভগবন্তং পূজাবন্তং পরমেষ্ঠিনং সর্ব্বোৎকৃষ্টস্থাননিবাসম্। পরিসমেত্য শাস্ত্রীয়েণ বিধিনা সমীপমাগত্য উবাচ উক্তবান্। অধীহি মদনুগ্রহার্থং স্মর। ভগবন্! সমগ্রধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যযশঃশ্রীমন্! ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যস্য বিদ্যা বুদ্ধিঃ তৎসাক্ষাৎকারকারণং তাম্। বরিষ্ঠামতিশয়েন শ্রেষ্ঠাম্। সদা নিত্যং সদ্ভিঃ দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিশূন্যৈঃ সেব্যমানাং হৃদয়ে ধ্রিয়মাণাং সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনো বিদ্যমানত্বেন বিদ্যমানামপ্যবিদ্যয়া নিতরাং সংবৃতাম্। যয়া ইতি, যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া অচিরাৎ অদীর্ঘেণ কালেন। সর্ব্বপাপং নিখিলং দুঃখকারণমজ্ঞানং সসংস্কারং ব্যপোহ্য বিবিধং পরিত্যজ্য বিনাশ্যেত্যর্থঃ। পরাৎ সর্ব্বজগতঃ কারণাদব্যাকৃতাৎ পরং উৎকৃষ্টং অজ্ঞানাশ্রয়বিষয়ত্বাভ্যাম্।

পুরুষং পরিপূর্ণং যাতি প্রাপ্নোতি। বিদ্বানহমেব সোঽস্মীতি সাক্ষাৎকারবান্ ॥ ১ ॥

ঋগ্বেদের আচার্য্য আশ্বলায়ননামা মহর্ষি সাধন-চতুষ্টয়-সমন্বিত হইয়া যথাশাস্ত্র ভগবান্ পদ্মাসনের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে ভগবন্! যাহার প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানী লোক আশু নিখিল পাতকপুঞ্জ বিধূত করিয়া পরাৎপর পুরুষকে লাভ করেন, অনুকম্পা পুরঃসর নিয়ত সাধুসেব্য সেই পরমোত্তম অতিগুহ্য পদার্থ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ, শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি।
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ২ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—চ পাদপূরণে। অবেহি জানীহি। অবেহীতি যুক্তঃ পাঠঃ। একে মুখ্যাঃ ॥ ২ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—এবং পৃষ্টঃ তস্মৈ স্বশিষ্যায় ব্রহ্মবিদ্যার্থিনে স গুরুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ হ কিল উবাচ উক্তবান্। পিতামহশ্চ জগৎপিতৄণাং দক্ষাদীনাং পিতা পিতামহঃ কমলাসনঃ। চকারঃ অপিকারার্থঃ। স পিতামহোঽপ্যুবাচ। ন তূপেক্ষাং কৃতবানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সাক্ষাদ্বক্তুমশক্যত্বাৎ তদর্থস্য চ ব্রহ্মণো বাঙ্মনসাতীতত্বাৎ। অতঃ সোপায়াং তামাহ—শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাৎ শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ, ভক্তিঃ ভজনং তদেকতাৎপর্য্যবুদ্ধিঃ, ধ্যানং বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্য-সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, এতেষাং যোগঃ সম্বন্ধঃ এতৎকারণমিতি যাবৎ তস্মাৎ অবেহি জানীহি। ইদানীং যথা শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগো ব্রহ্ম-বিদ্যায়াং কারণং, তদ্বৎ সন্ন্যাসোঽপীত্যাহ ন কর্ম্মণেতি। ন কর্ম্মণা

শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা। ন প্রজয়া পুত্রাদিনা। ধনেন দৈবেন মানুষেণ বা বিত্তেন। নেতি পূর্ব্বমনুষজ্যতে। অমৃতত্বমিতি। বক্ষ্যমাণানুষঙ্গঃ কর্ম্মপ্রজাধনপদেষবগন্তব্যঃ। ত্যাগেন নিখিলশ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগেন পারমহংস্যাশ্রমরূপেণ একে মহাত্মানঃ সম্প্রদায়বিদঃ। অমৃতত্বমবিদ্যামরণভাবরাহিত্যম্। আনশুঃ আনশিরে প্রাপ্তাঃ ॥ ২ ॥

আশ্বলায়ন কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতামহ পদ্মযোনি কহিলেন, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগ এই তিনটির সহায়ে তুমি ব্রহ্মবিদ্যা বিদিত হও। অধিকন্তু শ্রদ্ধাদি যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যার হেতু, সন্ন্যাসও তদ্রূপ। ইহা ভিন্ন শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান, প্রজা বা অর্থ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের আশা নাই। মহানুভবগণ যাবতীয় শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কার্য্য বিসর্জ্জন করত কেবলমাত্র পারমহংস্যাশ্রম-গ্রহণ দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং, বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি।
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ, সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে, পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৩ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—পরেণ নাকমিতি। এনপা দ্বিতীয়া ইতি পরেণ যোগে দ্বিতীয়া। গুহায়াং অজ্ঞান-গহ্বরে। পরান্তকালে কল্পান্তসময়ে। "ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে সম্প্রাপ্তে যুগপর্য্যয়ে" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৩ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—এবং কৃতে সন্ন্যাসে পরেণ পরস্তাৎ। নাকং কং সুখং তদ্‌বিরোধি দুঃখমকং নাকং যস্মিন্ স নাকঃ তং

স্বর্গস্যোপরীত্যর্থঃ। অথবা পরেণ পরং নাকং আনন্দাত্মানং নিহিতং ক্ষিপ্তং স্বয়মেব স্থিতম্। গুহায়াং বুদ্ধৌ। বিভ্রাজতে বিশেষেণ স্বয়ং প্রকাশত্বেন দীপ্যতে। যৎ প্রসিদ্ধং বিশ্বব্যাপিস্বরূপম্। যতয়ঃ কৃতসন্ন্যাসাঃ প্রযত্নবন্তো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং সংপ্রপন্নাঃ। বিশন্তি প্রবিশন্তি। ইদং বয়ং স্ম ইতি সাক্ষাৎকারেণ তদেব ভবন্তীত্যর্থঃ। যতীনাং বিশেষণান্যাহ বেদেতি। বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ বেদান্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ তেভ্যো জাতং বিশিষ্টং অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানং তস্মিন্নেব সুনিশ্চিতঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তে। অথবা সুনিশ্চিতঃ অয়মিত্থমেবেতি সম্যগবধারিতো ব্রহ্মলক্ষণঃ অর্থোঽভিধেয়ো যৈস্তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। সন্ন্যাসযোগাৎ সম্যক্ কাকবিষ্ঠাদিবৎ লোকদ্বয়ভোগস্য ন্যাসস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ তস্য যোগঃ অহং সন্ন্যাস্যস্মীতি বোধঃ তস্মাৎ। যতয়ঃ ব্যাখ্যাতম্। পুনরাদানং বিশেষ্যত্বকথনার্থম্। শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং রাগাদিকষায়রহিতং সত্ত্বং অন্তঃকরণং যেষাং তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ। এবম্ভূতা অপি কুতশ্চিৎ প্রতিবন্ধাদস্মিন্ শরীরে অনুৎপন্নসাক্ষাৎকারশ্চেৎ তদা তে উক্তা যতয়ঃ। ব্রহ্মলোকেষু ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্যৈক এব লোকোঽনেকভূমিকাপ্রাসাদবদধ উপর্য্যাদিভাগেনাবস্থিতা বহব ইত্যেতেনাভিধীয়তে, তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরস্য কার্য্যস্য ব্রহ্মণঃ অন্তকালো বিনাশকালঃ দ্বিপরার্দ্ধাবসানঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্। পরামৃতাৎ উৎকৃষ্টাৎ অমরণধর্ম্মণো ব্যাকৃতাৎ। পরিমুচ্যন্তি বিমুচ্যন্তে সর্ব্বতো বিমুক্তা ভবন্তি। সর্ব্বে নিখিলাঃ ॥ ৩ ॥

বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করিয়া যাঁহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সুতরাং প্রয়োজন সাধিত

হইয়াছে, সন্ন্যাসযোগের আচরণ দ্বারা যাঁহাদিগের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে, যাঁহারা অন্তঃকরণকে রাগাদিদোষশূন্য করিয়াছেন, তাদৃশ যতিবৃন্দ আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধিগুহাস্থিত ব্রহ্মের সহিত 'আমরা ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞান লাভ করত অভেদ প্রাপ্ত হন। ঈদৃশ জ্ঞানীরা কোন বিঘ্ন নিবন্ধন এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভে অসমর্থ হইলেও ব্রহ্মধামে আপ্রলয় অবস্থিতি করিয়া তৎপরে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ, শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—সন্ন্যাসযোগাদিত্যুক্তং তত্র গুহানিহিত-প্রকাশনায় যোগস্বরূপমাহ বিবিক্তেতি। সমানি গ্রীবাশিরঃশরীরাণি যস্য সঃ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ। ঙ্যাপোরিতি গ্রীবাশব্দস্য হ্রস্বঃ। সমা গ্রীবা যস্য তৎ সমগ্রীবং, তাদৃশং শিরো যস্মিন্ তৎ সমগ্রীবশিরঃ, তাদৃশং শরীরং যস্য স তথেতি বা ॥ ৪ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা। ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানাবাপ্ত্যর্থমুপাসনং কর্ত্তুং উপবেশনার্থং দেশবিশেষাদিকমাহ বিবিক্তদেশ ইতি। বিবিক্তদেশে চ একান্তদেশে। চশব্দাদব্যাকুলকালেঽপি সুখাসনস্থঃ সুখমনুদ্বেগকরং দর্ভাদ্যাসনং সুখাসনং তস্মিংস্তিষ্ঠতীতি সুখাসনস্থঃ। শুচিঃ বহিরন্তঃ শৌচবান্। সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ সমানি গ্রীবা চ শিরশ্চ শরীরঞ্চ যস্য স সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ ঋজুকায়ঃ পদ্মস্বস্তিকাদ্যাসনস্থঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ উপাসনা করিতে হইলে কিরূপ স্থান আবশ্যক, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে।—জনশূন্য স্থলে সুখাসনে বসিয়া বাহ্য

ও আভ্যন্তর-শুদ্ধি সম্পাদন করিবে এবং গ্রীবা ও মস্তক ঋজুভাবে স্থাপন পূর্ব্বক পদ্মাসন বা স্বস্তিকাদি আসনবন্ধন করত সমাসীন হইবে ॥ ৪ ॥

অত্যা(ন্ত্যা)শ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি, নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং, বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্ ॥৫॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—অন্ত্যাশ্রমঃ চতুর্থাশ্রমঃ। ব্রহ্মযোনিং বেদকারণম্। সমস্তসাক্ষিং সর্ব্বসাক্ষিণম্। ইকারান্তঃ সাক্ষি-শব্দশ্ছান্দসঃ ॥ ৫—৭ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—অত্যাশ্রমস্থঃ অতি অধিকঃ ব্রহ্মচারি-গৃহিবানপ্রস্থকুটীচকবহূদকহংসেভ্য আশ্রমঃ পারমহংসলক্ষণঃ তস্মিন্ তিষ্ঠতীতি অত্যাশ্রমস্থঃ। সকলেন্দ্রিয়াণি নিখিলানি সমনস্কানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। নিরুধ্য স্বস্বপ্রকারেভ্যাঽবরুধ্য। ভক্ত্যা দেববৎ দেবাদাধিক্যাদ্বা। স্বগুরুং স্বস্য গুরুং তত্ত্বমসীত্যর্থস্যাববোধকং প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা অনন্তরম্। হৃৎপুণ্ডরীকমিতি। হৃৎপুণ্ডরীকং হৃৎকমলং পঞ্চচ্ছিদ্রাদিবিশেষণম্। বিরজং বিরজস্কং অপগত-রাগদ্বেষাদিকম্। বিশুদ্ধং বিগতসমস্তদুঃখাদিদোষম্। বিচিন্ত্য বিশেষেণ ধ্যাত্বা। মধ্যে হৃৎপুণ্ডরীকস্যান্তঃ। বিশদং নির্ম্মলং শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ইত্যর্থঃ। বিশোকং বিগতশোকং বিগতদুঃখং বিশোকং আনন্দপূর্ণহৃদয়ং স্মেরাস্মিতাননঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অত্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক * মনের সহিত নিখিল ইন্দ্রিয়গ্রাম

---

* ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, কুটীচক, বহূদক ও হংসাশ্রম হইতেও যাহা উত্তম, তাহার নাম অত্যাশ্রম অর্থাৎ পারমহংস্যাশ্রম।

নিরুদ্ধ করিবে এবং ভক্তি সহকারে নিজ অভীষ্ট গুরুকে প্রণতি-পুরঃসর হৃৎকমলে রাগদ্বেষাদিবিহীন নিখিল দুঃখাদিদোষবিরহিত পুরুষকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া হৃৎকমলের মধ্যস্থলে বিশুদ্ধ-স্ফটিকতুল্য, শোকদুঃখবর্জ্জিত, আনন্দপূরিত হৃদয় ও হাস্যবদন পুরুষকে ধ্যান করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং, শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং, বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—বস্তুতস্তু অচিন্ত্যং বাঙ্মনসাতীতত্বেন প্রত্যয়সন্তত্যবিষয়ম্। বাঙ্মনসাতীতত্বে হেতুঃ। অব্যক্তং শব্দাদ্যশেষবিশেষণশূন্যত্বাদস্পষ্টমব্যক্তম্। অসত্ত্বং পরিচ্ছেদঞ্চ বারয়তি অনন্তরূপং ন বিদ্যতে অন্ত ইয়ত্তা রূপাণাং যস্য, সোঽনন্তরূপঃ তম্। দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যং বা অনন্তরূপম্। শিবং মঙ্গলরূপম্। প্রশান্তমবিদ্যাদিদোষরহিতম্। অমৃতং কালত্রয়াসংস্পৃষ্টম্। অমৃতবদ্বা নিরতিশয়ানন্দরূপত্বেন। ব্রহ্ম বৃহৎ সর্ব্বস্মাদপ্যধিকম্। যোনিং জগজ্জন্মাদিকারণম্। তথাদীতি। যথৈতদ্বিশেষণজাতং তদ্বৎ সরূপমপি। আদিমধ্যান্তবিহীনং উৎপত্তিপরিচ্ছেদবিনাশবর্জ্জিতম্। তত্র হেতুঃ একং অদ্বিতীয়ং বস্তুমাত্ররহিতম্। বিভুং সমর্থং ব্যাপিনং বা চিদানন্দং স্বয়ংপ্রকাশমাননিরতিশয়ানন্দম্। অরূপং চিদানন্দ-ব্যতিরিক্তরূপরহিতম্। ততঃ অদ্ভুতং আশ্চর্য্যকরম্ ॥ ৬ ॥

ফল কথা, এই পুরুষ অচিন্ত্য (বাক্যমনের অগোচর), অব্যক্ত-স্বরূপ, অনন্তরূপ, কল্যাণস্বরূপ, অবিদ্যাদি মালিন্যবর্জ্জিত, অমৃত (ভূতাদি ত্রিকাল কর্ত্তৃক অসংস্পৃষ্ট), বৃহৎ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির হেতু,

অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত, এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, স্বয়ং-প্রকাশমান, চিদানন্দস্বরূপ ও বিচিত্র পদার্থ ॥ ৬ ॥

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং, ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং, সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৭ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—উমাসহায়মুমা ব্রহ্মবিদ্যা সহায়ঃ কামাদিচোররক্ষিকা যস্য। অর্দ্ধনারীশরীরত্বেন বা বামাঙ্গস্থিতা ভবানী অনুপমযুবতীরূপেণ যস্য স উমাসহায়ঃ তম্। পরমেশ্বরং উৎকৃষ্টং ব্রহ্মাদিনিয়ন্তারম্। প্রভুং সমর্থম্। ত্রিলোচনং ত্রীণি সোম-সূর্য্যাগ্ন্যাত্মকানি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ তম্। নীলকণ্ঠং কৃষ্ণকণ্ঠম্। প্রশান্তং প্রসন্নবদনেন্দ্রিয়ম্। ধ্যাত্বেতি। ধ্যাত্বা প্রত্যয়-প্রবাহেণ সাক্ষাৎকৃত্য। মুনিঃ মননশীলঃ। গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ভূতযোনিমাকাশাদিমহাভূতকারণম্। তর্হি কিং কারণত্বোপাধিক-মিত্যাশঙ্ক্যাহ সমস্তসাক্ষিং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্ববুদ্ধিপ্রচারদ্রষ্টারম্। সাক্ষিত্বমপি ন কেবলস্য ইত্যত আহ। তমস আবরণবিক্ষেপশক্তিরূপায়া অবিদ্যায়াঃ পরস্তাৎ পরতঃ অবিদ্যাসম্বন্ধশূন্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যিনি উমাসহচর, পরমেশ্বর, প্রভু, চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিস্বরূপ-ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট, নীলকণ্ঠ, প্রশান্তমূর্ত্তি, যে মুনি সেই পুরুষকে চিন্তা করেন, তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, ব্যোমাদি ভূতবৃন্দের উৎপত্তির হেতু ও অবিদ্যাবিরহিত আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৮ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—সেন্দ্রঃ স ইন্দ্রঃ। ছান্দসঃ সন্ধিঃ॥৮॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—উমাসহায় উপাসনাতঃ প্রাপ্যো নিরবিদ্যো বিদ্যাদশায়াং সর্ব্বাত্মেত্যাহ। স উক্তঃ। ব্রহ্মা প্রথম-শরীরী কার্য্যকারণরূপঃ। স উক্তঃ। শিবঃ উমাসহায়ঃ। সেন্দ্রঃ স উক্তঃ ইন্দ্রঃ ত্রিলোকীপতিঃ। স উক্তঃ। অক্ষরঃ বিনাশরহিতঃ। পরম উৎকৃষ্টঃ। স্বরাট্ অন্যানপেক্ষত্বেন স্বেনৈব স্বরূপেণ রাজতে। স এব উক্ত এব। বিষ্ণুঃ ব্যাপনশীলঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। স উক্তঃ। প্রাণঃ প্রাণাদিপঞ্চবৃত্তিরূপঃ। স উক্তঃ। কালাগ্নিঃ কালরূপী বৈশ্বানরঃ। স উক্তঃ। চন্দ্রমাঃ শশাঙ্কঃ॥ ৮॥

এই পরমপুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ইনিই প্রথমে দেহ পরিগ্রহ করেন, ইনি উমাসহচর, সদাশিবরূপী, ইনি ত্রৈলোক্যেশ্বর দেবেন্দ্র, ইঁহার বিনাশ নাই, ইনি অত্যুত্তম ও স্বরাট্ (স্বয়ংপ্রকাশমান পদার্থ), ইনিই বিষ্ণু, ইনিই প্রাণ, ইনিই কালাগ্নি এবং ইনিই চন্দ্রমা॥ ৮॥

স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ ৯॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—স এবেতি। স এব উক্ত এব। সর্ব্বং নিখিলম্। যৎ প্রসিদ্ধম্। ভূতমতীতং যচ্চ যদপি ভব্যং ভাবি চকারাৎ বর্ত্তমানমপি। সনাতনম্ চিরন্তনম্। জ্ঞাত্বা অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকৃত্য। তমুক্তমানন্দাত্মানম্। মৃত্যুমবিদ্যাং সসংস্কারাম্। অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি। নান্য উক্তব্রহ্মজ্ঞানব্যতিরিক্ত। পন্থাঃ মার্গঃ। বিমুক্তয়ে ব্রহ্মজ্ঞানমৃতে মার্গান্তরং বিমুক্ত্যর্থং নাস্তীতি

শেষঃ। পাদত্রয়াণাং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞানাং বিরাট্‌হিরণ্যগর্ভেশ্বরাণাং বা স্বয়ং প্রকাশত্বেন লোচনং প্রকাশরূপং ত্রিলোচনম্। নীলং তমোঽজ্ঞানং কণ্ঠে কণ্ঠবচ্চিদেকদেশে অধিকব্যাপ্তত্বেন চৈতন্যস্য বর্ত্ততে যস্য স নীলকণ্ঠঃ তমিতি ব্যাখ্যানং যদা তদা বিশদং অবিদ্যারহিতং বিশোকং দুঃখসংস্কাররহিতম্। উমাসহায়ং ব্রহ্মবিদ্যা-সহায়ং প্রশান্তং পুনরুত্থানসংস্কারবর্জ্জিতমিতি নিগু‍র্ণপরত্বেন সমগ্রং বাক্যমবগন্তব্যম্। নিগু‍র্ণস্যাপ্যুপলব্ধত্বেন হৃদয়প্রদেশমধ্যস্থত্বম-বিরুদ্ধম্। তথা চ ধ্যাত্বা মননিদিধ্যাসনে কৃত্বা ইত্যেতদ-প্যুপপন্নমেব ॥ ৯ ॥

ইনি যাবতীয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচরস্বরূপ, ইনিই ভূতাদি ত্রিকাল, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই ইনি। ইঁহাকে যে ব্যক্তি বিদিত হইতে সমর্থ হয়, সে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। ইহা ভিন্ন মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় ॥ ৯ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥ ১০ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—সর্ব্বভূতস্থমিতি। সর্ব্বভূতস্থং নিখিলেষু স্থাবরজঙ্গমেষু তিষ্ঠতীতি সর্ব্বভূতস্থঃ তম্। আত্মানং অস্মৎ-প্রত্যয়-ব্যবহারযোগ্যম্। সর্ব্বভূতানি চ নিখিলানি স্থাবরাণি জঙ্গমানি, ভূতানি সর্ব্বভূতানি, চকারঃ আধারাধেয়ভাবব্যৎক্রমার্থঃ। আত্মনি আনন্দাত্মনি অহম্প্রত্যয়যোগ্যে। সম্পশ্যন্ সম্যক্ সংশয়বিপর্য্যয়-মন্তরেণাবলোকয়ন্। ব্রহ্ম বৃহৎ দেশকাল-বস্তুপরিচ্ছেদশূন্যম্।

পরমং উৎকৃষ্টম্। অনুপচরিতমিত্যর্থঃ। যাতি প্রাপ্নোতি। ন যাতীতি দেহলীপ্রদীপন্যায়েন সংবধ্যতে। ন যাতি ন প্রাপ্নোতি। অন্যেন উক্তবোধব্যতিরিক্তেন। হেতুনা কারণেন ধ্যাত্বা গচ্ছতীত্যস্য ব্যাখ্যানং জ্ঞাত্বা তমিত্যাদি। নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ইত্যস্য ব্যাখ্যানন্তু ইদং সর্ব্বভূতস্থমিত্যাদি॥ ১০॥

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি পরমব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। ঈদৃশ জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মদর্শনের উপায় নাই॥ ১০॥

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥ ১১॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা—যদা তু এবং জ্ঞানং নোৎপদ্যতে, তদা তদুৎপাদন-উপায়মাহ আত্মানং ইতি। আত্মানং অন্তঃকরণম্। অরণিং বহ্নিজনকং মন্ত্রসংস্কৃতং কাষ্ঠং কৃত্বা অধোবিধায় অধরারণিত্বেন চিন্তয়িত্বেত্যর্থঃ। প্রণবং ওঙ্কারং চোত্তরারণিং উত্তরারণিমপি। চকারঃ কৃত্বেত্যেতদনুবৃত্ত্যর্থঃ। জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ জ্ঞানস্য সর্ব্বাত্ম-কোঽহমস্মীতেব্যংরূপস্য নির্ম্মথনং যুক্তিভির্ব্বিলোড়নং তস্য অভ্যাস আবৃত্তিরূপঃ জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসঃ তস্মাৎ উৎপন্নোনাহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারাগ্নিনা। পাশমাত্মনো বন্ধরূপং অজ্ঞানরজ্জুরচিতং অহং-মমাদিগ্রন্থিম্। দহতি ভস্মীকরোতি। পণ্ডিতঃ পণ্ডা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বুদ্ধিঃ তামিতঃ প্রাপ্তঃ পণ্ডিতঃ॥ ১১॥

যে সুধী ব্যক্তি আত্মাকে অরণি ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া

জ্ঞাননির্ম্মথনরূপ অভ্যাস করেন, তিনিই আত্মার বন্ধনরূপ অজ্ঞানরজ্জু-নির্ম্মিত গ্রন্থি ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ১১॥

স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা, শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ, স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥ ১২॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—স্ত্রিয়ন্নেতি ছান্দস ইয়ঙ্॥ ১২॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—নন্বস্যাসঙ্গোদাসীনস্যা-দ্বিতীয়স্য কুতঃ সংসারপাশরূপ? ইত্যত আহ স এবেতি। স এব উক্তোঽসঙ্গো-দাসীন এব ন ত্বন্যঃ। মায়াপরিমোহিতাত্মা মায়া অবিদ্যা আবরণ-বিক্ষেপকরী শক্তিঃ তয়া পরিমোহিতঃ আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দাত্ম-স্বরূপঃ যস্য স মায়াপরিমোহিতাত্মা। শরীর স্থূলাদিভেদভিন্নং মনুষ্যাদিকলেবরং আস্থায় অহং মনুষ্য ইত্যাদ্যভিমানং সমস্তাৎ স্বীকৃত্য করোতি সর্ব্বং নিখিলং ব্যাপারজাতং কুরুতে। স্ত্রিয়ন্নপানাদি-বিচিত্রভোগৈঃ স্ত্রিয়ঃ মনোঽনুকূলাঃ যবত্যঃ। অন্নপানে মনোঽনু-কূলে। আদিশব্দেন চাসনাচ্ছাদনাদীনি মনোঽনুকূলানি। তৈঃ স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ। স্ত্রিয়ন্নেতি ছান্দসম্। স এব মায়া-পরিমূঢ় এব ন ত্বন্যঃ। জাগ্রৎ জাগরণং ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বাহ্যবিষয়োপলব্ধি-রূপং কুর্ব্বন্ পরিতৃপ্তিং সর্ব্বতো বিষয়সুখজা তৃপ্তিঃ পরিতৃপ্তিঃ তাম্। এতি গচ্ছতি, সুখং দুঃখঞ্চ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ১২॥

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মা সঙ্গহীন, উদাসীন ও অদ্বিতীয় পদার্থ, তাহার বন্ধন কিরূপে সম্ভবে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—আত্মা নিঃসঙ্গ ও উদাসীন সত্য; কিন্তু তিনি

অবিদ্যা ও বিক্ষেপকারিণী শক্তি দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া নরকলেবর ধারণ করত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন এবং অন্নপানাদি ও কলত্রাদি সম্ভোগ করত জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেছেন ॥১২॥

স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা, স্বমায়য়া কল্পিতজীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে, তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥১৩॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—স্বমায়য়া স্বাজ্ঞানেন কল্পিতে জীবলোকে ইত্যন্বয়ঃ। সকলে জগতি বিলীনে কারণভাবমাপন্নে। তমোঽভিভূতঃ অজ্ঞানাবৃতঃ স্বপিতি ॥ ১৩ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—ইদানীং স্বপ্নসুষুপ্ত্যোর্ব্বিক্ষেপতদভাবকথনেন সংসারমোক্ষয়োরর্থাৎ দৃষ্টান্তমাহ স্বপ্নেতি। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গ্রামোপরমরূপায়াং স্বপ্নাবস্থায়াম্। স জাগ্রদ্ভোক্তৈব। জীবঃ প্রাণানাং ধারয়িতা বিবিধবাসনাবাসিতঃ। সুখদুঃখভোক্তা সুখদুঃখয়োঃ প্রসিদ্ধয়োঃ ভোক্তা। অহং সুখী অহং দুঃখীতেব্যংরূপপ্রত্যয়বান্ সুখদুঃখভোক্তা। তত্র সংসারদৃষ্টান্তে বাস্তবত্বং বারয়তি, স্বমায়য়া স্বস্য তত্তদ্দেহাভিমানিনঃ মায়া অজ্ঞানং বিপরীতং জ্ঞানঞ্চ তয়া। কল্পিতবিশ্বলোকে কল্পিতে বাসনারূপে বিশ্বস্মিন্ রথযোগপথাদিকে নিখিলে লোকে ভুবনে জনে চ কল্পিতবিশ্বলোকে। স্বপ্নে যথা তদ্বজ্জাগরণেঽপীত্যর্থঃ। সুষুপ্তিকালে আনন্দভোগাবসরে। সকলে নিখিলে। বিলীনে।বশেষ বিজ্ঞানে স্বকারণে লয়ং গতে। এতাবৎ সুষুপ্তৌ মোক্ষে চ সমমিয়াংস্তু বিশেষঃ। তমোঽভিভূতঃ অজ্ঞানাবৃতঃ। সুখরূপং স্বস্বরূপং প্রকাশমানন্দাত্মস্বরূপম্। এতি গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥

এই জীবই স্বপ্নাবস্থাকালে নিজ মায়াকল্পিত নানারূপ ইচ্ছাময় ভোগ্য পদার্থের লাভ করেন এবং নিখিল ইন্দ্রিয়বৃন্দ নিজ নিজ কারণে বিলয় প্রাপ্ত হইলে সেই সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ, স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ।
পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবস্ততস্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্।
আধারমানন্দমখণ্ডবোধং, যস্মিল্লঁয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ ॥ ১৪ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নাদুত্থিতঃ। পুরত্রয়ে বিশ্ব-তৈজসপ্রাজ্ঞৈরভিমতে অবস্থাত্রয়ে। সকলং ততঃ সুজাতং তস্মাৎ জীবাৎ সম্যগুৎপন্নম্। ততস্তু জাতমিতি যুক্তঃ পাঠঃ। তুরীয়মাহ আধারমিতি। পুরত্রয়ঞ্চ যস্মিন্ লয়ং যাতি ॥ ১৪ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—পুনশ্চেতি। পুনশ্চ আনন্দাত্মস্বরূপং প্রাপ্য ভূয়োঽপি। জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ প্রাগ্‌ভবীয়কর্ম্মানুসারাৎ। স এব আনন্দাত্মত্বস্বরূপং প্রাপ্ত এব সুষুপ্তিং গতঃ ন ত্বন্যঃ। জীবঃ প্রাণবিধারকঃ। স্বপিতি স্বপ্নাবস্থাং গচ্ছতি সুষুপ্তাৎ। প্রবুদ্ধঃ প্রবোধঃ জাগরণং প্রাপ্তঃ ভবতীতি শেষঃ। ইদানীং জীবব্রহ্মণোরৈক্যমাহ। পুরত্রয়ে স্থূলসূক্ষ্মাজ্ঞানাখ্যে শরীরত্রয়ে ক্রীড়তি বিহরতি। যশ্চ জীবঃ। চকার এবকারার্থঃ। প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মৈব প্রাণধারকঃ। ততস্তু তস্মাদেব জীবাভিন্নাদেব ন ত্বন্যতঃ। জাতং উৎপন্নম্। সকলং নিখিলং বিচিত্রং বিবিধ-নামরূপং বিশ্বম্। আধারমানন্দেতি। আধারং রজ্জুরিব সর্প-ধারা বলীবর্দ্দমূত্রিতাদেঃ সকলস্য বিশ্বস্যাধারভূতম্। আনন্দং

নিরতিশয়ানন্দস্বরূপম্। অখণ্ডবোধং আনন্দস্বরূপত্বেঽপি স্বয়ংপ্রকাশৈক-স্বভাবম্। যস্মিন্ অখণ্ডবোধে লয়ং বিনাশম্। যাতি গচ্ছতি। পুরত্রয়ঞ্চ ব্যাখ্যাতম্। চশব্দাদন্যদপি ॥ ১৪ ॥

এইরূপ আনন্দময় পদার্থ লাভ করিয়াও জীব পুনর্ব্বার জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে সুষুপ্তিদশা হইতে জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়া থাকে। এখন জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে।—যে জীব পুরত্রয়ে বিহার করেন অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাত্মক এই ত্রিবিধ দেহে বিচরণ করেন, আত্মা সেই জীব হইতে অভিন্ন; সেই আত্মাই এই নিখিল অত্যাশ্চার্য্য ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন ॥ ১৪ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ১৫ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা—এতস্মাৎ তুরীয়াবস্থাৎ ব্রহ্মণঃ ॥ ১৫

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—এতস্মাৎ পুরত্রয়াধিষ্ঠানাৎ বুদ্ধের্দ্রষ্টুঃ। জায়তে উৎপদ্যতে। প্রাণঃ ক্রিয়াশক্তিঃ। মনঃ অন্তঃকরণং জ্ঞান-শক্তিঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বকর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যপি। চ শব্দাদ্দেহাদিক-মপি। খং নভঃ। বায়ুঃ নভস্বান্। জ্যোতিস্তেজঃ। আপঃ নীরাণি। পৃথ্বী ভূমিঃ। বিশ্বস্য নিখিলস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য প্রাণি-জাতস্য ধারিণী বিধায়িনী ॥ ১৫ ॥

ভ্রমবশে রজ্জুতে যেমন সর্পজ্ঞান হয় অর্থাৎ রজ্জু যেমন সর্পজ্ঞানের আধার, ব্রহ্মও সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের আধার। তিনি আনন্দস্বরূপ। তাঁহাতেই উপরি-উক্ত পুরত্রয় বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই তুরীয়াবস্থ

ব্রহ্মই ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, শরীরাদি, ব্যোম, অনিল, তেজ, সলিল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবীর উৎপত্তির কারণ॥ ১৫ ॥

যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ॥ ১৬ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—তত্ত্বমেবেতি। ব্রহ্মণস্বদনন্যত্বং বোধ্যতে ত্বমেব তদিতি। তব ব্রহ্মানন্যত্বম্॥ ১৬॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—ইদানীং মহাবাক্যার্থমাহ যৎ পরং ব্রহ্মেতি। যৎ প্রসিদ্ধং পরমুৎকৃষ্টং ব্রহ্ম বৃহৎ দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদ-শূন্যম্। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বপ্রাণিহৃদি-স্থিতঃ সর্ব্বানন্যশ্চ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য কার্য্যকারণজাতস্য। আয়তনমাধারভূতম্। মহৎ প্রৌঢ়ং সর্ব্বা-ধারত্বেন এব। সূক্ষ্মাদণুপরিমাণাৎ সূক্ষ্মতরং মহদপ্যতিশয়েনাণু। নিত্যং বিনাশশূন্যম্। তদুক্তং পরং ব্রহ্ম ত্বমেব তদবগচ্ছৈব ন ত্বন্যৎ। নম্নু তৎ মত্তোঽন্যদহস্তু তস্মাদন্যঃ ময়ি কর্ত্তৃত্বাদিবিশেষোপলম্ভাদিত্যত আহ ত্বমেব তৎ। ত্বং কর্ত্তা ভোক্তা অবিদ্যয়া বস্তুতস্তৎ পরং ব্রহ্মৈব ন ত্বন্যঃ॥ ১৬॥

অধুনা "তত্ত্বমসি" বাক্যের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে।—দেশ-কালবস্তু দ্বারা যে পরমব্রহ্মের পরিচ্ছেদ করা যায় না, সুতরাং যিনি বৃহৎ, যিনি নিখিল ভূতগ্রামের হৃন্মন্দিরে অধিষ্ঠিত, সমগ্র ভূতবৃন্দ হইতে যাঁহার ভেদ নাই, যিনি কার্য্য ও কারণের আধার, সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও নিত্য বস্তু, সেই 'তৎ'-পদবাচ্য পরম ব্রহ্মই 'ত্বং'-পদের প্রতিপাদ্য। 'তৎ'-পদবাচ্য পদার্থ হইতে 'ত্বং'-পদবাচ্য

পদার্থের পার্থক্য নাই অর্থাৎ 'তৎ'পদবাচ্য পরমাত্মার সহিত 'ত্বং'-পদবাচ্য জীব অভিন্ন। মায়াযোগেই 'ত্বং'-পদবাচ্য জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান দৃষ্ট হয়; যখন মায়ামুক্ত হন, তখন উভয়ে কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হয় না॥ ১৬॥

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৭॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—প্রপঞ্চমিতি ছান্দসং নপুংসকম্। ন চাস্তি বেত্তা মমেতি। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতেতি শ্রুত্যন্তরাৎ॥ ১৭—২১॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—ইদানীমেবং জ্ঞানে ফলমাহ জাগ্রৎ-স্বপ্নেতি। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয় উক্তাঃ, তদাদয়ঃ বিশ্ববিরাড়াদয়ঃ এব প্রপঞ্চো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চঃ তম্। যৎ প্রসিদ্ধং স্বয়ংপ্রকাশম্। প্রকাশতে প্রকাশয়তি। তদুক্তং স্বয়ংপ্রকাশম্। ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্। অহং ব্রহ্মাবগন্তা চিদানন্দাত্মা। ইত্যনেন প্রকারেণ। জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য। সর্ব্ববন্ধৈঃ নিখিলবন্ধৈঃ অহংমমাত্মৈরেব সকারণৈঃ। প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ মুক্তো ভবতি॥ ১৭॥

যৎকালে এই প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হয় যে, 'যাহা হইতে জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয় প্রকাশ পায়, আমিই সেই পরম ব্রহ্ম', তৎকালেই মনুষ্য নিখিল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

ত্রিষু ধামসু যদ্‌ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥ ১৮॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা। ইদানীং সর্ব্বস্মাৎ প্রপঞ্চাদ্বৈলক্ষণ্যমাহ ত্রিষু ধামস্বিতি। ত্রিষু জাগরণস্বপ্নসুষুপ্তিষু। ধামসু স্থানেষু। যৎ প্রসিদ্ধম্। ভোগ্যং স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দস্বরূপং ভোক্তা বিশ্বতৈজস-প্রাজ্ঞাখ্যঃ। ভোগশ্চ স্থূলপ্রবিক্তানন্দস্বরূপভোগোঽপি। চশব্দা-দধিদৈবাদিবিভাগোঽপি। যদুক্তং ত্রিধাম ভোগ্যাদিপ্রপঞ্চজাতম্ ভবেৎ স্পষ্টম। তেভ্যঃ ত্রিধামাদিভ্যঃ বিলক্ষণঃ বিপরীতলক্ষণঃ। বৈলক্ষণ্যমাহ। সাক্ষীস্বাধ্যস্তস্য বিশ্বস্য দ্রষ্টা। চিন্মাত্রঃ চিদেকরসঃ। অহং অহংপ্রত্যয়ব্যবহারযোগঃ। সদাশিবঃ কৈবল্যাত্মা নিত্যকল্যাণ-রূপো মহেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

জাগ্রদাদি ত্রিবিধ অবস্থাতে যাহা স্থূল ভোগ্য পদার্থ, যাহা ভোক্তা ও যাহা কিছু ভোগ, তৎসমস্ত হইতেই পৃথগ্‌ভূত 'অহং' (আমি) প্রত্যয়গম্য আত্মা। এই আত্মা সাক্ষী, চিন্ময় ও সদাশিবসদৃশ ॥ ১৮ ॥

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা।—প্রপঞ্চবৈলক্ষণ্যমুক্তেদানীং জগজ্জন্মাদি-কারণত্বমপি স্বস্যাহ ময্যেবেতি। ময্যেব মত্ত এব ব্রহ্মাভিন্নাদ্ব-য়াদস্মাৎ সকলং নিখিলং ভূতভৌতিকপ্রপঞ্চজাতম্। জাতমুৎপন্নম্। ময়ি ব্রহ্মাভিন্নে। সর্ব্বং নিখিলং বিশ্বম্। প্রতিষ্ঠিতং প্রকর্ষেণ স্থিতিং প্রাপ্তম্। ময়ি সর্ব্বং ব্যাখ্যাতম্। লয়ং যাতি বিনাশং গচ্ছতি। তৎ তস্মাৎ সর্ব্বজগজ্জন্মস্থিতিধ্বংসকারণত্বাৎ। ব্রহ্ম

বৃহৎ দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যম্। অদ্বয়ং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিবিভাগশূন্যম্। অস্মি ভবামি। অহং ব্রহ্মণোঽবগন্তা॥ ১৯ ॥

আমা (ব্রহ্ম) হইতেই নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে, আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, পুনর্ব্বার আমাতেই সমস্ত বিলীন হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বকারণীভূত অদ্বয় ব্রহ্মই আমি॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্।
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো, হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি॥ ২০ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—জগজ্জন্মস্থিতিধ্বংসকারণত্বাজ্জগদাকারত্বেন বিকারিত্বং প্রাপ্তং তদেবাতিদুর্ব্বোধস্বরূপত্বেন বারয়তি অণোরণীয়ানিতি। অণোরণুপরিমাণা অনীয়ানতিশয়েনাণুঃ। অহমেব জগৎকারণমহং প্রত্যয়ব্যবহারযোগ্যঃ ন ত্বন্যঃ। তদ্বৎ যথা অণুঃ তথা। মহান্ সর্ব্বস্মাদপ্যধিকঃ। অহং ব্যাখ্যাতম্। অণীয়সাং মহতাং কারণানাং চ যথা ভেদঃ তথা তবাপি স্যাদিত্যত আহ। বিশ্বং সাবিদ্যং ভূতভৌতিকপ্রপঞ্চজাতম্। অহং ব্যাখ্যাতম্। অস্য তত্ত্বভেদরাহিত্যে স্বস্মাদপ্যভেদঃ স্যাদিত্যত আহ। বিচিত্রম্। বিবিধং স্বয়মনন্তভেদবদিত্যর্থঃ। তদভিন্নস্য তদপ্যাধুনিকত্বং স্যাদিত্যত আহ। পুরাতনঃ চিরন্তনঃ। আধুনিকসর্পাধারাবলীবর্দ্দমূত্রত্বাদভিন্নং চিরন্তনী রজ্জুরিব। অহং ব্যাখ্যাতম। পুরুষঃ পরিপূর্ণো বস্তুতঃ। অহং ব্যাখ্যাতম্। অবিদ্যাদশায়াং ঈশঃ নিয়ন্তা। নিয়ন্তৃত্বসামর্থ্যমাহ। হিরণ্ময়ঃ জ্ঞানপ্রচুরঃ তৎপ্রধানো বা, আদিত্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যকারণাত্মা। অহং ব্যাখ্যাতম্। শিবরূপং মঙ্গলস্বরূপং ব্রহ্ম অস্মি ভবামি॥ ২০ ॥

আমাকে (ব্রহ্মকে) সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর বলিয়া জানিবে। এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড আমারই স্বরূপ ; আমি পুরাতন পদার্থ, পরিপূর্ণ, সকলের নিয়ন্তা, হিরণ্ময় (জ্ঞানময়) ও শিবরূপ (কল্যাণস্বরূপ) ২০ ॥

অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ, পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ।
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো, ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহম্॥২১॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—ইদানীং সর্ব্বকাবণহীনস্য সর্ব্বজ্ঞতাং স্বস্যাহ অপাণিপাদ ইতি। অপাণিপাদঃ পাণিপাদহীনঃ। অহং ব্যাখ্যাতম্। অচিন্ত্যশক্তিঃ দুর্ব্বোধশক্তিঃ। এবম্ভূতোঽপি জবনো গ্রহীতেত্যর্থঃ। পশ্যামি অবলোকয়ামি। অচক্ষুঃ চক্ষুর্হীনঃ। সঃ অচক্ষুঃ দ্রষ্টা। শৃণোমি শ্রবণং করোমি। অকর্ণঃ কর্ণরহিতঃ। অহং ব্যাখ্যাতম্। বিবিধং প্রপঞ্চজাতমবগচ্ছামি। বিবিক্তরূপঃ বুদ্ধ্যাদিপৃথগ্‌রূপঃ। ন চাস্তি নাস্ত্যেব। বেত্তা কর্ম্মকর্ত্তৃভাবেন অববগন্তা। মম আনন্দাত্মনো ভেদরহিতস্য। চিৎ স্বয়ংপ্রকাশবোধস্বভাবঃ। সদা সর্ব্বদা। অহং ব্যাখ্যাতম্॥ ২১ ॥

আমার হস্ত নাই, পদও নাই, কিন্তু মদীয় শক্তি দুরধিগম্য ; আমার চক্ষু নাই, তথাপি আমি সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি ; আমার কর্ণ নাই, তথাপি আমি সমস্ত শ্রবণ করিতে সমর্থ হই। বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে আমি ভিন্ন, কিন্তু সমস্ত জানিতে পারিতেছি। আমার কর্ম্মভাব ও কর্ত্তৃত্বভাব কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে। আমি নিরন্তর স্বয়ংপ্রকাশমান অখণ্ডবোধস্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছি॥ ২১ ॥

বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো, ন জন্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি ॥ ২২ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—ন পুণ্যপাপে মম স্তঃ, নাস্তি বা নাশো মমেত্যেব, ন জন্ম মমেত্যেব। দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধির্মম নেত্যেব ॥ ২২ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—ইদানীং সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যস্যাত্মনঃ সর্ব্ববিকারাভাবং দর্শয়তি বেদৈরনেকৈরিতি। বেদৈঃ ঋগাদিভিঃ। অনেকৈঃ বহুভিঃ। অহং ব্যাখ্যাতম্। বেদ্যঃ প্রতিপাদ্যঃ। বেদান্তকৃৎ বেদান্তসূত্রকৃৎ বেদব্যাসরূপঃ। বেদবিদেব চ বেদান্তকৃতো বিশেষণম্। বেদান্তানাং সাঙ্গানাং বিদ্যাস্থানানাং বেত্তা বেদবিৎ স এব ন ত্বন্যঃ। চশব্দাদনেকতপঃসম্পন্নশ্চ। অহং ব্যাখ্যাতম্। অনেন বিভূতিমৎসত্ত্বেষ্বিদমেব প্রধানমিত্যুক্তম্। ন পুণ্যপাপে মম স্পষ্টম্। স্ত ইতি শেষঃ। নাস্তি নাশঃ বিনাশো ন বিদ্যতে। মমেত্যনুষঙ্গঃ। ন জন্ম জনিঃ। মম নাস্তীত্যনুষঙ্গঃ। দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিঃ দেহশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ বুদ্ধয়শ্চ দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিঃ। নাস্তি ন বিদ্যতে। মমেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২২ ॥

আমার যে কোন প্রকার বিকার নাই, অধুনা তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।—ঋগ্বেদাদি যে সকল বেদ আমাকে প্রতিপাদন করিয়াছে, আমি সেই সকল বেদের প্রকাশকর্ত্তা এবং আমি সেই সকল বেদে অভিজ্ঞ। আমি পুণ্যপাপবিরহিত ও বিনাশবিহীন। আমার জন্ম নাই, শরীর নাই, ইন্দ্রিয় নাই, বুদ্ধি প্রভৃতিও নাই ॥২২॥

ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি, ন চানিলো মেঽস্তি ন চাম্বরঞ্চ।
এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং, গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্ ॥ ২৩ ॥
সমস্ত সাক্ষিং সদসদ্বিহীনং, প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্ ॥ ২৪ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—আপো ন চেত বাক্যম্। বহ্নিরস্তি ন চেতি বাক্যম্। অনিলো নাস্তীত্যেকং ফলমাহ এবমিতি। এবং বিদিত্বা শুদ্ধং পরমাত্ম-রূপং প্রয়াতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—ন ভূমিরিতি। ন ভূমিরাপো মম পৃথ্বী সোদকা মম নাস্তীত্যনুষঙ্গঃ। বহ্নিঃ প্রসিদ্ধঃ। নাস্তি মমেত্যনুষঙ্গঃ। ন চানিলো মেঽস্তি বায়ুরপি মম ন বিদ্যতে। চকারাৎ বায়বীয়ং কার্য্যমপি। ন চাম্বরঞ্চ আকাশমপি। মম নাস্তীত্যনুষঙ্গঃ। চকারৌ আকাশকার্য্যতদ্ব্যতিরিক্তানুক্তভাবার্থৌ। এবমুক্তেন প্রকারেণ। বিদিত্বা সাক্ষাৎকৃত্য। পরমাত্মরূপমুৎকৃষ্টানন্দাত্মস্বরূপম্। গুহাশয়ং বুদ্ধৌ শয়ানম্। নিষ্কলং নির্গতাঃ প্রাণশ্রদ্ধাখবায়ুর্জ্যোতি-রপ্ — পৃথিবীন্দ্রিয় — মনোন্নবীর্য্য — তপোমন্ত্র-কর্ম্মলোকনামাখ্যাঃ কলাঃ যস্মাৎ তম্। অদ্বিতীয়ং সজাতীয়বিজাতীয়দ্বিতীয়বস্তুশূন্যম্ ॥ ২৩ ॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—সমস্তসাক্ষিমিতি। সমস্তসাক্ষিং সমস্ত-সাক্ষিণং সর্ব্বদ্রষ্টারম্। সদাসদ্বিহীনং ভাবাভাববর্জ্জিতম্। তদেব নিরবদ্যং গচ্ছতীত্যাহ। প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপং স্পষ্টম্ ॥ ২৪ ॥

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এ সকলের আমার কিছুই নাই অর্থাৎ পঞ্চভূতের সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই। এইরূপে পরমানন্দময়, বুদ্ধ্যুপহিত, নিষ্কল, অদ্বিতীয় আত্মাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলেই, যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, ভাবাভাববিরহিত ও অবিদ্যামালিন্য-বিহীন, সেই পরমাত্মরূপ লাভ করিতে পারা যায় ॥ ২৩-২৪ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যঃ শতরুদ্রীয়মধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি সুরাপানাৎ পূতো ভবতি ব্রহ্মহত্যাৎ পূতো ভবতি কৃত্যাকৃত্যাৎ পূতো ভবতি তস্মাদবিমুক্তমাশ্রিতো ভবতি। অত্যাশ্রমী সর্ব্বদা সকৃদ্বা জপেৎ।

অনেন জ্ঞানমাপ্নোতি সংসারার্ণবনাশনম্।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং কৈবল্যং ফলমশ্নুতে ॥
কৈবল্যং ফলমশ্নুত ইতি ॥ ১ ॥

নারায়ণকৃত-দীপিকা।—পাঠফলমাহ য ইতি। সকৃদ্বা ইতি প্রত্যহমিতি শেষঃ। কৈবল্যং কেবলভাবং মোক্ষম্। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা। ইতি স্বরূপকথনে ॥ ১ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং কৈবল্যস্য প্রদীপিকা ॥

ইতি নারায়ণ-রচিতাথর্ব্ববেদান্তর্গতা কৈবল্যোপ-
নিষদ্দীপিকা সমাপ্তা।

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।—এবম্ভূতং পরমাত্মানং প্রতিপত্তুমশক্তস্য অশুদ্ধান্তঃকরণস্য অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমাহ। যঃ প্রসিদ্ধঃ মুমুক্ষুঃ অনুৎপন্ন-সাক্ষাৎকারঃ শতরুদ্রীয়ং নমস্ত ইত্যাদি রুদ্রাধ্যায়ম্। অধীতে পঠতি যথাশক্তি নিত্যম্। স শতরুদ্রীয়াধ্যায়কঃ। অগ্নিপূতঃ অগ্নিভিঃ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈঃ পবিত্রীকৃতঃ। অগ্নিপূতো ভবতি স্পষ্টম্।

সুরাপানান্মদিরাপানাৎ মহাপাতকদোষাৎ পূতো ভবতি। স্পষ্টম্। ব্রহ্মহত্যাং ব্রহ্মহত্যায়াঃ ব্রহ্মহত্যারূপাৎ মহাপাতকদোষাৎ পূতো ভবতি। স্পষ্টম্। কৃত্যাকৃত্যাৎ কৃত্যং করণীয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বকং পাপং কৃত্যঞ্চ অকৃত্যঞ্চ কৃত্যাকৃত্যং তস্মাৎ পূতো ভবতি। স্পষ্টম্। তস্মাৎ শতরুদ্রীয়াধ্যয়নাৎ। অবিমুক্তং বিরুদ্ধত্বেন মুক্তাঃ বিমুক্তাঃ পশবঃ তেভ্যো ব্যতিরিক্তঃ অবিমুক্তঃ পশুপতিঃ তমাশ্রিতো ভবতি। স্পষ্টম্। অত্যাশ্রমী অত্যাশ্রমঃ উক্তঃ পারমহংসলক্ষণঃ যস্যাস্তি সোঽত্যাশ্রমী। সর্ব্বদা নিরন্তরম্। সকৃদ্বা কদাচিদ্বা দিবসে দিবসে একবারমিত্যর্থঃ। বাশব্দোঽধিকারিসামর্থ্যানুসারেণ ব্যবস্থিত-বিকল্পার্থ। অনেনেতি। অনেন রুদ্রাধ্যায়জপেন। জ্ঞানমহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকাররূপং আপ্নোতি। প্রাপ্নোতি। সংসারার্ণব নাশনং সংসারসাগরশোষণম্। যস্মাৎ রুদ্রাধ্যায়জপঃ অশেষপাপ-নিবর্হণদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানহেতুঃ তস্মাৎ ততঃ। এবং বিদিত্বা উক্তেন প্রকারেণ ত্রিনেত্ররুদ্রাধ্যায়াধ্যয়নাদিনা বিদিত্বা সাক্ষাৎকৃত্য। এনং পরমাত্মানম্। কৈবল্যং কেবলস্য আত্মনো ভাবঃ কৈবল্যং, তৎ ফলং পুরুষাভিলাষবিষয়ং সর্ব্বপুরুষার্থসীমাপ্তিভূতম্। অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। কৈবল্যং ফলমশ্নুত ইতি। ব্যাখ্যাতম্। পদাভ্যাস উপনিষদর্থ-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করানন্দ ভগবতা কৃতা কৈবল্যোপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা।

এইরূপে পরমাত্মা জ্ঞাত হইতে সমর্থ না হইলে "নমস্তে রুদ্রায়" এই রুদ্রাধ্যায় পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ এই রুদ্রাধ্যায় পাঠ

করিলে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অগ্নিদ্বারা পবিত্র হওয়া যায়, তিনি পবন দ্বারা পবিত্রীকৃত হন, আত্মপূত হইয়া থাকেন। তিনি মদ্যপানজনিত পাতক-মালিন্য হইতে পরিমুক্ত হন, ব্রহ্মহত্যাজন্য পাতকপুঞ্জ হইতে পূত হন, কাঞ্চনচৌর্য্যজনিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হন, জ্ঞানকৃত পাতক বা অজ্ঞানকৃত পাতক হইতে পূত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শতরুদ্রীয় পাঠ করিলে মনুষ্য পশুপতিত্ব লাভ করিতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পরমহংসাশ্রম অবলম্বন করত নিরন্তর বা প্রত্যহ একবার করিয়া শতরুদ্রীয় পাঠ করিবে। এইরূপে রুদ্রাধ্যায়-জপপ্রসাদে ভবসমুদ্রহারী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিলে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৈবল্যফল লাভ করা যায়॥ ১॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ২॥

ইত্যথর্ব্ববেদে কৈবল্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

কাঠকোপনিষৎ

—০:*:০—

ওঁ সহ নাবিতি শান্তিঃ।

ওঁ॥ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস॥ ১॥

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায় মৃত্যবে ব্রহ্মবিদ্যাচার্য্যায় নচিকেতসে চ। অথ কাঠকোপনিষদ্বল্লীনাং সুখার্থপ্রবোধনার্থমল্পগ্রন্থা বৃত্তিরারভ্যতে। যদের্ধাতোর্ব্বিশরণগত্য-বসাদনার্থস্যোপনিপূর্ব্বস্য ক্বিপ্‌প্রত্যায়ান্তস্য রূপমুপনিষদিতি। উপ-নিষচ্ছব্দেন চ ব্যাচিখ্যাসিতগ্রন্থপ্রতিপাদ্যবেদ্যবস্তুবিষয়া বিদ্যোচ্যতে। কেন পুনরর্থযোগেনোপনিষচ্ছব্দেন বিদ্যোচ্যত ইতি উচ্যতে। যে মুমুক্ষবো দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ উপনিষচ্ছব্দবাচ্যাং বক্ষ্যমাণলক্ষণাং বিদ্যামুপসদ্যোপগম্য তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি তেষামবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্য বিশরণাদ্ধিংসনাদ্বিনাশনাদিত্যনেনার্থযোগেন বিদ্যোপনি-ষদিত্যুচ্যতে। তথা চ বক্ষ্যতি। নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি। পূর্ব্বোক্তবিশেষণান্মুমুক্ষূন্ বা পরং ব্রহ্ম গময়তীতি ব্রহ্মগময়-তৃত্বেন যোগাদ্ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ। তথা চ বক্ষ্যতি। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরিতি। লোকাদিব্রহ্মযজ্ঞোঽগ্নিস্তদবিষয়ায়া বিদ্যায়া দ্বিতীয়েন বরেণ প্রার্থ্যমানায়াঃ স্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিহেতুত্বেন

গর্ভবাসজন্মজরাদ্যুপদ্রববৃন্দস্য লোকান্তরে পৌনঃপুন্যেন প্রবৃত্তস্যাবসাদয়িতৃত্বেন শৈথিল্যাপাদনেন ধাত্বর্থযোগাদগ্নিবিদ্যাপ্যুপনিষদিত্যুচ্যতে। তথা চ বক্ষ্যতি। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত ইত্যাদি। ননু চোপনিষচ্ছব্দেনাধ্যেতারো গ্রন্থমপ্যভিলভন্তি। উপনিষদমধীমহেঽধ্যাপয়াম ইতি চ। এবং নৈব দোষোঽবিদ্যাদিসংসারহেতুবিশরণাদেঃ সদিধাত্বর্থস্য গ্রন্থমাত্রেঽসম্ভবাদ্বিদ্যায়াঞ্চ সম্ভবাৎ। গ্রন্থস্যাপি তাদর্থ্যেন তচ্ছব্দোপপত্তেঃ আয়ুর্বৈ ঘৃতমিত্যাদিবৎ তস্মাদ্বিদ্যায়াং মুখ্যয়া বৃত্ত্যোপনিষচ্ছব্দো বর্ত্ততে। গ্রন্থে তু ভক্ত্যেতি। এবমুপনিষন্নির্ব্বচনেনৈব বিশিষ্টোঽধিকারী বিদ্যায়ামুক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিদ্যায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্। প্রয়োজনঞ্চাস্যা উপনিষদ আত্যন্তিকী সংসারনিবৃত্তির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা। সম্বন্ধশ্চৈবম্ভূতপ্রয়োজনেনোক্তমতো-যথোক্তাধিকারি বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধায়া বিদ্যায়াঃ করতলন্যস্তামলকবৎ প্রকাশকত্বেন বিশিষ্টাধিকারিবিষয়প্রয়োজনসম্বন্ধা এতা বল্ল্যো ভবন্তীত্যতস্তা যথা প্রতিভানং ব্যাচক্ষ্মহে। তত্রাখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা। উশন্ কাময়মানো হ বৈ ইতি বৃত্তার্থস্মরণার্থৌ নিপাতৌ। বাজমন্নং তদ্দানাদিনিমিত্তং শ্রবো যস্য স বাজশ্রবা রূঢ়িতো বা তস্যাপত্যং বাজশ্রবসঃ কিল বিশ্বজিতা সর্ব্বমেধেনেজে তৎফলং কাময়মানঃ স তস্মিন্ ক্রতৌ সর্ব্বস্বং ধনং দদৌ দত্তবান্। তস্য যজমানস্য হ নচিকেতা নাম পুত্রঃ কিলাস বভূব॥ ১॥

প্রথমতঃ আখ্যায়িকার অবতারণা হইতেছে।—অন্নদানাদির জন্য যিনি যশস্বী, সেই বাজশ্রবার পুত্র ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সর্ব্বস্বদক্ষিণক বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তিনি ঐ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব

দক্ষিণাস্বরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই যজমান বাজশ্রবার একটি পুত্র ছিল—নাম নচিকেতা ॥ ১ ॥

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু।
নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত ॥ ২ ॥

তং হ নচিকেতসং কুমারং প্রথমবয়সং সন্তমপ্রাপ্ত-জননশক্তিং বালমেব শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা আবিবেশ প্রবিষ্টবতী। কস্মিন্ কাল ইত্যাহ। ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ দক্ষিণাসু নীয়মানাসু বিভাগেনোনীয়মানাসু দক্ষিণার্থাসু গোসু স আবিষ্টশ্রদ্ধো নচিকেতা অমন্যত ॥ ২ ॥

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩ ॥

কথমিত্যুচ্যতে পীতোদকা ইত্যাদিনা। দক্ষিণার্থা গাবো বিশেষ্যন্তে। পীতমুদকং যাভিস্তাঃ পীতোদকাঃ। জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং যাভিস্তা জগ্ধতৃণাঃ, দুগ্ধো দোহঃ ক্ষীরাখ্যো যাসাং তা দুগ্ধদোহাঃ। নিরিন্দ্রিয়া অপ্রজননসমর্থাঃ জীর্ণা নিষ্ফলা গাব ইত্যর্থঃ। যস্তা এবম্ভূতা গা ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাবুদ্ধ্যা দদৎ প্রযচ্ছন্ননন্দা অনানন্দা অসুখা নামেত্যেতৎ যে তে লোকাস্তান্ স যজমানো গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

যৎকালে পুরোহিতেরা দক্ষিণা ভাগ করিয়া গ্রহণ করেন, তখন পিতার হিতাভিলাষে প্রথম-বয়ঃসম্পন্ন বালক সেই নচিকেতার আস্তিকী বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি মনে ভাবিলেন,—যে যজমান পূর্ব্বেই জলপান করিয়াছে, উত্তরকালে জল পান করিতে অক্ষম,

জগ্ধতৃণ (পূর্ব্বে তৃণ খাইয়াছে), অধুনা তৃণগ্রহণে অসমর্থ, দুগ্ধহীন এবং প্রজননশক্তিশূন্য ধেনুগণ দক্ষিণারূপে পুরোহিতদিগকে প্রদান করে, সেই ব্যক্তি অনানন্দনামক অর্থাৎ সুখবিহীন লোকে গমন করে ॥ ২-৩ ॥ *

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ন্তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪ ॥

তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টং ফলং ময়া পুত্রেণ সতা নিবারণীয়মাত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কুর্য্যাদেবং মত্বা পিতরমুপগম্য স হোবাচ পিতরং, হে তত তাত কস্মৈ ঋত্বিগ্‌বিশেষায় দক্ষিণার্থং মাং দাস্যসি প্রযচ্ছসীত্যেতৎ। এবমুক্তেন পিত্রোপেক্ষ্যমাণোঽপি দ্বিতীয়ং তৃতীয়মপ্যুবাচ কস্মৈ মাং দাস্যসি কস্মৈ মাং দাস্যসীতি। নায়ং কুমারস্বভাব ইতি ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা তং হ পুত্রং কিলোবাচ মৃত্যবে বৈবস্বতায় ত্বা ত্বাং দদামীতি ॥ ৪ ॥

নচিকেতা তখন যজ্ঞের অসম্পূর্ণতাবশতঃ পিতার অনিষ্ট ফল মনে করিয়া তন্নিবারণবাসনায় আত্মপ্রদান করিয়াও যজ্ঞের সম্পূর্ণতা করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আপনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন, আমাকে দক্ষিণার্থে কোন্ পুরোহিতের

---

* নচিকেতা মনে করিলেন, মদীয় জনক যখন দক্ষিণার্থে এইরূপ গাভীসকল প্রদান করিয়াছেন, তখন তাঁহাকেও অনানন্দনামক লোকে গমন করিতে হইবে। অতএব আমি ইঁহার সংলোকে গমনের উপায় করিব। এই স্থির করিয়া বলিতে লাগিলেন, যাহা বলিলেন, তাহা চতুর্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন? নচিকেতা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পিতা উপেক্ষা করিয়া কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। নচিকেতা পুনরায় বলিলেন, "আমাকে কাহার উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন, আমাকে কাহার উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন?" তখন পিতা পুত্র কুমারস্বভাবাপন্ন নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া রোষ সহকারে বলিলেন, "তোমাকে মৃত্যুর উদ্দেশে সমর্পণ করিয়াছি" ॥ ৪ ॥

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্‌যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ ॥

স এবমুক্তঃ পুত্র একান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার। কথমিত্যুচ্যতে। বহূনাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাং বা এমি গচ্ছামি প্রথমঃ সন্মুখ্যয়া শিষ্যাদি-বৃত্ত্যেত্যর্থঃ। মধ্যমানাঞ্চ বহূনাং মধ্যমঃ মধ্যময়ৈব বৃত্ত্যেমি। নাধময়া কদাচিদপি। তমেবং বিশিষ্টগুণমপি পুত্রং মাং মৃত্যবে ত্বা দদামীত্যুক্তবান্ পিতা। স কিংস্বিদ্‌যমস্য কর্ত্তব্যং প্রয়োজনং যয়া প্রদত্তেন করিষ্যতি যৎ কর্ত্তব্যমদ্য। নূনং প্রয়োজনমনপেক্ষ্যৈব ক্রোধবশাদুক্তবান্ পিতা। তথাপি তৎ পিতুর্ব্বচো মৃষা মাভূদিত্যেবং মত্বা পরিবেদনাপূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং কিং ময়োক্তমিতি ॥ ৫ ॥

তখন নচিকেতা পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন, 'আমি বহুশিষ্য এবং পুত্রের মধ্যে সদ্ভক্তির দ্বারা প্রথম এবং মধ্যম শিষ্য ও পুত্রদিগের মধ্যেও মধ্যমস্থানীয়, কিন্তু আমি কদাচ অধমস্থানীয় নহি। এইরূপ বিশিষ্টগুণযুক্ত পুত্র আমাকে পিতা মৃত্যুর উদ্দেশে সমর্পণ করিলেন। অতএব আমি আর এখন কি করিব? যাহা কিছু যমের কর্ত্তব্য আছে, তাহাই করিব। যদিও

পিতা রোষনিবন্ধন এইরূপ বলিয়াছেন, তথাপি পিতার বাক্য যাহাতে বিফল না হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। এইরূপ পরিবেদনা করত শোকাবিষ্ট পিতাকে বলিলেন ॥ ৫ ॥

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

অনুপশ্য আলোচয় নিভালয়ানুক্রমেণ, যথা যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ পূর্ব্বেঽতিক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়স্তব। তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাং বৃত্তমাস্থাতুমর্হসি বর্ত্তমানাশ্চাপরে সাধবো যথা বর্ত্তন্তে তাংশ্চ প্রতিপশ্যালোচয় তথা। ন চ তেষু মৃষা করণং বৃত্তং বর্ত্তমানং বাস্তি। তদ্বিপরীতমসতাঞ্চ বৃত্তং মৃষা করণম্। ন চ মৃষা কৃত্বা কশ্চিদ-জরামরো ভবতি। যতঃ শস্যমিব মর্ত্ত্যো মনুষ্য পচ্যতে জীর্ণো ম্রিয়তে। মৃত্বা চ শস্যমিবাজায়তে আবির্ভবতি পুনরেবমনিত্যে জীবলোকে কিং মৃষা করণেন। পালয়াত্মনঃ সত্যম্। প্রেষয় মাং যমায়েত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

পিতঃ, যেরূপে পিতা ও পিতামহগণ অতিক্রম করিয়াছেন, আপনারাও তাঁহাদিগের বৃত্তি অনুসরণ করত ব্যবহার করাই উচিত এবং বর্ত্তমান কালে অপর সাধুবৃন্দ যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আপনারও তাহা অনুশীলন করত তদনুরূপ আচরণ করাই যুক্তিযুক্ত। তত্তৎ আচরণ বিফল করা সমুচিত নহে। কোন ব্যক্তিই সাধু আচরণ বিফল করিয়া অজর বা অমর হইতে সমর্থ হয় না। যখন দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যমাত্রেই শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মৃত্যুকবলে পতিত হইতেছে, পুনরায় মৃত্যুর পরে শস্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত

হইতেছে ; অতএব ঈদৃশ অনিত্য সংসারে সাধুবৃত্ত বিফল করিয়া কি হইবে ? আপনি আমাকে যমের নিকট প্রেরণপূর্ব্বক স্বীয় সত্য পালন করুন ॥ ৬ ॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্ ।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ ॥ ৭ ॥

স এবমুক্তঃ পিতা আত্মনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষয়ামাস। স চ যমভবনং গত্বা তিস্রো রাত্রীরুবাস যমে প্রোষিতে ; প্রোষ্যাগতং যমমমত্যা ভার্য্যা বা উচুর্ব্বোধয়ন্তো বৈশ্বানরোঽগ্নিরেব সাক্ষাৎ প্রবিশত্যতিথিঃ সন্ ব্রাহ্মণো গৃহান্ দহন্নিব তস্য দাহং শময়ন্ত ইহাগ্নেরেতাং পাদ্যাসনাদিদানলক্ষণাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি সন্তোঽতিথের্যতোঽতোঽহরাহর হে বৈবস্বতোদকং নচিকেতসে পাদ্যার্থম্। যতশ্চাকরণে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে ॥ ৭ ॥

পিতা পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আত্মসত্য প্রতিপালনার্থ পুত্রকে যমের সমীপে প্রেরণ করিলেন। তখন পুত্র নচিকেতা যমসদনে উপস্থিত হইয়া তিন রাত্রি যাবৎ অবস্থিতি করিলেন। যম তখন অন্যত্র ছিলেন। যম গৃহে আসিলে তদীয় অমাত্য ও পত্নী বলিলেন, অগ্নিই যেন অতিথি ব্রাহ্মণ হইয়া আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। অতিথি গৃহে আসিলে সাধুগণ পাদ্যাসনাদি অর্পণ করত তাঁহার শান্তিবিধান করিয়া থাকেন। অতএব হে বৈবস্বত, আপনি নচিকেতার পাদ্যার্থে জল আনয়ন করুন ॥ ৭ ॥

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্ ।
এতদ্বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥ ৮ ॥

আশাপ্রতীক্ষেঽনির্জ্ঞাতপ্রাপ্যেষ্টার্থপ্রার্থনা আশা, নির্জ্ঞাত-প্রাপ্যার্থপ্রতীক্ষণং প্রতীক্ষা, তে আশাপ্রতীক্ষে। সঙ্গতং তৎ-সংযোগজং ফলম্। সুনৃতাং চ সুনৃতা হি প্রিয়া বাক্ তন্নিমিত্তঞ্চ। ইষ্টাপূর্ত্তে ইষ্টং যাগজম্, পূর্ত্তমারামাদিক্রিয়াজং ফলম্। পুত্রপশূংশ্চ পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ সর্ব্বানেতৎসর্ব্বং যথোক্তং বৃঙক্তে আবর্জ্জয়তি বিনাশয়-তীত্যেতৎ। পুরুষস্যাল্পমেধসোঽল্পপ্রজ্ঞস্য যস্যানশ্নন্ অভুঞ্জানো ব্রাহ্মণো গৃহে বসতি। তাস্মদনুপেক্ষণীয়ঃ সর্ব্বাবস্থাস্বপ্যতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অনশনে থাকিয়া অবস্থিতি করেন, সেই অল্পমতি ব্যক্তির আশা (ইষ্টদ্রব্যের জন্য প্রার্থনা), প্রতীক্ষা (অজ্ঞাত বিষয় বিদিত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা), সাধুসঙ্গজ ফল, সত্যবাক্যনিমিত্তক পুণ্য, যাগজনিত ফল, আরামাদি ক্রিয়াজনিত ফল, পুত্র এবং পশু—এই সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব কোন অবস্থাতেই অতিথি উপেক্ষণীয় নহে ॥ ৮ ॥

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীগৃ হে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্ন মস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু, তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥

এবমুক্তো মৃত্যুরুবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরম্। তিস্রো রাত্রীর্যদ্‌যস্মাদবাৎসীরুষিতবানসি গৃহে মে মমানশ্নন্ হে ব্রহ্মন্নতিথিঃ সন্নমস্যো নমস্কারার্হশ্চ, তস্মান্নমস্তে তুভ্যমস্তু ভবতু। হে ব্রহ্মন্ স্বস্তি ভদ্রং মেঽস্তু। তস্মাদ্ভবতোঽশ্ননেন মদ্‌গৃহবাসনিমিত্তাদ্দোষাৎ তৎ-প্রাপ্ত্যুপশমেন। যদ্যপি ভবদনুগ্রহেণ সর্ব্বং মম স্বস্তি স্যাত্তথাপি ত্বদধিকসম্প্রসাদনার্থমনশনেনোপোষিতামেকৈকাং রাত্রিং প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্বাভিঃ প্রেতার্থবিশেষান্ প্রার্থয়স্ব মত্তঃ ॥ ৯ ॥

যমসকাশে এইরূপ বলিলে তিনি নচিকেতার নিকট উপস্থিত হইয়া পূজাদি সৎকারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ অতিথি, অতএব আমার নমস্য ব্যক্তি, অথচ আপনি অনশনে রহিয়াছেন, ইহাতে আমার অকল্যাণ হইবে, আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মন্, আমার কল্যাণ হউক। আপনি মদীয় গৃহে তিন রাত্রি উপবাসী অবস্থায় অবস্থিতি হেতু আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আপনাকে তিনটি বর প্রদান করিব, আপনি প্রার্থনা করুন ॥ ৯ ॥

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্‌বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত, এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

নচিকেতাস্বাহ। যদি দিৎসুর্ব্বরান্ শান্তসঙ্কল্পঃ উপশান্তঃ সঙ্কল্পো যস্য মাং প্রতি যমং প্রাপ্য কিন্নু করিষ্যতি মম পুত্র ইতি স শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনাঃ প্রসন্নমনাশ্চ যথা স্যাদ্‌বীতমন্যুর্ব্বিগতরোষশ্চ গৌতমো মম পিতা মাভি মাং প্রতি হে মৃত্যো, কিঞ্চ, ত্বৎপ্রসৃষ্টং ত্বয়া বিনির্ম্মুক্তং প্রেষিতং গৃহং প্রতি মামভিবদেৎ প্রতীতো লব্ধস্মৃতিঃ স এবায়ং পুত্রো মমাগত ইত্যেবং প্রত্যভিজানন্নিত্যর্থঃ। এতৎ প্রয়োজনং ত্রয়াণাং বরাণাং প্রথমমাদ্যং বরং বৃণে প্রার্থয়েয়ং যৎ পিতুঃ পরিতোষণম্ ॥ ১০ ॥

তখন নচিকেতা যমকে কহিলেন,—আপনি আমাকে তিনটি বর-প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিন বরের মধ্যে প্রথমটি এই যে, মদীয় পিতা উপশান্তসংকল্প এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া আমার প্রতি রোষ পরিত্যাগ করুন। হে মৃত্যো! আমি যৎকালে আপনার দ্বারা

বিনির্ম্মুক্ত হইয়া গৃহে যাইব, তখন যেন আমার পিতা, আমিই তাঁহার সেই পুত্র, এই স্মরণ করিয়া আমাকে অভিনন্দন করেন ॥ ১০ ॥

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত, ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥১১॥

মৃত্যুরুবাচ,—যথা বুদ্ধিস্ত্বয়ি পুরস্তাৎ পূর্ব্বমাসীৎ স্নেহসমন্বিতা পিতুস্তব ভবিতা প্রীতিসমন্বিতস্তব পিতা তথৈব প্রতীতঃ প্রতীতবান্ সন্নৌদ্দালকিঃ। উদ্দালক এবৌদ্দালকিঃ। অরুণস্যাপত্যমারুণির্দ্ব্যা-মুষ্যায়ণো বা মৎপ্রসৃষ্টো ময়াঽনুজ্ঞাতঃ সন্নিতরাং অপি রাত্রীঃ সুখং প্রসন্নমনাঃ শয়িতা স্বপ্তা বীতমন্যুর্বিগতমন্যুশ্চ ভবিতা স্যাত্ত্বাং পুত্রং দদৃশিবান্দৃষ্টবান স মৃত্যুমুখান্মৃত্যুগোচরাৎ প্রমুক্তং সন্তম্ ॥ ১১ ॥

মৃত্যু কহিলেন, তোমার প্রতি পূর্ব্বে তোমার জনকের যেমন স্নেহ-ময়ী বুদ্ধি ছিল, এখনও ত্বদীয় পিতা সেইরূপ প্রীতিমানই হইবেন ॥১১॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি, ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে, শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১২॥

নচিকেতা উবাচ, স্বর্গে লোকে রোগাদিনিমিত্তং ভয়ং কিঞ্চন কিঞ্চিদপি নাস্তি। ন চ তত্র ত্বং মৃত্যো, সহসা প্রভবস্ততো জরয়া যুক্ত ইহ লোকবত্তাতো ন বিভেতি কুতশ্চিত্তত্র। কিঞ্চোভেঽশনায়া-পিপাসে তীর্ত্বাঽতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি শোকাতিগঃ সন্ মানসেন দুঃখেন বর্জ্জিতো মোদতে হৃষ্যতি স্বর্গলোকে দিব্যে ॥ ১২ ॥

নচিকেতা কহিলেন, স্বর্গধামে রোগাদিজনিত কোনরূপ ভীতি-সম্ভাবনা নাই। হে মৃত্যো, সেই স্থানে হঠাৎ আপনিও প্রভুত্ব করিতে

সমর্থ নহেন ; অতএব ইহধামে জরাসমন্বিত ব্যক্তির ন্যায় সেই স্থানে কেহ ভীত হয় না। পরন্তু স্বর্গপুরে লোকসকল বুভুক্ষা ও তৃষ্ণা অতিক্রম করত নিঃশোক হইয়া মানসদুঃখবিহীনভাবে আনন্দিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

স ত্বমগ্নিং স্বর্গমধ্যেষি মৃত্যো, প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকো অমৃতত্বং ভজন্ত, এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩ ॥

এবংগুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতমগ্নিং স ত্বং মৃত্যুরধ্যেষি স্মরসি জানাসীত্যর্থঃ। হে মৃত্যো, যতস্ত্বং প্রব্রূহি কথয় শ্রদ্দধানায় শ্রদ্ধাবতে মহ্যং স্বর্গার্থিনে। যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গলোকাঃ স্বর্গো লোকো যেষান্তে স্বর্গলোকা যজমানা অমৃতত্বমমরণতাং দেবত্বং ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি তদেতদগ্নিবিজ্ঞানং দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে ॥ ১৩ ॥

হে মৃত্যো, আপনি এইরূপ গুণসম্পন্ন স্বর্গলোকলাভের হেতুভূত অগ্নিবিষয়ক তত্ত্ব বিদিত আছেন। অতএব আমি শ্রদ্ধাযুক্ত ও স্বর্গকামী, মৎসকাশে সেই অগ্নির কথা বলুন। আপনি এই অগ্নির বিষয় কহিলে স্বর্গার্থী যজমানগণ সেই অগ্নি সঞ্চয়ন পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করত দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ; অতএব অগ্নিবিষয়ক তত্ত্ব-বিজ্ঞানই মদীয় দ্বিতীয় প্রার্থনীয় বর ॥ ১৩ ॥

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ, স্বর্গ্যমগ্নিন্নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং, বিদ্ধি ত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াম্। ১৪ ॥

মৃত্যোঃ প্রতিজ্ঞেয়ম্! প্র তে তুভ্যং প্রব্রবীমি। যত্ত্বয়া প্রার্থিতং তৎ মে মম বচসো নিবোধ বুধ্যস্বৈকাগ্রমনাঃ সন্ স্বর্গ্যং স্বর্গায় হিতং স্বর্গসাধনমগ্নিং হে নচিকেতঃ, প্রজানন্, বিজ্ঞাতবানহং সন্নিত্যর্থঃ।

প্রব্রবীমি তৎ নিবোধেতি চ শিষ্যবুদ্ধিসমাধানার্থং বচনম্। অধুনা অগ্নিং স্তৌতি। অথো অপি প্রতিষ্ঠামাশ্রয়ং জগতো বিরাড়রূপেণ তমেতমগ্নিং ময়োচ্যমানং বিদ্ধি জানীহি ত্বং নিহিতং স্থিতং গুহায়াং বিদুষাং বুদ্ধৌ নিবিষ্টমিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

হে নচিকেতঃ, তুমি স্বর্গের সাধন যে অগ্নির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা আমি বিদিত আছি। তুমি একাগ্রচিত্তে অবধারণ কর। এই অগ্নি স্বর্গলোক-ফললাভের হেতু। ইনিই বিরাট্‌রূপে জগতের আশ্রয়স্বরূপ। ত্বৎসকাশে যে অগ্নির কথা বলিলাম, ইহাকে বিদিত হও। ইনি বিদ্বান্ ব্যক্তির বুদ্ধিরূপ কন্দরে নিবিষ্ট আছেন॥ ১৪॥

লোকাদিমগ্নিস্তমুবাচ তস্মৈ, যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্‌যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫॥

ইদং শ্রুতের্ব্বচনম্। লোকাদিং লোকানামাদিং প্রথম শরীরিত্বাদগ্নিং তং প্রকৃতং নচিকেতসা প্রার্থিতমুবাচোক্তবান্ মৃত্যুস্তস্মৈ নচিকেতসে। কিঞ্চ, যা ইষ্টকাশ্চেতব্যাঃ স্বরূপেণ। যাবতীর্ব্বা সংখ্যয়া। যথা বা চীয়তেঽগ্নির্যেন প্রকারেণ সর্ব্বমেতদুক্তবানিত্যর্থঃ। স চাপি নচিকেতাস্তৎ মৃত্যুনোক্তং যথাবৎ প্রত্যয়েনাবদৎ প্রত্যুচ্চারিতবান। অথ তস্য প্রত্যুচ্চারণেন তুষ্টঃ সন্ মৃত্যুঃ পুনরেবাহ বরত্রয়-ব্যতিরেকেণান্যং বরং দিৎসুঃ॥ ১৫॥

তখন যম নচিকেতাকে লোকসমূহের আদিভূত সেই অগ্নির বিষয় বলিলে এবং এই অগ্নিচয়নার্থ যে প্রকার ইষ্টকের আবশ্যক ও যতগুলির প্রয়োজন এবং যেরূপ অগ্নিচয়ন করিতে হইবে, তৎসমস্তই

বলিলেন। যমের উপদেশ শেষ হইলে, পুনরায় নচিকেতা যথোক্ত সকল বাক্যগুলি প্রত্যুচ্চারণ করিলেন, তাহাতে যম প্রীত হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত তিনটি বর ব্যতীত অন্য বর দান করিতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন॥ ১৫ ॥

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা, বরস্তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ, সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

কথং তং নচিকেতসমব্রবীৎ প্রীয়মাণঃ শিষ্যযোগ্যতাং পশ্যন্ প্রীয়মাণঃ প্রীতিমনুভবন্মহাত্মা অক্ষুদ্রবুদ্ধির্ব্বরং তব চতুর্থমিহ প্রীতি-নিমিত্তমদ্যেদানীং দদামি ভূয়ঃ পুনঃ প্রযচ্ছামি। তবৈব নচিকেতসো নাম্নাভিধানেন প্রসিদ্ধো ভবিতা ময়োচ্যমানোঽয়মগ্নিঃ। কিঞ্চ সৃঙ্কাং শব্দবতীং রত্নময়ীং মালামিমামনেকরূপাং বিচিত্রাং গৃহাণ স্বীকুরু। যদ্বা সৃঙ্কামকুৎসিতাং গতিং কর্ম্মময়ীং গৃহাণ। অন্যদপি কর্ম্মবিজ্ঞানমনেকফলহেতুত্বাৎ স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ১৬ ॥

তৎপরে মহাত্মা যম নচিকেতাকে শিষ্যের উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া প্রীতিসহকারে কহিলেন,—তুমি দ্বিতীয় যে বর যাচ্ঞা করিলে, আজই আমি তাহা প্রদান করিলাম। স্বর্গপ্রদ এই অগ্নি তোমার নামেই প্রথিত হইবেন অর্থাৎ যে অগ্নিসঞ্চয়ন দ্বারা স্বর্গসাধন হয়, তাহার নাম নচিকেতাঽগ্নি হইবে। তুমি এখন এই রত্নময়ী বিচিত্রা মালা গ্রহণ কর॥ ১৬ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মযজ্ঞন্দেবমীড্যং বিদিত্বা, নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

পুনরপি কর্ম্মস্তুতিমেবাহ। ত্রিণাচিকেতস্ত্রিঃকৃত্বো নাচিকেতো-হগ্নিশ্চিতো যেন স ত্রিণাচিকেতস্তদ্‌বিজ্ঞানস্তদধ্যয়নস্তদনুষ্ঠানবান্ বা। ত্রিভির্মাতৃপিত্রাচার্য্যৈরেত্য প্রাপ্য সন্ধিং সন্ধানং সম্বন্ধং মাত্রাদ্যনুশাসনং যথাবৎ প্রাপ্যেত্যেতৎ। তদ্ধি প্রামাণ্যকারণং শ্রুত্যন্তরাদবগম্যতে। যথা মাতৃমান্ পিতৃমানিত্যাদেঃ। বেদস্মৃতিশিষ্টৈর্ব্বা প্রত্যক্ষানুমানাগমৈর্ব্বা। তেভ্যো হি বিশুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষা। ত্রিকর্ম্মকৃদিজ্যাধ্যয়ন দানানাং কর্ত্তা তরত্যতিক্রামতি জন্মমৃত্যু। কিঞ্চ ব্রহ্মজজ্ঞং ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাজ্জাতো ব্রহ্মজঃ। ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞো-হ্যসৌ। তং দেবং দ্যোতনাজ্‌জ্ঞানাদিবন্তমীড্যং স্তুত্যং বিদিত্বা শাস্ত্রতো নিচায্য দৃষ্ট্বা চাত্মভাবেনেমাং স্ববুদ্ধিপ্রত্যক্ষাং শান্তিমুপরতিমত্যন্তমেতি অতিশয়েনৈতি বৈরাজং পদং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠানেন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি মাতা, পিতা এবং আচার্য্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বারত্রয় এই নচিকেতা-নামক অগ্নি-সঞ্চয়ন করেন এবং যিনি যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দান—এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত, সেই ব্যক্তি জন্ম ও মরণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। পরন্তু এই ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই দ্যোতমান, জ্ঞানাদিগুণযুক্ত, স্তুতিযোগ্য অগ্নিকে শাস্ত্র দ্বারা আত্মভাবে বিদিত হইতে পারেন, তিনি অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিরাট্‌পদ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৭॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্‌বিদিত্বা, য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য, শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥১৮॥

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞানচয়নফলমুপসংহরতি প্রকরণঞ্চ। ত্রিণাচিকেত-স্ত্রয়ং যথোক্তং যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথাবেত্যেতদ্‌বিদিত্বাঽবগম্য যশ্চৈবমাত্মরূপেণাগ্নিং বিদ্বাংশ্চিনুতে নির্ব্বর্ত্তয়তি নাচিকেতমগ্নিং ক্রতুং স মৃত্যুপাশানধর্ম্মাজ্ঞানরাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ পুরতোঽগ্রতঃ পূর্ব্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ। প্রণোদ্যাপহায় শোকাতিগো মানসৈর্দুঃখৈ-র্ব্বর্জ্জিত ইত্যেতৎ। মোদতে স্বর্গলোকে বৈরাজে বিরাড়াত্মস্বরূপ-প্রতিপত্ত্যা ॥ ১৮॥

অধুনা অগ্নিবিজ্ঞান ও অগ্নিচয়নফল-বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহার হইতেছে।—যে সুধী ব্যক্তি যে পরিমাণ ইষ্টক দ্বারা অগ্নিচয়ন করিতে হয়, তাহা বিদিত হইয়া নচিকেতনামক অগ্নি নির্ব্বর্ত্তিত করেন, তিনি দেহান্তের পূর্ব্বে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, রাগ ও দ্বেষাদিরূপ মৃত্যু-পাশ অতিক্রম পূর্ব্বক মানসিক দুঃখ পরিহার করত বিরাট্‌রূপে স্বর্গলোকে প্রমুদিত হন॥ ১৮ ॥

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো য মবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি, জনাসস্তৃতীয়ং বরন্নচিকেতো বৃণীষ ॥১৯ ॥

এষ তে তুভ্যমগ্নির্ব্বরো হে নচিকেতঃ স্বর্গ্যঃ স্বর্গসাধনো যমগ্নিং বরমবৃণীথাঃ প্রার্থিতবানসি দ্বিতীয়েন বরেণ সোঽগ্নির্ব্বরো দত্ত ইত্যুক্তোপসংহারঃ। কিঞ্চৈতমগ্নিং তবৈব নাম্না প্রবক্ষ্যন্তি জনাসো জনা ইত্যেতদেষ বরো দত্তো ময়া চতুর্থঃ তুষ্টেন। তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ। তস্মিন্ হ্যদত্তে ঋণবানহমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হে নচিকেতঃ! তুমি দ্বিতীয় বরের দ্বারা যে স্বর্গসাধন অগ্নি-বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা প্রদান করিলাম। পরন্তু লোক সকল

এই অগ্নিকে ত্বদীয় নামেই অভিহিত করিবে, এই আমি চতুর্থ বর তোমাকে অর্পণ করিলাম। হে নচিকেতঃ! তুমি অধুনা তৃতীয় বর প্রার্থনা কর ॥ ১৯ ॥

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং, বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

এতাবদ্ব্যতিক্রান্তেন বিধিপ্রতিষেধার্থেন মন্ত্রব্রাহ্মণেনাবগন্তব্যং যদ্বরদ্বয়সূচিতং বস্তুনাত্মতত্ত্ববিষযযাথাত্ম্যবিজ্ঞানম্। অতো বিধিপ্রতিষেধার্থবিষয়স্যাত্মনি ক্রিয়াকারকফলাধ্যারোপণলক্ষণস্য স্বাভাবিকস্যাজ্ঞানস্য সংসারবীজস্য নিবৃত্ত্যর্থং তদ্বিপরীতব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং ক্রিয়াকারকফলাধ্যারোপণলক্ষণশূন্যমাত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যমিত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে। তমেতদর্থং দ্বিতীয়বরপ্রাপ্ত্যাপ্যকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরমাত্মজ্ঞানমন্তরেণেত্যাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি। যতঃ পূর্ব্বস্মাৎ সাধ্যসাধনলক্ষণাদনিত্যাদ্বিরক্তস্যাত্মজ্ঞানেঽধিকার ইতি তন্নিন্দার্থং পুত্রাদ্যুপন্যাসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে। নচিকেতা উবাচ, তৃতীয়ং বরং নচিকেতা বৃণীষ্বেত্যুক্তঃ সন্। যেয়ম্। বিচিকিৎসা সংশয়ঃ প্রেতে মৃতে মনুষ্যেঽস্তীত্যেকেঽস্তি শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিব্যতিরিক্তো দেহান্তরসম্বন্ধ্যাত্মা ইত্যেকে, নায়মস্তীতি চৈকে, নায়মেবংবিধোঽস্তীতি চৈকেঽতশ্চাস্মাকং ন প্রত্যক্ষেণ নাপি বানুমানেন নির্ণয়বিজ্ঞানমেতদ্বিজ্ঞানাধীনো হি পরঃ পুরুষার্থ ইত্যত এতদ্বিদ্যাং বিজানীয়ামহমনুশিষ্টো জ্ঞাপিতস্ত্বয়া। বরাণামেষ বরস্তৃতীয়োঽবশিষ্টঃ ॥ ২০ ॥

নচিকেতা যম কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য মরিলেও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ভিন্ন

আত্মা লিঙ্গদেহসম্বন্ধী হইয়া থাকেন। আবার কাহার কাহার মতে তাহা থাকে না। এইরূপ সন্দেহ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা ইহার নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি। প্রকৃত পক্ষে এতদ্বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ পুরুষার্থ, সুতরাং আমি আপনা কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া এই বিদ্যা অবগত হইতে বাসনা করি। ইহাই আমার প্রার্থিত তৃতীয় বর ॥ ২০ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা, ন হি সুজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ, মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥২১॥

কিময়মেকান্ততো নিঃশ্রেয়সসাধনাত্মজ্ঞানার্হো ন বেত্যেতৎ পরীক্ষণার্থমাহ, দেবৈরপ্যত্রৈতস্মিন্ বস্তুনি বিচিকিৎসিতং সংশয়িতং পুরা পূর্ব্বং, ন হি সুজ্ঞেয়ং সুষ্ঠুজ্ঞেয়ং শ্রুতমপি প্রাকৃতৈর্জ্জনৈর্যতোঽণুঃ সূক্ষ্ম এষ আত্মাখ্যো ধর্ম্মোঽতোঽন্যমসন্দিগ্ধফলং বরং নচিকেতো বৃণীষ, মা মাং মোপরোৎসীরুপরোধং মাকার্ষীরধমর্ণমিবোত্তমর্ণঃ। অতিসৃজ বিমুঞ্চৈনং বরং মা মাং প্রতি ২১ ॥

নচিকেতা বাস্তবিক পক্ষে মুক্তিসাধক আত্মজ্ঞানোপদেশের যোগ্য কি না, তাহা পরীক্ষার্থ যম কহিলেন,—হে নচিকেতঃ! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, সুরবৃন্দও এই বিষয়ে সন্দিগ্ধ। আত্মা অতীব সূক্ষ্ম পদার্থ, সুতরাং সাধারণ মনুষ্য আত্মবিষয়তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। অতএব অসন্দিগ্ধ ফলক অন্য বর প্রার্থনা কর। এই বরপ্রদানার্থ আমাকে উপরোধ করিও না। আমার প্রতি এই বর-প্রার্থনার নির্ব্বন্ধ ত্যাগ কর ॥ ২১ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল, ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো, নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

এবমুক্তো নচিকেতা আহ দেবৈরত্রাপ্যেতস্মিন্ বস্তুনি বিচিকিৎসিতং কিলেতি ভবত এব নঃ শ্রুতম্। ত্বঞ্চ মৃত্যো। যত্ত্বমাত্ম সুজ্ঞেয়মাত্থ কথয়স্যতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাদ্‌বক্তা চাস্য ধর্ম্মস্য ত্বাদৃক্ ত্বত্তুল্যোঽন্যঃ পণ্ডিতশ্চ ন লভ্যোঽন্বিষ্যমাণোঽপি অয়ং তু বরো নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিহেতুরতো নান্যো বরস্তুল্যঃ সদৃশোঽস্ত্যেতস্য কশ্চিদপ্যনিত্যফলত্বাদন্যস্য সর্ব্বস্যৈবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥

নচিকেতা যমের কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মৃত্যো! সুরবৃন্দ এই বিষয়ে সন্দিগ্ধ, ইহা আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম; অতএব ইহা সত্যই হইবে, কিন্তু এই সুজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব যদি আপনি মৎসকাশে প্রকাশ না করেন, তবে পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞেয় এই আত্মতত্ত্বের অন্য কোন বক্তা সুলভ হইবে না, যিনি আপনার ন্যায় এই তত্ত্ব-বর্ণনে সমর্থ হইবেন। অতএব নিঃশ্রেয়সলাভের সাধক এই আত্মতত্ত্ব আপনি উপদেশ করুন। কেন না, অন্য সকল বরই অনিত্যফলক, আত্মতত্ত্বের পরিজ্ঞানরূপ বরের সদৃশ অন্য আর কোন বরই দৃষ্ট হয় না ॥ ২২ ॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান বৃণীষ্ব, বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তেঽপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ। শতায়ুষঃ শতং বর্ষাণ্যায়ুর্যেষাং তান্ শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব। কিঞ্চ গবাদিলহূন্ বহুপান্ পশূন্। হস্তিহিরণ্যং হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ হস্তিহিরণ্যম্।

অশ্বাংশ্চ। কিঞ্চ, ভূমেঃ পৃথিব্যা মহদ্বিস্তীর্ণমায়তনমাশ্রয়ং মণ্ডলং রাজ্যং বৃণীষ। কিঞ্চ সর্ব্বমপ্যেতদনর্থকং স্বয়ঞ্চেদল্পায়ুরিত্যত আহ, স্বয়ঞ্চ জীব ত্বং জীব, ধারয় শরীরং সমগ্রেন্দ্রিয়কলাপং শরদো বর্ষাণি যাবদিচ্ছসি জীবিতুম্॥ ২৩॥

যম এইরূপ অভিহিত হইয়া, পুনরায় নচিকেতাকে প্রলোভিত-করণার্থ কহিলেন,—হে নচিকেতঃ! তুমি শতবর্ষজীবী পুত্র ও পৌত্র প্রার্থনা কর, এবং বহু গবাদি পশু, গজ, স্বর্ণ ও বাজী প্রার্থনা কর, ধরার সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর। যদি তুমি বিবেচনা কর যে, স্বয়ং অল্পায়ু হইলে এই রাজ্যাদি সকলই বিফল, তবে পূর্ব্বোক্ত সাম্রাজ্যাদি বর এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে বাসনা কর, তাহাই তুমি যাচ্ঞা কর॥ ২৩॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং, বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাস্ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪॥

এতত্তুল্যমেতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশমন্যদপি যদি মন্যসে বরং তমপি বৃণীষ। কিঞ্চ, বিত্তং প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি চিরজীবিকাঞ্চ সহ বিত্তেন বৃণীষেত্যেতৎ। কিং বহুনা, মহত্যাং ভূমৌ রাজা নচিকেতস্ত্বমেধি ভব। কিঞ্চান্যৎ কামানাং দিব্যানাং মানুষাণাঞ্চ ত্বা ত্বাং কামভাজং কামভাগিনং কামার্হং করোমি, সত্যসঙ্কল্পো হ্যহং দেবঃ ২৪॥

হে নচিকেতঃ। তুমি যে তৃতীয় বর প্রার্থনা করিয়াছ, সেই বরের তুল্য অন্য আর যে কোন বর হয়, তাহাও যাচ্ঞা কর কিংবা ধনের সহিত চিরজীবন প্রার্থনা কর। অধিক কি, তুমি মহাভূমির রাজত্ব যাচ্ঞা কর। পরন্তু দিব্য বা মনুষ্য-সম্বন্ধীয় যে কোন বর

স্থাল্লপ্স্যামহ ইত্যেতদ্বিত্তমদ্রাক্ষ্ম দৃষ্টবন্তো বয়ং চেত্ত্বা ত্বাম্। জীবিতমপি তথৈব জীবিষ্যামো যাবদ্‌যাম্যে পদে ত্বমীশিষ্যশীষ্যসে প্রভুঃ স্থাঃ। কথং হি মর্ত্ত্যঃ ত্বয়া সমেত্যাল্পধনায়ুর্ভবেৎ। বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব যদাত্মবিজ্ঞানম্॥ ২৭ ॥

এই বলিয়া নচিকেতা আবার যমকে কহিলেন,—হে মৃত্যো! অসীম বিত্তের দ্বারা মানব সন্তুষ্ট হয় না। পরন্তু আমাদের যদি বিত্তলাভার্থ তৃষ্ণা হয়, তবে আমরা বিত্ত প্রাপ্ত হইতে পারিব। আর যখন আপনাকে দর্শন করিয়াছি, তখন আপনি যত দিন পর্য্যন্ত এই যাম্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রভুত্ব করিবেন, আমি তাবৎকাল জীবন ধারণ করিতে পারিব, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার যাচ্ঞা নাই। আমার কেবলমাত্র আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানই প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য, জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥

যতশ্চাজীর্য্যতাং বয়োহানিমপ্রাপ্নুবতামমৃতানাং সকাশমুপেত্যোপগম্যাত্মন উৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যাং তেভ্যঃ প্রজানন্নুপলভমানঃ স্বয়ন্তু জীর্য্যন্মর্ত্ত্যো জরামরণবান্ ক্বধঃস্থঃ কুঃ পৃথিব্যধশ্চান্তরীক্ষাদিলোকাপেক্ষয়া তস্যাং তিষ্ঠতীতি ক্বধঃস্থঃ সন্ কথমেবমবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়ং পুত্রবিত্তহিরণ্যাদ্যস্থিরং বৃণীতে। ক্ক তদাস্থ ইতি বা পাঠান্তরম্। অস্মিন্ পক্ষে চাক্ষরযোজনা তেষু পুত্রাদিষাস্থা আস্থিতিস্তাৎপর্য্যেণ বর্ত্তনং যস্য সঃ, তদাস্থস্ততোহধিকতরং পুরুষার্থং দুষ্প্রাপমপি প্রাপিপয়িষুঃ ক্ক তদাস্থো ভবেন্ন কশ্চিত্তদসারজ্ঞস্তদর্থী

স্যাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বো হ্যপর্য্যপর্য্যেব বুভূষতি লোকস্তস্মান্ন পুত্র-বিত্তাদিলোভৈঃ প্রলোভ্যোঽহম্। কিঞ্চাপ্সরঃপ্রমুখান্ বর্ণরতি-প্রমোদান্ অনবস্থিতরূপতয়াঽভিধ্যায়ন্ নিরূপয়ন্ যথাবদতিদীর্ঘে জীবিতে কো বিবেকী রমেত ॥ ২৮ ॥

মানবগণ স্বয়ং জরা ও মরণশীল, সুতরাং ইহাদের জরামরণবর্জ্জিত দেবতাদিগের নিকট আসিয়া আত্মমঙ্গলকর উৎকৃষ্ট প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া উচিত। অতএব আমি পুত্র ও বিত্তাদির লোভে লুব্ধ নহি। পরন্তু অপ্সরা প্রভৃতিকে অনবস্থিতরূপ জানিয়াও কোন্ বিবেকী ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন কামনা করিবে? অতএব অনিত্য বিষয়ের প্রলোভন পরিহার করত আমি যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহাই সমর্পণ করুন ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো, যৎ সাম্পরায়ে মহতী ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢমনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তা ॥ ১ ॥

অতো বিহায়ানিত্যৈঃ কামৈঃ প্রলোভনং যন্ময়া প্রার্থিতং যস্মিন্ প্রেতে ইদং বিচিকিৎসনং বিচিকিৎসন্তি অস্তি নাস্তীত্যেবং প্রকারং, হে মৃত্যো! সাম্পরায়ে পরলোকবিষয়ে মহতি মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে আত্মনো নির্ণয়বিজ্ঞানং যত্তদ্ব্রূহি কথয় নোঽস্মভ্যম্। কিং বহুনা যোঽয়ং প্রকৃত আত্মবিষয়ো বরো গূঢ়ং গহনং দুর্ব্বিবেচনং প্রাপ্তোঽনু-প্রবিষ্টঃ তস্মাদ্‌বরাদন্যমবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়মনিত্যবিষয়ং নচিকেতা ন বৃণীতে মনসাপীতি শ্রুতের্ব্বচনমিতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যশ্রীমদাচার্য্যশ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

হে মৃত্যো! মরণান্তে পরলোকে আত্মা থাকে কি না, এই সন্দিগ্ধ বিষয়টি নিরূপণ করিয়া আমাকে বলুন। কারণ, পরলোকের তত্ত্ব বিদিত হইতে পারিলে পরম প্রয়োজন সাধিত হইবে। এই আত্মতত্ত্ববিষয়ক বর অতীব গহন, সুতরাং ইহাই লাভার্থ আমি সমুদ্যত হইয়াছি; এই আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানরূপ বর ভিন্ন নচিকেতা অবিবেকী-দিগের প্রার্থনীয় অনিত্যবিষয়ক বর যাচ্ঞা করিবে না॥ ২৯॥

প্রথমাধ্যায়ে প্রথম বল্লী সমাপ্ত

দ্বিতীয়া বল্লী।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু, ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১॥

পরীক্ষ্য শিষ্যং বিদ্যাযোগ্যতাঞ্চাবগম্যাহ। অন্যৎ পৃথগেব শ্রেয়ো-নিঃশ্রেয়সং তথাঽন্যদুতাপ্যেব প্রেয়ঃ প্রিয়তরমপি তে প্রেয়ঃশ্রেয়সী উভে নানার্থে ভিন্নপ্রয়োজনে সতী পুরুষমধিকৃতং বর্ণাশ্রমাদিবিষ্টং সিনীতোবধ্নীতস্তাভ্যামাত্মকর্ত্তব্যতয়া প্রযুজ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। শ্রেয়ঃ-প্রেয়সোর্হ্যভ্যুদয়ামৃতত্বার্থী পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে। অতঃ শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃ-প্রয়োজনকর্ত্তব্যতয়া তাভ্যাং বদ্ধ ইত্যুচ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। তে যদ্যপ্যেকৈকপুরুষার্থসম্বন্ধিনী বিদ্যাবিদ্যারূপত্বাদ্বিরুদ্ধে। ইত্যন্যতরা-পরিত্যাগেনৈকেন পুরুষেণ সহানুষ্ঠাতুমশক্যত্বাত্তয়োর্হিত্বাঽবিদ্যারূপং প্রেয়ঃ শ্রেয় এব কেবলমাদদানস্যোপাদানং কুর্ব্বতঃ সাধু শোভনং শিবং ভবতি। যস্ত্বদূরদর্শী বিমূঢ় হীয়তে বিযুজ্যতে অস্মাৎ অর্থাৎ পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনান্নিত্যাৎ প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ কোঽসৌ য উ প্রেয়ো বৃণীতে উপাদত্ত ইত্যেতৎ ॥ ১ ॥

যমরাজ পরীক্ষা দ্বারা শিষ্যের তত্ত্ববিদ্যাগ্রহণের যোগ্যতা বুঝিয়া কহিলেন,—নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষসাধক তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়তম পুত্রাদিবিষয়ক বাসনা পৃথক্ পদার্থ। পরন্তু ইহাদের প্রয়োজনও পৃথক্ পৃথক্। এই শ্রেয় ও প্রেয় বিদ্যা ও অবিদ্যা দ্বারা বর্ণাশ্রমাদিবিশিষ্ট পুরুষকে বন্ধন করিয়া থাকে। এই শ্রেয় ও প্রেয়ের

মধ্যে যিনি শ্রেয় গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল সাধিত হয় অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আর যে ব্যক্তি প্রেয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই অদূরদর্শী বিমূঢ় ব্যক্তি পারমার্থিক পুরুষার্থ হইতে বিমুক্ত হন॥ ১॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-

স্তৌসম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেযসো বৃণীতে,

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥ ২॥

যদ্যাত্তেঽপি কর্ত্তুং স্বায়ত্তে পুরুষেণ, কিমর্থং প্রেয় এবাদত্তে বাহুল্যেন লোক ইত্যুচ্যতে। সত্যং স্বায়ত্তে তথাপি সাধনতঃ ফলতশ্চ মন্দবুদ্ধীনাং দুর্ব্বিবেকরূপে সতি ব্যামিশ্রীভূতে ইব মনুষ্যং তং পুরুষং আ ইতঃ প্রাপ্নুতঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ। অতো হংস ইবাম্ভসঃ পয়স্তৌ শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃপদার্থৌ সম্পরীত্য সম্যক্ পরিগম্য মনসালোচ্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি পৃথক্করোতি ধীরঃ ধীমান্। বিবিচ্য চ শ্রেয়ো হি শ্রেয় এবাভিবৃণীতে প্রেয়সোঽভ্যহিতত্বাৎ। কোঽসৌ ধীরঃ। যস্তু মন্দোঽল্পবুদ্ধিঃ স বিবেকাসামর্থ্যাৎ যোগক্ষেমাদ্যোগক্ষেমনিমিত্তং শরীরাদ্যুপচয়রক্ষণনিমিত্তমিত্যেতৎ প্রেয়ঃ পশুপুত্রাদিলক্ষণং বৃণীতে॥ ২॥

শ্রেয় এবং প্রেয়—এই দুইটিই পুরুষের আয়ত্ত পদার্থ, তথাপি অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রেয় গ্রহণ করে কেন, তাহা বিবৃত হইতেছে।—শ্রেয় ও প্রেয় এই দুইটিই পুরুষের আয়ত্তীভূত হইলেও, ইহারা বিমিশ্র-ভাবে পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হংস যেরূপ পানীয় জলমিশ্রিত দুগ্ধ

হইতে জলীয়াংশ বর্জ্জন করত কেবল ক্ষীরভাগ গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তিরা এই শ্রেয় ও প্রেয় বস্তুর তত্ত্ব মানস দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে অনুশীলন করিয়া প্রেয় হইতে শ্রেয়কে পৃথক্‌ করিয়া থাকেন এবং উভয়ের মধ্যে শ্রেয়ই গ্রহণ করেন। আর মন্দবুদ্ধি লোকেরা যোগ-ক্ষেমের নিমিত্ত—দেহাদির বৃদ্ধি ও রক্ষণের জন্য পশু ও পুত্রাদিরূপ প্রেয়ের অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

স ত্বং প্রিয়ান্‌ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো, যস্যাম্মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩ ॥

স ত্বং পুনঃ পুনর্ম্ময়া প্রলোভ্যমানোঽপি প্রিয়ান্‌ পুত্রাদীন্‌ প্রিয়-রূপাংশ্চাপ্সরঃপ্রভৃতিলক্ষণান্‌ কামানভিধ্যায়ংশ্চিন্তয়ন্‌ তেষাং অনিত্য-ত্বাদিদোষান্‌ হে নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীরতিসৃষ্টবান্‌ পরিত্যক্তবানসি অহো বুদ্ধিমত্তা তব নৈতামবাপ্তবানসি সৃঙ্কাং সৃতিং কুৎসিতাং মূঢ়জনপ্রবৃত্তাং বিত্তময়ীং ধনপ্রায়াম্‌। যস্যাং সৃতৌ মজ্জন্তি সীদন্তি বহবঃ অনেকে মূঢ়া মনুষ্যাঃ ॥ ৩ ॥

হে নচিকেতঃ! তুমি আমা দ্বারা বার বার প্রলোভিত হইয়াও প্রিয় পুত্রাদি এবং প্রিয়রূপ অপ্সরা প্রভৃতির অনিত্যতা ও অসারতাদি দোষ চিন্তা করিয়া তাহাদের প্রতি বাসনা পরিহার করিয়াছ। অতএব তুমিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি! মূঢ় ব্যক্তিরা যেরূপ বিত্তময়ী কুৎসিত বাসনার আশ্রয় গ্রহণ করে, তুমি তদ্রূপ কুৎসিত বাসনার আশ্রয় গ্রহণ কর নাই। বহু মূঢ়গণই এই কুৎসিত বাসনার আশ্রয় লইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী, অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসং মন্যে, ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪ ॥

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীত ইত্যুক্তং, তৎকর্ম্মদ্বয়তো দূরং দূরেণ মহতান্তরেণৈতে বিপরীতেঽন্যোন্যব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকাত্মকত্বাত্তমঃপ্রকাশাবিব। বিষুচি বিষুচ্যৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসারমোক্ষহেতুত্বেনেত্যেতৎ। কে তে ইত্যুচ্যতে। যা চাবিদ্যা প্রেয়োবিষয়াবিদ্যেতি চ শ্রেয়োবিষয়া জ্ঞাতা নির্জ্ঞাতাবগতা পণ্ডিতৈস্তত্র বিদ্যাভীপ্সিনং বিদ্যার্থিনং নচিকেতসং ত্বামহং মন্যে। কস্মাদ্যস্মাদবিদ্বদ্বুদ্ধিপ্রলোভিনঃ কামা অপ্সরঃপ্রভৃতয়ো বহবোঽপি ত্বা ত্বাং নালোলুপন্ত ন বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাদাত্মোপভোগাভিবাঞ্ছাসম্পাদনেন। অতো বিদ্যার্থিনং শ্রেয়োভাজনং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

বিবেকস্বরূপ শ্রেয় ও অবিবেকস্বরূপ প্রেয় অতিশয় বিপরীতভাববিশিষ্ট। তম আর প্রকাশ পদার্থ যেরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ বস্তু, তদ্রূপ শ্রেয় ও প্রেয় পদার্থ বিভিন্ন ফলপ্রদ। তন্মধ্যে প্রেয় সংসারের এবং শ্রেয় মুক্তির হেতু। পরন্তু প্রেয় অবিদ্যাবিষয় এবং শ্রেয় বিদ্যাবিষয়। হে নাচকেতঃ! এই বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে তোমাকে বিদ্যার্থী বলিয়া বিবেচনা করি। কেন না, তুমি বুদ্ধির প্রলোভজনক বাসনা ও অপ্সরা প্রভৃতি বহু বিষয় দ্বারা প্রলুব্ধ হও নাই। অতএব তুমি বিদ্যার্থী বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ, স্বয়ন্ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢা, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ ॥ ৫ ॥

যে তু সংসারভাজনা অবিদ্যায়ামন্তরে মধ্যে ঘনীভূত ইব তমসি বর্ত্তমানা বেষ্ট্যমানাঃ পুত্রপশ্বাদিতৃষ্ণাপাশশতৈঃ স্বয়ং বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতি মন্যমানাস্তে দন্দ্রম্যমাণা অত্যর্থং কুটিলামনেকরূপাং গতিং গচ্ছন্তো জরামরণ-রোগাদিদুঃখৈঃ পরিযন্তি পরিগচ্ছন্তি মূঢ়া অবিবেকিনোঽন্ধেনৈব দৃষ্টিবিহীনেনৈব নীয়মানা বিষমে পথি যথা বহবো অন্ধা মহান্তমনর্থমৃচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

যে সকল সংসারভোগী লোক অবিদ্যামোহে পুত্র ও পশ্বাদিবিষয়ক শত শত পিপাসা দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহারা আপনা আপনাকেই পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করে এবং অতিশয় কুটিলা গতিলাভ করত জরামরণাদিরূপ বহুবিধ দুঃখপরম্পরা দ্বারা আক্রান্ত হয়; যেরূপ অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্য অন্ধ ব্যক্তি গর্ত্ত ও কণ্টকাদিপূর্ণ দুর্গম পথে নিপতিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকথিত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরাও মহৎ অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬ ॥

অতএব মূঢ়ত্বাৎ ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি। সম্পরায়েত ইতি সম্পরায়ঃ পরলোকস্তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ সাম্পরায়ঃ, স চ বালমবিবেকিনং প্রতি ন প্রতিভাতি ন প্রকাশতে নোপতিষ্ঠত ইত্যেতৎ। প্রমাদ্যন্তং প্রমাদং কুর্ব্বন্তং পুত্রপশ্বাদি-প্রয়োজনেষ্বাসক্তমনসং তথা বিত্তমোহেন বিত্তনিমিত্তেনাবিবেকেন মূঢ়ং তমসাচ্ছন্নং সন্তমযমেব লোকো যোঽয়ং দৃশ্যমানস্ত্র্যন্নপানাদিবিশিষ্টো নাস্তি পরোঽদৃষ্টো লোক ইত্যেবং মননশীলো মানী পুনঃ পুনর্জ্জনিত্বা

বশং মদধীনতামাপদ্যতে মে মৃত্যোর্মম জননমরণাদিলক্ষণদুঃখপ্রবন্ধারূঢ় এব ভবতীত্যর্থঃ। প্রায়েণ হ্যেবংবিধ এব লোকঃ॥ ৬॥

যাহারা বালক (অবিবেকী), তাহাদের নিকট পরলোকপ্রাপ্তি-সাধন শাস্ত্রীয় উপদেশ স্থান প্রাপ্ত হয় না। যাহারা এতাদৃশ প্রমাদ-স্বভাব এবং নিরন্তর বিত্তমোহে মুগ্ধ, তাহারা এই দৃশ্যমান অন্নপানাদি-সম্পন্ন লোকেরই অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং পরলোকের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ঈদৃশ মননশীল ব্যক্তি বার বার আমার অধীনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহাদের জন্ম-মরণ সংঘটিত হয়। হে নচিকেতঃ! সংসারে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা অধিক॥৬॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ ৭॥

যস্তু শ্রেয়োঽর্থী সহস্রেষু কশ্চিদেবাত্মবিদ্ভবতি ত্বদ্বিধঃ যস্মাচ্ছ্রবণায়াপি শ্রবণার্থং শ্রোতুমপি যো ন লভ্য আত্মা বহুভিরনেকৈঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবোঽনেকেঽন্যে যমাত্মানং ন বিদ্যুর্ন বিন্দন্ত্যভাগিনোঽসংস্কৃতাত্মানো ন বিজানীয়ুঃ। কিঞ্চাস্য বক্তাপ্যাশ্চর্যোঽদ্ভুতবদেবানেকেষু কশ্চিদেব ভবতি। তথা শ্রুত্বাপ্যস্যাত্মনঃ কুশলো নিপুণ এবানেকেষু লব্ধা কশ্চিদেব ভবতি। যস্মাদাশ্চর্যো জ্ঞাতা কশ্চিদেব কুশলানুশিষ্টঃ কুশলেন নিপুণেনাচার্যেণানুশিষ্টঃ সন্॥ ৭॥

হে নচিকেতঃ! সহস্র ব্যক্তির মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তিকে ত্বৎসদৃশ শ্রেয়োঽর্থী ও আত্মজ্ঞ দৃষ্ট হয় না। কেন না, অনেকেই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে স্পৃহাশীল হয় না। পরন্তু অনেকে শ্রবণ করিলেও যাহারা অসংস্কৃতাত্মা ও মন্দভাগ্য ব্যক্তি, তাহারা আত্মাকে

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং আত্মতত্ত্বনিরূপণের উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ গুরুও অতি দুষ্প্রাপ্য ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে বিচক্ষণ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। কারণ, নিপুণ আচার্য্য কর্তৃক আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপদিষ্ট লোক অতীব বিরল ॥ ৭ ॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ, সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

কস্মাৎ হি নরেণ মনুষ্যেনাবরেণ প্রোক্তোঽবরেণ হীনেন প্রকৃত-বুদ্ধিনেত্যেতদুক্ত এষ আত্মা, যং ত্বং মাং পৃচ্ছসি। ন হি সুষ্ঠু সম্যগ্-বিজ্ঞেয়ো বিজ্ঞাতুং শক্যো যস্মাদ্বহুধা অস্তি নাস্তি কর্ত্তাঽকর্ত্তা শুদ্ধোঽশুদ্ধ ইত্যাদ্যনেকধা চিন্ত্যমানো বাদিভিঃ। কথং পুনঃ সুবিজ্ঞেয় ইত্যুচ্যতে। অনন্যপ্রোক্তেঽনন্যেনাপৃথগ্দর্শিনাচার্য্যেণ প্রতি-পাদ্য ব্রহ্মাত্মভূতেন প্রোক্তে উক্তে আত্মনি গতিরনেকধা অস্তি নাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা গতিরত্রাস্মিন্নাত্মনি নাস্তি ন বিদ্যতে সর্ব্ব-বিকল্পগতিপ্রত্যস্তমিতত্বাদাত্মনঃ। অথবা স্বাত্মভূতেঽনন্যস্মিন্নাত্মনি প্রোক্তে অনন্যপ্রোক্তে গতিঃ অত্রান্যাবগতির্নাস্তি জ্ঞেয়-স্যান্যস্যাভাবাৎ। জ্ঞানস্য হ্যেষা পরা নিষ্ঠা যদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্। অতোঽবগন্তব্যাভাবাৎ ন গতিরত্র অবশিষ্যতে। সংসারগতির্ব্বাত্র নাস্ত্যনন্য আত্মনি প্রোক্তে নান্তরীয়কত্বাত্তদ্বিজ্ঞানফলস্য মোক্ষস্য। অথবা প্রোচ্যমানব্রহ্মাত্মভূতেনাচার্য্যেণ প্রোক্তে আত্মন্যগতিঃ অনব-বোধোঽপরিজ্ঞানমত্র নাস্তি ভবত্যেবাবগতিস্তদ্বিষয়া শ্রোতুস্তদস্ম্যহ-মিত্যাচার্য্যস্যেবেত্যর্থঃ। এবং সুবিজ্ঞেয় আত্মা আগমবতাচার্য্যেণা-নন্যতয়া প্রোক্তঃ। ইতরথা হ্যণীয়ানণুপ্রমাণাদপি সম্পদ্যতে আত্মা।

অতর্ক্যম তর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ। তর্ক্যমাণেঽণু-পরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততো হ্যণুতরমন্যোণুভ্যূহতি ততোঽপ্যন্যোঽণুতমমিতি ন হি কুতর্কস্য নিষ্ঠা ক্বচিদ্বিদ্যতে ॥ ৮ ॥

হে নচিকেতঃ! কেহ বলেন, আত্মা কর্ত্তৃত্বশালী, কাহারও মতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই, কেহ বা বলেন, আত্মা শুদ্ধ, আবার কেহ কহেন অশুদ্ধ। আত্মা সম্বন্ধে বাদিগণ এইরূপ বহুলবাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। অতএব কোন হীনতব ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়া কেহই তাহা সম্যক্‌প্রকারে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী ও আত্মজ্ঞ এই আত্মবিষয়ে সম্যক্ উপদেশ অর্পণ করেন, তবে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত কোন প্রকার বিকল্পই থাকে না। ফল কথা, আত্মা অণুপ্রমাণ, সুতরাং অতর্ক্য পদার্থ ॥ ৮ ॥

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া, প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি, ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯ ॥

অতোঽনন্যপ্রোক্তে আত্মন্যুপপন্না যেয়মাগমপ্রতিপাদ্যাত্মমতির্নৈষা তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণাপনেয়া ন প্রাপণীয়েত্যর্থঃ। নাপনেতব্যা বা ন হাতব্যা। তার্কিকো হ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কথয়তি। অতএব চ যেয়মাগমপ্রভূতা মতিরন্যেনৈবাগমাভিজ্ঞেনা-চার্য্যেণৈব তার্কিকাৎ প্রোক্তা সতী সুজ্ঞানায় ভবতি হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তম! কা পুনঃ সা তর্কাগম্যা মতিরিত্যুচ্যতে। যাং ত্বং মতিং মদ্বরপ্রদানেনাপঃ প্রাপ্তবানসি। সত্যাঽবিতথবিষয়া ধৃতির্যস্য তব স ত্বং সত্যধৃতির্বতা-সীত্যনুকম্পয়ন্নাহ — মৃত্যুর্নচিকেতসম্। বক্ষ্যমাণবিজ্ঞানস্তুতয়ে।

ত্বাদৃক্ ত্বত্তুল্যো নোঽস্মভ্যং ভূয়াৎ ভবতাত্তবত্তস্তঃ পুত্রঃ শিষ্যো বা প্রষ্টা। কীদৃগ্‌,যাদৃক্ ত্বং হে নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯ ॥

হে প্রিয়তম নচিকেতঃ! সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বদর্শী আচার্য্যের সমীপে উপদিষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে বুদ্ধি দৃঢ়ীকৃত হয়, তাহা তর্কের দ্বারা অপনীত হইবার নহে। অতএব শাস্ত্রাভিজ্ঞ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও শাস্ত্রপ্রভূত বুদ্ধিই সম্যক্ জ্ঞানসাধিকা হয়। তর্কের অগম্যা বুদ্ধি কাহার নাম, তাহা এই প্রশ্নে বিবৃত হইতেছে।—হে নচিকেতঃ! তুমি আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বর দ্বারা যে বুদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহাকে তর্কাগম্যা বুদ্ধি কহে। হে নচিকেতঃ! তুমি সত্য বিষয় অবধারণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছ, ত্বৎসদৃশ তত্ত্ব-প্রষ্টা ব্যক্তি দ্বিতীয় আর নাই ॥ ৯ ॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং,
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃপ্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥ ১০ ॥

পুনরপি তুষ্ট আহ। জানাম্যহং, শেবধির্নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণো নিধিরিব প্রার্থ্যত ইতি। অসাবনিত্যমনিত্য ইতি জানামি। ন হি যস্মাদনিত্যৈরধ্রুবৈর্নিত্যং ধ্রুবং তৎ প্রাপ্যতে। পরমাত্মাখ্যঃ শেবধিঃ যস্ত্বনিত্যসুখাত্মকঃ শেবধিঃ স এবানিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্যতে। হি যতস্ততস্তস্মান্ময়া জানতাপি নিত্যমনিত্যসাধনৈর্ন প্রাপ্যতে ইতি। নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোঽগ্নি-নির্বর্ত্তিত ইত্যর্থঃ। তেনাহমধিকারাপন্নো নিত্যং যাম্যং স্থানং স্বর্গাখ্যং নিত্যমাপেক্ষিকং প্রাপ্তবানস্মি ॥ ১০ ॥

এই বলিয়া যম প্রীত হইয়া পুনরায় কহিলেন, হে নচিকেতঃ! কর্ম্মফলরূপ নিধি যে অনিত্য, তাহা আমি বিদিত আছি এবং অনিত্য পুত্র ও পশ্বাদি দ্বারা যে সেই নিত্য পদার্থ (আত্মা) লাভ করা যায় না, তাহাও বিদিত আছি। তথাপি আমি অনিত্য পদার্থ পশ্বাদি দ্বারা স্বর্গসুখসাধনভূত নাচিকেতনামক অগ্নিসঞ্চয়ন করিয়া আপেক্ষিক নিত্য এই যাম্য পদ লাভ করিয়াছি॥ ১০॥

কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং,
ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং,
দৃষ্ট্যা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ১১॥

ত্বং তু কামস্যাপ্তিং অত্রৈব ইহৈব সর্ব্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ জগতঃ সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদেঃ প্রতিষ্ঠামাশ্রয়ং সর্ব্বাত্মকত্বাৎ ক্রতোঃ ফলং হৈরণ্যগর্ভং পদং অনন্তং আনন্ত্যম্। অভয়স্য চ পারং পরাং নিষ্ঠাম্। স্তোমং স্তুত্যং মহদণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাদ্যনেকগুণসংহতং স্তোমঞ্চ তন্মহচ্চ নিরতিশয়ত্বাৎ স্তোমমহৎ। উরুগায়ং বিস্তীর্ণাং গতিম্। প্রতিষ্ঠাং স্থিতমাত্মনঃ অনুত্তমামপি দৃষ্ট্যা ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ ধীরো ধীমান্ সন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ পরমেবাকাঙ্ক্ষন্নতিসৃষ্টবানসি সর্ব্বমেতৎ সংসার-ভোগজাতম্। অহো বতানুত্তমগুণোঽসি॥ ১১॥

হে নচিকেতঃ! তুমি আত্মতত্ত্বকেই উত্তম বিষয় জানিয়া ধৈর্য্য-ধারণ করত জাগতিক কামনার শেষ-স্থানস্বরূপ, সর্ব্বাশ্রয়, যজ্ঞের ফলস্বরূপ, অনন্ত, অভয়, স্তবনীয়, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এক বিস্তীর্ণ হিরণ্যগর্ভ পদের কামনা বিসর্জ্জন করিয়াছ। অতএব তুমিই উত্তম গুণশালী ব্যক্তি॥ ১১॥

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢমনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥১২॥

যং ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছস্যাত্মানং তং দুর্দ্দর্শং দুঃখেন দর্শনমস্যেতি দুর্দ্দর্শং অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তম্। গূঢ়ং গহনম্। অনুপ্রবিষ্টং প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ। গুহাহিতং গুহায়াং বুদ্ধৌ স্থিতং তত্রোপলভ্যমানত্বাৎ। গহ্বরেষ্ঠং গহ্বরে বিষমেঽনেকার্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠম্। যত এবং গূঢমনুপ্রবিষ্টো গুহাহিতশ্চ অতো গহ্বরেষ্ঠঃ অতো দুর্দ্দর্শঃ। তং পুরাণং পুরাতনং অধ্যাত্মযোগাধিগমেন বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতস আত্মনি সমাধানমধ্যাত্মযোগস্তস্যাধিগমস্তেন মত্বা দেবমাত্মানং ধীরো হর্ষশোকাবাত্মন উৎকর্ষাপকর্ষয়োরভাবাজ্জহাতি ॥ ১২ ॥

হে নচিকেতঃ! এই আত্মা পদার্থ অতি সূক্ষ্ম হেতু অত্যন্ত দুর্দ্দর্শ এবং গহন। প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান দ্বারা ইঁহাকে জানিতে পারা যায় না। এই আত্মপদার্থ বুদ্ধিরূপ গুহাতে উপলব্ধ হইয়া থাকেন, ইঁহাকে বিদিত হইতে পারিলে বহু অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগের শিক্ষা দ্বারা বিদিত হইতে পারেন, তিনি হর্ষ ও শোকাদি অতিক্রম করিয়া থাকেন॥ ১২ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ, প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা, বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে॥ ১৩ ॥

কিঞ্চৈতদাত্মতত্ত্বং যদহং বক্ষ্যামি তচ্ছ্রুত্বাচার্য্যসকাশাৎ সম্পরিগৃহ্য সম্যগাত্মভাবেন পরিগৃহ্য উপাদায় মর্ত্ত্যো মরণধর্ম্মা ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যং, প্রবৃহ্যোদ্যম্য পৃথক্কৃত্য শরীরাদেঃ অণুং সূক্ষ্মং এতমাত্মানমাপ্য প্রাপ্য

স মর্ত্ত্যো বিদ্বান্মোদতে, মোদনীয়ং হি হর্ষণীয়মাত্মানং হি লব্ধা, তদেতদেবংবিধং ব্রহ্ম সদ্ম ভবনং নচিকেতসং ত্বাং প্রত্যপ্রাবৃতদ্বারং বিবৃতমভিমুখীভূতং মন্যে মোক্ষার্হং ত্বাং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হে নচিকেতঃ! আমি ত্বৎসকাশে যে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব, এই পরম ধর্ম্মস্বরূপ আত্মতত্ত্ব আচার্য্যসকাশে সম্যক্ শ্রবণ করিয়া মনুষ্য এই সূক্ষ্ম আত্মাকে শরীরাদি হইতে পৃথক্‌রূপে বোধ কবত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সুধী এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তিনি পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। হে নচিকেতঃ! ঈদৃশ আত্ম-ধাম তোমার জন্য উন্মুক্তদ্বার রহিয়াছে, ইহাই আমার অনুমান ॥ ১৩ ॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্ বদ ॥ ১৪ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা নচিকেতাঃ পুনরাহ। যদ্যহং যোগ্যঃ প্রসন্নশ্চাসি ভগবন্মাং প্রত্যন্যত্র ধর্ম্মাচ্ছাস্ত্রীয়াদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানাত্তৎফলাত্তৎকারকেভ্যশ্চ পৃথগ্‌ভূতমিত্যর্থঃ। তথাঽন্যত্রাধর্ম্মাত্তথাঽন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। কৃতং কার্য্যমকৃতং কারণমস্মাদন্যত্র। কিঞ্চান্যত্র ভূতাচ্চাতিক্রান্তাৎ কালাদ্ভব্যাচ্চ যত্তদ্ভবিষ্যতশ্চ। তথা বর্ত্তমানাৎ কালত্রয়েণ যন্ন পরিচ্ছিদ্যত ইত্যর্থঃ। যদীদৃশং বস্তু সর্ব্বব্যবহারগোচরাতীতঃ তৎ পশ্যসি জানাসি তদ্ বদ মহ্যম্ ॥ ১৪ ॥

যমের এই কথা শুনিয়া নচিকেতা পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মৃত্যো! আপনি আমাকে যদি আত্মতত্ত্ব-গ্রহণের যোগ্য জ্ঞান করেন এবং আপনি যদি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে বক্ষ্যমাণ আত্মতত্ত্ব আমার নিকট বলুন।—যে দ্রব্য শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল

এবং ধর্ম্মানুষ্ঠাতা হইতে পৃথক্, যে দ্রব্য অধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত, যে দ্রব্য কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং যে দ্রব্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের অতীত, সেই ব্রহ্ম বস্তু আমাকে বলুন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥১৫॥

ইত্যেবং পৃষ্টবতে মৃত্যুরুবাচ, পৃষ্টং বস্তু বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্। সর্ব্বে বেদা যৎপদং পদনীয়মবিভাগেনামনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি যৎপ্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং গুরু-কুলবাসলক্ষণমন্যদ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থঞ্চরন্তি তত্তে তুভ্যং পদং যজ্‌জ্ঞাতু-মিচ্ছসি সংগ্রহেণ সঙ্ক্ষেপতো ব্রবীমি ওম্ ইত্যেতৎ তদেতৎ পদং যদ্-বুভুৎসিতঞ্চ বা। যদেতদোমিত্যোংশব্দবাচ্যমোংশব্দ-প্রতীকঞ্চ। ১৫ ॥

নচিকেতা এই প্রশ্ন করিলে যম কহিলেন, নিখিল বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে লাভার্থে সমস্ত প্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভের জন্য গুরু-সদনে অবস্থিতিরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদ আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এই ব্রহ্ম ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পদার্থ ॥১৫॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬ ॥

অত এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্মাপরমেতদ্ধ্যেবাক্ষরঞ্চ পরং তয়োর্হি প্রতীকমেতদক্ষরমেতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বোপাস্য ব্রহ্মেতি যো যদিচ্ছতি পরমপরং বা তস্য তদ্ভবতি। পরঞ্চেৎ জ্ঞাতব্যমপরঞ্চেৎ প্রাপ্তব্যম্ ॥১৬॥

এই ওঙ্কারই অপর ব্রহ্মস্বরূপ, এই ওঙ্কারাত্মক অক্ষরই পরব্রহ্ম-স্বরূপ। এই ওঙ্কারস্বরূপ অক্ষরের আরাধনা করিয়া যিনি যাহা বাসনা করেন অর্থাৎ পর-ব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন, তিনি তাহাই লাভ করিাত সমর্থ হন ॥ ১৬ ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥

যত এবং অত এবৈতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্। অত এতদালম্বনং পরমপরঞ্চ। পরাপরব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ। অত এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্য-পরস্মিংশ্চ ব্রহ্মভূতে ব্রহ্মবদুপাস্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

এই ওঙ্কারাক্ষরই ব্রহ্ম-লাভের অন্যান্য আলম্বনের মধ্যে প্রধান। ইহার তুল্য অন্য শ্রেষ্ঠ আলম্বন নাই। এই ওঙ্কারস্বরূপ আলম্বনকে বিদিত হইলে মানব ব্রহ্মধামে অর্চ্চিত হয় ॥ ১৭ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ ॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যাদিনা পৃষ্টস্যাত্মনোঽশেষবিশেষরহিতস্যালম্বনত্বেন প্রতীকত্বেন বা ওঙ্কারো নির্দ্দিষ্টঃ। অপরস্য চ ব্রহ্মণো মধ্যমধাম-প্রতিপত্তৄন্ প্রতি। তথেদানীং অস্যোঙ্কারালম্বনস্যাত্মনঃ সাক্ষাৎ স্বরূপনির্দ্দিধারয়িষয়েদমুচ্যতে। ন জায়তে নোৎপদ্যতে ম্রিয়তে বা ন ম্রিয়তে চোৎপত্তিমতো বস্তুনোঽনিত্যস্যানেকবিক্রিয়াস্তাসামাদ্যন্তে জন্মবিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহাত্মনি প্রতিষিধ্যেতে প্রথমং সর্ব্ববিক্রিয়া-প্রতিষেধার্থং ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি। বিপশ্চিন্মেধাবী সর্ব্বজ্ঞঃ

অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবাৎ। কিঞ্চ, নায়মাত্মা কুতশ্চিৎ কারণান্তরাদ্‌বভূব। অস্মাচ্চাত্মনো ন বভূব কশ্চিদর্থান্তরভূতঃ। অতোঽয়মাত্মাঽজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽপক্ষয়বিবর্জ্জিতঃ। যো হ্যশাশ্বতঃ সোঽপক্ষীয়তে। অয়ন্তু শাশ্বতোঽতএব পুরাণঃ পুরাপি নব এবেতি। যো হ্যবয়বোপচয়দ্বারেনাভিনির্বর্ত্ত্যতে, স ইদানীং নবো যথা কুম্ভাদিস্তদ্‌বিপরীতস্ত্বাত্মা পুরাণো বৃদ্ধিবিবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ। যত এবমতো ন হন্যতে ন হিংস্যতে হন্যমানে শস্ত্রাদিভিঃ শরীরে। তৎস্থোঽপ্যাকাশবদেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

এই অপরিলুপ্ত চৈতন্যস্বভাব আত্মার উৎপত্তি বা ক্ষয় নাই। ইনি কোন কারণান্তর-সহায়ে সত্তাশালী নহেন এবং এই আত্মা হইতে অপর কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। সুতরাং এই আত্মাকে অজ, নিত্য, শাশ্বত (অপক্ষয়রহিত) এবং পুরাণ কহে। যে দ্রব্য অবয়বের উপচয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই বর্ত্তমান কালে 'নব' কহে, যেমন ঘটাদি, কিন্তু আত্মা সেরূপ নহে। আত্মা বৃদ্ধিরহিত বস্তু। পরন্তু, আত্মা যখন সর্ব্ববিধ বিকারবিহীন বস্তু, সুতরাং তখন শস্ত্রাদি দ্বারা এই দেহ আহত হইলেও আত্মা আহত হন না ॥ ১৮ ॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং, হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো, নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

এবম্ভূতমপ্যাত্মানং শরীরমাত্রাত্মদৃষ্টির্হন্তা চেদ্‌যদি মন্যতে চিন্তয়তি হন্তুং হনিষ্যাম্যেনমিতি, যোঽপ্যন্যো হতঃ সোঽপি চেন্মন্যতে হতমাত্মানং হতোঽহমিত্যুভাবপি তৌ ন বিজানীতঃ আত্মানং, যতো নায়ং হন্তি অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনস্তথা ন হন্যতে আকাশবদেবাবিক্রিয়ত্বাদেব,

অতোঽনাত্মজ্ঞবিষয এব ধর্ম্মাঽধর্ম্মাদিলক্ষণঃ সংসারো ন ব্রহ্মজ্ঞস্য শ্রুতিপ্রামাণ্যান্ন্যায়াচ্চ ধর্ম্মাঽধর্ম্মাদ্যনুপপত্তেঃ ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি দেহকেই আত্মা বোধ করে, সে 'আমি আত্মাকে হত করিব', এইরূপ মনে করে এবং অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক হত হইয়া "আত্মাই হত হইয়াছে", এইরূপ জ্ঞান করে, প্রকৃত পক্ষে এতাদৃশ উভয় ব্যক্তিই স্বীয় আত্মাকে জানে না। কেন না, আত্মা অবিক্রিয় বস্তু, অতএব ইনি কাহাকেও বিনাশ করেন না বা কাহার দ্বারা বিনষ্টও হন না ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো, ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

কথং পুনরাত্মানং জানাতীত্যুচ্যতে। অণোঃ সূক্ষ্মাদণীয়ান্ শ্যামাকাদেঃ অণুতরঃ। মহতো মহৎপরিমাণান্মহীয়ান্মহত্তরঃ পৃথিব্যাদেরণু মহদ্বা যদস্তি লোকে বস্তু তত্তেনৈবাত্মনা নিত্যেনাত্মবৎ সম্ভবতি। তদাত্মনা বিনির্ম্মুক্তমসৎ সম্পদ্যতে। তস্মাদসাবেবাত্মা অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্ সর্ব্বনামরূপবস্তূপাধিকত্বাৎ। স চাত্মাস্য জন্তোর্ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য প্রাণিজাতস্য গুহায়াং হৃদয়ে নিহিত আত্মভূতঃ স্থিতঃ ইত্যর্থঃ। তমাত্মানং দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানলিঙ্গং অক্রতুরকামো দৃষ্টাদৃষ্টবাহ্যবিষয়োপরতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। যদা চৈবং তদা মন আদিনী করণানি ধাতবঃ শরীরস্য ধারণাৎ প্রসীদন্তীতি। তেষাং ধাতূনাং প্রসাদাদাত্মনো মহিমানং কর্ম্মনিমিত্তবৃদ্ধিক্ষয়রহিতং পশ্যতি বীতশোকঃ। ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনোঽয়মহমস্মীতি

সাক্ষাদ্‌বিজানাতি। ততো বিগতশোকো ভবতি। অন্যথা দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা কামিভিঃ প্রাকৃতৈঃ পুরুষৈঃ ॥ ২০ ॥

আত্মাকে কিরূপে জানিবে, তাহা বলিতেছেন,—এই আত্মা শ্যামাকাদি অতিসূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও সূক্ষ্মতর, আবার মহৎপরিমাণ পদার্থ হইতেও মহত্তর। এই আত্মা ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জীবের হৃদয়রূপ গুহাতে অবস্থিত। যে ব্যক্তি কামনাশূন্য অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে উপরতবুদ্ধি, তিনি মন প্রভৃতির প্রসন্নতা হইলে আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন অর্থাৎ আত্মা যে বৃদ্ধি-ক্ষয়াদি-রহিত, তাহা জানিতে পারেন এবং এইরূপে জানিতে পারিয়া শোকমোহাদি-বর্জ্জিত হন ॥ ২০ ॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১ ॥

যস্মাদাসীনোঽবস্থিতোঽচল এব সন্ দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। এবমসাবাত্মা দেবো মহাঽমদঃ সমদোঽমদশ্চ সহর্ষোঽহর্ষশ্চ বিরুদ্ধধর্ম্মবানতোঽশক্যত্বাজজ্ঞাতুং কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি। অস্মদাদেরেব সূক্ষ্মবুদ্ধেঃ পণ্ডিতস্য সুবিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা স্থিতিগতিনিত্যাদিবিরুদ্ধানেকবিধধর্ম্মোপাধিকত্বাদ্‌বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাদ্‌বিশ্বরূপ ইব চিন্তামণিবদবভাসত ইতি দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি। কস্তং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতীতি। করণানামুপশমঃ শয়নং করণজনিতস্যৈকদেশ-বিজ্ঞানস্যোপশমঃ শয়ানস্য ভবতি। যদা চৈবং কেবলসামান্যবিজ্ঞানত্বাৎ সর্ব্বতো যাতীব যদা বিশেষবিজ্ঞানস্থঃ স্বেন রূপেণ স্থিত এব সন্মন আদিগতিষু তদুপাধিকত্বাদ্দূরং ব্রজতীব। স চেহৈব বর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

আত্মা স্বয়ং অচল বস্তু হইয়াও মন প্রভৃতির দূরগতিবশতঃ গতিশীল বলিয়া অবভাসিত হয়েন, আবার আত্মা যখন শয়ান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণ হইতে উপশান্ত হয়েন, তখন সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকেন। এই আত্মা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্ট—ইনি হৃষ্ট, আবার হর্ষশূন্য; সুতরাং এতাদৃশ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মাকে মাদৃশ লোক ব্যতীত অন্য কোন্ অজ্ঞ ব্যক্তি জানিতে পারিবে? সূক্ষ্মবুদ্ধি সুধী আমাদেরই এই আত্মা সুবিজ্ঞেয়, অন্যের নহে॥ ২১ ॥

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২২ ॥

তদ্বিজ্ঞানশ্চ শোকাত্যয় ইত্যভিদর্শয়তি। অশরীরঃ স্বেন রূপেণাকাশকল্প আত্মা তমশরীরং শরীরেষু দেবপিতৃমনুষ্যাদি-শরীরেষ্বনবস্থেষ্বনিত্যেষ্ববস্থিতি-রহিতেষ্ববস্থিতং নিত্যমবিকৃতমিত্যেতৎ। মহান্তং মহত্ত্বস্যাপেক্ষিকত্বশঙ্কায়ামাহ বিভুং ব্যাপিনমাত্মানম্। আত্ম-গ্রহণং স্বতোঽনন্যত্বপ্রদর্শনার্থম্। আত্মশব্দঃ প্রত্যগাত্মবিষয় এব মুখ্যস্তমীদৃশমাত্মানং মত্বা অয়মহমিতি ধীরো ধীমান্ ন শোচতি ন হ্যেবংবিধস্যাত্মবিদঃ শোকোপপত্তিঃ॥ ২২ ॥

আত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, ইহাই বলা যাইতেছে।—এই আত্মা অশরীর, ইনি গগনবৎ সর্ব্বব্যাপক অথচ অনিত্য—এই আত্মা দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদি দেহে অবিকৃতরূপে বাস করিতেছেন, ইনি মহৎ বস্তু এবং পরিব্যাপক। যে মনুষ্য এই আত্মাকে "অয়মহং" অর্থাৎ আমি এই আত্মস্বরূপ, এইরূপ বিদিত হন, সেই মতিমান্ ব্যক্তি শোকাদি দ্বারা অভিভূত হন না॥ ২২ ॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ২৩ ॥

যদ্যপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা, তথাপ্যুপায়েন সুবিজ্ঞেয় এবেত্যাহ। নায়মাত্মা প্রবচনেনানেকবেদস্বীকরণেন লভ্যো জ্ঞেয়ঃ, নাপি মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা, ন বহুনা শ্রুতেন কেবলেন। কেন তর্হি লভ্য ইত্যুচ্যতে। যমেব স্বয়মাত্মানমেষ সাধকো বৃণুতে প্রার্থয়তে, তেনৈবাত্মনা বরিত্রা স্বয়মাত্মা লভ্যো জ্ঞায়ত ইত্যেতন্নিষ্কামশ্চাত্মানমেব প্রার্থয়তে। আত্মনৈবাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ। কথং লভ্যত ইত্যুচতে। তৎস্বাত্মকামস্যৈষ আত্মা বৃণুতে প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং স্বাং তনূং স্বকীয়ং যাথ্যাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

আত্মা যদিও দুর্ব্বিজ্ঞেয় পদার্থ, তথাপি সম্যক্ উপায় দ্বারা সুজ্ঞেয় হন, ইহা প্রদর্শনার্থ এই মন্ত্রটির অবতারণা করিতেছেন,—এই আত্মা বহু বেদাধ্যয়ন দ্বারা অপ্রাপ্য। মেধা (ধারণাশক্তি) দ্বারাও জ্ঞেয় নহেন, এবং বহু বেদশ্রবণ দ্বারাও পরিজ্ঞেয় হন না, কিন্তু সাধক যে আত্মাকে বাসনা করেন, সেই আত্মদ্বারাই এই আত্মা জ্ঞেয় হয়েন। কিরূপে আত্মা প্রাপ্য হয়েন, তাহা বলিতেছেন,—যাঁহারা আত্মকামী (আত্মসাক্ষাৎকারার্থী) তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আত্মা স্বীয় যথার্থ দেহ অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥ ২৩ ॥

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চান্যৎ। দুশ্চরিতাৎ প্রতিষিদ্ধাচ্ছ্রুতিস্মৃত্যবিহিতাৎ। পাপকর্ম্মণো নাবিরতোঽনুপরতঃ। নাপীন্দ্রিয়লৌল্যাদশান্ত উপরতঃ।

নাপ্যসমাহিতো নৈকাগ্রমনা বিক্ষিপ্তচিত্তঃ সমাহিতচিত্তোঽপি সন্ সমাধানফলার্থিত্বাৎ। নাপ্যশান্তমানসো ব্যাপৃতচিত্তো বাত্মানং প্রাপ্নুয়াৎ, কেন প্রাপ্নুয়াদিত্যুচ্যতে। প্রজ্ঞানেন ব্রহ্মবিজ্ঞানেন। এনং প্রকৃতমাত্মানমাপ্নুয়াৎ। যস্তু দুশ্চরিতাদ্‌বিরত ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ সমাধানফলাদপ্যুপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন যথোক্তমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ২৪॥

পরন্তু যাহারা পাপকর্ম্মাসক্ত, যাহারা ইন্দ্রিয়ের চাপল্য-নিবন্ধন নিয়ত অশান্ত, যাহারা অসমাহিতমনাঃ অর্থাৎ বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং যাহারা নিরন্তর বিষয়ব্যাপৃতমনাঃ, তাহারা আত্মলাভে সমর্থ নহে। যাঁহারা পাপকর্ম্ম হইতে বিরত, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-বিহীন, সমাহিতমনাঃ এবং উপশান্তচিত্ত, তাঁহারা সাধু আচার্য্য প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে আত্মলাভ করিতে সমর্থ হন॥ ২৪॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ২৫॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়া বল্লী॥ ২॥

যস্যমেবম্ভূতো যস্যাত্মনো ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্মক্ষত্রে সর্ব্বধর্ম্মবিধারকেঽপি সর্ব্বপ্রাণভূতে উভে ওদনং অশনং ভবতঃ স্যাতাম্। সর্ব্বহরোঽপি মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমেবৌদনস্যাশনত্বেঽপ্যপর্য্যাপ্তস্তং প্রাকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ ক ইত্থা ইত্থমেবং যথোক্তং সাধনবানিবেত্যর্থঃ বেদ বিজানাতি যত্র স আত্মেতি॥ ২৫॥

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়বল্লী-ভাষ্যম্॥

হিরণ্যগর্ভ এবং প্রকৃতি যাঁহার অন্নস্বরূপ, সর্ব্বসংহারক মৃত্যু যাঁহার অন্নের উপসেচন (ঘৃতস্থানীয়), সেই আত্মাকে যথোক্তসাধনরহিত প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারিবে? বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপ সাধনবিশিষ্ট লোকেরই পরিজ্ঞেয় ॥ ২৫ ॥

কাঠকোপনিষদের দ্বিতীয়া বল্লীর অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়া বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ১॥

ঋতম্পিবন্তাবিত্যস্যা বল্ল্যাঃ সম্বন্ধো বিদ্যাবিদ্যে নানাবিরুদ্ধফলে ইত্যুপন্যস্তে ন তু সফলে তে যথা নির্ণীতে। তন্নির্ণয়ার্থা রথরূপক-কল্পনা, তথা চ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যম্। এবঞ্চ প্রাপ্তৃপ্রাপ্যগন্তৃগন্তব্য-বিবেকার্থং রথরূপকদ্বারা দ্বাবাত্মানাবুপন্যস্যেতে ঋতমিতি। ঋতং সত্যমবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং পিবন্তৌ। একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্ক্তে নেতরস্তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তাবিত্যুচ্যতে। ছত্রিন্যায়েন সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ঋতমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। লোকেঽস্মিঞ্ছরীরে। গুহাং গুহায়াং বুদ্ধৌ প্রবিষ্টৌ। পরমে বাহ্যপুরুষাকাশ-সংস্থানাপেক্ষয়া পরমম্। পরার্দ্ধে পরস্য চ ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্ হি পরব্রহ্মোপলক্ষ্যতে। তস্মিন্ পরমে পরার্দ্ধে হার্দ্দাকাশে প্রবিষ্টাবিত্যর্থঃ। তৌ চ ছায়াতপাবিব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন ব্রহ্মবিদো বদন্তি কথয়ন্তি। ন কেবলমকর্ম্মিণ এবং বদন্তি। পঞ্চাগ্নয়ো গৃহস্থাঃ। যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ত্রিঃকৃত্বো নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যৈস্তে ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ১॥

অধ্যাত্মবিদ্যা সহজে বুঝিবার জন্য রথরূপের কল্পনা করিয়া দুইটি আত্মার বিষয় উপন্যস্ত করিতেছেন।—জীব ও পরমাত্মা উভয়ই স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করেন, তন্মধ্যে জীব সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ম্মফলের ভোক্তা

আর যিনি পরমাত্মা, তিনি স্বয়ং ভোগ না করিয়াও জীবের সম্বন্ধ-নিবন্ধন ভোক্তৃবৎ ব্যবহৃত হয়েন। ইঁহারা গুহারূপ বুদ্ধিতে উপলক্ষ্যমাণ হন। এই জীব ও পরমাত্মা হৃদয়গগনে প্রবিষ্ট আছেন। ছায়া ও আতপ যেরূপ বিলক্ষণ বস্তু, তদ্রূপ জীব ও পরমাত্মা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসম্পন্ন অর্থাৎ জীব সংসারী এবং পরমাত্মা অসংসারী, ইহা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহেন। পরন্তু কেবলমাত্র অকর্ম্মী ব্রহ্মজ্ঞগণই যে বলেন, তাহা নহে; যাঁহারা পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ গৃহস্থ, যাঁহারা বারত্রয় পর্য্যন্ত নাচিকেতনামক অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও ঐরূপ মত প্রকাশ করেন॥ ১॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম তৎপরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি॥ ২॥

যঃ সেতুঃ সেতুরিব সেতুরীজানানাং যজমানানাং কর্ম্মিণাং দুঃখ-সন্তরণার্থত্বান্নাচিকেতং নাচিকেতোঽগ্নিস্তং বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ শকেমহি শক্নুবন্তঃ। কিঞ্চ যচ্চাভয়ং ভয়শূন্যং সংসারস্য পারং তিতীর্ষতাং তর্ত্তুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং যৎপরমাশ্রয়মক্ষরমাত্মাখ্যং ব্রহ্ম তচ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি পরাপরে ব্রহ্মণী কর্ম্মিব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যে ইতি বাক্যার্থঃ। এতয়োরেব হ্যপন্যাসঃ কৃতঃ। ঋতম্পিবন্তাবিতি॥ ২॥

যে নাচিকেত-নামক অগ্নি কর্ম্মী যজমানদিগের সম্বন্ধে দুঃখ-সন্তরণের সেতুস্বরূপ, আমরা সেই নাচিকেত-নামক অগ্নিকে জানিতে এবং চয়ন করিতে যেন সমর্থ হই। পরন্তু যে পদার্থ ভয়শূন্য, যাহা সংসার-উত্তরণেচ্ছু ব্রহ্মজ্ঞগণের আশ্রয়স্বরূপ, আমরা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যেন বিদিত হইতে পারি॥ ২॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥

তত্র য উপাধিকৃতসংসারী বিদ্যাবিদ্যয়োরধিকৃতো মোক্ষগমনায় সংসারগমনায় চ তস্য তদুভয়গমনে সাধনো রথঃ কল্প্যত ইত্যাহ। তত্রাত্মানমৃতপং সংসারিণং রথিনং রথস্বামিনং বিদ্ধি বিজানীহি। শরীরং রথং এব তু রথবদ্ধহয়স্থানীয়ৈরিন্দ্রিয়ৈরাকৃষ্যমাণত্বাচ্ছরীরস্য। বুদ্ধিং তু অধ্যবসায়লক্ষণাং সারথিং বিদ্ধি বুদ্ধিনেতৃপ্রধানত্বাচ্ছরীরস্য। সারথিনেতৃপ্রধান ইব রথঃ। সর্ব্বং হি দেহগতং কার্য্যং বুদ্ধিকর্ত্তব্যমেব প্রায়েণ। মনঃসঙ্কল্পবিকল্পাদিলক্ষণং প্রগ্রহমেব চ রশনামেব বিদ্ধি; মনসা হি প্রগৃহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্ত্তন্তে রশনযেবাশ্বাঃ ॥ ৩ ॥

অধুনা রথ কল্পনা করিতেছেন,—যিনি সংসারী আত্মা অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভোক্তা, সেই জীবই রথ-স্বামী এবং দেহকে রথ বলিয়া জানিবে; কেন না, রথ যেমন অশ্বদ্বারা আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এই দেহও অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছে। অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ জানিবে। কেন না, এই দেহের সম্বন্ধে বুদ্ধিই প্রধান নেত্রী। আর সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে প্রগ্রহ-(রজ্জু) স্থানীয় জানিবে। যেহেতু, অশ্বগণ যদ্রূপ রজ্জু দ্বারা নিগৃহীত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ মনের দ্বারা গৃহীত হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি হয়ানাহুঃ রথকল্পনাকুশলাঃ শরীররথাকর্ষণ-সামান্যাৎ। তেষ্বেবেন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরিকল্পিতেষু গোচরান্ মার্গান্ রূপাদীন্ বিষয়ান্ বিদ্ধি। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মানং ভোক্তেতি সংসারীত্যাহুর্মনীষিণো বিবেকিনঃ ন হি কেবলস্যাত্মনো ভোক্তৃত্বমস্তি বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতমেব তস্য ভোক্তৃত্বম্। তথা চ শ্রুত্যন্তরঃ কেবলস্যাভোক্তৃত্বমেব দর্শয়তি। ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যাদি। এবঞ্চ সতি বক্ষ্যমাণরথকল্পনয়া বৈষ্ণবস্য পদস্যাত্মতয়া প্রতিপত্তিরুপপদ্যতে নান্যথা স্বভাবানতিক্রমাৎ॥ ৪॥

দেহকে যাঁহারা রথ কল্পনা করিতে নিপুণ, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে অশ্বস্থানীয় বলেন, কেন না, অশ্ব যেমন রথকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণই দেহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়-অশ্বের রূপাদি বিষয়ই পন্থা-স্থানীয়। অশ্ব যেরূপ পথে গমনশীল হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়-পথে নিয়ত বিচরণ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন-সংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা (সংসারী) বলিয়া থাকেন। কেন না, কেবল পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব নাই, আত্মা যখন বুদ্ধ্যাদি উপাধিসম্পন্ন হয়েন, তখনই তিনি ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হয়েন, তদ্ব্যতীত তাঁহার ভোক্তৃত্ব নাই॥ ৪॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫॥

তত্রৈবং সতি যস্তু বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিরবিজ্ঞানবান্ নিপুণোঽবিবেকী প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ ভবতি। যথেতরো রথচর্য্যায়ামযুক্তেনা-প্রগৃহীতেনাসমাহিতেন মনসা প্রগ্রহস্থানীয়েন সদা যুক্তো ভবতি

তস্যাকুশলস্য বুদ্ধিসারথেরিন্দ্রিয়াণ্যশ্বস্থানীয়ান্যবশ্যান্যশক্যান্যনিবারণীয়ানি দুষ্টাশ্বা অদান্তাশ্বা ইবেতরসারথের্ভবতি ॥ ৫ ॥

বুদ্ধ্যাখ্য সারথি যদি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়ে অবিবেকী হয় এবং প্রগ্রহস্থানীয় মন যদি নিয়ত অপ্রগৃহীত (অসমাহিত) থাকে, তবে সেই অকুশল-বুদ্ধি সারথির ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥

যস্তু পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতসারথির্ভবতি বিজ্ঞানবান্ নিপুণো বিবেকবান্। যুক্তেন মনসা প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সদা তস্যাশ্বস্থানীয়ানীন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুং বা শক্যানি বশ্যানি দান্তাঃ সদশ্বা ইবেতরসারথেঃ ॥ ৬ ॥

মন যাঁহার প্রগৃহীত (সমাহিত), সেই নিপুণ-বুদ্ধি সারথির ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ সারথির সাধু অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে ॥ ৬ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

তত্র পূর্ব্বোক্তস্যাবিজ্ঞানবতো বুদ্ধিসারথেরিদং ফলমাহ যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবতি। অমনস্কোঽপ্রগৃহীতমনস্কঃ সততং এবাশুচিঃ সদৈব। ন স রথী তৎপূর্ব্বোক্তমক্ষরং পদং আপ্নোতি তেন সারথিনা। ন কেবলং তৎ নাপ্নোতি যৎ পরং সংসারঞ্চ জন্মমরণলক্ষণমধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যে আত্ম-রথীর বুদ্ধিরূপ সারথি অবিবেকী, মনোরূপ প্রগ্রহ

অগৃহীত (অসমাহিত) এবং নিয়ত অশুচিভাব, সেই রথী পূর্ব্বোক্ত অক্ষরব্রহ্মপদলাভে সমর্থ হয় না, পরন্তু জন্ম-মৃত্যু-সঙ্কুল এই সংসারেই বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮ ॥

যস্তু দ্বিতীয়ো বিজ্ঞানবান্ ভবতি বিজ্ঞানবৎসারথ্যুপেতো রথি-বিদ্বানিত্যেতদ্যুক্তমনাঃ সমনস্কঃ সততং এব সদা শুচিঃ স তু তৎপদ-মাপ্নোতি। যস্মাদাপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ ভূয়ঃ পুনর্ন জায়তে সংসারে ॥ ৮ ॥

যে আত্ম-রথী বিজ্ঞানবান্ বুদ্ধিরূপ সারথিবিশিষ্ট এবং সমনস্ক (প্রগৃহীতমনাঃ) ও নিয়ত শুচিভাবযুক্ত, সেই রথী পূর্ব্বোক্ত অক্ষর-ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯ ॥

কিন্তৎ পদমিত্যাহ। বিজ্ঞানসারথির্যস্তপোবিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তো মনঃপ্রগ্রহবান্ প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচির্নরো বিদ্বান্ সোঽধ্বনঃ সংসারগতেঃ পরম্পরামেবাধিগন্তব্যমিত্যেতদাপ্নোতি মুচ্যতে সর্ব্বৈঃ সংসারবন্ধনৈস্তদ্বিষ্ণোর্ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বাসুদেবাখ্যস্য পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং তত্ত্বমিত্যেতত্তৎপদমেবাপ্নোতি বিদ্বান্ ॥ ৯ ॥

যে সুধী ব্যক্তি তপস্যা ও বিবেকযুক্ত বুদ্ধি-সারথিসম্পন্ন ও মন যাঁহার প্রগ্রহস্থানীয়, সেই ব্যক্তি সংসারগতির পরপারে গমন করিতে পারেন অর্থাৎ নিখিল ভব-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন এবং পরিব্যাপক পরমাত্মা বাসুদেবের পরম পদ লাভ করেন ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১ ॥

অধুনা যৎপদং গন্তব্যং তস্যেন্দ্রিয়াণি স্থূলান্যারভ্য সূক্ষ্মতারতম্য-ক্রমেণ প্রত্যগাত্মতয়াঽধিগমঃ কর্ত্তব্য ইত্যেবমর্থমিদমারভ্যতে। স্থূলানি তাবদিন্দ্রিয়াণি তানি যৈরথৈরাত্মপ্রকাশনায়ারব্ধানি তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বকার্য্যেভ্যস্তে পরা হ্যর্থাঃ সূক্ষ্মা মহান্তশ্চ প্রত্যগাত্মভূতাশ্চ। তেভ্যো হ্যর্থেভ্যশ্চ পরং সূক্ষ্মতরং মহৎ প্রত্যগাত্মভূতঞ্চ মনঃ। মনঃশব্দবাচ্যং মনস আরম্ভকং ভূতং সূক্ষ্মং সঙ্কল্পবিকল্পাদ্যারম্ভকত্বাৎ। মনসোঽপি পরা সূক্ষ্মতরা মহত্তরা প্রত্যগাত্মভূতা বুদ্ধিঃ। বুদ্ধিশব্দ-বাচ্যমধ্যবসায়াদ্যারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মম্। বুদ্ধেরাত্মা সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্মভূতত্বাদাত্মা মহান্ সর্ব্বমহত্ত্বাদব্যক্তাদ্যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে ॥১০॥

মহতোঽপি পরং সূক্ষ্মতরং প্রত্যগাত্মভূতং সর্ব্বমহত্তরঞ্চাব্যক্তং সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতমব্যাকৃতনামরূপসতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তি-সমাহাররূপমব্যক্তাব্যাকৃতাকাশাদিনামবাচ্যং পরমাত্মন্যোতপ্রোত-ভাবেন সমাশ্রিতম্। বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ। তস্মাদব্যক্তাৎ

পরঃ সূক্ষ্মতমঃ সর্ব্বকারণকারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ মহাংশ্চ অতএব পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাত্ততোঽন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিতি। যস্মান্নাস্তি পুরুষাচ্চিন্মাত্রঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্বন্তরং তস্মাৎ সূক্ষ্মত্বমহত্ত্বপ্রত্যগাত্মত্বানাং সা কাষ্ঠা নিষ্ঠা পর্য্যবসানম্। অত্র হি ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য সূক্ষ্মত্বাদিপরিসমাপ্তিঃ। অতএব চ গন্তৄণাং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তত ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১১ ॥

ইন্দ্রিয়গ্রাম স্থূল পদার্থ, এই স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে রূপাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, রূপাদি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রধানা, বদ্ধি হইতে পরমাত্মা অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভ-সম্বন্ধীয় তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ, এই মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ নিখিল কার্য্যকারণশক্তি সমূহস্বরূপ প্রধান শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে পরম পুরুষ পরমাত্মা প্রধান। এই পরমাত্মা হইতে আব শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই, ইনিই সমস্তের পর্য্যবসানস্বরূপ এবং সমস্ত গতিশীল বস্তুর গন্তব্য স্থান বলিয়া কথিত ॥ ১০-১১ ॥

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥

নমু গতিশ্চেদাগত্যাপি চ ভবিতব্যং কথং যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়ত ইতি। নৈষ দোষঃ। সর্ব্বস্য প্রত্যগাত্মত্বাদবগতিরেব গতিরিত্যুপ-চর্য্যতে। প্রত্যগাত্মত্বঞ্চ দর্শিতমিন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপরত্বেন। যো হি গন্তা সোঽয়মপ্রত্যগ্‌রূপং গচ্ছতি অনাত্মভূতং ন বিপর্য্যয়েণ। তথা চ শ্রুতিঃ—অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণব ইত্যাদ্যা। তথা চ দর্শয়তি

প্রত্যগাত্মত্বং সর্ব্বস্য। এষ পুরুষঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ সংবৃতো দর্শনশ্রবণাদিকর্ম্মাবিদ্যামায়াচ্ছন্ন আত্মা ন প্রকাশতে আত্মত্বেন কস্যচিদ্রহোঽতিগম্ভীরা দুরবগাহ্যা বিচিত্রা মায়া চেয়ম্। যদয়ং সর্ব্বো জন্তুঃ পরমার্থতঃ পরমার্থসতত্ত্বোঽপ্যেবম্বোধ্যমানোঽহং পরমাত্মেতি ন গৃহ্লাত্যনাত্মানং দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতমাত্মনো দৃশ্যমানমপি ঘটাদিবদাত্মত্বেনাহমমুষ্য পুত্র ইত্যনুচ্যমানোঽপি গৃহ্লাতি। নূনং পরস্যৈব মায়য়া মোমুহ্যমানঃ সর্ব্বো লোকোঽয়ং বংভ্রমীতি। তথা স্মরতি। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইত্যাদি। নম্ন বিরুদ্ধমিদমিত্যুচ্যতে। মত্বা ধীরো ন শোচতি ন প্রকাশত ইতি চ নৈতদেবমসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বান্ন প্রকাশত ইত্যুক্তম্। দৃশ্যতে তু সংস্কৃতয়াঽগ্র্যয়াগ্রমিবাগ্রা তয়া একাগ্রতয়োপেতয়েত্যেতৎসূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মবস্তুনিরূপণপরয়া। কৈঃ। সূক্ষ্মদর্শিভিরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যাদিপ্রকারেণ সূক্ষ্মতাপারম্পর্য্যদর্শনেন পরং সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সূক্ষ্মদর্শিনস্তৈঃ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈরিতি ॥ ১২ ॥

এই পরমাত্মা পুরুষ ব্রহ্মাদি স্তম্বযাবৎ নিখিল ভূতে বিরাজিত থাকিয়াও অবিদ্যাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকা বশতঃ প্রকাশ পান না, কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা একাগ্রতাবিশিষ্ট সংস্কৃত বুদ্ধি দ্বারা আত্মদর্শন করিতে পারেন ॥ ১২ ॥

যচ্ছেদ্‌বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছোন্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥

এতৎপ্রতিপত্ত্যুপায়মাহ। যচ্ছেন্নিযচ্ছেদুপসংহরেৎ প্রাজ্ঞো বিবেকী। কিম্। বাগ্‌বাচম্। বাগত্রোপলক্ষণার্থা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ ॥

ক্ক। মনসি। ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্। তচ্চ মনোযচ্ছেজ্‌জ্ঞানে প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধাবাত্মনি। বুদ্ধির্হি মন আদিকরণান্ প্রাপ্নোতীত্যাত্মা তেষাং প্রত্যগ্‌জ্ঞানং বুদ্ধিমাত্মনি মহতি প্রথমজে নিযচ্ছেৎ। প্রথমজবৎস্বচ্ছস্বভাবমাত্মনো বিজ্ঞানমাপাদয়েদিত্যর্থঃ। তঞ্চ মহাত্মমাত্মানং যচ্ছেচ্ছান্তে সর্ব্ববিশেষংপ্রত্যস্তমিতরূপমবিক্রিয়ে সর্ব্বান্তরে সর্ব্ববুদ্ধিপ্রত্যক্‌সাক্ষিণি মুখ্যে আত্মনি॥ ১৩॥

আত্মলাভের উপায় বলিতেছেন।—বিবেকী লোক ইন্দ্রিয়গ্রামকে মনে বিলয় করিবে, মনকে প্রকাশস্বরূপ বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহত্তত্ত্বে বিলয় করিবে এবং মহত্তত্ত্বকে শান্ত আত্মাতে (অবিক্রিয় সর্ব্বান্তরে) বর্ত্তমান সর্ব্ববুদ্ধিপ্রত্যয়ের স্বাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মাতে বিলয় করিবে॥ ১৩॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গম্পথস্তৎ কবযো বদন্তি॥ ১৪।

এবং পুরুষে আত্মনি সর্ব্বং প্রবিলাপ্য নামরূপকর্ম্মত্রয়ং যন্মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতং ক্রিয়াকারকফললক্ষণং স্বাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন মরীচ্যুদকরজ্জুসর্পগগনমলানীব মরীচিরজ্জুগগনস্বরূপদর্শনেনৈব স্বস্থঃ প্রশান্তঃ কৃতকৃত্যো ভবতি, যতোঽতস্তদ্দর্শনার্থমনাদ্যবিদ্যাপ্রসুপ্তা উত্তিষ্ঠত হে জন্তবঃ আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত, জাগ্রত অজ্ঞাননিদ্রায়া ঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথম্। প্রাপ্য উপগম্য বরান্। প্রকৃষ্টানাচার্য্যাংস্তদ্‌বিদস্তদুপদিষ্টঃ সর্ব্বান্তরমাত্মানমহমস্মীতি নিবোধত অবগচ্ছত। ন হ্যপেক্ষিতব্যমিতি শ্রুতিরনুকম্পয়াহ মাতৃবদতিসূক্ষ্মবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্‌বিজ্ঞেয়স্য কিমিবসূক্ষ্মবুদ্ধিরিত্যুচ্যতে ক্ষুরস্য ধারা অগ্রং

নিশিতা তীক্ষ্ণীকৃতা দুরত্যয়া দুঃখেনাত্যয়ো যস্যাঃ সা দুরত্যয়া যথা সা পন্থ্যাং দুর্গমনীয়া। তথা দুর্গং দুঃসম্পাদ্যমিত্যেতৎ পথঃ পন্থানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি ॥ ১৪ ॥

এইরূপে আত্মপুরুষে নিখিল মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত নাম, রূপ এবং কর্ম্মাদি বিলীন করিয়া প্রশান্ত আত্মতত্ত্বদর্শন দ্বারা মনুষ্য কৃতকৃত্য ও প্রশান্ত হয়, অতএব হে প্রাণিগণ! তোমরা অবিদ্যা-নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া আত্মদর্শনার্থ উদ্যুক্ত হও, সর্ব্বানর্থের মূলভূতা ভীষণতরা অজ্ঞান-নিদ্রার ক্ষয় কর। আত্মজ্ঞ আচার্য্য প্রাপ্ত হইয়া তৎসমীপে উপদেশ লাভ করিয়া "অহমস্মি" এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হও। উপেক্ষা করিও না। শ্রুতি মাতার ন্যায় অনুকম্পাপুরঃসর বলিতেছেন, তোমাদের বিজ্ঞেয় বিষয় অতীব সূক্ষ্মবুদ্ধিগম্য। যেমন নিশিত ক্ষুরধার পদ দ্বারা দুরতিক্রমণীয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথ অতীব দুর্গম, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করিও না, ইহা সুধীগণ বলিয়া থাকেন ॥১৪॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

জ্ঞেয়স্যাতিসূক্ষ্মত্বাত্তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং বদন্তীত্যভিপ্রায়স্তৎকথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেত্যুচ্যতে, স্থূলা তাবদীয়ং মেদিনী শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোপচিতা সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ভূতা। তথা শরীরং তত্রৈকৈকগুণাপকর্ষেণ গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্বমহত্ত্ববিশুদ্ধত্বনিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশমিতি। তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদ্বিকারাঃ শব্দান্তা যত্র ন সন্তি কিমু তস্য সূক্ষ্মত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তব্যমিত্যেতদ্দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ।

যদেতদ্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মাব্যয়ং যদ্ধি শব্দাদিমত্তদ্ধেতীদন্ত্বশব্দাদিমত্ত্বাদব্যয়ং ন ব্যেতি ক্ষীয়তেঽতএব চ নিত্যং যদ্ধি ব্যেতি তদনিত্যমিদন্তু ন ইতশ্চ নিত্যমনাদ্যবিদ্যমানমনাদি কারণমস্য তদিদমনাদি যচ্চাদিমত্তৎকার্য্যত্বাদনিত্যং কারণে প্রলীয়তে। যথা পৃথিব্যাদি। ইদন্তু সর্ব্বকারণত্বাদকার্য্যত্বান্নিত্যং ন তস্য কারণমস্তি যস্মিঁল্লীয়েত তথানন্ত্যমবিদ্যমানোঽন্তো যস্য তদনন্তং যথা কদল্যাদেঃ ফলাদিকার্য্যোৎপাদনেনাপ্যনিত্যত্বং দৃষ্টম্। ন চ তথাপ্যন্তবত্ত্বং ব্রহ্মণোঽতোঽপি নিত্যং মহতো মহত্ত্বাত্তদ্বুদ্ধ্যাখ্যাৎ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বসাক্ষি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ব্রহ্ম। উক্তং হ্যেষ সর্ব্বেষু ভূতেষিত্যাদি। ধ্রুবঞ্চ কূটস্থং নিত্যং ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বম্। তদেবম্ভূতং ব্রহ্মাত্মানং নিচায্যাবগম্য তমাত্মানং মৃত্যুমুখান্মৃত্যুগোচরাদবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে বিযুজ্যতে ॥ ১৫ ॥

এই আত্মপদার্থ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধবিরহিত। যে সকল পদার্থ শব্দাদিসম্পন্ন, তাহারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আত্মা শব্দাদিবিশিষ্ট নহেন, সুতরাং তাঁহার ক্ষয়ও হয় না। অতএব ইনি নিত্যবস্তু এবং অনাদি, অনন্ত ও বুদ্ধির অতীত পদার্থ। যিনি ঈদৃশ আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন, তিনি মৃত্যুকবল হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার অবিদ্যাজনিত কামনা ও কর্ম্মাদি কিছুই থাকে না॥ ১৫ ॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুত্যর্থমাহ শ্রুতিঃ। নাচিকেতং নচিকেতসা প্রাপ্তং নাচিকেতং, মৃত্যুনা প্রোক্তং মৃত্যুপ্রোক্তমিদমাখ্যানং, বল্লীত্রয়লক্ষণং

সনাতনং চিরন্তনং বৈদিকত্বাদুক্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ শ্রুত্বাচার্য্যেভ্যো মেধাবী ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকস্তস্মিন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে আত্মভূত উপাস্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

যে মেধাবী লোক যম কর্ত্তৃক কথিত চিরন্তন এই নচিকেতা-উপাখ্যান ব্যাখ্যা করেন বা স্মরণ করেন, সেই আত্মস্বরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে আরাধনীয় হন ॥ ১৬ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্‌ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে।
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ॥ ৩ ॥
ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

যঃ কশ্চিদিমং গ্রন্থং পরমং প্রকৃষ্টং গুহ্যং গোপ্যং শ্রাবয়েদ্‌গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ব্রাহ্মণানাং সংসদি ব্রহ্মসংসদি প্রযতঃ শুচির্ভূত্বা শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েদ্‌ভুঞ্জানম্। তচ্ছ্রাদ্ধমস্যানন্ত্যায়ানন্তফলায় কল্পতে সমর্থতে। দ্বির্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কঠোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

যদি কোন ব্রাহ্মণ সভাতে কিংবা শ্রাদ্ধসময়ে পবিত্র হইয়া এই প্রকৃষ্ট গোপনীয় গ্রন্থ শ্রবণ করাইতে পারেন, তবে সেই শ্রাদ্ধ অশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়া বল্লী সমাপ্ত।

প্রথম বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

এষু সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা ইত্যুক্তম্। কঃ পুনঃ প্রতিবন্ধোঽগ্র্যায়া বুদ্ধের্যেন তদ্ভাবাদাত্মা ন দৃশ্যতে ইতি তদ্দর্শনকারণপ্রদর্শনার্থা বল্লী আরভ্যতে। বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকারণে তদপনয়নায় যত্ন আরব্ধুং শক্যতে নান্যথেতি। পরাঞ্চি পরাগচ্ছন্তি গচ্ছন্তীতি খোপলক্ষিতানি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি খানীত্যুচ্যন্তে। তানি পরাঞ্চ্যেব শব্দাদিবিষয়প্রকাশনায় প্রবর্ত্তন্তে। যস্মাদেবংস্বভাবকানি তানি ব্যতৃণদ্ধিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ স্বয়ম্ভূর্যঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়মেব স্বতন্ত্রো ভবতি সর্ব্বদা ন পরতন্ত্র ইতি। তস্মাৎ পরাঙ্ পরাগ্‌রূপাননাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ পশ্যত্যুপলভতে। নান্তরাত্মন্ নান্তরাত্মানমিত্যর্থঃ। এবংস্বভাবেঽপি সতি লোকস্য কশ্চিন্নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃপ্রবর্ত্তনমিব ধীরো ধীমান্ বিবেকী প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা প্রতীচ্যেবাত্মশব্দো রূঢ়ো লোকে নান্যস্মিন্ ব্যুৎপত্তিপক্ষেঽপি তত্রৈবাত্মশব্দো বর্ত্ততে। "যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তিবিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যত" ইত্যাত্মশব্দব্যুৎপত্তিস্মরণাৎ। তং প্রত্যগাত্মানং স্বস্বভাবমৈক্ষদপশ্যদিত্যর্থঃ। ছন্দসি কালানিয়মাৎ। কথং পশ্যতীত্যুচ্যতে। আবৃত্তচক্ষুরাবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকামেন্দ্রিয়জাতমশেষবিষয়াত্তস্য স আবৃত্তচক্ষুঃ স এবং সংস্কৃতঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতি।

ন হি বাহ্যবিষয়ালোচনপরত্বং প্রত্যগাত্মেক্ষণঞ্চৈবাস্য সম্ভবতীতি। কিমিচ্ছন্ পুনরিত্থং মহতা প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে। অমৃতত্বমমরণধর্ম্মত্বং নিত্যস্বভাবতা-মিচ্ছন্নাত্মন ইতি ॥ ১ ॥

যাবৎ মোক্ষের প্রতিবন্ধক-কারণ বিদিত না হওয়া যায়, তাবৎ সেই প্রতিবন্ধকের বিদূরণার্থ যত্ন করা যাইতে পারে না, সুতরাং প্রতিবন্ধক-কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলা যাইতেছে ;—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাম নিয়ত বিষয়প্রবণ, অর্থাৎ ইহারা শব্দাদি বিষয়-প্রকাশনের জন্যই প্রবৃত্ত হইতেছে, সুতরাং ইহারা বহির্ম্মুখী বৃত্তিবিশিষ্ট। যদি ইহারা অন্তর্ম্মুখীন হইয়া প্রবৃত্ত হয়, তবে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের বহির্ম্মুখে প্রবর্ত্তন হওয়াই স্বভাব, সুতরাং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বহির্ম্মুখী বৃত্তিবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করত ব্রহ্মা যেন ইহাদিগকে হিংসাই করিয়াছেন। কেন না, বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রাম আত্মতত্ত্ব বিদিত হইতে পারে না। পরন্তু যাহারা পরাঙ্, অর্থাৎ বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট, তাহারা অনাত্মস্বরূপ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হইয়া বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রত্যগাত্মার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা, ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

যত্তাবৎ স্বাভাবিকং পরাগেবানাত্মদর্শনং তদাত্মদর্শনস্য

প্রতিবন্ধকারণমবিদ্যা তৎপ্রতিকূলত্বাত্তা চ পরাগেবাবিদ্যোপপ্রদর্শিতেষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু তৃষ্ণা তাভ্যামবিদ্যাতৃষ্ণাভ্যাং প্রতিবদ্ধাত্মদর্শনাঃ পরাচো বহির্গতানেব কামান্ কাম্যান্ বিষয়াননুযন্তি অনুগচ্ছন্তি বালা অল্পপ্রজ্ঞাস্তে তেন কারণেন মৃত্যোরবিদ্যাকামকর্ম্মসমুদায়স্য যন্তি গচ্ছন্তি বিততস্য বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতো ব্যাপ্তস্য পাশং পাশ্যতে বধ্যতে যেন তং পাশং দেহেন্দ্রিয়াদি সংযোগবিয়োগলক্ষণমনবরতং জন্মমরণজরা-রোগাদ্যনেকানর্থব্রতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যত এবমথ তস্মাদ্ধীরা বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণমমৃতত্বম্। দেবাদ্যমৃতত্বং হ্যধ্রুব-মিদন্তু প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং ধ্রুবম্। "ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ানিতি" শ্রুতেঃ। তদেবম্ভূতং কূটস্থমবিচাল্যমমৃতত্বং বিদিত্বা অধ্রুবেষু সর্ব্বপদার্থেষ্বনিত্যেষু ব্রাহ্মণা ইহ সংসারেঽনর্থপ্রায়ে ন প্রার্থয়ন্তে কিঞ্চিদপি। প্রত্যগাত্মদর্শনপ্রতিকূলত্বাৎ পুত্রবিত্তলোকৈষণাভ্যো ব্যুত্তিষ্ঠন্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

যাহারা আত্মদর্শনবিমুখ, সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক বাহ্য বিষয়ের অনুগমন করিয়া থাকে এবং সেই হেতু উহারা বিস্তীর্ণ মৃত্যুপাশে পতিত হয়, অর্থাৎ জন্ম, মরণ, জরা, রোগাদি অনেক অনর্থসঙ্কুল দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগ-বিয়োগস্বরূপ অবস্থা লাভ করে। অতএব বিবেকী ব্যক্তি আত্মস্বরূপে অবস্থিতিরূপ অমৃতত্ব বিদিত হইয়া অনিত্য যাবতীয় বস্তুতে এই সংসাররাজ্যে কিছুই যাচ্ঞা করেন না ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে।

এতদ্বৈতৎ ॥ ৩ ॥

যদ্‌বিজ্ঞানাৎ ন কিঞ্চিদন্যং প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণাঃ কথং তদধিগম ইতি। উচ্যতে। বিজ্ঞানস্বভাবেনাত্মনা রূপং রসং গন্ধং স্পর্শান্ শব্দাংশ্চ মৈথুনান্মৈথুননিমিত্তান্ সুখপ্রত্যয়ান্ বিজানাতি বিস্পষ্টং জানাতি সর্ব্বো লোকঃ। নন্বু নৈবং প্রসিদ্ধির্লোকস্যাত্মনা দেহাদিবিলক্ষণেনাহং বিজানামীতি। দেহাদিসঙ্ঘাতোঽহং বিজানামীতি তু সর্ব্বো লোকোঽবগচ্ছতি। নন্বেবং দেহাদিসংঘাতস্যাপি শব্দাদিস্বরূপত্বাবিশেষাদ্‌বিজ্ঞেয়ত্বাবিশেষাচ্চ ন যুক্তং বিজ্ঞাতৃত্বম্। যদি দেহাদিসঙ্ঘাতো রূপাদ্যাত্মকঃ সন্ রূপাদীন্ বিজানীয়াৎ তদা বাহ্যা অপি রূপাদয়োঽন্যোন্যং স্বং স্বং রূপঞ্চ বিজানীয়ুর্ন চৈতদস্তি। তস্মাদ্দেহাদিলক্ষণাংশ্চ রূপাদীনেতেনৈব দেহাদিব্যতিরিক্তেনৈব বিজ্ঞানস্বভাবেনাত্মনা বিজানাতি লোকঃ। যথা যেন লোহো দহন্ দহতি সোঽগ্নিরিতি তদ্বাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং কিমত্রাস্মিঁল্লোকে পরিশিষ্যতে ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে সর্ব্বমেবাত্মনাবিজ্ঞেয়ং যস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে স আত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ। এতদ্বৈতৎ। কিন্তদ্‌যন্নচিকেতসা পৃষ্টং দেবাদিভিরপি বিচিকৎসিতং ধর্ম্মাদিভ্যোঽন্যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যস্মাৎ পরং নাস্তি তদ্বৈতদধিগতমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহাকে বিদিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ আর কিছুতেই অভিলাষ করেন না, সেই বস্তুর কিরূপে অধিগম হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন।— নিখিল লোক আত্মদ্বারাই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং মৈথুননিমিত্তক সুখবোধ করিয়া থাকে, অতএব এই সংসারে এমন কোন বস্তুই অবশিষ্ট নাই, যাহা আত্মা দ্বারা পরিজ্ঞেয় নহে, অর্থাৎ আত্মা প্রকাশমান পদার্থ, সুতরাং তিনি সমস্ত বস্তুকেই অবভাসিত করিয়া

থাকেন। হে নচিকেতঃ! তুমি যে আত্মবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সুরবৃন্দ যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ, যাহা ধর্ম্মাদি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, যাহা বিষ্ণুর পরমপদ, যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই, পূর্ব্বোক্ত এই পদার্থই সেই আত্মা ॥ ৩ ॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪ ॥

অতঃ সূক্ষ্মত্বাদ্দুর্বিজ্ঞেয়মিতি মত্বৈতমেবার্থং পুনঃ পুনরাহ। স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। তথা জাগরিতান্তং জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়ং চোভৌ স্বপ্নজাগরিতান্তৌ যেনাত্মানানুপশ্যতি লোক ইতি সর্ব্বং পূর্ব্ববত্তং মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বাবগম্যাত্মভাবেন সাক্ষাদহ-মস্মি পরমাত্মেতি ধীরো ন শোচতি ॥ ৪ ॥

স্বপ্ন-পরিজ্ঞেয় বিষয় এবং জাগ্রদবস্থার পরিজ্ঞেয় বিষয়, এই দুই বিষয়ই যে আত্মা দ্বারা লোকে উপলব্ধি করে, ধীর ব্যক্তি সেই পরিব্যাপক আত্মাকে "অহমস্মি"-ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া শোকাদি হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ৪ ॥

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈতৎ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ যঃ কশ্চিদিমং মধ্বদং কর্ম্মফলভুজং জীবং প্রাণাদি-কলাপস্য ধারয়িতারমাত্মানং অন্তিকাদন্তিকে সমীপে ঈশানমীশিতারং বেদ বিজানাতি ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্য ততস্তদ্বিজ্ঞানাদূর্দ্ধমাত্মানং ন

বিজুগুপ্সতে ন গোপায়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ। যাবদ্ধি ভয়মধ্যস্থোঽনিত্যমাত্মানং মন্যতে তাবদ্গোপায়িতুমিচ্ছত্যাত্মানম্। যদা তু নিত্যমদ্বৈতমাত্মানং বিজানাতি তদা কিং কঃ কুতো বা গোপায়িতুমিচ্ছেদেতদ্বৈতদিতি পূর্ব্ববৎ॥ ৫॥

যে ব্যক্তি কর্ম্মফলভোক্তা, প্রাণাদি নিখিল বস্তুর ধারয়িতা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালবর্ত্তী নিখিল পদার্থের ঈশ্বর আত্মাকে হৃদয়দেশে বিদিত হইতে পারেন, তিনি এই আত্মাকে রক্ষার্থ ইচ্ছা করেন না। কেন না, যিনি অদ্বৈত আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন, তিনি কাহাকে কাহার সকাশ হইতে রক্ষা করিতে বাসনা করিবেন? হে নচিকেতঃ! তুমি যে আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এই সেই আত্মা॥ ৫॥

যঃ পূর্ব্বন্তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত।
এতদ্বৈতৎ॥ ৬॥

যঃ প্রত্যগাত্মেশ্বরভাবেন নির্দ্দিষ্টঃ স সর্ব্বাত্মেত্যেতদ্দর্শয়তি। যঃ কশ্চিন্মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বং প্রথমং তপসো জ্ঞানাদিলক্ষণাদ্ব্রহ্মণ ইত্যেতজ্জাতমুৎপন্নং হিরণ্যগর্ভম্। কিমপেক্ষ্য পূর্ব্বমিত্যাহ। অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমপ্সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যো ন কেবলাভ্যোঽদ্ভ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। অজায়ত উৎপন্নো যস্তং প্রথমজং দেবাদিশরীরাণ্যুৎপাদ্য সর্ব্বপ্রাণিগুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং শব্দাদীনুপলভমানং ভূতেভির্ভূতৈঃ কার্য্যকারণলক্ষণৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং যো ব্যপশ্যত যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ। যঃ এবং পশ্যতি স এতদেব পশ্যতি যত্তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম॥ ৬॥

যে প্রত্যগাত্মা ঈশ্বরভাবে পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাত্মস্বরূপ, ইহাই দেখান যাইতেছে।—যে হিরণ্যগর্ভ পঞ্চভূতের অগ্রে ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, যে হিরণ্যগর্ভ দেবাদিদেহ উৎপাদন পূর্ব্বক সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশে প্রবেশ করত অধিষ্ঠান করিতেছে অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি করিতেছে, সেই প্রথমজাত হিরণ্য-গর্ভকে নিখিল কর্ম্ম-কারণস্বরূপ ভূতের সহিত যিনি দর্শন করিতেছেন অর্থাৎ অবভাসিত করিতেছেন, তিনিই পরমাত্মা ॥ ৬ ॥

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত।
এতদ্বৈতৎ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ যা সর্ব্বদেবতাময়ী সর্ব্ববেদাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি শব্দাদীনামদনাদদিতিস্তাং পূর্ব্ববদ্‌গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীমদিতিম্। তামেব বিশিনষ্টি। যা ভূতেভির্ভূতৈঃ সমন্বিতা ব্যজায়ত উৎপন্নেত্যেতৎ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বদেবতাত্মিকা অদিতি হিরণ্যগর্ভরূপে ভূতগ্রামের সহিত সংযুক্তা হইয়া যে পরব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজীবের হৃদয়বর্ত্তী অদিতিকে যিনি দর্শন করিতেছেন অর্থাৎ অবভাসিত করিতেছেন, তিনি প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা, গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ যোঽধিযজ্ঞ উত্তরাধরারণ্যোর্নিহিতঃ স্থিতো জাতবেদা অগ্নিঃ পুনঃ সর্ব্বহবিষাং ভোক্তাঽধ্যাত্মঞ্চ যোগিভির্গর্ভ ইব গর্ভিণীভিরন্তর্ব্বত্নী-ভিরগর্হিতান্নভোজনাদিনাঽঽং যথা গর্ভঃ সুভৃতঃ সুষ্ঠু সম্যগ্‌ভৃতো লোক ইবেত্থমেব ঋত্বিগ্‌ভির্যোগিভিশ্চ সুভৃত ইত্যেতৎ। কিঞ্চ দিবে দিবেঽহন্যহনি ঈড্যঃ স্তুত্যো বন্দ্যশ্চ কর্ম্মিভির্যোগিভিশ্চাধ্বরে হৃদয়ে চ জাগৃবদ্ভির্জাগরণশীলৈরপ্রমত্তৈরিত্যেতদ্ধবিষ্মদ্ভিরাজ্যাদিমদ্ভি-র্ধ্যানভাবনাবদ্ভিশ্চ মনুষ্যেভির্মনুষ্যৈরগ্নিরেতদ্বৈতত্তদেব প্রকৃতং ব্রহ্ম ॥৮॥

গর্ভিণী যেরূপ অগর্হিত অন্নাদি-ভক্ষণ দ্বারা গর্ভকে পোষণ করে, তদ্রূপ যোগিবৃন্দ যে অগ্নিকে উত্তর ও অধরারণিতে (অরণি—অগ্নি-চয়নার্থ দণ্ডবিশেষ) স্থাপিত করেন অর্থাৎ যজ্ঞে যোগিবৃন্দ সর্ব্বহবি-র্ভোক্তা যে অগ্নিকে অধ্যাত্মরূপে হৃদয়ে সুভৃত করেন এবং জাগরণবান্ অর্থাৎ অপ্রমত্ত হবির্যুক্ত মানবেরা প্রত্যেক দিন যে অগ্নি-স্তুতি করেন, সেই অগ্নিই প্রকৃত ব্রহ্ম বস্তু ॥ ৮ ॥

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তদ্দেবাঃ সর্ব্বেঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।

এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ যতশ্চ যস্মাৎ প্রাণাদুদেত্যুত্তিষ্ঠতি সূর্য্যোঽস্তং নিম্লোচনং চ যত্র যস্মিন্নেব চ প্রাণেঽহন্যহনি গচ্ছতি তং প্রাণমাত্মানং দেবাঃ সর্ব্বেঽগ্ন্যাদয়োঽধিদৈবতং বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মং সর্ব্বে বিশ্বে অর্পিতাঃ সম্প্রবেশিতাঃ স্থিতিকালে সোঽপি ব্রহ্মৈব তৎসর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম উ নাত্যেতি নাতীত্য তদাত্মকতাং তদন্যত্বং গচ্ছতি কশ্চন কশ্চিদপি। এতদ্বৈতৎ ॥ ৯ ॥

যে প্রাণস্বরূপ আত্মা হইতে সূর্যদেব সমুদিত হন, আবার যে প্রাণস্বরূপ আত্মাতে অস্তগত হন, সেই আত্মাতে নিখিল সুরবৃন্দ সম্প্রবেশিত আছেন ; কেহই এই আত্মাকে অতিক্রম করিতে পারে না অর্থাৎ কেহই এই আত্মস্বরূপাতিরিক্ত নহে। ইহাঁকেই প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হইবে ॥ ৯ ॥

যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০ ॥

যদ্ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু বর্তমানং তত্তদুপাধিত্বাদব্রহ্মবদবভাসমানং সংসার্য্যন্যঃ পরস্মাদ্ব্রহ্মণ ইতি মাভূৎ কস্যচিদাশঙ্কেতীদমাহ। যদেবেহ কার্য্যকারণোপাধিসমন্বিতং সংসারধর্ম্মবদবভাসমানমবিবেকিনাং তদেব স্বাত্মস্থমমূত্র নিত্যবিজ্ঞানঘনস্বভাবং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং ব্রহ্ম যচ্চামূত্রাস্মিন্নাত্মনি স্থিতং তদন্বিহ তদেবেহ নামরূপকার্য্যকারণোপাধিমনুভাব্যমানং নান্যৎ। তত্রৈবং সত্যুপাধিস্বভাবভেদদৃষ্টিলক্ষণয়াহবিদ্যয়া মোহিতো যঃ সন্নিহ ব্রহ্মণ্যনানাভূতে পরস্মাদন্যোহহং মত্তোহন্যৎ পরং ব্রহ্মেতি নানেব ভিন্নমিব পশ্যত্যুপলভতে স মৃত্যোর্মরণান্মৃত্যুমরণং পুনঃ পুনর্জন্মমরণভাবমাপ্নোতি প্রতিপদ্যতে। তস্মাত্তথা ন পশ্যেদ্বিজ্ঞানৈকরসং নৈরন্তর্য্যেণাকাশবৎ পরিপূর্ণে ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি পশ্যেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ১০ ॥

ইহধামে যে ব্রহ্ম-বস্তু অবভাসিত হন, তাহাই পরলোকে দৃষ্ট হন, কেন না, তিনি সর্ব্বসংসারধর্ম্মশূন্য এবং নিত্য বিজ্ঞানস্বভাব ; সুতরাং কুত্রাপি তাঁহার অন্যথাভাব নাই। আবার পরলোকে তিনি যেরূপ সর্ব্বসংসারভাবহীন, ইহধামেও তদ্রূপ, সুতরাং যে ব্যক্তি

অবিদ্যামুগ্ধ হইয়া এই অদ্বিতীয়রূপ ব্রহ্মেতে ভেদজ্ঞান কল্পনা করে, সে বার বার জন্মমৃত্যু লাভ করে॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১১ ॥

প্রাগেকত্ব-বিজ্ঞানাদাচার্য্যাগম-সংস্কৃতেন মনসেদং ব্রহ্মৈকরসমাপ্তব্যমাত্মৈব নান্যদস্তীতি। আপ্তে চ নানাত্বপ্রত্যুপস্থাপিকায়া অবিদ্যায়া নিবৃত্তত্বাদিহ ব্রহ্মণি নানা নাস্তি কিঞ্চ ন অণুমাত্রমপি। যস্তু পুনরবিদ্যাতিমিরদৃষ্টিং ন মুঞ্চতি নানেব পশ্যতি স মৃত্যোর্মৃত্যুং গচ্ছত্যেব স্বল্পমপি ভেদমধ্যারোপয়ন্নিত্যর্থঃ॥ ১১ ॥

অগ্রে আচার্য্যের সকাশে শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত সংস্কৃত হইলে সেই চিত্ত দ্বারা এই ব্রহ্ম-পদার্থকে লাভ করিতে পারা যায়। এই ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় পদার্থ নাই। যে ব্যক্তি অবিদ্যান্ধকারে মোহিত, সেই ব্যক্তি এই ব্রহ্মেতে ভেদজ্ঞান কল্পনা করিয়া বার বার জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে॥ ১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১২ ॥

পুনরপি তদেব প্রকৃতং ব্রহ্মাহ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ। অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকং তচ্ছিদ্রবর্ত্ত্যন্তঃকরণোপাধিরঙ্গুষ্ঠমাত্রোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রবংশপর্ব্বমধ্যবর্ত্ত্যম্বরবৎ। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি। মধ্যে আত্মনি শরীরে তিষ্ঠতি যস্তমাত্মানমীশানং ভূতভব্যস্য বিদিত্বা ন তত ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥ ১২ ॥

প্রকৃত ব্রহ্মের স্বরূপ বিস্তরতঃ বলিতেছেন।—ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠমাত্র-প্রমিত, কেন না, হৃদয়পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ; পুরুষ ও এই হৃদয়পুণ্ডরীকের ছিদ্রমধ্যগত অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত, তাই তাহাকেও অঙ্গুষ্ঠ-প্রমিত বলিয়া নিরূপণ করা হয়। এই পুরুষের দ্বারাই নিখিল পরিপূর্ণ আছে, ইনি এই দেহের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠান করেন, ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালের ঈশ্বর। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আত্মাকে বিদিত হন, তিনি এই আত্মাকে রক্ষার্থ প্রযাস করেন না। এই পুরুষই প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ॥
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।
এতদ্বৈতৎ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চাঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকোঽধূমকমিতি যুক্তং জ্যোতিঃপরত্বাৎ। যস্ত্বেবং লক্ষিতো যোগিভির্হৃদয়ে ঈশানো ভূত-ভব্যস্য স নিত্যঃ কূটস্থোঽদ্যেদানীং প্রাণিষু বর্ত্তমানঃ স উ শ্বোঽপি বর্ত্তিষ্যতে নান্যস্তৎসমোঽন্যশ্চ জনিষ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন নায়মস্তীতি চৈকে ইত্যয়ং পক্ষো ন্যায়তঃ অপ্রাপ্তোঽপি স্ববচনেন শ্রুত্যা প্রত্যুক্তস্তথা ক্ষণভঙ্গবাদশ্চ ॥ ১৩ ॥

এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ নির্ধূম জ্যোতিঃ-পদার্থের তুল্য। যোগিবৃন্দ হৃদয়দেশে এই ব্রহ্ম-পদার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—ত্রিকালের ঈশ্বর। ইনি অধুনা যেমন প্রাণিদেহে বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যৎকালেও তদ্রূপ থাকিবেন। ইনিই প্রকৃত ব্রহ্ম পদার্থ ॥ ১৩ ॥

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টম্পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানু-বিধাবতি ॥ ১৪ ॥

পুনরপি ভেদদর্শনাপবাদং ব্রহ্মণ আহ। যথোদকং দুর্গে দুর্গমে দেশে উচ্ছ্রিতে বৃষ্টং সিক্তং পর্ব্বতেষু পর্ব্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু বিধাবতি বিকীর্ণং সদ্বিনশ্যতি এবং ধর্ম্মানাত্মনো ভিন্নান্ পৃথক্ পশ্যন্ পৃথগেব প্রতিশরীরং পশ্যংস্তানেব শরীরভেদানুবর্ত্তিনোঽনুবিধাবতি। শরীরভেদমেব পৃথক্ পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

দুর্গম উন্নতস্থলে সিক্ত জল যেরূপ নিম্নদেশে স্বতঃই প্রধাবিত হয়, অর্থাৎ সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া বিনাশ পায়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি আত্ম-ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম দর্শন করে, সে বার বার দেহভেদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বার বার জন্মমৃত্যু লাভ করে ॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তন্তাদৃগেব ভবতি।
এবম্মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৫ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে
প্রথমবল্লী সমাপ্তা ॥ ১ ॥

যস্য পুনর্বিদ্যাবতো বিধ্বস্তোপাধিকৃতভেদদর্শনস্য বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘনৈকরসমদ্বয়মাত্মানং পশ্যতো বিজানতো মুনের্মননশীলস্যাত্মস্বরূপং কথং সম্ভবতীত্যুচ্যতে। যথোদকং শুদ্ধে প্রসন্নে শুদ্ধং প্রসন্নমাসিক্তং প্রক্ষিপ্তমেকরসমেব নান্যথা তাদৃগেব ভবত্যাত্মাপ্যেবমেব ভবত্যেকত্বং বিজানতো মুনের্মননশীলস্য হে গৌতম। তস্মাৎ কুতার্কিক-ভেদদৃষ্টিং

নাস্তিক-কুদৃষ্টিস্তোজ্ঝিতা মাতৃপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি হিতৈষিণা বেদেনোপ-দিষ্টমাত্মৈকত্বদর্শনং শান্তদর্পৈরাদরণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীমদাচার্য্য-শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমবল্লী-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

হে গৌতম, যেরূপ সলিল শুদ্ধ স্থান স্ফটিকপাত্রাদিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া একরূপই থাকে, অর্থাৎ তাহার কোনরূপ বিকৃতি হয় না, তদ্রূপ একদর্শী মননশীল লোকের সম্বন্ধেও আত্মা একরূপই থাকেন, সুতরাং কুতার্কিকদিগের আত্মবিষয়ক ভেদদৃষ্টি এবং নাস্তিকদিগের কুদৃষ্টি পরিহার করত সহস্র মাতা-পিতা হইতেও অধিকতর হিতৈষী বেদ-কর্তৃক উপদিষ্ট আত্মার একত্বদর্শন আদরণীয় সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয়া বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১ ॥

পুনরপি প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মতত্ত্বনির্দ্ধারণার্থোঽয়মারম্ভঃ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্‌-ব্রহ্মণঃ। পুরং পুরমিব পুরম্। দ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাদ্যনেকপুরোপকরণ-সম্পত্তিদর্শনাচ্ছরীরং পুরম্। পুরঞ্চ সোপকরণং স্বাত্মনা অসংহত-স্বতন্ত্রস্বাম্যর্থং দৃষ্টম্। তথেদং পুরসামান্যাদনেকোপকরণসংহতং শরীরং স্বাত্মনা অসংহতরাজস্থানীয়স্বাম্যর্থং ভবিতুমর্হতি। তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরমেকাদশদ্বারমেকাদশদ্বারাণ্যস্য সপ্ত শীর্ষণ্যানি নাভ্যা সহার্ব্বাঞ্চি ত্রীণি শিরস্যেকং তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্। কস্যাজস্য জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতস্যাত্মনো রাজস্থানীয়স্য পুরধর্ম্মবিলক্ষণস্য। অবক্রচেতসঃ অবক্রমকুটিলমাদিত্যপ্রকাশবন্নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপং চেতো বিজ্ঞানমস্যেত্যবক্রচেতাস্তস্যাবক্রচেতসো রাজস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ। যস্যেদং পুরং তং পরমেশ্বরং পুরস্বামিনমনুষ্ঠায় ধ্যাত্বা। ধ্যানং হি তস্যানুষ্ঠানং সম্যগ্‌বিজ্ঞানপূর্ব্বকম্। তং সর্ব্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ সন্‌ সমং সর্ব্বভূতস্থং ধ্যাত্বা ন শোচতি। তদ্‌বিজ্ঞানাদভয়প্রাপ্তেঃ শোকাবসরা-ভাবাৎ কুতো ভয়েক্ষা। ইহৈবাবিদ্যাকৃত-কামকর্ম্মবন্ধৈর্বিমুক্তো ভবতি। বিমুক্তশ্চ সন্‌ বিমুচ্যতে পুনঃ শরীরং ন গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আত্মা জন্মজরাদি-বিকার-বিহীন এবং অবক্রচিত্ত, অর্থাৎ আদিত্য-প্রকাশবৎ নিত্য অধিষ্ঠিত। তিনি রাজার ন্যায় এই

একাদশ-দ্বারবিশিষ্ট * পুরসদৃশ দেহে অবস্থিত আছেন। যে ব্যক্তি এই পুরস্বামী আত্মাকে চিন্তা করিতে পারেন, তিনি শোকাদি দ্বারা আক্রান্ত হন না এবং দেহে থাকিয়াই অবিদ্যাকৃত বাসনা ও কর্ম্মাদি দ্বারা বিমুক্ত হন, আর দেহ ধারণ করেন না ॥ ১ ॥

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষ-সদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা, গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২ ॥

স তু নৈকশরীরপুরবর্ত্ত্যেবাত্মা কিন্তুর্হি সর্ব্বপুরবর্ত্তী। কথং হংসঃ হন্তি গচ্ছতীতি। শুচিষচ্ছুচৌ দিব্যাদিত্যাত্মনা সীদতীতি। বসুর্ব্বাসয়তি সর্ব্বানিতি। বায্বাত্মনা অন্তরীক্ষে সীদতীত্যন্তরীক্ষসৎ। হোতা অগ্নিরগ্নির্ব্বৈ হোতেতি শ্রুতেঃ। বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি বেদিষৎ। ইয়ং বেদিঃ পরোঽন্তঃ পৃথিব্যা ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। অতিথিঃ সোমঃ সন্ দুরোণে কলসে সীদতীতি দুরোণসৎ। ব্রাহ্মণোঽতিথিরূপেণ বা দুরোণেষু গৃহেষু সীদতীতি। নৃষৎ নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি নৃষৎ। বরসৎ বরেষু দেবেষু সীদতীতি। ঋতসদৃতং সত্যং যজ্ঞো বা তস্মিন্ সীদতীতি। ব্যোমসৎ ব্যোম্ন্যাকাশে সীদতীতি ব্যোমসৎ। অব্জা অপ্সু শঙ্খশুক্তিমকরাদিরূপেণ জায়ত ইতি। গোজা গবি পৃথিব্যাং ব্রীহিযবাদিরূপেণ জায়ত ইতি। ঋতজা যজ্ঞাঙ্গরূপেণ জায়ত ইতি। অদ্রিজাঃ পর্ব্বতেভ্যো নদ্যাদিরূপেণ জায়ত ইতি। সর্ব্বাত্মাপি সন্নৃতমবিতথস্বভাব এব। বৃহন্মহান্ সর্ব্বকারণত্বাৎ। যদাপ্যাদিত্য এব মন্ত্রেণোচ্যতে তদাপ্যস্যাত্মস্বরূপত্বমাদিত্যস্যাঙ্গী- (ত্যস্তেত্যঙ্গী)

* নেত্রযুগল, নাসাযুগল, শ্রবণযুগল, মুখ, নাভি, উপস্থ, গুহ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র, এই একাদশ স্থানই দেহের একাদশ দ্বার।

কৃতত্বাদ্ব্রাহ্মণব্যাখ্যানেঽপ্যবিরোধঃ। সর্ব্বব্যাপ্যেক এবাত্মা জগতো নাত্মভেদ ইতি মন্ত্রার্থঃ ॥ ২ ॥

এই আত্মা কেবলমাত্র একশরীরস্থ নহেন, ইনি সর্ব্বপুরস্থিত। তাই বলিতেছেন, আত্মা হংস অর্থাৎ সর্ব্বত্র গতিমান্। ইনি দিব্য আদিত্যরূপে অধিষ্ঠিত, ইনি অষ্টবসুরূপে বিদ্যমান, ইনি বায়ুর আকারে গগনতটে বিরাজমান রহিয়াছেন, ইনি অগ্নিরূপে বর্ত্তমান, ইনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, ইনি অতিথিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন এবং সোমরসরূপে কুম্ভের গর্ভে বর্ত্তমান আছেন। ইনি যাবতীয় মনুষ্যে বিরাজমান, ইনি সমস্ত সুরবৃন্দের মধ্যে অবস্থিত আছেন, ইনি যজ্ঞেতে বিরাজমান, ইনি গগনে এবং শঙ্খ-শুক্তি-মকরাদিরূপ জলমধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন, ইনি ধরাতলে ব্রীহিযবাদি আকারে সঞ্জাত হইতেছেন, ইনি যজ্ঞাদিরূপে আবির্ভূত হইতেছেন, ইনি পর্ব্বত হইতে নদ্যাদি আকারে সঞ্জাত হইতেছেন। এই ব্রহ্ম সকলের আত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সত্যস্বরূপ, ইহাতে কোনরূপ আবিলতা নাই, ইনি সর্ব্বব্যাপক বস্তু ॥ ২ ॥

ঊর্দ্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে ॥ ৩ ॥

আত্মনঃ স্বরূপাধিগমে লিঙ্গমুচ্যতে। ঊর্দ্ধ্বং হৃদয়াৎ প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বায়ুমুন্নয়তি ঊর্দ্ধ্বং গময়তি। তথাপানং প্রত্যগধোঽস্যতি ক্ষিপতি য ইতি বাক্যশেষঃ। তং মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তবিজ্ঞানপ্রকাশনং বামনং সম্ভজনীয়ং সর্ব্বে বিশ্বেদেবাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা রূপাদিবিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব

রাজানমুপাসতে তাদর্থ্যেনানুপরতব্যাপারা ভবন্তীত্যর্থঃ। যদার্থা যৎ-প্রযুক্তাশ্চ সর্ব্বে বায়ুকরণব্যাপারাঃ সোঽন্যঃ সিদ্ধ ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৩ ॥

যে আত্মা হৃদয় হইতে প্রাণকে ঊর্দ্ধদেশে উন্নীত করেন এবং অপানবায়ুকে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করেন, সেই হৃদয়পুণ্ডরীকবাসী আত্মাকে ভজনা করা কর্ত্তব্য। নিখিল সুরবৃন্দ অর্থাৎ চক্ষুরাদি দেবগণ এবং প্রাণগণ—ইহারা রূপাদি-পরিজ্ঞানরূপ উপহার লইয়া রাজার ন্যায় এই আত্মাকে ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্‌বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চাস্য শরীরস্থস্যাত্মনো বিস্রংসমানস্যাবস্রংসমানস্য ভ্রংশমানস্য দেহিনো দেহবতঃ। বিস্রংসনশব্দার্থমাহ দেহাদ্‌বিমুচ্যমানস্যেতি। কিমত্র পরিশিষ্যতে প্রাণাদিকলাপে ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতেঽত্র দেহে পুরস্বামিবিদ্রবণ ইব পুরবাসিনাং যস্যাত্মনোঽপগমেক্ষণমাত্রাৎ কার্য্য-করণকলাপরূপং সর্ব্বমিদং হতবলং বিধ্বস্তং ভবতি বিনষ্টং ভবতি সোঽন্যঃ সিদ্ধঃ ॥ ৪ ॥

পুরস্বামী পুর হইতে প্রস্থান করিলে যেরূপ পুরস্থ সকল পদার্থই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ দেহরূপ পুরস্থিত আত্মা এই দেহে পুর-বিসর্জ্জন করিলে প্রাণাদি প্রপঞ্চ কিছুই থাকে না, নিখিল হতবল হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই আত্মাই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥

স্যান্মতং প্রাণাপানাদ্যপগমাদেবেদং বিধ্বস্তং ভবতি ন তু তদ্-ব্যতিরিক্তাত্মাপগমাৎ প্রাণাদিভিরেব হি মর্ত্ত্যো জীবতীতি। নৈতদস্তি—ন প্রাণেন নাপানেন চক্ষুরাদিনা বা মর্ত্ত্যো মনুষ্যো দেহবান্ কশ্চন জীবতি ন কোহপি জীবতি। ন হ্যেষাং পরার্থানাং সংহত্য-কারিত্বাজ্জীবনহেতুত্বমুপপদ্যতে স্বার্থেন অসংহতেন পরেণ কেনচিদ-প্রযুক্তং সংহতানামবস্থানং ন দৃষ্টং গৃহাদীনাং লোকে তথা প্রাণাদীনা-মপি সংহতত্বাদ্ভবিতুমর্হতি। অত ইতরেণৈব সংহতপ্রাণাদিবিলক্ষণেন তু সর্ব্বে সংহতাঃ সন্তো জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি। যস্মিন্ সংহত-বিলক্ষণে আত্মনি সতি পরস্মিন্নেতৌ প্রাণাপানৌ চক্ষুরাদিভিঃ সংহতা-বুপাশ্রিতৌ। যস্যাসংহতস্যার্থে প্রাণাপানাদিঃ স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে সংহতঃ সন্ স ততোঽন্যঃ সিদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৫ ॥

কোন লোকই প্রাণ-অপানাদি বায়ু এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবিত থাকিতে সমর্থ নহে। কেন না, প্রাণাপানাদি এবং ইন্দ্রিয়াদি সকলেই সংহত বস্তু অর্থাৎ জাতপদার্থ, সুতরাং ইহারা পরার্থ,—পরের প্রয়োজনসাধন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং যাহার জন্য ইহারা সংহত, তাহার প্রেরণা ভিন্ন জীবনধারণ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্যের প্রয়োজনসাধক গৃহাদি যেরূপ মানবের প্রযত্ন ব্যতীত বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণাদি ও ইন্দ্রিয়াদিও অসংহত কোন বস্তুর অবলম্বন ভিন্ন অস্তিত্ববান্ থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রাণাদি যাবতীয়

সংহত দ্রব্য হইতে বিলক্ষণ আত্মা...কই আশ্রয় করিলে তদ্দ্বারা প্রাণাদি নিখিল পদার্থ জীবিত থাকে ॥ ৫ ॥

হন্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ ॥

হন্তেদানীং পুনরপি তে তুভ্যমিদং গুহ্যং গোপ্যং ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং প্রবক্ষ্যামি। যদ্‌বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বসংসারোপরমো ভবতি অবিজ্ঞানাচ্চ যস্য মরণং প্রাপ্য যথা আত্মা ভবতি যথা সংসরতি তথা শৃণু হে গৌতম ॥ ৬ ॥

হে গৌতম! আমি পুনর্ব্বার ত্বৎসকাশে অতি গুহ্য চিরন্তন ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইলে সমস্ত সংসারের উপরম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে না, সেই ব্যক্তি জন্ম-মরণ-রূপ ভব-বন্ধনে সংবদ্ধ থাকে ॥ ৬ ॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭ ॥

যোনিং যোনিদ্বারং শুক্রবীজসমন্বিতাঃ সন্তোঽন্যে কেচিদবিদ্যাবন্তো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় শরীরগ্রহণার্থং দেহিনো দেহবন্তঃ যোনিং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। স্থাণুং বৃক্ষাদিস্থাবরভাবমন্যেঽত্যন্তাধমা মরণং প্রাপ্যানুসংযন্তি অনুগচ্ছন্তি। যথাকর্ম্ম যদ্‌যস্য কর্ম্ম তদ্‌যথাকর্ম্ম যৈর্যাদৃশং কর্ম্মেহজন্মনি কৃতং তদ্‌বশেনেত্যেতৎ। তথা চ যথাশ্রুতং যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং তদনুরূপমেব শরীরং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥ ৭ ॥

হে নচিকেতঃ, কতগুলি অবিদ্যা-মোহিত প্রাণী দেহধারণার্থ শুক্র ও বীজ-সমন্বিত হইয়া যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয়। আবার কতগুলি অধম জীব মরণান্তে স্থাবরতা লাভ করে। এই প্রকার বিরুদ্ধ উৎপত্তির প্রতি পূর্ব্বজন্মীয় সঞ্চিত কর্ম্ম এবং জ্ঞানই কারণ। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম বা জ্ঞানার্জ্জন করে, সে তদ্রূপ শরীরই লাভ করিয়া থাকে ৭ ॥

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮ ॥

যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম বক্ষ্যামীতি তদাহ। য এষ সুপ্তেষু প্রাণাদিষ জাগর্ত্তি ন স্বপিতি। কথম। কামং কামং তমভিপ্রেতং স্ত্র্যাদ্যর্থমবিদ্যয়া নির্ম্মিমাণো নিষ্পাদয়ন্ জাগর্ত্তি পুরুষো যস্তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং তদ্ব্রহ্ম, নান্যদ্‌গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি। তদেবামৃতমবিনাশ্যুচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষ। কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ লোকাস্তস্মিন্নেব সর্ব্বে ব্রহ্মণ্যাশ্রিতাঃ সর্ব্বলোককারণত্বাত্তস্য। তদু নাত্যেতি কশ্চনেত্যাদি পূর্ব্ববদেব ॥৮॥

প্রাণিগণ সুপ্ত হইলেও যে পুরুষ অবিদ্যা দ্বারা জীবের অভিপ্রেত কলত্র প্রভৃতি বিষয়সকল নির্ম্মিত করিয়া নিজে জাগ্রদ্ভাবে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম কহে। ইহা ভিন্ন অন্য আর গোপনীয় ব্রহ্ম-বস্তু নাই। এই ব্রহ্ম-বস্তু অবিনাশী. পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। কেহই ইঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু ॥ ৮ ॥

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯ ॥

অনেকতার্কিককুবুদ্ধিবিচালিতান্তঃকরণানাং প্রমাণোপপন্নমপ্যাত্মৈকত্ববিজ্ঞানমসকৃদুচ্যমানমপ্যনৃজুবুদ্ধীনাং ব্রাহ্মণানাং চেতসি নাধীয়ত ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী পুনঃ পুনরাহ শ্রুতিঃ। অগ্নির্যথৈক এব প্রকাশাত্মা সন্ ভুবনং ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনমযং লোকস্তমিমং প্রবিষ্টোঽনুপ্রবিষ্টঃ। রূপং রূপং প্রতিদার্ব্বাদিদাহ্যভেদপ্রতীত্যর্থঃ। প্রতিরূপস্তত্র তত্র প্রতিরূপবান্ দাহ্যভেদেন বহুবিধো বভূব। এক এব তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামভ্যন্তর আত্মা অতিসূক্ষ্মত্বা-দ্দার্ব্বাদিষ্বিব সর্ব্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ স্বেনা-বিকৃতেন (স্ব) রূপেণাকাশবৎ ॥ ৯ ॥

এক-প্রকার-স্বভাব অগ্নি যেরূপ সমগ্র ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থ-ভেদে অনেকরূপে উপলব্ধ হন, তদ্রূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রতি শরীরভেদে তদনুরূপ উপলব্ধ হন। প্রকৃত পক্ষে তিনি আকাশবৎ অবিকৃতস্বভাব, তাঁহার কোনরূপ বিকৃতি হয় না ॥ ৯ ॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০ ॥

তথাঽন্যো দৃষ্টান্তঃ। বায়ুর্যথৈক ইত্যাদি। প্রাণাত্মনা দেহেষনু-প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবেতি সমানম্ ॥ ১০ ॥

এক বায়ু যেরূপ ভুবনবর্ত্তী হইয়া প্রাণাদি নানা আকারে নানারূপে

প্রতীত হন, তদ্রূপ এক আত্মাই নিখিল প্রাণীর অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শরীর-ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে বহির্দৃশ্যমান হন ॥ ১০ ॥

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥

একস্য সর্ব্বাত্মকত্বে সংসারদুঃখিত্বং পরস্যৈব তদিতি প্রাপ্তং অত ইদমুচ্যতে। সূর্য্যো যথা চক্ষুষ আলোকেনোপকারং কুর্ব্বন্ মূত্রপুরীষাদ্যশুচিপ্রকাশনেন তদ্দর্শিনঃ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুরপি সন্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈরশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈরাধ্যাত্মিকৈঃ পাপদোষৈর্ব্বাহ্যৈশ্চাশুচ্যাদিসংসর্গদোষৈঃ। একঃ সন্ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ। লোকো হ্যবিদ্যয়া স্বাত্মন্যধ্যস্তয়া কামকর্ম্মোদ্ভবং দুঃখমনুভবতি। ন তু সা পরমার্থতঃ স্বাত্মনি। যথা রজ্জুশুক্তিকো (খ) ষরগগনেষু সর্পরজতোদকমলানি ন রজ্জ্বাদীনাং স্বতো দোষরূপাণি সন্তি। সংসর্গিণি বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসনিমিত্তাত্তদ্দোষবদ্বিভাব্যন্তে। ন তদ্দোষৈস্তেষাং লেপো বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসবাহ্যা হি তে। তথাত্মনি সর্ব্বলোকঃ ক্রিয়াকারকফলাত্মকং বিজ্ঞানং সর্পাদিস্থানীয়ং বিপরীতমধ্যস্য তন্নিমিত্তং জন্মমরণাদি-দুঃখমনুভবতি নত্বাত্মা সর্ব্বলোকাত্মাপি সন্ বিপরীতাধ্যারোপনিমিত্তেন লিপ্যতে লোকদুঃখেন। কুতঃ বাহ্যঃ। রজ্জ্বাদিবদেব বিপরীতবুদ্ধ্যধ্যাসবাহ্যো হি স ইতি ॥১১॥

সূর্য্যদেব যেরূপ সমস্ত জীবের চক্ষুরূপে বিরাজমান থাকিয়াও চাক্ষুষ দোষে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ এক আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে অধিগত থাকিয়াও প্রাণীর দুঃখপুঞ্জ দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১১ ॥

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২॥

কিঞ্চ স হি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্র একো ন তৎসমোঽভ্যধিকো বাঽন্যোঽস্তি। বশী সর্ব্বং হ্যস্য জগদ্বশে বর্ত্ততে। কুতঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। যত একমেব সদেকরসমাত্মানং বিশুদ্ধবিজ্ঞানরূপং নামরূপাদ্যশুদ্ধোপাধিভেদবশেন বহুধা অনেকপ্রকারং যঃ করোতি স্বাত্মসত্তামাত্রেণাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। তমাত্মস্থং স্বশরীরহৃদয়াকাশে বুদ্ধৌ চৈতন্যাকারেণাভিব্যক্তমিত্যেতৎ। ন হি শরীরস্যাধারত্বমাত্মনঃ আকাশবদমূর্ত্তত্বাৎ। আদর্শস্থং মুখমিতি যদ্বৎ। তমেতমীশ্বরমাত্মানং যে নিবৃত্তবাহ্যবৃত্তয়োঽনুপশ্যন্তি আচার্য্যাগমোপদেশমনু সাক্ষাদনুভবন্তি ধীরা বিবেকিনস্তেষাং পরমেশ্বরভূতানাং শাশ্বতং নিত্যং সুখমাত্মানন্দলক্ষণং ভবতি নেতরেষাং বাহ্যাসক্তবুদ্ধীনামবিবেকিনাং স্বাত্মভূতমপ্যবিদ্যাব্যবধানাৎ॥১২॥

আত্মা পরমেশ্বর, সর্ব্বগত, স্বতন্ত্র, এক, অদ্বিতীয়। ইহার তুল্য অন্য কোন বস্তু নাই। এই অনন্ত জগৎ ইহার বশঙ্গত। ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ হইয়া স্বকীয় সৎ একরস বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপকে নামরূপাদি অশুদ্ধ উপাধিভেদে বহু আকারে প্রকাশিত করিতেছেন। যে ধীর ব্যক্তি দেহস্থ এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি নিত্যানন্দের অধিকারী হন, আর যাহারা বাহ্যবিষয়ে আসক্তমনা, অবিবেকী, তাহারা এই আনন্দের অধিকারী হয় না॥ ১২॥

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১৩॥

কিঞ্চ নিত্যোঽবিনাশী অনিত্যানাং বিনাশিনাম্। চেতনশ্চেতনানাং চেতয়িতৃণাং ব্রহ্মাদীনাং প্রাণিনামগ্নিনিমিত্তমিব দাহকত্বমনগ্নীনামুদকাদীনামাত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চেতয়িতৃত্বমন্যেষাম্। কিঞ্চ স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ কামিনাং সংসারিণাং কর্ম্মানুরূপং কামান্ কর্ম্মফলানি স্বানুগ্রহনিমিত্তাংশ্চ কামান্ য একো বহূনামনেকেষামনায়াসেন বিদধাতি প্রযচ্ছতীত্যেতৎ। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিরুপরতিঃ শাশ্বতী নিত্যা স্বাত্মভূতৈব স্যান্নেতরেষামেবংবিধানাম্॥ ১৩॥

এই আত্মা সমস্ত বিনাশী বস্তুর মধ্যে নিত্য পদার্থ। ইহার কখনও বিনাশ নাই এবং ইনি ব্রহ্মাদির চেতয়িতা অর্থাৎ অগ্নি যেরূপ উদকাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া উহাদের দাহকত্বশক্তি জন্মাইয়া দেয়, তদ্রূপ আত্মাও ব্রহ্মাদি সমস্ত বস্তুর চেতনাসম্পাদন করিতেছেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ; ইনি এক হইয়াও বহুকামনাবিশিষ্ট সংসারিগণের কর্ম্মানুরূপ কাম্য বিষয় অনায়াসে অর্পণ করিয়া থাকেন। যে ধীর মনুষ্য এতাদৃশ আত্মাকে নিজ মনোমধ্যে উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি সংসারোপরতিরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। আর যাহারা এরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম, তাহারা শান্তি প্রাপ্ত হন না॥১৩॥

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখম্।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥১৪॥

যত্তদাত্মবিজ্ঞানং সুখমনির্দ্দেশ্যং নির্দ্দেষ্টুমশক্যং পরমং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতপুরুষবাঙ্মনসয়োরগোচরমপি সন্নিবৃত্তৈষণা যে ব্রাহ্মণাস্তে যত্তদেতৎ প্রত্যক্ষমেবেতি মন্যন্তে। কথন্নু কেন প্রকারেণ তৎসুখমহং বিজানীয়াম্ ইদমিত্যাত্মবুদ্ধিবিষয়মাপাদয়েয়ং যথা নিবৃত্তৈষণা যতয়ঃ। কিমু তদ্ভাতি দীপ্যতে প্রকাশাত্মকং তদ্যতোঽস্মদ্বুদ্ধিগোচরত্বেন বিভাতি বিস্পষ্টং দৃশ্যতে কিং বা নেতি ॥ ১৪ ॥

আত্মবিজ্ঞান-রূপ পরমসুখ যদিও অনির্দ্দেশ্য পদার্থ অর্থাৎ প্রাকৃত জনের বাক্য ও মনের অবিষয়, তথাপি যাহারা সংসারবাসনাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, তাঁহারা প্রত্যক্ষতই সেই সুখ উপলব্ধি করেন। নচিকেতা যমের এই কথা শুনিয়া প্রশ্ন করিতেছেন,—হে মৃত্যো! আমি কি সেই সুখ উপলব্ধি করিতে পারিব? সেই প্রকাশাত্মক পদার্থ কি সর্ব্বদাই প্রদীপ্ত থাকেন, তিনি কি বিস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হন? ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকন্নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥ ২ ॥

অত্রোত্তরমিদং ভাতি চ বিভাতি চেতি। কথং ন তত্র তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো ভাতি তদ্ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা ন চন্দ্রতারকং নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মস্মদ্দৃষ্টিগোচরোঽগ্নিঃ। কিং বহুনা যদিদমাদিকং সর্ব্বং ভাতি তত্তমেব পরমেশ্বরং ভান্তং দীপ্যমানমনুভাত্যনুদীপ্যতে। যথা

জ্বলোলমুকাদ্যগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমনুদহতি ন স্বতস্তদ্বৎ। তস্যৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদি বিভাতি। যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ। কার্য্যগতেন বিবিধেন ভাসা তস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বং স্বতোঽবগম্যতে। ন হি স্বতোঽবিদ্যমানং ভাসনমন্যস্য কর্ত্তুং শক্যম্। ঘটাদীনামন্যাবভাসকত্বাদর্শনাদ্ভাসনরূপাণাঞ্চাদিত্যাদীনাং তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্য-শ্রীমদাচার্য্য-শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপ-
নিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়বল্লীভাষ্যং
সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

যম নচিকেতার প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর করিতেছেন, যিনি সকলের প্রকাশক, সেই সূর্য্যদেবও সেই আত্মভূত ব্রহ্ম-পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারেন না এবং চন্দ্র, নক্ষত্র বা বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে অসমর্থ। অতএব আমাদের দৃষ্টিগোচর অগ্নির কথা আর কি বলিব? অগ্নিও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না। অধিক আর কি বলিব, তুমি সূর্য্যাদি যত কিছু দীপ্তিমান্ বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছ, এতৎসমস্তই নিয়ত প্রকাশমান সেই আত্মার প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহার প্রকাশ দ্বারাই নিজ নিজকে প্রকাশিত করিতেছে তদ্ভিন্ন ইহাদের প্রকাশ নাই ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত ॥

তৃতীয়া বল্লী

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এযোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রন্তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে, তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১॥

তুলাবধারণেনৈব মূলাবধারণং বৃক্ষস্য ক্রিয়তে লোকে যথৈবং সংসারকার্য্যবৃক্ষাবধারণেন তন্মূলস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবধারণায় ইয়ং ষষ্ঠী বল্লী আরভ্যতে। ঊর্দ্ধমূলং যত্তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমম্পদমস্যেতি সোঽয়মব্যক্তাদি স্থাবরান্তঃ সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলঃ। বৃক্ষশ্চ ব্রশ্চনাৎ। জন্ম-জরা-মরণ-শোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবো মায়ামরীচ্যুদক-গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবদ্দৃষ্টস্বরূপত্বাদবসানে চ বৃক্ষবদভাবাত্মকঃ কদলীস্তম্ভবন্নিঃসারঃ অনেকশতপাষণ্ডবুদ্ধিবিকল্পাস্পদঃ তত্ত্ববিজিজ্ঞাসুভিরনির্দ্ধারিতেদং তত্ত্বো বেদান্ত-নির্দ্ধারিতপরব্রহ্মমূলসারোঽবিদ্যা-কামকর্ম্মাব্যক্তবীজপ্রভবঃ অপর-ব্রহ্মজ্ঞ-বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিদ্বয়াত্মক-হিরণ্যগর্ভাঙ্কুরঃ সর্ব্বপ্রাণিলিঙ্গ-ভেদ-স্কন্ধ-তৃষ্ণাজলসেকোদ্ভূতদর্পো বুদ্ধীন্দ্রিয়-বিষয়-প্রবালাঙ্কুরঃ শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিদ্যোপদেশপলাশঃ যজ্ঞদানতপআদ্যনেকক্রিয়াসুপুষ্পঃ সুখদুঃখবেদনানেকরসঃ প্রাণ্যুপজীব্যানন্তফলস্তত্তৃষ্ণাসলিলাবসেক-প্ররূঢ়জড়ীকৃত-দৃঢ়বদ্ধমূলঃ সত্য-নামাদিসপ্তলোক-ব্রহ্মাদিভূত-পক্ষিকৃত-নীড়ঃ প্রাণিসুখদুঃখোদ্‌ভূত-হর্ষশোকজাত - নৃত্য - গীত - বাদিত্রক্ষ্বেলিতাস্ফোটিতহসিতাক্রুষ্টরুদিত-

হাহামুঞ্চ-মুঞ্চেত্যাদ্যনেক-শব্দকৃততুমুলীভূত-মহারবো বেদান্তবিহিত-ব্রহ্মাত্মদর্শনাসঙ্গশস্ত্রকৃতোচ্ছেদ এষ সংসারবৃক্ষোঽশ্বত্থবৎ কামকর্ম্ম-বাতেরিত-নিত্য-প্রচলিত-স্বভাবঃ। স্বর্গনরকতির্য্যক্-প্রেতাদিভিঃ শাখাভিরবাক্‌শাখঃ। সনাতনোঽনাদিত্বাচ্চিরং প্রবৃত্তঃ। যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মচ্চৈতন্যাত্ম-জ্যোতিঃস্বভাবং তদেব ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ। তদেবামৃতমবিনাশস্বভাব-মুচ্যতে কথ্যতে সত্যত্বাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃত-মন্যদতো মর্ত্ত্যম্। তস্মিন্ পরমার্থসত্যে ব্রহ্মণি লোকা গন্ধর্ব্ব-নগর-মরীচ্যুদকমায়াসমাঃ পরমার্থদর্শনাভাবাবগমনাঃ শ্রিতা আশ্রিতাঃ সর্ব্বে সমস্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়েষু। তদু তদ্‌ব্রহ্ম নাত্যেতি নাতিবর্ত্ততে মৃদাদিমিব ঘটাদিকার্য্যং কশ্চন কশ্চিদপি বিকারঃ। এতদ্বৈ তৎ॥ ১॥

যেরূপ লোকে তুলা-দর্শন নিবন্ধন শাল্মল্যাদি বৃক্ষের মূল নির্ণয় করে, তদ্রূপ সংসার-রূপ বৃক্ষের দর্শন নিবন্ধন তাহার মূলকারণ ব্রহ্মের অবধারণার্থ এই ষষ্ঠী বল্লী আরম্ভ করিতেছেন।—এই সংসাররূপ তরু ঊর্দ্ধমূল অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদই এই তরুর মূল। এই সংসারতরু প্রতিক্ষণেই জন্ম, মরণ, জরা ও শোকাদি অনেক অনর্থ দ্বারা অন্যথাভাবে পরিণত হইতেছে। কদলীস্তম্ভ যেরূপ অসার বস্তু, এই সংসার-তরুও তদ্রূপ অসার পদার্থ। এই সংসার-তরুকে লক্ষ্য করিয়া অনেকশত পাষণ্ড বহুবিধ বিকল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাঁহারা ইহার তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে সমর্থ। পরমব্রহ্মই এই তরুর মূল, ইহা বেদান্তবচন দ্বারা প্রতিপন্ন

হইয়াছে। অবিদ্যা-জনিত কামনা ও কর্ম্মাদিই এই তরুর বীজ এবং জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্ত্যাত্মক হিরণ্যগর্ভই ইহার প্রথম অঙ্কুর, নিখিল প্রাণিপুঞ্জই স্কন্ধ। এই বৃক্ষ নিরন্তর তৃষ্ণারূপ জলাশয় দ্বারা সিক্ত। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি ইহার প্রবাল, শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোপদেশই পত্র এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া সমূহ ইহার সুন্দর পুষ্প। প্রাণীর সুখদুঃখাদি বেদনাই বহুবিধ রস। এই তরুর মূলদেশ ফলতৃষ্ণারূপ জলসেক দ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। সত্যাদি নামক সপ্ত লোকে ব্রহ্মাদিরূপ বিহগবৃন্দ এই তরুতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। প্রাণিগণের সুখদুঃখাদিজনিত হর্ষশোকাদি দ্বারা জাত নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং হাহাকারাদি অশেষ শব্দরাশি দ্বারা এই সংসার-তরু সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত, বেদান্তশাস্ত্র-বিহিত আত্ম-দর্শন-জনিত অসঙ্গতা-রূপ শস্ত্রই ইহার উচ্ছেদে সমর্থ; এই সংসার-তরু কাম-কর্ম্মরূপ বায়ু দ্বারা নিয়ত অশ্বত্থ-বৃক্ষের ন্যায় বিচলিতস্বভাব; স্বর্গ, নরক, তির্য্যক্‌প্রেতাদি ইহার শাখা। এই তরু অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত। যে দ্রব্য এই সংসার-তরুর মূলীভূত, তাহাই শুদ্ধ ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম ব্যাপক এবং অবিনাশিস্বভাব। এই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সত্যাদি সমস্ত লোক বিদ্যমান আছে, ইহাকে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। হে নচিকেতঃ! ইহাই পরম ব্রহ্ম জানিবে॥ ১॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২॥

যদ্বিজ্ঞানাদমৃতা ভবন্তীত্যুচ্যতে জগতো মূলং তদেব নাস্তি

ব্রহ্মাসত এবেদং নিঃসৃতমিতি তন্ন। যদ্‌যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চেদং জগৎ সর্ব্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সত্যেজতি কম্পতে তত এব নিঃসৃতং নির্গতং সৎ প্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে। যদেবং জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তন্মহদ্ভয়ম্। মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ বিভেত্যস্মাদিতি মহদ্ভয়ম্। বজ্রমুদ্যতমুদ্যতমিব বজ্রম্। যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনমভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে বর্ত্তন্তে, তথেদং চন্দ্রাদিত্য-গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদি-লক্ষণং জগৎ সেশ্বরং নিয়মেন ক্ষণমপ্যবিশ্রান্তং বর্ত্তত ইত্যুক্তং ভবতি। য এতদ্‌বিদুঃ স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্মামৃতা অমরণধর্ম্মাণস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

হে নচিকেতঃ! এই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ, এই সমস্তই সেই পরম ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত হইয়া স্ব স্ব নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। জগদুৎপত্ত্যাদির হেতুস্বরূপ পরংব্রহ্ম মহদ্ভয়-স্থান এবং উদ্যত বজ্রস্বরূপ। যেরূপ বজ্রোদ্যতকারী স্বামীকে দেখিয়া ভৃত্যগণ যথানিয়মে তদীয় শাসনে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারকাদিসঙ্কুল এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহার শাসনে যথানিয়মে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হইতেছে। যাঁহারা এই তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, তাঁহারা মৃত্যুকবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন॥ ২ ॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ ॥

কথং তদ্ভয়াজ্জগদ্‌বর্ত্তত ইত্যাহ। ভয়াদ্ভীত্যা পরমেশ্বরস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ন হীশ্বরাণাং লোকপালানাং সমর্থানাং সতাং নিয়ন্তা চেদ্‌-বজ্রোদ্যতকরবন্ন স্যাৎ স্বামিভয়ভীতানামিব ভৃত্যানাং নিয়তা প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে ॥৩॥

এই পরমেশ্বর পরম ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করিতেছে, দিবাকর তাপ দান করিতেছে, চন্দ্র, বায়ু এবং যম নিজ নিজ ক্রিয়া-সাধনে ব্যস্ত হইতেছে। কেহই তাঁহার শাসন অতিক্রমে সমর্থ নহে ॥ ৩ ॥

ইহ চেদশকদ্‌বোদ্ধুং প্রাক্‌ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

তচ্চেহ জীবন্নেব চেদ্‌যদ্যশকচ্ছক্নোতি শক্তঃ সন্‌ জানাত্যেতদ্ভয়-কারণং ব্রহ্ম বোদ্ধুমবগন্তুং প্রাক্‌ পূর্ব্বং শরীরস্য বিস্রসোঽবস্রংসনাৎ পতনাৎ সংসারবন্ধনাদ্‌বিমুচ্যতে। ন চেদশকদ্‌বোদ্ধুং ততোঽনবোধাৎ সর্গেষু সৃজ্যন্তে যেষু স্রষ্টব্যাঃ প্রাণিন ইতি সর্গাঃ পৃথিব্যাদয়ো লোকাস্তেষু সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় শরীরভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি শরীরং গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীরবিস্রংসনাৎ প্রাগাত্মবোধায় যত্ন আস্থেয়ঃ ॥ ৪ ॥

যদি এই ভয়হেতু ব্রহ্মকে পূর্ব্বেই বিদিত হইতে পারা যায়, তবে দেহ-পাতের পূর্ব্বেই ভব-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। আর যাহারা এই ব্রহ্মকে বিদিত হইতে পারে না, তাহারা পৃথিব্যাদি লোকে দেহধারণ করিয়া থাকে। অতএব দেহপাতের অগ্রে আত্ম-বোধের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য ॥৪॥

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥৫॥

যস্মাদিহৈবাত্মনো দর্শনমাদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে ন লোকান্তরেষু ব্রহ্মলোকাদন্যত্র। স চ দুষ্প্রাপ্যঃ। কথমিত্যুচ্যতে। যথাদর্শে প্রতিবিম্বভূতমাত্মানং পশ্যতি লোকোঽত্যন্তবিবিক্তং তথেহাত্মনি স্ববুদ্ধাবাদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়াং বিবিক্তমাত্মনো দর্শনং ভবতীত্যর্থঃ। যথা স্বপ্নে অবিবিক্তং জাগ্রদ্বাসনোদভূতং তথা পিতৃলোকেঽবিবিক্তমেবাত্মনো দর্শনং কর্ম্মফলোপভোগাসক্তত্বাৎ। যথা চাপ্সু বিবিক্তাবয়বমাত্মরূপং পরীব দদৃশে পরিদৃশ্যত ইব তথা গন্ধর্ব্বলোকেঽবিবিক্তমেব দর্শনমাত্মনঃ। এবঞ্চ লোকান্তরেষ্বপি শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদবগম্যতে। ছায়াতপযোরিবাত্যন্তবিবিক্তং ব্রহ্মলোক এবৈকস্মিন্। স চ দুষ্প্রাপোঽত্যন্তবিশিষ্টকর্ম্মজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ। তস্মাদাত্মদর্শনায়েহৈব যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫॥

এই দেহ আশ্রয় করিয়াই আত্মদর্শন হওয়ার সম্ভাবনা, ব্রহ্মলোক ভিন্ন অন্য লোকে আত্মদর্শনের সম্ভাবনা নাই। যেমন মুকুরে প্রতিবিম্বরূপে আত্ম-শরীর দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ দর্পণবৎ বিমল আত্ম-বুদ্ধিতে বুদ্ধ্যাদি হইতে বিবিক্তরূপে আত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু স্বপ্নাবস্থাতে যেরূপ বাসনাময় জাগ্রদবস্থার বিষয়াবলী প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদ্রূপ পিতৃলোকে বুদ্ধ্যাদি হইতে অবিবিক্তরূপে আত্মদর্শন হইয়া থাকে, আর সলিলগর্ভে যেমন শরীরাবয়ব সকল অপৃথক্রূপে দৃষ্ট হয় তদ্রূপ গন্ধর্ব্বলোকে শরীরাদি হইতে অবিবিক্তরূপে আত্মদর্শন হয়। এইরূপ অবিবিক্তরূপে

আত্মদর্শন অপরাপর লোকেও হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা বিদিত হওয়া যায়। ছায়া আর আতপ যেরূপ সম্পূর্ণ বিবিক্ত পাদার্থ, তদ্রূপ আত্মাও শরীর-ইন্দ্রিয়াদি হইতে যে সম্পূর্ণ বিবিক্ত বস্তু, এই জ্ঞান একমাত্র ব্রহ্মলোকে অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মলোকলাভ পরম দুর্লভ, কেন না, অত্যন্ত বিশিষ্ট কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন তাহা লাভ হয় না; অতএব এই দেহেই আত্মদর্শনের নিমিত্ত যত্ন করিবে।৫॥

ইন্দ্রিয়াণাম্পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৬ ॥

কথমসৌ বোদ্ধব্যঃ কিংবা তদববোধে প্রয়োজনমিত্যুচ্যতে। ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেন স্বকারণেভ্যঃ আকাশাদিভ্যঃ পৃথগুৎপদ্যমানানামত্যন্তবিশুদ্ধাৎ কেবলাচ্চিন্মাত্রাত্ম-স্বরূপাৎ পৃথগ্‌ভাবং স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাং তথা তেষামেবেন্দ্রিয়াণা-মুদয়াস্তময়ৌ চ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ জাগ্রৎস্বাপাবস্থাপেক্ষয়া নাত্মন ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিবেকতো ধীরো ধীমান্ ন শোচতি। আত্মনো নিত্যৈকস্বভাবত্বাঽব্যভিচারাচ্ছোককারণত্বানুপপত্তেঃ। তথা চ শ্রুত্য-ন্তরং তরতি শোকমাত্মবিদিতি॥ ৬॥

আত্মাকে কিরূপে জানা যায় এবং তাঁহাকে জানার আবশ্যকই বা কি, তাহা বলিতেছেন।—স্বস্ববিষয় গ্রহণের জন্য স্বকারণ আকাশাদি হইতে পৃথক্ পৃথক্ উৎপদ্যমান শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বিষয় আত্মস্বরূপ হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে এবং ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি ও বিলয় জানিতে পারিলে, ধীর ব্যক্তি শোকাদি অতিক্রম করিতে পারেন, কেন না, আত্মা

নিত্য, এক, অদ্বিতীয় পদার্থ এবং শরীর-ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র; এইরূপ জ্ঞান হইলে শোকাদির সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

যস্মাদাত্মন ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাব উক্তো নাঽসৌ বহিরধিগন্তব্যঃ যস্মাৎ প্রত্যগাত্মা স সর্ব্বস্য তৎ কথমিত্যুচ্যতে। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মন ইত্যাদি। অর্থানামিহেন্দ্রিয়সমানজাতীয়ত্বাদিন্দ্রিয়গ্রহণেনৈব গ্রহণম্। পূর্ব্ববদন্যৎ। সত্ত্বশব্দাদ্‌বুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহানাত্মা অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে প্রথম-জাত হিরণ্যগর্ভ-সম্বন্ধী তত্ত্বই প্রধান। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ নিখিল কার্য্য-কারণ-শক্তিসমূহ-স্বরূপ প্রধান শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ বস্তু। ইনি পরিব্যাপক এবং অলিঙ্গ অর্থাৎ সংসারের সর্ব্বধর্ম্ম-বিরহিত। আচার্য্যের সকাশে শ্রুতিবাক্য দ্বারা এইরূপ পরমাত্মস্বরূপ বিদিত হইতে পারিলে মানব জীবিত থাকিয়াই অবিদ্যাদি হৃদয়-গ্রন্থি করে এবং শরীরপাতের পর অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকো ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্ব্বস্য কারণত্বাৎ। অলিঙ্গো লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং বুদ্ধ্যাদি তদবিদ্যমানমস্যেতি সোঽয়মলিঙ্গ এব। সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত

ইত্যেতৎ। যং জ্ঞাত্বাহচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ মুচ্যতে জন্তুরবিদ্যাদিহৃদয়-গ্রন্থিভির্জীবন্নেব পতিতেহপি শরীরেহমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। সোহলিঙ্গঃ পরোহব্যক্তাৎ পুরুষ ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ॥ ৮॥

অব্যক্ত হইতে অতীত পরমপুরুষ ব্যাপক ও অলিঙ্গ; তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে॥ ৮॥

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্ল্প্তো য, এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯॥

কথং তর্হি অলিঙ্গস্য দর্শনমুপপদ্যত ইত্যুচ্যতে। ন সংদৃশে সংদর্শনবিষয়ে ন তিষ্ঠতি প্রত্যগাত্মনোহস্য রূপম্। অতো ন চক্ষুষা সর্ব্বেন্দ্রিয়েণ। চক্ষুর্গ্রহণস্যোপলক্ষণার্থত্বাৎ। পশ্যতি নোপলভতে কশ্চন কশ্চিদপ্যেনং প্রকৃতমাত্মানম্। কথং তর্হি তং পশ্যেদিত্যুচ্যতে। হৃদা হৃৎস্থয়া বুদ্ধ্যা। মনীষা মনসঃ সঙ্কল্পাদিরূপস্যেষ্টে নিয়স্তৃত্বেনেতি মনীট্ তয়া হৃদা মনীষাহবিকল্পয়িত্র্যা। মনসা মননরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন। অভিক্ল্প্তোহভিসমর্থিতোহভিপ্রকাশিত ইত্যেতৎ। আত্মা জ্ঞাতুং শক্যত ইতি বাক্যশেষঃ। তমাত্মানং ব্রহ্মৈতদ্যে বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯॥

আত্মা যদি অলিঙ্গ বস্তু হইলেন, তবে কিরূপে তাঁহার দর্শনলাভ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—এই প্রত্যগাত্মার রূপ দর্শনের বিষয়ীভূত নহে, সুতরাং কেহই এই আত্মাকে নেত্র দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ নহে। বুদ্ধি যখন সঙ্কল্পাদি-বর্জ্জিত হইয়া নির্ম্মলীভাব পরিগ্রহ করে, তখন সেই বুদ্ধিতে আত্মা অভি-প্রকাশিত হন। যে

ব্যক্তি এই আত্মাকে বিদিত হইতে সমর্থ হন, তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১০

সা হৃন্নীট্ কথং প্রাপ্যত ইতি তদর্থো যোগ উচ্যতে। যদা যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতান্যাত্মন্যেব পঞ্চ জ্ঞানানি। জ্ঞানার্থত্বাৎ শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানান্যুচ্যন্তে। অবতিষ্ঠন্তে সহ মনসা যদনুগতানি তেন সঙ্কল্পাদিব্যাবৃত্তেনান্তঃকরণেন। বুদ্ধিশ্চাধ্যবসায়লক্ষণা ন বিচেষ্টতি স্বব্যাপারেষু ন বিচেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১০ ॥

যৎকালে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম মনের সহিত স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে প্রত্যাহৃত হয় এবং অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিজকার্য্যে চেষ্টাশূন্য হয়, সেই অবস্থার নাম পরমা গতি ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১ ॥

তামীদৃশীং তদবস্থাং যোগমিতি মন্যন্তে বিয়োগমেব সন্তম্। সর্ব্বানর্থসংযোগবিয়োগলক্ষণা হীয়মবস্থা যোগিনঃ। এতস্যাং হ্যবস্থায়ামবিদ্যাধ্যারোপণবর্জ্জিতস্বরূপপ্রতিষ্ঠ আত্মা। স্থিরামিন্দ্রিয়-ধারণাম্। স্থিরামচলামিন্দ্রিয়ধারণাং বাহ্যান্তঃকরণানাং ধারণমিত্যর্থঃ। অপ্রমত্তঃ প্রমাদবর্জ্জিতঃ সমাধানং প্রতি নিত্যং প্রযত্নবাংস্তদা তস্মিন্ কালে যদৈব প্রবৃত্তযোগো ভবতীতি সামর্থ্যাদবগম্যতে। ন হি

বুদ্ধ্যাদিচেষ্টাভাবে প্রমাদসম্ভবোঽস্তি। তস্মাৎ প্রাগেব বুদ্ধ্যাদিচেষ্টা-পরমাদ-প্রমাদো বিধীয়তে। অথবা যদৈবেন্দ্রিয়াণাং স্থিরা ধারণা তদানীমেব নিরঙ্কুশম প্রমত্তত্বমিত্যতোঽভি ধীয়তে প্রমত্তস্তদা ভবতীতি। কুতঃ। যোগো হি যস্মাৎ প্রভবাপ্যয়ৌ উপজনাপায়ধর্ম্মক ইত্যর্থোঽপায়পরিহারায়াপ্রমাদঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১ ॥

যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্থিরভাবে অধিষ্ঠান করে, সেই অবস্থার নাম যোগ। যৎকালে ঈদৃশী অবস্থা সঙ্ঘটিত হয়, তখন মানব প্রমাদপরিহারার্থ যত্নবান্ হইবে। কেন না, যোগ সমৃদ্ধি ও অপায়-ধর্ম্মক অর্থাৎ যোগ দ্বারা যেমন আত্মোন্নতির সম্ভব, তদ্রূপ উহা দ্বারা অপায়েরও সম্ভাবনা আছে, অতএব অপায়-পরিহারার্থ অপ্রমত্ততা-সম্পন্ন হইবে॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২ ॥

বুদ্ধ্যাদিচেষ্টাবিষয়ং চেদ্ব্রহ্মেদং তদিতি বিশেষতো গৃহ্যতে বুদ্ধ্যাদ্যুপরমে চ গ্রহণকারণাভাবাদনুপলভ্যমানং নাস্ত্যেব ব্রহ্ম। যদ্ধি করণগোচরং তদস্তীতি প্রসিদ্ধং লোকে বিপরীতঞ্চাসদিত্যতশ্চা-নর্থকো যোগোঽনুপলভ্যমানত্বাদ্বা নাস্তীত্যুপলব্ধব্যং ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে। সত্যং—নৈব বাচা ন মনসা ন চক্ষুষা নান্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। তথাপি সর্ব্ববিশেষ-রহিতোঽপি জগতো মূলমিত্যবগতত্বাদস্ত্যেব কার্য্যপ্রবিলাপস্যাস্তিত্ব-নিষ্ঠত্বাৎ। তথা হীদং কার্য্যং সূক্ষ্মতারতম্যপারম্পর্য্যেণানুগম্যমানং সদ্বুদ্ধিনিষ্ঠামেবাবগময়তি। যদাপি বিষয়প্রবিলাপনেন প্রবিলাপ্যমানা

বুদ্ধিস্তদাপি সা সৎপ্রত্যয়গর্ভৈব বিলীয়তে। প্রমাণং সদসতোর্যাথাত্ম্যাবগমে। যদ্ধি হিন মূলং চেজ্জগতো ন স্যাদসদন্বিতমেবেদং কার্য্যমসদিত্যেবং গৃহ্যেত ন ত্বেতদস্তি সৎ সদিত্যেব তু গৃহ্যতে। যথা মৃদাদিকার্য্যং ঘটাদিমৃদাদ্যন্বিতম্। তস্মাজ্জগতো মূলমাত্মাস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ। তস্মাৎ অস্তীতি ব্রুবতোঽস্তিত্ববাদিন আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধাদন্যত্র নাস্তিকবাদিনি নাস্তি জগতো মূলমাত্মা নিরন্বয়মেবেদং কার্য্যমভাবান্তং প্রবিলীয়ত ইতি মন্যমানে বিপরীতদর্শিনি কথং তদ্ব্রহ্ম তত্তত উপলভ্যতে ন কথঞ্চনোপলভ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১২ ॥

আত্মা বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা প্রাপ্তব্য পদার্থ নহে অর্থাৎ বাক্য, মন প্রভৃতি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং নাস্তিকেরা কিরূপে সেই আত্মবস্তুর উপলব্ধি করিবে? নাস্তিকগণ কখনই আত্মার উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে॥ ১২ ॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

তস্মাদপোহ্যাসদ্বাদিপক্ষমাসুরমস্তীত্যেবাত্মোপলব্ধব্যঃ সৎকার্য্যো বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিঃ। যদা তু তদ্রহিতোঽবিক্রিয় আত্মা কার্য্যঞ্চ কারণব্যতিরেকেণ নাস্তি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি শ্রুতেঃ তদা তস্য নিরুপাধিকস্যালিঙ্গস্য সদসদাদিপ্রত্যযবিষয়ত্ববর্জ্জিতস্যাত্মনস্তত্ত্বভাবো ভবতি। তেন চ রূপেণাত্মোপলব্ধব্য ইত্যনুবর্ত্ততে। তত্রাপ্যুভয়োঃ সোপাধিকনিরুপাধিকয়োরস্তিত্বতত্ত্বভাবয়োঃ। নির্দ্ধারণার্থা ষষ্ঠী। পূর্ব্বমস্তীত্যেবোপলব্ধস্যাত্মনঃ সৎকার্য্যোপাধিকৃতাস্তিত্ব-প্রত্যয়েনোপলব্ধস্যেত্যর্থঃ। পশ্চাৎ প্রত্যস্ত-

মিতসর্ব্বোপাধিরূপ আত্মনস্তত্ত্বভাবো বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যোঽদ্বয়-স্বভাবো নেতি নেতীত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিলয়ন ইত্যাদি শ্রুতি-নির্দ্দিষ্টঃ প্রসীদত্যভিমুখীভবতি। আত্মপ্রকাশনায় পূর্ব্বমস্তীত্যুপলব্ধবত ইত্যেতৎ॥ ১৩॥

আত্মার অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিরা তত্ত্বরূপে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ এবং যাহারা আত্মার অস্তিত্বভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের তত্ত্বভাব প্রকটিত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪॥

এবং পরমার্থদর্শিনঃ যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বে কামাঃ কাময়িতব্য-স্যান্যস্যাভাবাৎ প্রমুচ্যন্তে বিশীর্য্যন্তে যেঽস্য প্রাক্ প্রবোধাদ্বিদুষো হৃদি বুদ্ধৌ শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ। বুদ্ধির্হি কামানামাশ্রয়ো নাত্মা কামঃ সঙ্কল্প ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চ। অথ তদা মর্ত্ত্যঃ প্রাক্ প্রবোধাদাসীৎ স প্রবোধোত্তরকালমবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণস্য মৃত্যোর্বি-নাশাদমৃতো ভবতি গমনপ্রয়োজকস্য মৃত্যোর্বিনাশাদ্গমনানুপপত্তেঃ অত্রৈবেহৈব প্রদীপনির্ব্বাণবৎ সর্ব্ববন্ধনোপশমাদ্ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

পূর্ব্বোক্তরূপে পরমার্থদর্শী ব্যক্তির যখন বুদ্ধ্যাশ্রিত সমস্ত কামনা বিশীর্ণ হইয়া যায়, তৎকালেই অমৃতত্ব লাভ করে এবং নিখিল বন্ধ-কারণের উপশান্তি হওয়ায় ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হন॥ ১৪॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥ ১৫॥

কদা পুনঃ কামানাং মূলতো বিনাশ ইত্যুচ্যতে। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে ভেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি হৃদয়স্য বুদ্ধেরিহ জীবত এব গ্রন্থয়ো গ্রন্থিবদ্দৃঢবন্ধনরূপা অবিদ্যাপ্রত্যয়া ইত্যর্থঃ। অহমিদং শরীরং মমেদং ধনং সুখী দুঃখী চাহমিত্যেবমাদিলক্ষণস্তদ্বিপরীত-ব্রহ্মাত্মপ্রত্যয়োপজননাদ্ব্রহ্মৈবাহমস্ম্যসংসারীতি বিনষ্টবিদ্যাগ্রন্থিষু তন্নিমিত্তাঃ কামা মূলতো বিনশ্যন্তি। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যেতাবদেবৈতাবন্মাত্রং নাধিকমস্তীত্যাশঙ্কা কর্ত্তব্যা। অনুশাসনমনুশিষ্টিরুপদেশঃ সর্ব্ববেদান্তানামিতি বাক্যশেষঃ ॥ ১৫ ॥

কোন্ কালে সমূলে কামনার বিনাশ হয়, তাহা বলিতেছেন।—যখন নিখিল বদ্ধিগ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রত্যয় বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎকালেই মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উপদেশ ॥ ১৫ ॥

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাম্মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি, বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

নিরস্তাশেষবিশেষব্যাপিব্রহ্মাত্ম-প্রতিপত্ত্যা প্রভিন্ন-সমস্তাবিদ্যাদি-গ্রন্থের্জীবত এব ব্রহ্মভূতস্য বিদুষো ন গতির্ব্বিদ্যত ইত্যুক্তমত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইত্যুক্তত্বান্ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। যে পুনর্মন্দব্রহ্মবিদো বিদ্যান্তরশীলিনশ্চ ব্রহ্মলোকভাজো যে চ তদ্বিপরীতাঃ সংসারভাজস্তেষামেষ গতিবিশেষ উচ্যতে প্রকৃতোৎকৃষ্টব্রহ্মবিদ্যাফলস্তুতয়ে। কিঞ্চান্যদগ্নি-বিদ্যা পৃষ্টা প্রত্যুক্তা চ। তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রকারো বক্তব্য ইতি মন্ত্রারম্ভঃ। তত্র শতঞ্চ শতসংখ্যাকা একা চ সুষুম্না নাম পুরুষস্য হৃদয়াদ্বিনিঃসৃতা নাড্যঃ

শিরাস্তাসাং মধ্যে মূর্দ্ধানং ভিত্ত্বাঽভিনিঃসৃতা নির্গতা সুষুম্না নাম। তয়াঽন্তকালে হৃদয়ে আত্মানং বশীকৃত্য যোজয়েৎ॥ তয়া নাড্যোর্দ্ধমুপর্য্যায়ন্ গচ্ছনাদিত্যদ্বারেণামৃতত্বমমরণধর্ম্মত্বমাপেক্ষিকম্। আভূতসংপ্রবস্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যত ইতি স্মৃতেঃ। ব্রহ্মণা বা সহ কালান্তরেণ মুখ্যমমৃতত্বমেতি ভুক্ত্বা ভোগানন্নুপমান্ ব্রহ্মলোকগতান্। বিষঙ্নানাবিধগতয়োঽন্যা নাড্য উৎক্রমণে নিমিত্তং ভবন্তি সংসার-প্রতিপত্ত্যর্থা এব ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১৬॥

"অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা অবিদ্যাগ্রন্থিবিহীন ব্রহ্মভূত ব্যক্তির গতি নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা মন্দ অধিকারী অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার লাভ করে নাই, আর যাহারা সংসারী, তাহাদের গতিবিশেষ নির্দ্ধারণ করিতেছেন।—এক শত একটি নাড়ী পুরুষের হৃদয়দেশ হইতে বহির্গত হইয়া নিখিল দেহ ব্যাপিয়া আছে, তন্মধ্যে সুষুম্নানাম্নী একটি নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। যে ব্যক্তির অন্তিমসময়ে জীব সেই সুষুম্নানাড়ী দ্বারা উদ্গত হয়, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মধামে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মলোকগত অনুপম বিবিধ ভোগ্য বিষয় ভোগ করত অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহাদের জীব অন্য নাড়ীর আশ্রয় করিয়া উদ্গত হয়, তাহারা সংসারই লাভ করে॥ ১৬॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন মুঞ্জাদিবেষীকাৎ ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭॥

ইদানীং সর্ব্ববল্ল্যর্থোপসংহারার্থমাহ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা

সদা জনানাং সম্বন্ধিনি হৃদয়ে সন্নিবিষ্টো যথা ব্যাখ্যাতস্তং স্বাদাত্মীয়াচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেত্দুদ্যচ্ছেন্নিষ্কর্ষেৎ পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কিমিবেত্যুচ্যতে। মুঞ্জাদিবেষীকাং অন্তস্থাং ধৈর্য্যেণাপ্রমাদেন। তং শরীরান্নিষ্কৃষ্টং চিন্মাত্রং বিন্থাদ্বিজানীয়াচ্ছুক্রং অমৃতং যথোক্তং ব্রহ্মেতি। দ্বির্ব্বচনমুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থমিতি শব্দশ্চ ॥১৭॥

অধুনা নিখিল বল্লীর উপসংহারার্থ এই মন্ত্রটি বিবৃত হইতেছে।—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ সকলের অন্তরাত্মরূপে হৃদ্দেশে সন্নিবিষ্ট আছেন, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মুঞ্জতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকাকে পৃথক্ করে, তদ্রূপ নিজ দেহ হইতে এই আত্মাকে পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিবে। দেহ হইতে নিষ্কৃষ্ট চিন্মাত্র পদার্থই শুদ্ধ ব্রহ্ম ॥১৭॥

মৃত্যুপ্রোক্তাম্নাচিকেতোঽথ লব্ধা,
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাস্তুত্যর্থোঽয়মাখ্যায়িকার্থোপসংহারোঽধুনোচ্যতে। মৃত্যুপ্রোক্তাং যথোক্তামেতাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং সমস্তং সোপকরণং সফলমিত্যেতৎ। নাচিকেতো বরপ্রদানান্মৃত্যোর্লব্ধা প্রাপ্যেত্যর্থঃ। কিম্। ব্রহ্মপ্রাপ্তোঽভূন্মুক্তোঽভবদিত্যর্থঃ। কথম্? বিদ্যাপ্রাপ্ত্যা বিরজো বিগতধর্ম্মাধর্ম্মো বিমৃত্যুর্ব্বিগতকামাবিদ্যশ্চ সন্ পূর্ব্বমিত্যর্থঃ। ন কেবলং নাচিকেত এব অন্যোঽপি নাচিকেতোবদাত্মবিদধ্যাত্মমেব নিরুপচরিতং প্রত্যক্ স্বরূপং প্রাপ্য তত্ত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ। নান্যদ্রূপমপ্রত্যগ্রূপম্। তদেবমধ্যাত্মমেবমুক্তপ্রকারেণ

বেদ বিজ্ঞানাতীত্যেবংবিৎ সোঽপ বিরজঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা বিমৃত্যু-ভবতীতি বাক্যশেষঃ ॥ ১৮ ॥

নচিকেতা যম-সকাশে এইরূপে আত্মবিদ্যা এবং নিখিল যোগানুষ্ঠানবিধি লাভ করিয়া প্রথমে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাশ অতিক্রম করত অবিদ্যা ও কামনাদি পরিহার করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন; অতএব অপরাপর যে সকল ব্যক্তি এইরূপে অধ্যাত্মবিদ্যা বিদিত হইতে পাবেন, তাঁহারাও নচিকেতার ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পরিহার করত মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ ॥ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ১৯ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥ ৩ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২॥

অথ শিষ্যাচার্য্যয়োঃ প্রমাদকৃতান্যায়েন বিদ্যাগ্রহণপ্রতিপাদন-নিমিত্তদোষপ্রশমনার্থেয়ং শান্তিরুচ্যতে। সহ নাবাবামবতু পালয়তু বিদ্যাস্বরূপপ্রকাশনেন। কঃ? স এব পরমেশ্বর উপনিষৎ প্রকাশিতঃ। কিঞ্চ সহ নৌ ভুনক্তু তৎফলপ্রকাশনেন নৌ পালয়তু। সহৈবাবাং বিদ্যাকৃতং বীর্য্যং করবাবহৈ নিষ্পাদয়াবহৈ। কিঞ্চ তেজস্বিনৌ তেজস্বিনোরাবয়োর্যদধীতং তৎ স্বধীতমস্তু। অথবা তেজস্বিনাবাবাভ্যাং যদধীতং তদতীব তেজস্বিবীর্য্যবদস্ত্বিত্যর্থঃ। মা বিদ্বিষাবহৈ শিষ্যাচার্য্যাবন্যোঽন্যং প্রমাদকৃতান্যায়াধ্যয়নাধ্যাপনদোষনিমিত্তং দ্বেষং

মা করবাবহা ইত্যর্থঃ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনং সর্ব্বদোষোপশমনার্থমিত্যোমিতি ॥ ১৯ ॥

ইতি কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা ॥ ৩ ॥
ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ কাঠকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

অধুনা শিষ্য ও আচার্য্যের প্রমাদকৃত অন্যায় বশতঃ বিদ্যা গ্রহণ ও প্রতিপাদনে যদি কোন দোষ সংঘটিত হয়, সেই দোষ পরিহারার্থ এই শান্তিমন্ত্র পাঠ্য। যিনি উপনিষদ্বিদ্যা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে (গুরু ও শিষ্যকে) বিদ্যাস্বরূপ প্রকাশ করিয়া রক্ষা করুন এবং বিদ্যাফল প্রকাশ করত আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন বিদ্যাকৃত সামর্থ্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হই এবং তেজস্বী আমরা যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহা বীর্য্যবান্ হউক। আমরা (শিষ্য ও আচার্য্য) যেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা জন্য কোন দোষনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই ॥১৯॥

কাঠকোপনিষৎ সম্পূর্ণ

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

নৃসিংহতাপনী

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ নমঃ শ্রীনৃসিংহায় ॥

॥ ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ।

শান্তিমন্ত্রে যে ভদ্র শব্দের প্রয়োগ আছে, এই ঋকে সেই ভদ্রেরই ব্যাখ্যান বিদ্যমান, শান্তিপাঠের আদিতে উক্ত ঋক্‌পাঠের উদ্দেশ্য— শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে যে সকল সাকার রূপ[illegible] প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসমুদায় হইতে ইহার প্রাধান্যবিস্তার ।

আমরা কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা যে মঙ্গল শ্রবণ করি, দেবভাবে যে কল্যাণ চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, যাগে নিরত থাকিয়া স্থিরহৃদয়ে প্রণব গায়ত্রী, বেদমন্ত্র ও নৃসিংহদেবের উপাসনামন্ত্রের মর্ম্মার্থবোধিনী স্তুতি

দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখদানে সমর্থ যে অশেষ আয়ুঃ প্রাপ্ত হই, সেই দেবহিত আয়ুঃ অর্থাৎ যে আয়ুতে তাপনী-শ্রুতিবিদ্যায় উপাস্য দেবকে উপযুক্ত সময়ে ও কারণে বুদ্ধি দ্বারা জানিয়া নিজহিত অনুষ্ঠান করিতে পারিব, সেই আয়ু আমাদের হউক ॥ ১ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু ॥
॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞানিবৃদ্ধ দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য ইন্দ্র আমাদিগকে অখণ্ড আয়ুঃ প্রদান করুন, সর্ব্বজ্ঞ পূষাদেব আমাদিগকে ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারী করুন, যাঁহার বজ্রনিবারণী শক্তি বিদ্যমান, সেই দেবভক্ত গরুড় আমাদিগকে কর্ম্মযোগে শক্তিশালী করুন এবং বৃহস্পতি আমাদিগের সর্ব্ববিষয়ে শুভবিধান করুন ॥ ২ ॥

ওম্ আপো হ বা ইদমাসন্ সলিলমেব স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎতস্যান্তর্ম্মনসি কামঃ সমবর্ত্ততেদং সৃজেয়মিতি ॥ ৩ ॥

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রধানতঃ বিষয় (প্রতিপাদ্য), উদ্দেশ্য (ফল) ও গ্রন্থের সহিত ফলের সম্বন্ধ বর্ণনা করিলে শ্রোতার গ্রন্থশ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এ কারণ বলা যাইতেছে যে, এই নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে নৃসিংহ-ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার ফল নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান, সাধারণতঃ উপনিষদের যাহা প্রতিপাদ্য, ফল ও সম্বন্ধ, তাহা অন্যত্র কথিত হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য প্রভৃতি উল্লিখিত হয় নাই। পরন্তু

ব্যাখ্যাকর্ত্তার অবলম্বিত উপনিষদের ব্যাখ্যাপ্রারম্ভে তাহার উদ্দেশ্য, প্রতিপাদ্য ও সম্বন্ধের উল্লেখ বিশেষভাবে করণীয়। সে কারণ প্রথমতঃ প্রয়োজন কথিত হইতেছে। রোগার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে যেমন রোগ-নিবৃত্তি হইয়া স্বস্থতালাভই ঔষধভক্ষণের উদ্দেশ্য, সেইরূপ দুঃখাত্মক আত্মার দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া স্বস্থতা, অর্থাৎ অদ্বৈতভাবই উপনিষৎ-শ্রবণের প্রযোজন। অবিদ্যাবশতই দ্বৈতজ্ঞান হইয়া থাকে, পরন্তু সেই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার উপশম হইয়া থাকে ও দ্বৈতজ্ঞান বা জীবের জন্মমৃত্যুধাবা নিবৃত্ত হয়। এই নিমিত্ত এই গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। "যাবৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকে, তাবৎ অন্য অন্যকে দর্শন করে এবং অন্য অন্যকে জানে, এইরূপ জ্ঞান হয় এবং যখন সর্ব্বই আত্মময়, এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করে, কে কাহাকে জানে, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রমাণ। নৃসিংহ-ব্রহ্মবিদ্যাই এই উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য। গ্রন্থের সহিত নৃসিংহবিদ্যার প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ। এই নৃসিংহতাপনীয় উপনিষৎ "আপো হ বা ইদমাসন্" ইত্যাদি মন্ত্রে আখ্যায়িকা পূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণের অবতারণ করিতেছেন।—প্রথমোপনিষদে সামবেদান্তর্গত পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, ব্রহ্ম, বেদ, সাঙ্গ সাম, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রহ্মাদিদেবের মাহাত্ম্যপ্রকাশক সাম সমুদয় প্রকাশ-পূর্ব্বক অনন্তনাগফণোপরি ক্ষীরোদার্ণবশায়ী নৃসিংহের, যোগনিমগ্ন বরদাভয়-হস্ত ত্রিনয়ন পিনাক-হস্ত শঙ্করের এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়োপনিষদে প্রণবোপাসনা, সামরহিত অনুষ্টুপ মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গপদোল্লেখ, পদব্যাখ্যা-কথন এবং গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা কথিত আছে। তৃতীয় উপনিষদে সামসঙ্গত ও মূলমন্ত্রসম্বন্ধী শক্তিবীজ কথন

ও তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে। চতুর্থ উপনিষদে মূলমন্ত্র, অঙ্গমন্ত্র, সামাঙ্গমন্ত্র দ্বারা যে ষড়ঙ্গন্যাস বিহিত আছে, তন্মধ্যে প্রণব দ্বারা নৃসিংহের হৃদয়, ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা মস্তক, শ্রীবীজ দ্বারা শিখা ও নৃসিংহগায়ত্রী দ্বারা বাহুর ন্যাস ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং মহাচক্রে দ্বাত্রিংশদ্‌ব্যূহরূপী নৃসিংহদেবতার উল্লেখ ও পুরশ্চরণমন্ত্র কথিত হইযাছে। পঞ্চমোপনিষদে মন্ত্রবর্ণ হইতে মহাচক্রে দ্বাত্রিংশদ্‌ব্যূহবিন্যাস করিয়া তৎস্বরূপকথন দ্বারা অস্ত্রমন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে। এইক্ষণ শ্রীনৃসিংহব্রহ্মবিদ্যানুষ্ঠানে কর্ত্তার ফল বিবৃত হইতেছে। কোন সময়ে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জল বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল, বেদ-বিধাতা ব্রহ্মা সেই সলিলোপরি পদ্মপত্রে বিদ্যমান ছিলেন, এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণে ইচ্ছা হইল যে, আমি জগৎসৃষ্টি করিব ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ যৎ পুরুষো মনসাভিগচ্ছতি তদ্বাচা বদতি তৎ কর্ম্মণা করোতি তদেষাভ্যুক্তা কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্য কবয়ো মনীষেতি উপৈনং তদুপনমতি যৎকামো ভবতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা ॥ ৪ ॥

পুরুষ যাহা মনে মনে সঙ্কল্প করে, অন্তঃকরণে তদ্বিষয়ে বাসনা ধারণ করে ও ক্রমশঃ তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া থাকে, অতঃপর কায়িক চেষ্টায় তাহা সম্পাদন করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ। এই লোকপ্রসিদ্ধ নিয়মটি দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদনের নিমিত্তই এই ঋক্ প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইল। এই ঋক্ উক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। সকল কার্য্যে মন হইতে অগ্রে

কামনা উদ্ভুত হয়। যেহেতু, প্রথমে অর্থাৎ সৃষ্টির অবসরে কেবল উদক বর্ত্তমান ছিল, তখনই সৃষ্টিবিষয়ে মনের কামনা হইয়াছিল, কামনাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মের বন্ধন বা বিবর্ত্ত বলিয়া মনীষা দ্বারা স্থির করেন ॥ ৪ ॥

স এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভমপশ্যৎ তেন বৈ সর্ব্বমিদমসৃজৎ যদিদং কিঞ্চ তস্মাৎ সর্ব্বমিদমানুষ্টুভমিত্যাচক্ষতে যদিদং কিঞ্চ ॥ ৫ ॥

মনীষিগণ যে হৃদিস্থ জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অংশ বা বিবর্ত্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাকেই নিরুপাধি ব্রহ্মের নামরূপ উপাধির আবিষ্কারক সৃষ্টিকর্ত্তারূপে মনোমধ্যে মনীষা দ্বারা স্থির করেন, যেরূপ শঙ্খচক্রাদিলাঞ্ছিত ক্ষীরোদসাগরশায়িত্বগুণে বিভূষিত ও যাঁহাকে মূলমন্ত্র ও সামধ্বনিতে উপাসনা করিয়া পাওয়া যায়; যে যাহা কামনা করে, কাম্যবস্তু তাহার নিকট সেই মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়। প্রজাপতি সৃষ্টির কামনায় তপস্যা করিলেন। তপস্যার ফলে তিনি মনোমধ্যে এই অনুষ্টুপ্‌ছন্দে বদ্ধ নরসিংহদেবের সামাদি মন্ত্রপ্রবর দর্শন করিলেন, যে মন্ত্রবিদ্যা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উপনিষদে উল্লিখিত হইয়া পূর্ব্বে বর্ণিত উপনিষৎসমুদয়ের তাৎপর্য্য প্রকাশ করত সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত, প্রজাপতি সেই মন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিলেন। সেই জন্যই এই বিশ্বকে অনুষ্টুভ্‌ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের ও সামের শক্তিপ্রসূত বলা হয় ॥ ৫ ॥

অনুষ্টুভো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে অনুষ্টুভা জাতানি জীবন্ত্যনুষ্টুভং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তস্যৈষা ভবত্যনুষ্টুপ্‌, প্রথমা

ভবত্যনুষ্টুবুত্তমা ভবতি বাগ্‌বা অনুষ্টুপ্‌ বাচৈব প্রয়ন্তি বাচৈবোদ্যন্তি পরমা বা এষা ছন্দসাং যদনুষ্টুবিতি ॥ ৬ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

প্রজাপতি তপস্যা দ্বারা লোকসৃষ্টির নিমিত্ত কারণজিজ্ঞাসু হইয়া নিজ শুদ্ধ অন্তঃকরণবলে, যাহা পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টিক্রমে সর্ব্বসৃষ্টির কারণীভূতা ব্রহ্মরূপিণী অনুষ্টুপ্‌ ঋক্‌ দর্শন করিয়াছিলেন, এই অনুষ্টুপ্‌ ঋক্‌ হইতেই এই জীব ও সৃষ্টিস্থিতিলয় এই ত্রিবিধ শক্তিশালিনী সেই সকল উৎপন্ন হয়, সেই অনুষ্টুপ্‌ ঋক্‌প্রভাবেই উৎপন্ন জীবসকল জীবিত থাকে এবং অন্তেও সেই অনুষ্টুপ্‌ ঋকে প্রবেশ করে। এই অনুষ্টুপ্‌ ঋক্‌ সর্ব্বদ্রষ্টা ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশিনী। এই ঋক্‌ সর্ব্বসৃষ্টির আদিভূত এবং ইহাই সকলের প্রধান। অনুষ্টুপ্‌ছন্দ বাক্যময়, সুতরাং সমস্ত বাক্‌প্রপঞ্চই অনুষ্টুভে লীন। জাগতিক রূপসৃষ্টির পূর্ব্বে নাম সৃষ্ট হয়, অনুষ্টুভে নাম, বাক্‌ তাহার রূপ, এ কারণ অনুষ্টুভ্‌ নামই সকল পদার্থের মূল কারণ। বিকারমাত্রই বাক্‌শক্তির আশ্রিত বলিয়া এই ভূতসকল অনুষ্টুপ্‌রূপ বাক্য দ্বারা প্রলয়প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুষ্টুপ্‌ দ্বারা উৎপত্তিভাজন হইয়া থাকে। এই অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃসমুদায়ের এবং বেদাদির মধ্যে উৎকৃষ্ট। যেহেতু, অনুষ্টুপ্‌ই সামবেদের আধারভূত, আর "দেবা বৈ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণেও সামবেদের প্রাধান্য জানা যায়। ইতিশব্দে ঋক্‌সমাপ্তি সূচিত হইল ॥ ৬ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

———

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

সসাগরাং সপর্ব্বতাং সসপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাং তৎ-সাম্নঃ প্রথমং পাদং জানীয়াৎ। যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণৈঃ সেবিতমন্তরীক্ষং তৎসাম্নো দ্বিতীয়ং পাদং জানীয়াৎ। বসুরুদ্রাদিত্যৈঃ সংসেবিতং দিবং তৎ সাম্নস্তৃতীয়ং পাদং জানীয়াৎ। ব্রহ্মস্বরূপং নিরঞ্জনং পরমব্যোম্নিকং তৎসাম্নশ্চতুর্থং পাদং জানীয়াৎ। যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১ ॥

উপাসক পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকাশেষে লিখিত সাঙ্গ নৃসিংহ উপাসনার পরিচায়ক "নারসিংহ" "অনুষ্টুপ্ছন্দোবদ্ধ" ও 'মন্ত্ররাজ' এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এবং প্রজাপতির জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত ঐ সকল শব্দ দ্বারা সাঙ্গ মন্ত্ররাজের উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা প্রমাণিত সামবেদের প্রাধান্যজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ সামস্বরূপ মন্ত্ররাজ দ্বারা নৃসিংহদেবের উপাসনা করিবেন, তদ্বিষয়ে ক্রমনির্ণয় আবশ্যক বলিয়া কথিত হইতেছে। উপাসনাক্রমে উপাসকের অঙ্গে যে অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের ও সামের ন্যাস বিহিত আছে, গিরিমালাবৃতা সাগরমেখলা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাই তাহার প্রথম পাদ অর্থাৎ ঐ পৃথিবী ক্ষীরোদসাগরশায়ী নৃসিংহদেবের হৃদয়ান্তবর্ত্তিনী জানিবে। যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণে অধিষ্ঠিত অন্তরীক্ষস্থান সেই অনুষ্টুভ ও সামের দ্বিতীয় পাদ অর্থাৎ নৃসিংহের শিরঃস্থানীয়। বসু-রুদ্র-আদিত্য-পরিসেবিত স্বর্গ ইহ লোকচয় সেই সামের ও সেই অনুষ্টুভের তৃতীয় পাদ অর্থাৎ স্বর্গধাম তাঁহার

শিখাস্থানীয় অবগত হইবে। কিন্তু পরম ব্যোম- (শূন্য) মধ্যে যে নিরুপাধি (নামরূপহীন) আনন্দময় ব্রহ্মধাম, তাহা তাঁহার চতুর্থ পাদ—কবচমধ্যে গণ্য। যে উপাসক এইরূপ ধ্যানে মন্ত্ররাজ ও সামের অভিপ্রায় বুঝিয়া নৃসিংহদেবকে উপাসনা করেন, তিনি নিঃসংশয়ে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তি কিং ধ্যানং কিং দৈবতং কান্যঙ্গানি কানি দৈবতানি কিং ছন্দঃ ক ঋষিরিতি ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব চারিবেদ চারিপাদ-বিশিষ্ট, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই অঙ্গে পরিপুষ্ট ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। সামমন্ত্র ও অনুষ্টুভ্‌মন্ত্রের দ্বারা নৃসিংহদেবের চারিটি অঙ্গন্যাস পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে এবং সামবেদের চারিপাদের বর্ণনা সম্পাদিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চম অঙ্গন্যাস বক্তব্য। তাহা না বলিয়া প্রজাপতি সংসারবিরাগী শ্রোতা দেবগণকে সাম দ্বারা নৃসিংহ-ব্রহ্মোপাসনা বর্ণনা করত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অভিপ্রায় এই যে, শ্রোতৃমণ্ডলের উক্ত বিষয়ে ধারণা কি? তাঁহারা শ্রুতবিষয়ের অবান্তরতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইবেন, কি তাহার উপযোগী অপর বিষয়ের প্রশ্ন করিবেন? দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এ মন্ত্রের এ সামের চারিটি পাদ বর্ণনা করিয়া যাহা জানিতে বলিলেন, ইহার অর্থ কেবল জ্ঞান না ধ্যান অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস? প্রজাপতি কোন প্রত্যুত্তর না করায় "অন্যের মত প্রতিষিদ্ধ না

হইলে অনুমোদিত বুঝিতে হয়" এই ধারণায় দেবগণ জ্ঞানাভ্যাসই পূর্ব্বোক্ত জানিবার অর্থ বুঝিলেন। দেবগণ পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, মন্ত্রের দেবতা কে, কি কি অঙ্গ, এবং তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কি? ছন্দঃ ও ঋষি কে? প্রজাপতি বলিয়াছেন, আনুষ্টুভ্-মন্ত্রকে জানিবে, এই কথাতেই বক্তাকে ঋষি, অনুষ্টুভ্ ছন্দ ও মন্ত্রের উপাস্যই দেবতা বক্তার অভিপ্রেত, তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন ॥ ২ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

স হোবাচ প্রজাপতিঃ স যো হ বৈ তৎ সাবিত্রস্যাষ্টাক্ষরং পদং শ্রিয়াভিষিক্তং তৎসাম্নোঽঙ্গং বেদশ্রিয়া হৈবাভিষিচ্যতে সর্ব্বে বেদাঃ প্রণবাদিকাস্তং প্রণবং তৎসাম্নোঽঙ্গং বেদ স ত্রীঁল্লোকান্ জয়তি চতুর্বিংশত্যক্ষরা মহালক্ষ্মীর্যজুস্তৎ সাম্নোঽঙ্গং বেদ স আয়ুর্যশঃকীর্ত্তি-জ্ঞানৈশ্বর্য্যবান্ ভবতি। তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রী-শূদ্রায় নেচ্ছন্তি দ্বাত্রিংশদক্ষরং সাম জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধো গচ্ছতি। তস্মাৎ সর্ব্বদা নাচষ্টে যদ্যাচষ্টে স আচার্য্যস্তেনৈব মৃতোঽধো গচ্ছতি ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

প্রজাপতি শ্রোতৃবর্গের বোধাভিলাষ দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্বোক্ত ষট্‌প্রশ্নের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়গুলির উত্তর করিতেছেন। —আদৌ শ্রীবীজসমন্বিত গায়ত্রীর অষ্টাক্ষর পদই সামের অঙ্গমন্ত্র জানিবে। এই অষ্টাক্ষর পাদকে শিরঃ প্রভৃতি স্থলে ন্যাস করিতে হয়। প্রথমতঃ শিরঃস্থানে শ্রীবীজ ন্যাস করিতে হইবে, যেহেতু, শ্রীবীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিলে সন্ততি ও পশুধনে লোকের অজেয় হয়। সর্ব্ববেদ ও উপবেদ সকলেরই আদিতে প্রণব উচ্চারণীয়। সেই প্রণবই সামের অঙ্গ। হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, এই চারিটি অঙ্গে প্রণব-ন্যাস বিহিত হওয়ায় ও প্রণবকে সামের অঙ্গ বলায় সকল বেদের আদিভূত প্রণব হইতেও সামের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করা বুঝা যায়; এইরূপে সামের অঙ্গ জানিলে ত্রিলোকবিজয়ী হইতে পারে। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা মহালক্ষ্মী যজুর্মন্ত্রকে এই সামের অঙ্গমন্ত্র জানিবে। শিখাস্থানে এই মন্ত্র ন্যাস করিবে। বিহিত সামমন্ত্রের তৃতীয় পাদের আদিতে ইহা উচ্চারণীয়। যিনি এইরূপে অঙ্গমন্ত্র জানিয়া সামোপাসনা করেন, তিনি আয়ুঃ, স্বজনপ্রশংসা, লোকখ্যাতি, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকেন। যেহেতু, এইরূপ সামের অঙ্গফল উক্ত আছে, অতএব অবশ্য সাঙ্গসাম জানিবে। যে ব্যক্তি সাঙ্গসাম অবগত হন, তিনি অমৃতত্বের—মুক্তির অধিকারী। কিন্তু স্ত্রী কিংবা শূদ্রের পক্ষে সাবিত্রী, লক্ষ্মীমন্ত্র, যজুর্ম্মন্ত্র ও প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গন্যাস শাস্ত্রের অনভিমত। কিন্তু প্রধান উপাসনায় দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরে নিবদ্ধ সামপাঠ নিষিদ্ধ নহে। কারণ, যে ব্যক্তি দ্বাত্রিংশদক্ষরে নিবদ্ধ নৃসিংহদেবের সামমন্ত্র অবগত হয়, সে মুক্তিলাভ করিতে পারে! এইরূপ সর্ব্বসাধারণভাবে

উক্ত সামমন্ত্র-পাঠ বিহিত হইয়াছে। শ্রুতিতেই স্ত্রী ও শূদ্রের সাবিত্রী, প্রণব, বেদমন্ত্র ও লক্ষ্মীবীজের উচ্চারণে বিশেষ দোষ কীর্ত্তিত আছে, যদি স্ত্রী ও শূদ্র সাবিত্রী প্রভৃতি অবগত হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী ও শূদ্র মরণান্তে নিরয়গামী হয়, অতএব স্ত্রী ও শূদ্রের সাবিত্রী ও প্রণবাদি পাঠ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ জানিবে। যদি কোন আচার্য্য স্ত্রী কিম্বা শূদ্রকে সাবিত্রী প্রভৃতি পাঠ করান, তাহা হইলে সেই আচার্য্যও মরণান্তে নরকভাগী হইয়া থাকেন। এই সকল প্রত্যবায় শ্রবণেই স্ত্রীশূদ্রাদির প্রণব ও বেদাদিপাঠ নিষিদ্ধ জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

স হোবাচ প্রজাপতিঃ অগ্নির্বৈ বেদা ইদং সর্ব্বং বিশ্বানি ভূতানি প্রাণা বা ইন্দ্রিয়াণি পশবোঽন্নমমৃতং সম্রাট্ স্বরাট্ বিরাট্ তৎসাম্নঃ প্রথমং পাদং জানীয়াৎ। ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্বরূপঃ সূর্য্যোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষস্তৎসাম্নো দ্বিতীয়ং পাদং জানীয়াৎ। য ওষধীনাং প্রভবতি তারাপতিঃ সোমস্তৎসাম্নস্তৃতীয়ং পাদং জানীয়াৎ। স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ স ইন্দ্রঃ সোঽগ্নিঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্ তৎসাম্নশ্চতুর্থং পাদং জানীয়াৎ। যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সামের অঙ্গ নিরূপণ ও স্ত্রী-শূদ্রের তাহাতে অধিকারবিধান করিয়া শেষে কথিত প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গদেবতার উল্লেখের জন্য সামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই যে সেই অঙ্গের দেবতা, স্পষ্টভাবে প্রজাপতি ইহা বলিয়া শেষ প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। অগ্নি, বেদ, সমগ্র বিশ্ব, সমস্ত প্রাণী, পঞ্চ প্রাণ, ইন্দ্রিয়চয়, পশু, অন্ন অমৃত, সম্রাট্, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম ও বিরাট্ (প্রজাপতি) এই সকলই সামের প্রথম পাদ জানিবে, অর্থাৎ ক্ষীরোদসাগরশায়ী নৃসিংহ বিষ্ণুর হৃদয়ে যে সাঙ্গ সামের ন্যাস কথিত হইয়াছে, তাহাতে সসাগরা পৃথিবীকে সেই সামের প্রথম পাদ বলা হয়, কিন্তু তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রণবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এক্ষণে অগ্নি প্রভৃতিকে উপাসনামন্ত্র সামের, তাহার প্রথমপাদরূপে বর্ত্তমানা পৃথিবীর প্রণবরূপ অঙ্গের ও হৃদয়ন্যাসমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হইল। সুতরাং ইহারাই যে সেই পরমেশ্বরের হৃদয়, তাহাই প্রকারান্তরে কথিত হইল। যক্ষ-গন্ধর্ব্বাদিগণের আবাসভূমি অন্তরীক্ষ, তাঁহার শিরোঽন্তর্ব্বর্ত্তী ঋক্, যজুঃ, সাম, এই চতুর্ব্বেদময় সূর্য্য এবং হিরণ্ময় পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ইঁহারাই সেই সামের দ্বিতীয়পাদরূপে বর্ণিত অন্তরীক্ষের শিরোন্যাসমন্ত্রের মন্ত্র, এবং তাহার অঙ্গ সাবিত্রী মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অর্থাৎ ইহারাই পরমেশ্বরের শিরঃস্থানীয় জানিবে। বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ অধিষ্ঠিত স্বর্গলোক শিখান্তবর্ত্তী কথিত আছে। যিনি ওষধিসমূহের অধীশ্বর, সেই তারাপতি চন্দ্রই সামের তৃতীয় পাদরূপে বর্ণিত স্বর্গের ও অঙ্গন্যাসে বিহিত লক্ষ্মীমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অর্থাৎ এই চন্দ্রকেই সেই পরমেশ্বরের শিখা বলা হইল। নৃসিংহদেবের কবচরূপে বর্ণিত ব্রহ্মলোককে যে

উক্ত সামের চতুর্থ পাদ বলা হইয়াছে এবং অঙ্গন্যাসমন্ত্রভাবে যে নৃসিংহ-গায়ত্রী বিহিত আছে, সেই সাম ব্রহ্মলোক ও নৃসিংহগায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই ব্রহ্মা, সেই দেবাদিদেব মহাদেব, সেই বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু, সেই ত্রিভুবনরাজ্যের অধীশ্বর ইন্দ্র, সেই দেবমুখ অগ্নি সেই অক্ষয় স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম, ইহাই পরমেশ্বরের কবচ। যিনি এই সকল অবগত হইয়া উপাসনা করেন, তিনি অমৃতত্বের ভাগী। প্রণবময় মহাচক্রই পরমেশ্বরের অস্ত্র জানিবে ॥ ১ ॥

ওঁ উগ্রং প্রথমস্যাদ্যং জ্বলং দ্বিতীয়স্যাদ্যং নৃসিংহং তৃতীয়স্যাদ্যং মৃত্যুং চতুর্থস্যাদ্যং সাম জানীয়াৎ। যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। তস্মাদিদং সাম যত্র কুত্রচিন্নাচষ্টে যদি দাতুমপেক্ষতে পুত্রায় শুশ্রূষবে দাস্যত্যন্যস্মৈ শিষ্যায় চেতি ॥ ২ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

ইতঃপূর্ব্বে সামের অঙ্গন্যাস দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত সামের নিরূপণ হইতেছে। যদি বল, "উগ্রং বীরং" ইত্যাদি শব্দ সাম নহে, সামমন্ত্র, তাহা নহে। যাহা গীতি, তাহাই সাম, 'উগ্রং বীরং' ইত্যাদি মন্ত্রও গীতিবিশেষ; সুতরাং ইহাও সাম জানিবে। সামশব্দের যৌগিক অর্থ বেদ বটে, পরন্তু গীতিই সামশব্দের রূঢ় অর্থ। এই অর্থেরই প্রাধান্য জানিতে হইবে, যেহেতু, যোগার্থ হইতে রূঢ় অর্থেরই প্রাবল্য। শ্রুতি-প্রমাণেও যোগার্থ হইতে রূঢ়ার্থের প্রাধান্য অবগত হওয়া যায়। উক্ত হইয়াছে যে, নৃসিংহদেবের দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্রই সাম জানিতে হইবে। মোটামুটি উহাকে সাম বলিয়া মানিলেও, কেন যে তাহাকেও সাম

বলা হয়, তাহার বিশেষ কারণ বলা আবশ্যক। এই জন্য বিশেষরূপে মূল মন্ত্রাক্ষরের সামসম্বন্ধ বলিতেছেন। এই স্থলে সামগানকারীদিগের মুখ ও হস্ত দ্বারা যে স্বরনির্ণয় হয়, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। স্বর ষড্‌জাদিভেদে সপ্তবিধ এবং হস্তগত স্বরানুসারে মুখে গানে উচ্চারণ হয়। তাহাতে হস্তাঙ্গুষ্ঠের উত্তমপর্ব্বের ক্রোষ্টক নামক উত্তোলন হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উদাত্তস্বরে যথানির্দ্দিষ্ট অক্ষরের ত্রিমাত্রায় বা চতুর্ম্মাত্রায় গীতি সম্পন্ন হয়। স্বরসমূহের মধ্যে সেই সর্ব্বোদাত্ত স্বরকে আদিভূত অর্থাৎ প্রধান ও নিরপেত নামে অভিহিত করা হয়। অতঃপর গায়কের অঙ্গুষ্ঠের উত্তমপর্ব্ব বক্রীকৃত করিয়া যে স্বর উত্থিত হয়, তাহা পূর্ব্ব (সর্ব্বোদাত্ত) অপেক্ষা অনুদাত্ত (নিম্ন); কিন্তু পরবর্ত্তী স্বরাপেক্ষা উদাত্ত বলিয়া জানিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শপূর্ব্বক ক্রমশঃ মধ্যমা-স্পর্শ, অনামিকাস্পর্শ, কনিষ্ঠার মধ্যপর্ব্ব স্পর্শ করত নির্দ্দিষ্ট অক্ষরের পূর্ব্ববৎ উদাত্তানুদাত্ত গীতি উচ্চারণ করিবেন। অবশেষে ঐরূপ "জ্বল" শব্দের এই অক্ষরদ্বয় দ্বিতীয় পাদের আদি অক্ষরদ্বয় উক্ত আদ্য নামক স্বরে উচ্চারণীয়। এইরূপে "উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্।" এইটি নৃসিংহদেবের অনুষ্টুপ্ ছন্দোবদ্ধ সাম মূলমন্ত্র। ইহাতে ৮। ৮ অক্ষরে চারিটি পাদ আছে, তন্মধ্যে প্রথমপাদের আদি অক্ষরদ্বয় 'উগ্রং' সর্ব্বোদাত্ত আদ্যনামক সামস্বরে গীত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ মন্ত্রে সাম-সম্বন্ধ স্পষ্টই জানা যাইতেছে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠার মূলপর্ব্ব স্পর্শ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা অনুদাত্ত স্বরে গান করিবেন, তাহা 'জ্বল' নামক স্বর বলিয়া পরিচিত। এইরূপ মুখ ও হস্ত দ্বারা সপ্তস্বর সাধিত হয়।

'উগ্র' এই শব্দে সামগীতির ৩। ৪। ৫ মাত্র সংখ্যা বিদ্যমান। 'নৃসিংহ' এই শব্দ তৃতীয় পাদের আদ্য সামগীতি এবং 'মৃত্যু' এই শব্দ চতুর্থ পাদের আদ্যনামক সামগীতিস্বর জানিবে। যিনি এইরূপে সামগানের বর্ণোদ্ধার করিয়া সামগান জানিতে পারেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু, এই সামগান পরম রহস্যময়; একারণ ইহা সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ্য নহে, যদি নিতান্তই ঐ পরমরহস্যপূর্ণ মন্ত্রদান আবশ্যক হয়, তবে কেবল আপন পুত্র ও আচার্য্যোপাসনারত শিষ্য সামগান শ্রবণে সমুৎসুক হইলে তাহাকে অথবা উক্ত গুণশালী অপর শিষ্যকেও দান করিতে পারে ॥ ২ ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

ক্ষীরোদার্ণবশায়িনং নৃকেসরিণং যোগিধ্যেয়ং পরমং পদং সাম জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে সামের দান ও প্রতিগ্রহের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে বিশেষরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সামের সহিত ক্ষীরোদ-সাগরশায়ী যোগিধ্যেয় নৃসিংহদেবের আশ্রয়াশ্রয়িভাব অর্থাৎ সামমন্ত্র নৃসিংহদেবের আশ্রিত ও নৃসিংহদেব তাহার আশ্রয়, এই জ্ঞানে উপাসনা ও তাহার ফল কথিত হইতেছে। ক্ষীরোদসাগর-শায়ী নৃসিংহদেবকে যোগিগণের ধ্যেয় পরমাশ্রয় বলিয়া জ্ঞাতব্য।

এই নৃসিংহই পরমপদ, অর্থাৎ জগতের আশ্রয়স্বরূপ। ইনি অনন্তনাগের মস্তকোপরি যোগীর ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, ইহা অবগত হইয়া উপাসনা করিবে। পূর্ব্বোক্ত সাঙ্গ সামমন্ত্র উক্ত গুণশালী নৃসিংহে আশ্রিত জানিবে। যিনি এইরূপে নৃসিংহদেবকে জানিতে পারেন, তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

বীরং প্রথমস্যার্দ্ধান্ত্যং তং স দ্বিতীয়স্যার্দ্ধান্তং হং ভী তৃতীয়স্যার্দ্ধান্ত্যং মৃত্যুং চতুর্থস্যার্দ্ধান্ত্যং সাম জানীয়াৎ, যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি, তস্মাদিদং সাম যেন কেনচিদাচার্য্যমুখেন যো জানীতে স তেনৈব সংসারান্মুচ্যতে মোচয়তি মুমুক্ষুর্ভবতি জপাত্তেনৈব শরীরেণ দেবতাদর্শনং করোতি, তস্মাদিদমেব মোক্ষদ্বারং কলৌ নান্যেষাং ভবতি তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াৎ, যো জানীতে স মুমুক্ষুর্ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ সামের অক্ষরসমূহের স্বরবিশেষসম্বন্ধ নিরূপণার্থ দ্বিতীয় প্রকার বর্ণোদ্ধার কথিত হইতেছে। “বীরং” এই বর্ণদ্বয় প্রথমপাদের আদি অক্ষর দুইটির অন্তে উচ্চারণ করিবে। ইহাকে অন্ত্যস্বরাত্মক সাম বলা হয়। ইহার মধ্যে “বী” এই বর্ণ অনুদাত্তস্বরময়ী গীতি, ইহার মাত্রাসংখ্যা ৩। ৪। ৫ এবং “রং” এই বর্ণ মধ্যবর্ত্তী স্বরাত্মকগান। “তং স” এই বর্ণদ্বয় দ্বিতীয় পাদের আদ্য অর্দ্ধের প্রথম বর্ণদ্বয়ের অন্ত্য বর্ণদ্বয়। ইহার নাম অন্ত্যস্বরাত্মক সাম। ইহার মাত্রা গণনায় ৩। ৪। ৫। ইহার মধ্যে “তং” এই বর্ণ অনুদাত্তাত্মক এবং “স” এই বর্ণ মধ্যবর্ত্তী স্বরাত্মক। “হং ভী” এই

বর্ণদ্বয় তৃতীয় পাদোক্ত আদি অক্ষরদ্বয়ের অন্তর্বর্তী বর্ণদ্বয়, ইহার নাম অন্ত্যসাম। এই উভয়েরই স্বরমাত্রা ৩, ৪, ৫ আছে। ইহার মধ্যে "হং" এই বর্ণ অনুদাত্তাত্মক এবং "ভী" এই বর্ণ মধ্যবর্ত্তী স্বরাত্মক। "মৃত্যু" এই বর্ণদ্বয় চতুর্থপাদোক্ত আদি অক্ষরদ্বয়ের শেষে নিবেশ্য, ইহাও অন্ত্যস্বরাত্মক। ইহার মধ্যে "মৃ" এই বর্ণ অনুদাত্তস্বরাত্মক এবং "ত্যু" এই বর্ণ মধ্যবর্ত্তী স্বরাত্মক। এই সমুদায়ের গীতিমাত্রা-সংখ্যা ৩, ৪ ও ৫। যে ব্যক্তি এইরূপে সামগান জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। অতএব নৃসিংহদেবের দ্বাত্রিংশদক্ষরে গ্রথিত মন্ত্রোক্ত অক্ষর সমুদায়ে যখন সমগ্র সামের সম্বন্ধ বিদ্যমান, তখন যে ব্যক্তি যে কোনও উপায়ে বা আচার্য্যোপদেশে কিম্বা সামোদ্ধার বাক্যসমূহ রচনা করিয়া সামজ্ঞান লাভ করে, সে ব্যক্তি স্বয়ং সামজ্ঞানবলে সংসারমুক্ত হয় অথবা মুক্ত করে এবং এই সামজ্ঞান করাইয়া অন্য ব্যক্তিকেও সংসার হইতে মোচিত করিতে পারে। একবারমাত্র সামজপ দ্বারা সংসারানুরাগী ব্যক্তিও মুক্তিকাম হইয়া থাকে। যে সাঙ্গ সাম দ্বারা ক্ষারোদার্ণ-বস্থ পারমেশ্বরশরীর নিরূপিত হইয়াছে, সেই শরীর ধারণ করিয়াই দেবতাদর্শন অর্থাৎ দেবতাসাক্ষাৎকার করিতে পারে। যেহেতু সাম দ্বারা উক্তরূপ ফল হয়, অতএব সাঙ্গ সামই মুক্তির দ্বারস্বরূপ। এই পাপপরিপূর্ণ কলিকালে যাহারা সামরহিত, তাহাদিগের দেবদর্শন হইতে পারে না, অর্থাৎ কেবল মূলমন্ত্রজপে কলিকালে শীঘ্র দেবতাদর্শন হয় না। যেহেতু সাঙ্গসামই দেবতাদর্শন ও দেবতা-সাক্ষাৎকারের দ্বারস্বরূপ, অতএব অবশ্য এই সাঙ্গ সাম জানিবে। তাহাতে যাহারা এই লৌকিক সুখে অনুরক্ত, তাহারাও সাঙ্গ

সামের পরিজ্ঞানে সেই লৌকিক আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি কামনা করিয়া থাকে কিম্বা যিনি মুক্তিকামী, তিনিই এই সাঙ্গসামের মাহাত্ম্য বুঝিয়া সাকার ব্রহ্মোপাসনা করেন ও তাহা দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ২ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

ওঁ ॥ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মপুরুষং নৃকেসরিবিগ্রহম্। কৃষ্ণপিঙ্গল-মূর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং শঙ্করং নীললোহিতম্। উমাপতিং পশুপতিং পিনাকিনং হমিতদ্যুতিম্। ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্যো যজুর্ব্বেদবাচ্যস্তং সাম জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১ ॥

নৃসিংহদেবের যে অঙ্গ উপাসনাকারীর দেবতাকার বিস্তারে সমর্থ, সেই অঙ্গের স্বরূপ নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপাসনা বলিতেছেন।—ইহা চতুর্থোপনিষদে বিশেষ ব্যক্ত হইবে। চতুর্থোপনিষদে "ওমিত্যেতদক্ষরং" ইত্যাদিরূপে নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, নৃসিংহদেব নিজ মায়াবশে লীলাময় দেহ ধারণ করেন নাই, কারণ, ভগবানের লীলারূপের মধ্যে

কর্ম্মবিপাকানুসারে মৎস্যকূর্ম্মাদি কেবল তির্য্যকজাতি ও বামনরামচন্দ্রাদি কেবল অতির্য্যকৃজাতিই লীলারূপ বলিয়া শুনা যায়। নৃকেসরিমূর্ত্তি তির্য্যক্ অতির্য্যক্ বিভিন্ন, মিশ্রিত আকার, সুতরাং উহা লীলামূর্ত্তি নহে। মন্ত্রবর্ণ হইতে এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ এক্ষণে মন্ত্রের উল্লেখ হইতেছে।—পরব্রহ্ম নিজ মায়ায় পরুষাকৃতি নৃসিংহরূপিণী লীলামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত বিগ্রহধারণতত্ত্ব। ইঁহার নয়নদ্বয় কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ইনি ঊর্দ্ধরেতা, অর্থাৎ যোগীর ন্যায় সমাসীন এবং বিরূপাক্ষ অর্থাৎ ত্রিনেত্র। অথচ ললাটস্থ নেত্র দ্বারা রৌদ্রতর নহে, পরন্তু শঙ্কর, যেহেতু, উভয় হস্তে বর ও অভয়দানে ব্যগ্র। আর ইনি নীললোহিত, কণ্ঠপ্রদেশে নীলবর্ণ এবং তদূর্দ্ধে লোহিতবর্ণ। আবার ইনিই কল্পান্তরে শ্বেতবর্ণ হয়েন এবং এই দেবই গৌরীপতি এবং শ্রী প্রভৃতি সপ্তশক্তির অধীশ্বর। তাহা পরে বলা হইবে। পশু অর্থাৎ দেব, অথবা গবাদি প্রাণী বা বেদের অধিপতি এবং পিনাকধারী অর্থাৎ ধনুহস্ত। ইঁহার প্রকাশের পরিমাণ নাই, এই নিমিত্তই ইঁহাকে অমিতদ্যুতি বলা যায়। ইনি সর্ব্ববিদ্যার প্রভু এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। ব্রহ্ম অর্থে তপস্যা, অর্থাৎ রূপাদি বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার, পূর্ব্বোক্ত উপাসনা-উক্ত তপস্যাপদবাচ্য। ইনি তপস্যার অধিপতি এবং অথর্ব্ববেদের অধিষ্ঠাতা ও পূর্ব্বোক্ত যজুর্ব্বেদের দ্বারা উপাস্য, এবম্বিধ গুণশালী নৃসিংহদেবকে সাম জ্ঞান করিবে অর্থাৎ ঐ মূর্ত্তিই সামমন্ত্র জানিবে। যিনি উক্ত আকৃতি এক নৃসিংহদেবেই অবস্থিত বলিয়া জানেন ও ঐ মূর্ত্তিধ্যানে তাঁহাকে সামদ্বারা উপাসনা করেন, তিনি অমৃতত্বের ভাগী ॥ ১ ॥

মহা প্রথমান্তার্দ্ধস্যাদ্যং ৰ্ব্বতো দ্বিতীয়ান্তার্দ্ধাস্যাদ্যং ষণং তৃতীয়ান্তা-র্দ্ধস্যাদ্যং নমা চতুর্থান্তার্দ্ধস্যাদ্যং সাম জানীয়াৎ, যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। তস্মাদিদং সাম সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম তমেবং বিদ্বানমৃত ইব ভবতি তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াৎ, যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ সামগানের তৃতীয় প্রকার বর্ণোদ্ধার কথিত হইতেছে।— "মহা" এই দুই বর্ণে প্রথমপাদের শেষার্দ্ধের আদ্যস্বর সন্নিবিষ্ট, তন্মধ্যে "ম" এই বর্ণ মধ্যমস্বরবর্ত্তী এবং "হা" এই বর্ণ উদাত্তস্বরময়ী গীতি। ইহাতে সামের আদ্যস্বর নিবিষ্ট জানিবে। "ৰ্ব্বতো" এই দুই বর্ণ দ্বিতীয় পাদের অন্ত্যার্দ্ধা, ইহাও আদ্যসামরূপা। তন্মধ্যে "ৰ্ব্ব" এই বর্ণ মধ্যস্বরবর্ত্তী এবং "তো" এই বর্ণ সর্ব্বোদাত্তাত্মক। "ষণং" এই বর্ণদ্বয় সামের তৃতীয় পাদের আদ্যসামনামক শেষার্দ্ধ, তন্মধ্যে "ষ" এই বর্ণ মধ্যমস্বরবর্ত্তী এবং "ণং" এই বর্ণ সর্ব্বোদাত্তাত্মক। "নমা" এই বর্ণদ্বয় চতুর্থপাদোক্ত অন্ত্যার্দ্ধ ও আদ্যসাম, তন্মধ্যে "ন" এই বর্ণ মধ্যমস্বরবর্ত্তী এবং "মা" এই বর্ণ সর্ব্বোদাত্তস্বরাত্মক। এই সমস্ত বর্ণেরই গীতিমাত্রার সংখ্যা ৩, ৪, ও ৫। এইরূপে সামগানের বর্ণোদ্ধার জানিবে। যিনি উক্তরূপে সামগানের বর্ণোদ্ধার জানিতে পারেন, তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; যেহেতু, সামের একাংশপরিজ্ঞানেই সমস্ত ফললাভ হইতে পারে, তখন সমস্ত সামজ্ঞানে সমগ্র ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব এই সামই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপ জানিবে। কেন না, সামের

পূর্ণ অভিব্যক্তিস্বরূপ মূলমন্ত্রই এই নৃসিংহরূপী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপবোধক, এই হেতু ঐ সাম এই মূলমন্ত্রের অভিব্যক্তির কারণ ও মূলমন্ত্রও নৃসিংহদেবের স্বরূপবোধের উপায়; সুতরাং সাম ও নৃসিংহব্রহ্ম একই জানিবে। যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে নৃসিংহব্রহ্মকে জানেন, তিনি ইহলোকেই উৎকর্ষ লাভ করেন, কিম্বা উক্ত প্রকারে পঞ্চাঙ্গন্যাস করার জন্য জীবন্মুক্ত দশায় আনন্দময় হইয়া থাকেন। যেহেতু, সাঙ্গসাম সমগ্র নৃসিংহবিদ্যার উদ্বোধক মূলমন্ত্রের অভিব্যক্তির কারণ, সেই জন্য সাঙ্গ সামজ্ঞানেই অমৃতত্বলাভ সুকর হয়॥ ২॥

ইতি ষষ্ঠ খণ্ড॥ ৬॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

বিশ্বসৃজ এতেন বৈ বিশ্বমিদমসৃজন্ত যদ্বিশ্বমসৃজন্ত তস্মাদ্বিশ্বসৃজো বিশ্বমেনানন্বপ্রজায়তে ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যান্তি তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ১॥

এই অধ্যায়ে ঐ সামের বিশ্বসৃষ্টিশক্তি উক্ত-প্রণালীতে প্রদর্শিত হইতেছে। বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণ যে মন্ত্র নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার বোধের কারণ, সেই মন্ত্রের অভিব্যঞ্জক ঐ সাম দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রজাপতিগণের বিশ্বসৃষ্টির জন্যও বিশ্বের

উৎপত্তি ইঁহাদের অনুগত অর্থাৎ চেষ্টার অধীন, এই জন্য বিশ্বস্রষ্টা সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে। সাঙ্গ-সামবিদ্‌গণ ব্রহ্মের সাযুজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মসহ যোগ, একত্ব ও সালোক্য—ব্রহ্মলোকে অধিবাস প্রাপ্ত হইতে পারে, ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞানে নৃসিংহের উপাসকগণের পক্ষে সাযুজ্য ও অন্যের পক্ষে সালোক্যসিদ্ধি জানিবে। অতএব এই সাঙ্গ সামের উপাসনা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কলিকালে এই সাঙ্গ সামপরিজ্ঞানই মুক্তির মুখ্য দ্বার। পাপপূর্ণ কলিকালে এইরূপ সামব্রহ্মপরিজ্ঞানই মুক্তির প্রধান কারণ, অন্যান্য কারণসকল গৌণ। অন্যান্য যুগে উক্ত সামপরিজ্ঞান ও অন্যান্য কারণ উভয়ই মুখ্য জানিবে ॥ ১ ॥

বিষ্ণুং প্রথমস্যান্ত্যং মুখং দ্বিতীয়স্যান্ত্যং ভদ্রং তৃতীয়স্যান্ত্যং মৃত্যুং চতুর্থস্যান্ত্যং সাম জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২ ॥

এইক্ষণ চতুর্থ সামগীতির বর্ণোদ্ধার কথিত হইতেছে।—“বিষ্ণুং” এই বর্ণদ্বয় সর্ব্বপ্রকার অনুদাত্তস্বরাত্মিকা গীতি এবং প্রথম পাদোক্ত এই মন্তব্যের স্থিতিহেতু ইহা অক্ষরদ্বয়ে অন্ত্যস্বরযুক্ত সাম। ইহার মাত্রাসংখ্যা ৩, ৪ ও ৫। “মুখং” এই বর্ণদ্বয় সর্ব্বপ্রকার অনুদাত্ত-স্বরাত্মিকা গীতি। ইহাই দ্বিতীয় পাদোক্ত অক্ষরদ্বয়ের অন্ত্যস্বরযুক্ত সাম। ইহার মাত্রাসংখ্যা ৩, ৪ ও ৫। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত সামোদ্ধারবিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি শব্দ প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদ অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—প্রথমাক্ষর দ্বিতীয়াক্ষর অর্থে ব্যাখ্যাত হয় নাই কেন? অর্থাৎ প্রথমের অন্ত্য শব্দে উক্ত দুই অক্ষরের মধ্যে প্রথম অক্ষরের অন্ত্যস্বর জানিবে, এইরূপ ‘দ্বিতীয়ের

অন্ত্য' বলিতে অক্ষরদ্বয়মধ্যে দ্বিতীয় বর্ণের অন্ত্যস্বর বুঝিয়া লইবে, এ প্রকার অর্থ কেন গৃহীত হয় নাই? ইহার উত্তর এই—সকল উদ্ধারস্থলেই 'উগ্রং' ইত্যাদি দুইটি অক্ষরের উল্লেখ করিয়া প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শব্দ বলা হইয়াছে। যদি ঐ প্রথম প্রভৃতির অর্থ প্রথমাক্ষর, দ্বিতীয়াক্ষর প্রভৃতি বক্তব্য হয়, তবে 'উগ্রং' কি 'বিষ্ণুং' ইত্যাদি শব্দে তৃতীয় কি চতুর্থ অক্ষরের অসত্ত্বাহেতু অর্থের অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে, সুতরাং সর্ব্বত্রই প্রথমাদি শব্দের অর্থ প্রথমপাদ প্রভৃতি জানিবে।

আর "ভদ্র" এই বর্ণদ্বয় সর্ব্বানন্দাত্মস্বরবিশিষ্ট গীতি, ইহার মাত্রাসংখ্যা ৩, ৪ ও ৫। আর তৃতীয় পাদোক্ত উক্ত অক্ষরদ্বয়েই সামের অন্ত্যস্বর বর্ত্তমান জানিবে এবং "ম্যহং" এই অক্ষরদ্বয়ই সর্ব্বানন্দাত্মিকা গীতি, এবং চতুর্থ পাদোক্ত সামের উক্ত অক্ষরদ্বয়কেই অন্ত্যস্বরযুক্ত জানিবে। বিচ্ছিন্নভাবে সামোদ্ধারের হেতু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যদিচ মধ্যে মধ্যে অবান্তর নৃসিংহদেবের স্বরূপবর্ণনা, মন্ত্রপ্রকাশ প্রভৃতি কথিত হইয়া আনুক্রমিক সামোদ্ধার কথনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সে জন্য সুগমভাবে বোধ হইয়া উঠে নাই, তাহা সত্য; কিন্তু সামদ্রষ্টা প্রজাপতি সকল অক্ষরেই সাম দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াও মূলমন্ত্রের মত এই সামদর্শন করিতে পারেন নাই, পরন্তু সেই সামদর্শনের জন্য উপাসনার একাংশ অনুষ্ঠান করত অন্তঃশুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক প্রথম সামোদ্ধার করিলেন। পরে পুনরায় "ক্ষীরোদার্ণবশায়ী" ইত্যাদি উপাসনার ফলে দ্বিতীয়োদ্ধার প্রকটিত করিলেন। অতঃপর "ঋতং সত্যং" ইত্যাদি ব্রহ্মমন্ত্রের অভ্যাসে অধিকতর চিত্তশুদ্ধিলাভ বশতঃ তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্ধার প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে,

সামদর্শনে ব্রহ্মারও এত প্রয়াস, অপরের পক্ষে কি আর বলিব। এই জন্যই নীরবচ্ছিন্নভাবে সামোদ্ধার সম্পন্ন হয় নাই। যিনি উক্তরূপে চতুর্থ সামোদ্ধার জানিতে পারেন, তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

যোঽসৌ সোঽহবেদয়দিদং কিঞ্চাত্মনি ব্রহ্মণ্যানুষ্টুভং জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। স্ত্রীপুংসোর্ব্বা য ইহ স্থাতুমপেক্ষতে স সর্ব্বৈশ্বর্য্যং দদাতি যত্র কুত্রাপি ম্রিয়েত দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্মতারকং ব্যাচষ্টে। যেনামৃতো ভূত্বা সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি তস্মাদিদং সামমধ্যগং জপতি তস্মাদিদং সামাঙ্গং প্রজাপতিস্তস্মাদিদং সামাঙ্গং প্রজাপতিঃ য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ য এতাং মহোপনিষদং বেদ স কৃত-পুরশ্চরণোঽপি মহাবিষ্ণুর্ভবতি ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদে নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয়ে মহোপনিষৎ প্রথমা সমাপ্তা ॥ ১ ॥

যিনি বিশ্ব-স্রষ্টা প্রজাপতি, তিনি একমাত্র বিশেষরূপে এই সাম জানিতেন এবং তিনিই ঐ উপাসনা-প্রণালী অবগত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত উপাসনা দ্বারা আত্মাতে ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান করিয়া অনুষ্টুপ্‌সম্বন্ধী সামোপাসনা জানিবে। যিনি এই প্রকার সামোপাসনা জানেন, তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে পারেন। সামের লাভ ও দর্শন উভয়ই দুঃসাধ্য, এই অধ্যায়ে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রজাপতি কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই ঐ উপাসনা উপদেশ করিয়াছেন। কিংবা এই শ্রুতির অর্থ অন্যপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত আনুষ্টুভ সাম পরমেশ্বরে বিন্যস্ত জানিবে, অর্থাৎ উপাস্য ঈশ্বরে

সামন্যাস করিয়া উপাসক ব্যক্তি আত্মশরীরে সামন্যাস করিবে। যে উপাসক ইহলোকে প্রাধান্য লাভ করিয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, নৃসিংহদেব সেই উপাসককে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন এবং দেহান্তসময়ে সেই উপাসক যে কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করুন না কেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে তারকব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবাশ্রিত বা প্রণবপ্রতিপাদ্য সামাঙ্গ উপদেশ প্রদান করেন। নিষ্কাম উপাসকের পক্ষে দেহত্যাগের পূর্ব্বেও নৃসিংহদেব সংসারসাগরের তরণীস্বরূপ প্রণবস্থিত প্রণবের মর্ম্মার্থ উপদেশ করেন, ইহা আর বক্তব্য কি? প্রণব-ব্যাখ্যা দ্বারা সেই সাধক শ্রোতা অমৃত হইতে পারে এবং সেই ব্যক্তি অমৃতত্ব অর্থাৎ কৈবল্যলাভ করে। যেহেতু, প্রণবস্থিত ব্রহ্মই ব্যাখ্যানের বিষয়, সে কারণ সামমধ্যবর্ত্তী তারকব্রহ্ম জপ করিবে অর্থাৎ সামোপাসনার অঙ্গ প্রণবের যথাশক্তি জপ করিবে, ইহাই প্রতি-পাদিত হইল। সুতরাং তারকব্রহ্মস্বরূপ প্রণবই সামের প্রধান অঙ্গ, প্রজাপতি সেই সামদ্রষ্টা, সে জন্য তিনিও সামের অঙ্গ। অথবা ইহার অভিপ্রায় অন্য প্রকার—প্রণবমন্ত্র পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করায়, সামমন্ত্র পরমেশ্বরবিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক যে মূলমন্ত্র, তাহাকে অভিব্যক্ত করায় এবং প্রজাপতি উভয়কে প্রকাশ করা নিবন্ধন ঐ তিনটিই উপাসনায় অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই জন্য 'তস্মাদিদং' ইত্যাদি শ্রুতির দুইবার উল্লেখ হইল।

যখন সামের এত মহিমা, অতএব অবিচ্ছেদে সামাক্ষরের উদ্ধার স্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে। অনুষ্টুপ্ ছন্দের চারি পাদের প্রত্যেক পাদে ৮টি ৮টি অক্ষর আছে, প্রথম পাদের অষ্টাক্ষরের মধ্যে অক্ষর দুইটি হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির উত্তমপর্ব্ব উত্থিত

করিয়া মুখে গান করিবে। পরে তৃতীয় সামাক্ষর কনিষ্ঠামূলপর্ব্ব স্পর্শ করিয়া সেইরূপ ভাবে মুখে গান করিতে হইবে। অনন্তর মুখে চতুর্থ ও পঞ্চম সামাক্ষর পৃথক্ পৃথক্ গান করিবে, অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির উত্তম পর্ব্ব এবং তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া তৎসন্নিহিত মধ্যমা অঙ্গুলির উপকণ্ঠিকা ও অনামাঙ্গুলী স্পর্শ পূর্ব্বক এবং কনিষ্ঠার মধ্যপর্ব্ব স্পর্শ করত মুখে চতুর্থ ও পঞ্চম সামাক্ষর পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উক্ত গান করিতে হইবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির উত্তম পর্ব্ব উন্নত করিয়া মুখে পূর্ব্ববৎ ষষ্ঠ সামাক্ষর গান করিবে এবং কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব স্পর্শ করিয়া সপ্তম ও অষ্টম সামাক্ষর গান করিতে হইবে। এই গীতিতে প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারণে এইরূপ স্বর বিহিত আছে যে, আদ্য অক্ষরদ্বয়ের আদ্য নামক স্বরে তৃতীয়াক্ষরের অন্ত্য এবং চতুর্থ-পঞ্চমাক্ষরের মধ্য, ষষ্ঠাক্ষরের আদ্য এবং সপ্তমাক্ষরের অন্ত্য নামক স্বরে গান করিতে হয়। তৃতীয় ও ষষ্ঠ অক্ষরের গানে অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা দীর্ঘগ্রহণ করিবে। এই প্রণালীতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদাক্ষরের অষ্টাক্ষরেই সামগান কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় পাদের ষষ্ঠ দীর্ঘ, তৃতীয় পাদের চতুর্থ অক্ষর দীর্ঘ এবং চতুর্থের ষষ্ঠ অক্ষর দীর্ঘরূপে গান করিতে হইবে। ইহাই কেবল নিরঙ্গ সাম। সাঙ্গ সামগান করিতে হইলে প্রথম পাদান্তে প্রণব, দ্বিতীয় পাদান্তে সাবিত্রী, তৃতীয় পাদান্তে যজুঃ ও লক্ষ্মী, চতুর্থ পাদান্তে নৃসিংহগায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক গান করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র ইহারা সাবিত্রী, যজুঃ ও লক্ষ্মী এই তিন পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ সামগান করিতে পারে। ইহা আনুক্রমণিক সামোদ্ধার। এই সামোদ্ধার লিখিত হইলেও অতিদুর্ল্লভ এবং অতিগোপনীয় বলিয়া লিখিয়া দেখাইবে না, বাক্য

দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝাইবে। যে ব্যক্তি উক্তপ্রকারে এই মহোপনিষদের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত উপাসক। এই উপাসনার মহোপনিষৎ নামকরণার্থ ইতিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উপনিষদের এই নিয়ম যে, যে উপনিষৎ প্রণবযুক্ত ও প্রণববহুল উপাসনাবোধক, তাহাই মহোপনিষৎ নামে অভিহিত হয়। আর মহোপনিষৎ শব্দের অর্থ এই যে, যাহা দ্বারা মহৎ অর্থাৎ ব্রহ্মের পরিজ্ঞান হয়, অথবা যাহার পর্য্যালোচনা করিলে সংসারক্লেশ নিবারিত হয়, তাহাই মহোপনিষৎ শব্দের প্রতিপাদ্য। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যাহা ওম্ এই আত্মাকে লক্ষ্য করে, তাহাই মহোপনিষৎ। যিনি এই প্রকারে প্রতিপাদিত এই মহোপনিষদের উপাসনা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত উপাসনার অনুষ্ঠানফলে মহাবিষ্ণু হইতে পারেন। "মহাবিষ্ণুর্ভবতি" ইহার পুনরুল্লেখে অধ্যায়সমাপ্তি সূচিত হইল ॥ ৩ ॥

ইতি সপ্তম খণ্ড ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়োপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ দেবা হ বৈ মৃত্যোঃ পাপ্মভ্যঃ সংসারাচ্চাবিভয়ুঃ তে প্রজাপতিমুপাধাবন্ তেভ্য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং প্রায়চ্ছৎ। তেন বৈ সর্ব্বে মৃত্যুমজয়ন্ সর্ব্বে পাপ্মানমতরন্ সংসারঞ্চাতরন্। তস্মাদ্যো মৃত্যোঃ পাপ্মভ্যঃ সংসারাচ্চ বিভীয়াৎ স এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ। স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্মানং তরতি স সংসারং তরতি ॥ ১ ॥

প্রথমোপনিষদের অন্তে "য এতাং মহোপনিষদং বেদ" এই বাক্যের অন্তর্গত 'এতাং' শব্দ দ্বারা সামোপনিষদ ও মহোপনিষদের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহোপনিষৎ অর্থে পরমেশ্বরের যে লীলা বশতঃ ইচ্ছাধীন নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ, তাহারই দ্বাত্রিংশদক্ষর স্তুতিমন্ত্র। কারণ, উপাসনামন্ত্রের অন্তে "যিনি মহোপনিষদের উপাসনা করেন," এইরূপে উপসংহার কৃত হইয়াছে। অতএব এই উপনিষদের মহোপনিষৎ সংজ্ঞার ফলে অবগত হওয়া যায় যে, সাম হইতে উদ্ধৃত দ্বাত্রিংশদক্ষর নৃসিংহমন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণে নৃসিংহদেবের দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গের উপাসনাপূর্ব্বক সামোপাসনা করিবে। এই জন্য স্তুতিবোধক উপনিষদের পুরশ্চরণোপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে পুরশ্চরণ-উপাসনায় মুক্তিকামী উপাসকের অধিকার বলিয়া

উক্ত সামোপাসকমাত্রেরই পুরশ্চরণ উপাসনাস্বরূপ উক্ত উপাসনায় অধিকারী কথিত হই তছে। এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে। দেবগণ অর্থাৎ পুরশ্চরণকারী উপাসকগণ মৃত্যু অর্থাৎ মরণহেতুভূত শমনের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। উক্ত উপাসক দেবগণ দ্বিবিধ ;— মুমুক্ষু ও অমুমুক্ষু। ইঁহাদিগের মধ্যে মুমুক্ষুগণ সংসার, পাপ ও মৃত্যু এই তিনের ভয়ে এবং অমুমুক্ষুরা পাপ ও মৃত্যু এই দুইয়ের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় দেবগণ মৃত্যুকে জয় করিতে চাহেন এবং অপর কতিপয় দেবগণ মৃত্যু, পাপ ও সংসার এই তিনের নিবৃত্তিকামী। সেই মৃত্যু পাপ হইতে উৎপন্ন হয়। আবার সংসার হইতেই জীবের পাপোৎপত্তি, সুতরাং তাঁহারা মৃত্যু, পাপ ও সংসার এই তিনটি হইতে ভীত হইয়াছিলেন। উক্ত দ্বিবিধ দেবগণই প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ নিকটে যাইয়া দ্বিবিধ স্তুতিপাঠপূর্ব্বক শুশ্রূষা দ্বারা ও দক্ষিণাদানে পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাপতি দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই নারসিংহ অনুষ্টুপ্ ছন্দোবদ্ধ শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররাজ প্রদান করিলেন। সেই নারসিংহ আনুষ্টুভ মন্ত্রের প্রদানফলে প্রজাপতি মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন এবং দেবগণ সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারিলেন এবং পাপ ও সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। যিনি পাপ, সংসার বা মৃত্যুভয়ে ভীত হন, তিনি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণশালী এই নারসিংহ আনুষ্টুভ মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে তিনি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবেন এবং পাপ ও সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন।

এ স্থলে কেহ কেহ 'সমৃত্যুং' শব্দ বিযুক্ত না করিয়া মৃত্যুর সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ 'মৃত্যুজনক অজ্ঞান' এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু, পূর্ব্বে অজ্ঞানের কথা উল্লিখিত হয় নাই। অর্থাধীন বুঝিলেও তাহাতে মন্ত্রদাতার কোন ফলই অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং মন্ত্রদানে প্রবৃত্তি না হইতে পারে। ইহা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে কোন মূলমন্ত্র গ্রহণে গুরুর উপসর্পণ আবশ্যক।

সাম প্রভৃতির উপাসনায় গুরুসমীপে বিনয়াদি সহকারে উপস্থিতি, শুশ্রূষাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার মুখে শ্রবণ (বা শাস্ত্র হইতে ব্যাখ্যা অবগত হওয়া উচিত। শ্রুতি আচার্য্যমুখে শ্রবণ) বিধান করিয়াছেন। এই জন্যই রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম হইলে গুরু আশ্রয়ণীয়, সমর্থের পক্ষে স্বয়ং অনুশীলন আবশ্যক। তবে এইমাত্র প্রভেদ, বীজশক্তি অঙ্গন্যাসসহকৃত মূলমন্ত্র গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া উপাসনা করিবে।

মুমুক্ষু উপাসকের মৃত্যুজিগীষা, পাপভয় ও সংসারবৈরাগ্য—এই ত্রিবিধ গুণই থাকা আবশ্যক। অমুমুক্ষুর পক্ষে মৃত্যুজিগীষা ও পাপভয় থাকিলেই সামোপাসনায় অধিকার জন্মে। উভয়ের পক্ষেই স্তুতিবোধক উপনিষৎ হইতে স্তুতি, ব্যষ্টির উপাসনা ও সাম দ্বারা মূলমন্ত্রের অক্ষর আবিষ্কার, এই ত্রিবিধ পুরশ্চরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথা তাহাদের ফলসিদ্ধিবিষয়ে নিশ্চয়তা নাই॥ ১॥

তস্য হ বৈ প্রণবস্য যা পূর্ব্বা মাত্রা পৃথিব্যকারঃ স ঋগ্‌ভিঃ ঋগ্বেদো ব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্যঃ সা প্রথমঃ পাদো ভবতি। দ্বিতীয়ান্তরিক্ষং স উকারঃ স যজুর্ভির্যজুর্ব্বেদো বিষ্ণুরুদ্রাস্ত্রিষ্টুব্দক্ষিণাগ্নিঃ সা দ্বিতীয়ঃ পাদো ভবতি। তৃতীয়া দ্যৌঃ স মকারঃ স সামভিঃ

সামবেদো রুদ্রাদিত্যা জগত্যাহবনীয়ঃ সা তৃতীয়ঃ পাদো ভবতি।
যাবসানেঽস্য চতুর্থ্যর্দ্ধমাত্রা স সোমলোক ওঙ্কারঃ সোঽথর্ব্বণৈর্ম্মন্ত্রৈর-থর্ব্ববেদঃ সংবর্ত্তকোঽগ্নির্ম্মরুতো বিরাড়েকঋষির্ভাস্বতী সা সাম্নশ্চতুর্থঃ পাদো ভবতি ॥ ২ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে প্রণববিশিষ্টোপাসনা নিরূপিত হওয়ায় প্রধান উপাসনার পূর্ব্বে যে প্রণবোপাসনা কর্ত্তব্য, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। নৃসিংহ-ব্যূহের নিরূপণে যে পুরশ্চরণের অন্তর্গত 'ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেব' ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে প্রণবের চারি মাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং নৃসিংহ-ব্যূহান্তর্গত প্রণবের চতুর্ম্মাত্রাবিশিষ্টরূপে উপাসনা করণীয়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররাজ সাম অর্থাৎ সামাভিব্যক্তাক্ষরমালা প্রণবসম্পুটিতরূপে অবস্থিত, প্রণব সেই সামাভিব্যক্ত মূলমন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের সম্পুটক-শ্রুতিতে প্রতি অক্ষরের আদি ও অন্তে প্রণবসন্নিবেশ বিহিত আছে। সেই প্রণবের যে পূর্ব্বমাত্রা, তাহা পৃথিবী, অকার, ঋক্‌সমন্বিত ঋগ্বেদ, ব্রহ্মা, বসুগণ, গায়ত্রীচ্ছন্দ, ও গার্হপত্য অগ্ন্যাত্মক, ইহাই প্রণবের প্রথম পাদ। উক্ত প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা উকার অন্তরীক্ষ, যজুর্ব্বেদ, বিষ্ণু, রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ ও দক্ষিণাগ্ন্যাত্মক, ইহাই সামের দ্বিতীয় পাদ। উক্তরূপ প্রণবের যে তৃতীয় মাত্রা মকার, তাহাই স্বর্গ, সামবেদ, রুদ্র, আদিত্যগণ জগতীচ্ছন্দঃ ও আহবনীয়াগ্ন্যাত্মক, ইহাই সামের তৃতীয় পাদ। প্রণবের অবসানে যে চতুর্থী অর্দ্ধমাত্রা আছে, তাহা সোমলোক, ওঙ্কার আথর্ব্বণমন্ত্র

সহিত অথর্ব্ববেদ, সম্বর্ত্তক অগ্নি, মরুদ্গণ, বিরাটচ্ছন্দঃ, ইহারাই সামের চতুর্থ পাদ। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, অকার, উকার, মকার, অর্দ্ধমাত্রা ও নাদাত্মক প্রণবে যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও সোমলোক—এই লোকচতুষ্টয়; ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ও ওঙ্কার—এই চারি দেবতা; বসু, রুদ্র, আদিত্য ও মরুৎ—এই গণচতুষ্টয়; গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ও বিরাট—এই চতুর্ব্বিধ ছন্দঃ; গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয় ও সম্বর্ত্তক—এই চারিপ্রকার অগ্নি, এক ভাস্বতী ঋষি, এই সকল বিদ্যমান আছে। অতএব সমস্ত চরাচর যেমন ভগবানের বিশ্বরূপের অন্তর্গত, সেইরূপ নৃসিংহব্যূহ প্রণবমধ্যেই এই বিশ্ব অবস্থিত। ইহা ভাবিয়া প্রণবের উপাসনা করিবে। ব্রহ্ম এক হইলেও এই সকল তাঁহার লীলাবিগ্রহ জানিবে। যদিও এই প্রণবের মধ্যে অনেক লীলামূর্ত্তির কথা অবগত হওয়া যায়, তথাপি উক্ত সমষ্টিময় একই লীলামূর্ত্তি, ইহা "যস্তস্মৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

অষ্টাক্ষরঃ প্রথমঃ পাদো ভবতি অষ্টাক্ষরাস্ত্রয়ঃ পাদা ভবন্তি। এবং দ্বাত্রিংশদক্ষরাণি সম্পদ্যন্তে। দ্বাত্রিংশদক্ষরা বা অনুষ্টুব্‌ ভবতি অনুষ্টুভা সর্ব্বমিদং সৃষ্টং অনুষ্টুভা সর্ব্বমুপসংহৃতম্‌ তস্য হি পঞ্চাঙ্গানি ভবন্তি চত্বারঃ পাদাঃ চত্বার্য্যঙ্গানি ভবন্তি সপ্রণবং সর্ব্বং পঞ্চমং ভবতি। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ শিখায়ৈ বষট্‌, ওঁ কবচায় হুং, ওম্‌ অস্ত্রায় ফডিতি প্রথমং প্রথমে যুজ্যতে দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়েন তৃতীয়ং তৃতীয়েন চতুর্থং চতুর্থেন পঞ্চমং পঞ্চমেন ব্যতিষক্তা বা ইমে লোকাঃ তস্মাদ্‌ব্যতিষক্তান্যঙ্গানি ভবন্তি। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্‌ তস্মাৎ প্রত্যক্ষরমুভয়ত ওঙ্কারো ভবতীত্যক্ষরাণাং ন্যাসমুপদিশন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ১॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ২॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পুরশ্চরণান্তঃপাতী প্রণবমাত্রাচতুষ্টয়ের উপাসনা বলিয়া, এইক্ষণ হইতে সাম-উদ্ধৃত মূলমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা বলিবার জন্য প্রথমতঃ প্রণব দ্বারা মূলমন্ত্র সম্পুটিত হওয়ায় অক্ষরসংখ্যার বৃদ্ধিহেতু কিরূপে দ্বাত্রিংশদক্ষর সঙ্গত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রতি পাদে ও প্রতি পাদের পঞ্চাঙ্গন্যাস কথনার্থ পাদাক্ষরসংখ্যা গণনা পূর্ব্বক সমস্ত মূলমন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা বলিতেছেন।—প্রথম পাদ অষ্টাক্ষর এবং অপর পাদত্রয়ও প্রত্যেক অষ্টাক্ষরবিশিষ্ট; সুতরাং মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদক্ষরান্বিত হইতেছে। আর অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ দ্বাত্রিংশদক্ষরে সম্পন্ন

হয়, অনুষ্টুপ্ দ্বারা সকল সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সকলের প্রলয় হয়। এই দ্বাত্রিংশদক্ষর মূলমন্ত্রের পাঁচটি ন্যাসাঙ্গ ;—চারি পাদে চারি অঙ্গ ও প্রণবগণনা করিয়া পাঁচটি অঙ্গ সম্পন্ন হয়। 'ওঁ হৃদয়ায নমঃ' ইত্যাদি পঞ্চ অঙ্গমন্ত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই সামাঙ্গমন্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা সাধিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহাদিগের পৃথক্ ব্যাখ্যা আবশ্যক নহে। 'ওঁ হৃদয়ায নমঃ' ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্রকে পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র বলিযা জানিবে, অর্থাৎ উক্ত পঞ্চমন্ত্রে হৃদয়াদি পঞ্চ অঙ্গন্যাস করিতে হয়। 'ওঁ হৃদযায নমঃ' এই প্রথম মন্ত্র প্রথম স্থান হৃদযে, 'ওঁ শিরসে স্বাহা' এই দ্বিতীয মন্ত্র দ্বিতীয় স্থান মস্তকে, 'ওঁ শিখায়ৈ বষট্' এই তৃতীয় মন্ত্র তৃতীয স্থান শিখাপ্রদেশে, 'ওঁ কবচায় হুঁ' এই চতুর্থ মন্ত্র চতুর্থ স্থান কবচ-প্রদেশে এবং 'ওঁ অস্ত্রায ফট্' এই পঞ্চম মন্ত্র অস্ত্রপ্রদেশে ন্যাস করিবে। সামাভিব্যক্ত মূলমন্ত্রের প্রতিপাদ্য ক্ষীরোদার্ণবশাযী ক্ষীরোদসাগরে অবস্থিত নৃসিংহদেব, লোক সকল তাঁহার অঙ্গস্বরূপ প্রতীয়মান হয। অতএব যথাযোগ্য পরস্পরমিলিত অঙ্গোপাসনা করিবে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, পরমেশ্বরের হৃদয়াখ্য অঙ্গই তাঁহার শিরোঙ্গের অধঃপ্রদেশান্তঃস্থিত, অতএব হৃদয়-প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উপাসনা করিবে। এই জন্য সামাঙ্গ প্রণবের ব্যাখ্যায় যখন মূলমন্ত্রের হৃদযরূপ অঙ্গের ব্যাখ্যা আবদ্ধ হয়, তৎকালে ভগবানের মুখকে হৃদয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যদি হৃদয়ের সহিত মুখের আত্যন্তিক সংসর্গ না থাকিত বা অবলম্বিত না হইত, তবে ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইত। লৌকিকভাবে উপাসনায় লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বনীয়, এ কারণ অঙ্গোপাসনায দৃষ্টান্তরূপে জগৎকে উপস্থিত করা হইয়াছে। যখন লোকসমূহ পরস্পরসাপেক্ষ পঞ্চীকরণসম্ভূত, অতএব এই নৃসিংহপঞ্চাঙ্গও যথাযোগ্যভাবে পরস্পর

মিশ্রিত। যেহেতু, উক্ত প্রকারে হৃদয়াঙ্গোপাসনাতেই তদন্তর্গত নেত্রত্রয়োপাসনা সিদ্ধ হয়, এ কারণ নেত্রত্রয়োপাসনা পৃথক্‌রূপে বিবৃত হয় নাই। এইরূপে অতঃপর বক্তব্য পরমেশ্বরের শিখানামক অঙ্গ শিরের অঙ্গভূত মূর্দ্ধাপ্রদেশে অবস্থিত আছে; ইহা সামাঙ্গ লক্ষ্মী ও যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ঐ ভাবেই উপাসনা করিবে। সামাঙ্গ সাবিত্রীমন্ত্র দ্বারা মস্তক নামক অঙ্গকে নৃসিংহহৃদয়মধ্যে অবস্থিত বলা হইয়াছে। সামাঙ্গ নৃসিংহগায়ত্রী দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে, নৃসিংহকবচ উক্ত হৃদয়ের একদেশে নাভির ঊর্দ্ধভাগে ও গ্রীবার অধোভাগে পৃষ্ঠপ্রদেশব্যাপী হইয়া বর্ত্তমানে পরমেশ্বরহৃদয়াদি চারিবাহুব্যাপক হইয়া অবস্থিত, এই ভাবে উপাসনা করিবে। পঞ্চম অঙ্গ সপ্রণব কেন, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যেহেতু ওঁ এই অক্ষরই সর্ব্বময়, অতএব প্রতি অক্ষরই ওঙ্কারপুটিত বলিতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মবাদীরা উপদেশ করিয়া থাকেন। মূলমন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের আদ্যন্তে ওঁকার নিবেশ করিয়া উপাসনা করিবে। যাহারা একমাত্র ব্রহ্মকে উপাস্য বলিয়া জানেন, সেই সকল ব্রহ্মবাদিগণ অস্ত্রনামক অঙ্গে মূলমন্ত্রাক্ষরগুলির ন্যাসের উপদেশ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মূলমন্ত্র ও অঙ্গন্যাস সমুদায়ই উপদেশসাপেক্ষ, অর্থাৎ ব্রহ্মবাদীরা যেরূপ উপদেশ করেন, সেইরূপ কার্য্য করিবে ॥১॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

তস্য হ বা উগ্রং প্রথমং স্থানং জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। বীরং দ্বিতীয়ং স্থানং মহাবিষ্ণুং তৃতীয়ং জ্বলন্তং চতুর্থং সর্ব্বতোমুখং পঞ্চমং নৃসিংহং ষষ্ঠং ভীষণং সপ্তমং ভদ্রমষ্টমং মৃত্যুমৃত্যুং নবমং নমামি দশমম্ অহমিত্যেকাদশং স্থানং জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। একাদশপদানুষ্টুব্ ভবতি অনুষ্টুভা সর্ব্বমিদং সৃষ্টম্ অনুষ্টুভা সর্ব্বমুপসংহৃতং তস্মাৎ সর্ব্বমিদমানুষ্টুভং জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে সামের প্রতি অক্ষরের আদ্যন্তে ওঁকার যোগ করিয়া যে উপাসনাবিধান হইয়াছে, তাহাতে এই অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, সাম হইতে উদ্ধৃত মূলমন্ত্রাক্ষরের পূর্ব্বে ও শেষে ওঙ্কার নিবেশ করিলে মূলমন্ত্রের অক্ষরগুলি পরস্পর ওঙ্কার দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটে, সে কারণ অব্যবধানে অর্থপ্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন।—"উগ্রং" এই শব্দকে সামের প্রথম পদ জানিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে সামের প্রথম স্থান জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্তির অধিকারী হয়। "বীরং" এই শব্দ সামের দ্বিতীয় পদ, "মহাবিষ্ণুং" তৃতীয় পদ, "জ্বলন্তং" চতুর্থ পদ. "সর্ব্বতোমুখং" ইহা পঞ্চম পদ, "নৃসিংহং" ষষ্ঠ পদ, "ভীষণং" সপ্তম পদ, "ভদ্রং" অষ্টম পদ, "মৃত্যু-মৃত্যুং" নবম পদ, "নমামি" দশম পদ, "অহং" একাদশ পদ জানিবে। নৃসিংহমন্ত্র একাদশপদবিশিষ্ট, অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত, ইহা

উপসংহারে কথিত হওয়ায় 'স্থান' শব্দের 'পদ' অর্থ গৃহীত হইল। যে ব্যক্তি উক্তরূপে সামের স্থান সকল জানে, সেই ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। অনুষ্টুপ্ই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনুষ্টুপ্ই সকল সংহার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে যুক্তি এই যে, বিকারমাত্রই নাম ও বাক্য দ্বারা অভিব্যক্ত। এই শ্রুতিতে নাম ও পদার্থপ্রপঞ্চের ঐক্য প্রতিপাদিত আছে, সেই নাম সাধারণ ও বিশেষ নাম উভয়স্বরূপ, সুতরাং অনুষ্টুপ্ হইতে নামের পার্থক্য নাই, অন্য দিকে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ব্রহ্মের প্রথম বিবর্ত্ত, এ কারণেও সাকার ব্রহ্মপ্রতিপাদক, অতএব প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকের ঐক্য শ্রুতি প্রতিপাদন করায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু, ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব ও জগন্নাশকত্ব ধর্ম্মও (সর্ব্ববাদিসিদ্ধ) ব্রহ্মস্বরূপ অনুষ্টুভ মন্ত্রে আরোপিত হইল। অতএব সকল বস্তুই অনুষ্টুপ্স্বরূপ জ্ঞান করিবে। যিনি এইরূপ এই একাদশপদ অনুষ্টুপ্ জানিতে পারেন, তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ অথ কস্মাদুচ্যতে উগ্রমিতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ যস্মাৎ স্বমহিম্না সর্ব্বাল্লোকান্ সর্ব্বান্ দেবান্ সর্ব্বানাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যুদ্গৃহ্লাতি অজস্রং সৃজতি বিসৃজতি

বাসয়তি উদ্‌গ্রাহয়তে উদ্‌গৃহ্যতে। স্তুহি শ্রুতং গর্ত্তসদং যুবানং মৃগং নভীমমুপহর্ত্তুমুগ্রম্। মৃড়াজরিত্রে সিংহস্তবানোঽন্যস্তেঽস্মন্নিবয়ন্তু সেনাঃ তস্মাদুচ্যতে উগ্রমিতি ॥ ১ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ-প্রতিপাদক যে গূঢ়োপাধি দ্বারা মন্ত্রোক্ত পদজ্ঞান হইয়াছে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সেই গূঢ়োপাধি প্রকাশিত হইতেছে।—সার্দ্ধ সামাভিব্যক্তও সাঙ্গ মূলমন্ত্রপ্রতিপাদ্য। সেই অর্থ সেই মূলমন্ত্রের তিন পদ লইয়া প্রথম পাদ, দুই পদে দ্বিতীয় পাদ, তিন পদে তৃতীয় পাদ ও বহু ব্যাখ্যানের বিষয় চারিপাদ রচিত হইয়াছে। এই একাদশ পদ দ্বারা একটি অনুষ্টুপ্‌ছন্দোময় শ্লোক হইয়াছে, উহাই মন্ত্র। এই প্রকারে একাদশ পদাত্মক মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গন্যাসের পর উক্ত মন্ত্রান্তর্গত দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত নয়টি পদের সহিত মন্ত্রের শেষ 'নমামি অহম্' এই পদদ্বয়ের অন্বয় এবং তৃতীয় পাদের আদি পদ 'নৃসিংহম্' ইহার সহিত অবশিষ্ট ৮টি পদের অন্বয় জানিবে। 'নৃসিংহম্' 'নমামি' ও 'অহম্' এই তিনটির অন্বয় উর্দ্ধতন ও অধস্তন প্রত্যেক পদের সহিত, 'নমামি, অহম্' এই পদদ্বয়ের নৃসিংহের সহিত সম্বন্ধ জানিবে। এইরূপে ক্রিয়াকারকাদির অন্বয় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। এই স্থলে ইহা বুঝা আবশ্যক যে, পঞ্চাঙ্গন্যাসের পর সাম হইতে মন্ত্রপদোদ্ধার ও তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে, সুতরাং সাঙ্গ সকল পাদেই সেই উদ্ধৃতপদের অর্থ বা উদ্দেশ্য অবশ্য বক্তব্য। এ কারণ প্রথমতঃ পদত্রয়বিশিষ্ট সাঙ্গ প্রথমপাদে উপাসনীয় সামান্য প্রণব দ্বারা মূলমন্ত্রের হৃদয়রূপ অঙ্গের ব্যাখ্যানের পর প্রথম পাদান্তর্গত

এক একটি পদ বহুতর অর্থে প্রয়োগ করা যায়, ইহাই বিবৃত হইতেছে। এক একটি পদ ধাতু ও উপসর্গ যোগে বহুতর অর্থ-প্রকাশে সমর্থ। দেবগণ বিস্মিত হইলেন, কিরূপে প্রজাপতি এক পদে বহু অর্থ প্রকাশ করিবেন, আমরা ব্যুৎপন্ন, আমাদিগকে তিনি কিরূপে নানা অর্থ বুঝাইবেন, এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক দেবগণ প্রজাপতিকে বলিলেন, মূলে 'স্বমহিয়া' এই কথা বলায় 'সর্ব্বশক্তিমান' অর্থে প্রযুক্ত 'নৃসিংহম্' এই পদের সহিত 'উগ্রম্' ইহার সম্বন্ধ আছে বুঝা গেল।

কেবল উগ্রপদের ব্যাখ্যানকালে কথিত আছে যে, ঐ সামের প্রথম পাদ অবান্তরভেদে বিভিন্ন পার্থিব লোক ও অগ্নি প্রভৃতি দেবস্বরূপ। প্রণবরূপ অঙ্গের সহিত মিশ্রণ হইলে মিশ্রিত প্রণব-মাত্রার ব্যাখ্যায় ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি গার্হপত্য পর্য্যন্ত পদার্থ উক্ত হইয়াছে। প্রণবের প্রথমমাত্রা সকল আত্মার প্রতিপাদন করিয়াছে এবং প্রণবের ব্যাখ্যাকালে কথিত হইবে যে, তিনি সকল ভূতবর্গময়। সুতরাং যথাযথ উক্ত সমুদায় পদার্থকে তিনি উদ্‌গৃহীত অর্থাৎ অনুগৃহীত করেন। ভাবুক ব্যক্তি 'উ' ও 'উৎ' উপসর্গের বর্ণসাম্য ধরিয়া উ স্থানে উৎ উপসর্গ অনু অর্থে প্রযোগ করেন এবং 'গ্র' শব্দ গ্রহণ করা অর্থে প্রয়োগ করিয়া অনুগ্রহকারী অর্থ প্রকাশ করেন। শাস্ত্রে উৎপূর্ব্বক গ্রহ ধাতু সৃষ্টি-মুক্তি ও নিবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং যিনি উৎগ্রহ করেন অর্থাৎ নিরন্তর পৃথিব্যাদি লোক সৃষ্টি করিতেছেন, ধ্বংস করেন ও স্থিতির কারণ। 'উদ্‌গৃহ্নতে ও উদ্‌গ্রাহ্নতে' এই উভয় পদেই আত্মনেপদ প্রযুক্ত থাকায তিনি সকল বিশ্বের সাক্ষাৎ কর্ত্তা ও প্রযোজক কর্ত্তা, ইহা প্রতিপাদিত হইয়া

উক্ত অর্থকে দৃঢ় করিয়াছিল। অতএব ইহাই পর্য্যবসিত হইল যে, তিনি পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি পদার্থের অনুগ্রাহক—অর্থাৎ স্রষ্টা, প্রলয়কারী ও স্থিতিকারী। এই ভাবে তাঁহাকে মূলমন্ত্রপ্রতিপাদ্য নৃসিংহব্যূহের অন্তর্গত হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী মনে করিয়া উপাসনা করিবে। এইরূপে উগ্রপদের প্রয়োগে মূলমন্ত্রপ্রতিপাদ্য নৃসিংহব্যূহের অন্তঃপাতী হৃদয়ের উপাসনা ব্যাখ্যাত হইল। অতঃপর দ্বাত্রিংশদক্ষর অনুষ্টুভ্-ছন্দের অন্তর্গত অক্ষরব্যূহের উপাসনার্থ 'উগ্রম্' এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা মূলে লিখিত ঋকের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

'উগ্র' এই প্রথম পদ প্রকৃতিপ্রত্যয় বিশ্লেষণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যাত হয় নাই, তবে কিরূপে "উগ্র" ইহা প্রথম পদ হইতে পারে? মূলমন্ত্র ও নৃসিংহব্যূহ এই উভয়েই উগ্র, এই প্রথম পদ কিরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে? এইরূপে দেবগণ প্রজাপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, প্রজাপতি দেবগণকে পরমেশ্বরোপাসনাপরায়ণ ও নিজের বক্তব্য বিষয়ের জিজ্ঞাসু দেখিয়া উত্তর প্রদান করিলেন। যেহেতু, স্বীয় মহিমাপ্রভাবে অর্থাৎ আত্মাতে স্থিতিনিবন্ধন অস্বাধীন মায়াশক্তিবলে পৃথিব্যাদি সর্ব্বলোক, অগ্ন্যাদি সর্ব্বদেব, বিশ্বাদি সর্ব্ব আত্মা এবং সর্ব্বভূত, এই সকলকেই অনুগৃহীত করেন, স্তোতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন, স্তুত্যকে পরোক্ষরূপে জানিয়া 'যো বৈ নৃসিংহ' ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ দ্বারা অবগত দ্বাত্রিংশদ্ব্যূহাত্মক মহাচক্রস্থিত প্রসিদ্ধ যুবাপুরুষ সিংহরূপী অভয়ঙ্কর দেবকে উপাসনা করিবে। যিনি অনুপ্রবেশের জন্য সর্ব্বত্রগমনশীল অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য সকল উপাদান-কারণের অন্তর্ব্বর্ত্তী, সেই দ্বাত্রিংশদ্ব্যূহাত্মক শক্তিমান নৃসিংহদেবকে স্তব কর। এইরূপে দ্বাত্রিংশন্নৃসিংহব্যূহকে অপরোক্ষরূপে স্তব

করিলে স্তবের শক্তিতে সেই নৃসিংহব্যূহ উপাসকের সমীপে প্রত্যক্ষী-ভূত হয়েন। তখন উপাসক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিবেন, হে দ্বাত্রিংশদ্ব্যূহরূপিন্ সিংহ! তুমি স্তূয়মান হইয়া স্তবকর্ত্তাকে সুখী কর। ব্যূহরূপিণী তোমার সেনা আমাদিগের বিপক্ষকে বিনাশ করুক। (অথবা স্বানুগ্রহলাভ করিয়া পরানুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন।) তোমার ব্যূহরূপী সেনা আমাদিগের মত অন্যকেও অনুগৃহীত করুক। যেহেতু, এইরূপে উগ্রপদ উভয় উপাসনাতে যোগ্য, এই জন্য উগ্রপদই উভয়তঃ প্রযুক্ত হইয়াছে॥ ১॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড॥ ৪॥

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথ কস্মাদুচ্যতে বীরমিতি। যস্মাৎ স্বমহিম্না সর্ব্বান্ লোকান্ সর্ব্বান্ দেবান্ সর্ব্বানাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি বিরমতি বিরাময়তি অজস্রং সৃজতি বিসৃজতি বাসয়তি। যতো বীরঃ কর্ম্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ। তস্মাদুচ্যতে বীরমিতি॥ ১॥

এই প্রকারে প্রথমপদ উগ্র শব্দকে উভয় উপাসনা-বোধক জ্ঞান করিয়া দেবগণ ইদানীং ব্রহ্মার নিকট দ্বিতীয় বীরপদকে উভযোপাসনার্থ ব্যাখ্যা শ্রবণ মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে তাঁহাকে বীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া

কহিতেছেন, তিনি স্বীয় মহিমাপ্রভাবে সকল লোক, সকল দেব, সকল আত্মা ও সকল ভূতে বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করেন এবং ঐ লোকাদি সকলকে ক্রীড়া করান। কিরূপে ক্রীড়া করাইয়া থাকেন, তাহাও কথিত হইতেছে। তিনিই পূর্ব্বোক্ত লোকাদি ভূতান্ত সকলকে অনবরত সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও সংহার করেন; অতএব লোকাদির সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, মুক্তি ও ভোগের কর্তৃত্বরূপ ক্রিয়া তাঁহারই জানা যায়; অতএব পূর্ব্বোক্ত মূলমন্ত্রপ্রতিপাদ্য নৃসিংহব্যূহরূপ হৃদয় যে ক্রীড়ানিপুণ, ইহা ভাবিয়া উপাসনা করিবে। এইরূপে বীরপদ মূলমন্ত্রপ্রতিপাদ্য নৃসিংহ-ব্যূহোপাসনা অর্থপ্রকাশে সমর্থ। এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দ্বাত্রিংশন্নৃসিংহব্যূহোপাসনাতেও সেই পদের ব্যাখ্যাকরণার্থ বলিতেছেন।—নৃসিংহদেবই ব্রহ্মাদি দেবগণকে স্বীয় রূপে অবতীর্ণ করাইতে কামনা করেন। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায়ই ব্রহ্মাদি দেবের আবির্ভাব অথবা নৃসিংহব্যূহধারণ করিয়া ব্রহ্মাদিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কখনও সেই সেই দেবতার অস্ত্রধারণ করিয়া আবার কদাপি বিশ্বরূপ ধারণ বশতঃ ব্রহ্মাদি মূর্ত্তি প্রকাশ তাঁহার কার্য্য। শ্রুত্যন্তরে লিখিত আছে যে, যিনি ভগবান্ নৃসিংহদেব, তিনি ব্রহ্মা এবং যিনি ভগবান্ নৃসিংহদেব, তিনিই অষ্টবসু। অতএব নৃসিংহদেবকেই দেবকাম বলা যায়। যেহেতু, তিনিই বীর অথবা বিবিধ অবতাররূপে ক্রীড়াশীল আর তিনিই কর্ম্মণ্য অর্থাৎ সেই সেই অবতারকার্য্যের প্রেরণারূপ কর্ম্মশীল। তিনি সুদক্ষ অর্থাৎ উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহবিতরণে পটু, অথবা তাঁহার উৎসাহ সকলের পূজিত। আর তিনিই সোমযাগে অধ্বর্য্যু আদিস্বরূপ। মন্ত্রাক্ষরে অবগত হওয়া যায় যে, যিনি ভগবান্

নৃসিংহদেব, তিনিই সর্ব্বময়। অতএব জানা যাইতেছে যে, যেহেতু, উক্তপ্রকারে উভয় উপাস্য অর্থবোধ করাইতে বীর পদ উপযোগী, অতএব তাঁহাকে বীর বলা যায়। বিশদতাৎপর্য্যার্থ—এই মূলমন্ত্র-প্রতিপাদ্য নৃসিংহের হৃদয়স্থ সর্ব্বলোক, বেদ, আত্মা ও ভূতবর্গের সাক্ষাৎরূপে ব্যাপনীশক্তি ও প্রযোজকরূপে ব্যাপনীশক্তি এই উভয় শক্তিই উপাস্য॥ ১॥

অথ কস্মাদুচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি। যঃ সর্ব্বাল্লোঁকান্ ব্যাপ্নোতি ব্যাপয়তি স্নেহো যথা পললপিণ্ডমোতং প্রোতমনুপ্রাপ্তং ব্যতিষক্তো ব্যাপ্যতে ব্যাপয়তে॥ ২॥

অতঃপর অনুষ্টুভের তৃতীয় পদব্যাখ্যা পরিজ্ঞানার্থ দেবগণ ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! কিরূপে তাঁহাকে মহাবিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? প্রজাপতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিশালী নৃসিংহদেব স্বীয় মহিমাপ্রভাবে সকল লোক ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন এবং তিনিই সর্ব্বলোককে ব্যাপিত করিতেছেন। যেমন তৈলাদি স্নেহ-পদার্থ আমিষপিণ্ডে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া আছে এবং ঐ পিণ্ডের প্রতি অবয়ব ব্যাপিত করিয়া রাখিয়াছে, সেইরূপ মহাবিষ্ণুকে সর্ব্বব্যাপক জানিবে। সর্ব্বলোক অর্থে সকল বেদ, আত্মা ও ভূতচয় বুঝিবে, কারণ, পূর্ব্বে পৃথিব্যাদি লোক হইতে ভূত পর্য্যন্ত পদার্থের উল্লেখ ক্রমানুসারে বদ্ধ আছে, সুতরাং সেই ক্রমে আদিভূত লোকের উল্লেখ তৎপরবর্ত্তী বেদ, আত্মা, ভূত এই সকল পদার্থের উল্লেখও তদাদিতদন্তন্যায়ানুসারে বোদ্ধব্য। বিষ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, এজন্য ঐ অর্থ নিষ্পন্ন হইল॥ ২॥

যস্মান্ন জাতঃ পরোঽন্যোঽস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। যস্মাদন্যং ন পরং কিঞ্চ নাস্তি প্রজাপতিঃ প্রজয়া সম্বিদানঃ। ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে য ষোড়শী। তস্মাদুচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি ॥ ৩ ॥

এইরূপে পূর্ব্বশ্রুতিতে তৃতীয় মহাবিষ্ণু পদকে সাঙ্গনৃসিংহব্যূহের উপাসনাবোধরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, এইক্ষণ ঐ তৃতীয় মহাবিষ্ণু পদকে দ্বাত্রিংশন্নৃসিংহব্যূহেরও উপাসনাবোধকত্বরূপে ব্যাখ্যার জন্য ঋকের উল্লেখ করিতেছেন।—সকলই এই নৃসিংহব্যূহের অন্তর্ভূত, অতএব সেই নৃসিংহব্যূহ হইতে কোন বিশেষ পদার্থ বহির্গত হয় নাই। আর সেই নৃসিংহব্যূহই সকল প্রাণীতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট আছেন, অথবা সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া বা বিশ্বরূপপ্রকাশ দ্বারা কিম্বা বিভূতিবশে তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই প্রজাপতি প্রজাবর্গের সহিত তাঁহাকে উপাস্যরূপে জানিয়া গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করেন। প্রজাপতি ঐ উপাসনার ফলে নিরাকার ব্রহ্মরূপে পরিণত হন। সেই প্রথম উপাসক প্রজাপতির বা অন্য উপাসকের উপাসনার ইহাই ক্রম জানিবে। এই প্রকরণে যে উপাসনাপ্রণালী কথিত হইয়াছে, উহা পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভিপ্রেত ও সম্প্রদায়ক্রমে প্রচারিত হইয়া কথিত। উক্ত আছে, নির্দ্দিষ্ট মহাচক্রের মধ্যস্থানে ক্ষীরোদসাগরশায়ী মূলমন্ত্রপ্রতিপাদ্য নৃসিংহব্যূহ উপাসনীয়। মহাচক্রের মধ্যে 'ওঁ হ্রীঁ' মন্ত্র সহকৃত সম্পূর্ণ দ্বাত্রিংশদক্ষর সামমন্ত্রন্যাসের পর প্রত্যেক বর্ণকেই যথাক্রমে প্রণবপুটিত করিয়া দ্বাত্রিংশদ্ব্যূহদেঃ পূর্ব্বোক্ত ব্যূহমন্ত্র দ্বারা স্তব করিবে। এইরূপে ব্যূহ উপাসনা শেষ করিয়া নিজ আত্মাকে মহাধ্যানে উপাসনা করিবে,

পরে সাম মূলমন্ত্র দ্বারা পঞ্চাঙ্গন্যাস করত সম্প্রদায়মতে নিজ আত্মরূপী মহাবিষ্ণুতেও পঞ্চাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক সাঙ্গোপাসনা আরম্ভ করিবে। সাঙ্গোপাসনার প্রণালী এই যে, অনুষ্টুপ্‌ছন্দের প্রথমপাদে যে তিনটি পদ আছে, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া উক্ত সেই তিনটি পদের অন্তে 'নৃসিংহং' ও 'নমামি' এই দুই পদ নিবেশ করত উক্ত গুণশালী অশেষশক্তির আধার নৃসিংহব্যূহকে সামাঙ্গ প্রণবের দ্বারা প্রতিপাদিত হৃদয়মন্ত্রের অভিপ্রেত গুণবিশিষ্ট মনে করিয়া উপাসনা করিতে হয়। পরে পূর্ব্ববর্ণিত ঋক্‌মন্ত্রে প্রতিপাদিত দ্বাত্রিংশৎপ্রকার নৃসিংহব্যূহ উপাস্য। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদকে পূর্ব্বোক্ত লোক, বেদ ও আত্মাদিরূপে উপাসনা করিয়া, যোগী মহাবিষ্ণুরূপী কি সামপ্রতিপাদিতমূর্ত্তিধারী অথবা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মেরও সমাধিতে মগ্ন থাকিবেন। আদ্যপাদ ও তৃতীয়পাদের উপাসনায় সাম মূলমন্ত্র ও প্রণবের জপ পূর্ব্বক সমাধিগ্রহণও পক্ষান্তরে বিহিত আছে। কিন্তু যে যে স্থলেই মূলমন্ত্রের কথা বলা হইবে, সর্ব্বত্রই মূলমন্ত্রকে প্রণব ও শক্তিবীজ-(হ্রীঁ) সম্পুটিত করিবে। তন্মধ্যে অল্পমাত্রায় মূলমন্ত্র জপ করিয়া প্রধানতঃ প্রণবজপই শ্রেয়ঃ। কেন না, প্রণবকে সকলের শীর্ষস্থানে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ সকল মন্ত্রজপ ও প্রত্যেক বেদের স্বরূপ বলিয়া প্রণব কীর্ত্তিত হয়। শ্রুতি বলেন, যে প্রণব অধ্যয়ন করে, সে সকল বেদাধ্যয়নের ফল পায়। অন্য দুই পাদের উপাসনায় অন্ত্য সামে ও নিরাকার ব্রহ্মে অবস্থিতি প্রতিপাদিত হওয়ায় তাহাতে মন্ত্রজপ কি চিন্তনীয় বিষয় কিছুই নাই। কেবল ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যানে নিমগ্ন থাকা আবশ্যক। ইহাই উপাসনারহস্য—সর্ব্বসমক্ষে

প্রকাশ্য নহে। অতএব জানা যাইতেছে যে, যেহেতু এই মহাবিষ্ণুপদ উভয় উপাসনাতে প্রতিপাদনক্ষম, অতএব মহাবিষ্ণুই বলা যায়॥ ৩॥

অথ কস্মাদুচ্যতে জ্বলন্তমিতি। যস্মাৎ স্বমহিম্না সর্ব্বাল্লোঁকান্ সর্ব্বান্ দেবান্ সর্ব্বানাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি স্বতেজসা জ্বলতি জ্বালয়তি জ্বাল্যতে জ্বালয়তে॥ ৪॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সাঙ্গ প্রথম পাদের উপাসনা নিরূপণ করিয়া, সেইরূপে দ্বিতীয় পাদোপাসনাবিধানার্থ পদ এবং দ্বিতীয় পাদের প্রথম পদ এবং মন্ত্রের চতুর্থ পদ "জ্বলন্তং" এই শব্দব্যাখ্যাপরিজ্ঞানার্থ দেবগণ পুনর্ব্বার ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কিরূপে তাহাকে জ্বলনশীল বলা হইল? প্রজাপতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন।—তিনি স্বীয় মহিমা, অর্থাৎ স্বাধীনমায়া দ্বারা অন্তরীক্ষগত পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বলোক ও ভাবী সকল দেব ও যক্ষ-গন্ধর্ব্বাদি, সকল আত্মা অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, শিরোরূপ সামের অঙ্গমন্ত্র ও সাবিত্রী দ্বারা প্রতিপাদিত অন্য ঋষিগণ এই সকল প্রাণীকে ও পদার্থপুঞ্জকে নিজ প্রকাশশক্তি দ্বারা প্রকাশিত করেন। এই তেজ বলিতে যাহা নৃসিংহদেবের মস্তকরূপ অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই তেজোদ্বারা স্বতঃ ও পরতঃ বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন॥ ৪॥

সবিতা প্রসবিতা দীপ্তো দীপয়ন্ দীপ্যমানো জ্বলন্ জ্বলিতা তপন্ বিতপন্ সন্তপন্ রোচনো রোচমানঃ শোভনঃ শোভমানঃ কল্যাণঃ। তস্মাদুচ্যতে জ্বলন্তমিতি॥ ৫॥

এই প্রকারে নৃসিংহের মূলমন্ত্রব্যূহের উপাসনায় চতুর্থপদ ব্যাখ্যা করিয়া দ্বাত্রিংশন্নৃসিংহব্যূহের উপাসনায় তাহার ব্যাখ্যানার্থ মন্ত্র বলিতেছেন।—সবিতা, অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বর্ত্তুলরূপে অবস্থিতি নিবন্ধন নৃসিংহব্যূহ সবিতৃস্বরূপ, এই নিমিত্তই ইঁহাকে প্রসবিতা, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞাতা বলা যায়। যেহেতু, অন্যান্য উপাসনা এই উপাসনার অধীন। এই উপাসনা ইনি স্বয়ং দীপ্ত এবং দীপিত করিতেছেন।—যেমন সবিতা রাত্রিগত অন্ধকার বিনাশ পূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া জগতের সকল জীবকে স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা প্রদান করেন, সেইরূপ দ্বাত্রিংশন্নৃসিংহব্যূহে আরাধিত হইয়া উপাসকদিগকে মূলনৃসিংহ-ব্যূহোপাসনা অজ্ঞানরূপ রাত্রিগত অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক প্রকাশমান হইয়া প্রধানোপাসনার ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। আর ইনি স্বয়ংপ্রকাশ দ্বারা সকলকে প্রকাশিত করেন, অথবা ইনিই লোকাদির অজ্ঞানদাহক। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদিগেরই অজ্ঞানদাহন করিয়া থাকেন। ইনিই স্বপ্রকাশ দ্বারা অজ্ঞানদহন কার্য্য দ্বারা অজ্ঞানদাহকারী হয়েন। আর এই নৃসিংহই স্বয়ং শান্ত হইয়া অজ্ঞানের তাপন করিয়া থাকেন। এ স্থলে প্রত্যেক পদে বর্ত্তমান কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, এই তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় যে, যখনই এই নৃসিংহব্যূহের উপাসনা আরব্ধ হইবে, তৎকালেই মহাবিষ্ণু নৃসিংহের উপাসকগণ প্রকাশময় হইয়া অবস্থান করেন। সেই নৃসিংহদেব জীবের অনুদ্বেগকর ও স্বয়ং ইচ্ছাময়; অতএব তিনি শোভন ও মঙ্গলময়। এই সন্দর্ভের মর্ম্মার্থ এই যে, মূল নৃসিংহব্যূহের উন্নত শিরোঽঙ্গে অবস্থিত তেজই সর্ব্বপ্রকাশক এবং

সর্ব্বদাহক, ইহা সামান্ত সবিতৃমন্ত্র দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ভাবে ইঁহাকে উপাসনা করিবে। অতএব জানা যায় যে, যখন "জ্বলন্ত" এই পদ উভয়বিধ উপাস্তের উপযোগী; সুতরাং উভয়োপাস্তে প্রযুক্ত হইল, এই নিমিত্তই 'জ্বলন্ত' বলা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে সর্ব্বতোমুখমিতি। যস্মাদনিন্দ্রিয়োঽপি সর্ব্বতঃ পশ্যতি সর্ব্বতঃ শৃণোতি সর্ব্বতো গচ্ছতি সর্ব্বত আদত্তে সর্ব্বগঃ সর্ব্বতস্তিষ্ঠতি ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ ক্রমানুসারে ও মূলমন্ত্রাপেক্ষায় পঞ্চম ও দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় "সর্ব্বতোমুখং" এই পদকে উভয়বিধ উপাস্যবিষয়ে ব্যাখ্যা করিবার জন্য দেবগণ প্রশ্ন করিয়াছেন,—কি নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বতোমুখ বলা যায়? প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর-প্রদানার্থ বলিলেন—যেহেতু, এই মূল নৃসিংহব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও নিজ মহিমায় বা মায়াশক্তিবলে সর্ব্বদর্শন করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, আঘ্রাণ করিতেছেন এবং আস্বাদন করিতেছেন, আর সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন, সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারেন এবং সর্ব্বগত হইয়াও অবস্থিত আছেন। তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ে নিরভিমান হইয়াও উভয়েন্দ্রিয়ের কার্য্যসাধনে শক্তিমান্, ইহা ভাবিয়া মস্তকরূপ অঙ্গমধ্যে ইঁহাকে উপাসনা করিবে ॥ ৬ ॥

একঃ পুরস্তাৎ য ইদং বভূব যতো বভূব ভুবনস্য গোপ্তা। যমপ্যেতি ভুবনং সাম্পরায়ে নমামি তমহং সর্ব্বতোমুখম্। তস্মাদুচ্যতে সর্ব্বতোমুখমিতি ॥ ৭ ॥

এইরূপে "সর্ব্বতোমুখং" পদকে মূল-নৃসিংহের উপাস্যভাবে বর্ণনা করিয়া অতঃপর সেই পদকে দ্বাত্রিংশন্নৃসিংহোপাসনায় প্রয়োগহেতু ঋকের দ্বারা তাঁহার ব্যাখ্যা করিতেছেন।—পূর্ব্বে একমাত্র নৃসিংহই ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহা হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হইয়াছে, সেই নৃসিংহই বিষ্ণুরূপী হইয়া পালনীয় সমস্ত বস্তু পালন করেন, এবং তাঁহাতেই প্রলয়কালে সমস্ত ভুবন লয় পায়, অতএব তিনিই মহেশ্বর। এ স্থলে যথাক্রমে নিবদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তির উল্লেখ দ্বারা জ্ঞাপন করা হইল যে, পূর্ব্বে উল্লিখিত অপর ঊনত্রিংশ ব্যূহও তাঁহার স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাদেরও এই স্থানে উল্লেখ জানিবে। "আমি সেই ব্যূহকে নমস্কার করিতেছি" এই পদদ্বয় এই স্থানে প্রয়োগ করিয়া বুঝাইলেন যে, মন্ত্রোক্ত সকল পদের ব্যাখ্যাতেই ঐ পদদ্বয়ের অন্বয় আছে। যাঁহার নৃসিংহাকার মুখ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে, আমি সেই নৃসিংহকে নমস্কার করি। যেহেতু, "সর্ব্বতোমুখ" এই পদ উভয়বিধ উপাসনা বোধ করাইতে পারে ; এই পদ উভয়প্রতিপাদক জানিও। অতএব মর্ম্মার্থ এই যে, অজ্ঞানদাহক অনুষ্টুভের দ্বিতীয় পাদ দ্বারা শিরোহঙ্গস্থিত মূল নৃসিংহব্যূহ উপাসনীয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব-প্রকাশক ও সর্ব্ববিধ অজ্ঞানদাহকারী। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও উভয়ের কার্য্যকারিণী শক্তি তাঁহাতে বিদ্যমান, সামের শিরোরূপ অংশের প্রতিপাদক সবিতৃমন্ত্রে তাঁহার যে গুণব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করত মূল নৃসিংহ-ব্যূহের উপাসনা করিতে হয়। পরে অপর ব্যূহের উপাসনা কর্ত্তব্য। ইহাই শিরোহঙ্গ মন্ত্রের অর্থ। আর "যো বৈ নৃসিংহো দেবো যশ্চ

সর্ব্বং” ইত্যাদি শ্রুতিতেও উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আচার্য্যগণ প্রপঞ্চাগম শাস্ত্রে শিরোঽঙ্গমন্ত্রার্থব্যাখ্যানে সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে নৃসিংহমিতি। যস্মাৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং না বীর্য্যতমঃ শ্রেষ্ঠতমশ্চ সিংহো বীর্য্যতমঃ শ্রেষ্ঠতমশ্চ। তস্মান্নৃসিংহ আসীৎ পরমেশ্বরো জগদ্ধিতং বা এতদ্রূপমক্ষরং ভবতি ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বিতীয়পাদে সাঙ্গ মূলমন্ত্রের উপাসনা বর্ণন করিয়া তৃতীয় পাদের উপাসনাকথনার্থ তৃতীয় পাদের প্রথম পদ ও মূলমন্ত্রের ক্রমিক ষষ্ঠপদ নৃসিংহাকারে পরিণত করত উপাসনা করিবে। এইরূপ আদ্য অঙ্গ হৃদয় হইতে শির উন্নত স্থানে বর্ত্তমান বলিয়া তাহার এত প্রাধান্য। এই জন্য শিরকে আদিত্য—সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকাশশীল বলা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে প্রপঞ্চ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তিনি উন্নত অর্থাৎ সর্ব্বোন্নতস্থানস্থিত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ। অতএব সেই প্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চাকার বুদ্ধির প্রত্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা শ্রবণের নিমিত্ত দেবগণ প্রশ্ন করিতেছেন যে, কি নিমিত্ত তাঁহাকে নৃসিংহ বলা যায়? প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া উত্তরপ্রদানার্থ বলিতেছেন,—যেহেতু, সর্ব্বভূতের মধ্যে “নৃ” অর্থাৎ সেই পুরুষাকারই সর্ব্বাধিক বীর্য্যশালী এবং শ্রেষ্ঠ; এইরূপ সিংহও শ্রেষ্ঠতম সর্ব্বাধিক বলবান্, এই উভয়স্বরূপে তাঁহাকে নৃসিংহ বলা যায়। পরমেশ্বরই নৃসিংহাকার হইয়াছিলেন। অতএব নৃসিংহই পরমেশ্বর, ত্রিনেত্র, পিনাকী ও নীলকণ্ঠ, ইহা যুক্তিযুক্ত হইল। আর “ঋতং সত্যং” ইত্যাদি পূর্ব্বব্যাখ্যাত মন্ত্রবর্ণের অর্থেও ইহা

অবগত হওয়া যায়। তিনিই জগতের হিতকারী, অর্থাৎ সমস্ত অনিষ্টনিবারণ করিয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন। নৃসিংহদেবের মনুষ্য ও সিংহ এই উভয়াকার প্রদর্শনের অভিপ্রায় এই যে, তিনি ইচ্ছা করিলে অবলীলাক্রমে সকল রূপই ধারণ করিতে সমর্থ। যেহেতু, তিনি এই প্রকার শক্তিশালী; অতএব তিনিই পরমেশ্বর। পূর্ব্বে যে রূপকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ যিনি নিরাকার অবিনাশী চিদ্রূপ, তিনি উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ সাকাররূপে সাধারণের উপাস্য হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিপন্তি ভুবনানি বিশ্বা। তস্মাদুচ্যতে নৃসিংহমিতি ॥ ৯ ॥

ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রের ষষ্ঠ নৃসিংহপদকে মূল-নৃসিংহব্যূহে ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণ সেই পদকে দ্বাত্রিংশদ্ব্যূহে ব্যাখ্যা করিতেছেন।—সিংহরূপী বিষ্ণুই স্তুতিমন্ত্র দ্বারা স্তুতিলাভ করেন। তাঁহার বীর্য্যাধিক্যপ্রযুক্তই তাঁহাকে লোকে স্তব করিয়া থাকে। তিনি সিংহরূপী হইয়াও ভয়ঙ্কর নহেন, ইনি কখনও কোন এক স্থানে থাকেন না, লীলাপ্রকাশের নিমিত্ত সর্ব্বদেবশরীরে বিচরণ করিতেছেন, অর্থাৎ নৃসিংহই লীলায় দেববিগ্রহধারী। ইনি পর্ব্বতে অবস্থান করেন, অথবা স্তুতিরূপবাক্যে বিদ্যমান আছেন, অর্থাৎ স্তবকারী ব্যক্তি যে যে রূপ অভিলাষ করিয়া তাঁহার স্তব করে, তিনি সেই সেই রূপ নিজেতে ধারণ করিয়া থাকেন। স্বভাবতই তাঁহার ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী ত্রিবিধ শরীরে এবং বহু বহু লীলাশরীরে এই সকল ভুবন নিবসতি করিতেছে। যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক

নৃসিংহরূপী ব্রহ্মে অবস্থিত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য পাইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্ম নানাবিধ অবতারে সামর্থ্যপ্রদর্শন হেতু তিনি নানাবিধ স্তুতির পাত্র। যেহেতু উক্তরূপে উভয়োপাসনাতেই নৃসিংহপদ ব্যাখ্যাত হইল, অতএব তাঁহাকে নৃসিংহ বলা যায়॥ ৯॥

অথ কস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি। যস্মাদ্ যস্য রূপং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভীত্যা পলায়ন্তে স্বয়ং যতঃ কুতশ্চিন্ন বিভেতি॥ ১০॥

উক্ত প্রকারে মন্ত্রের ষষ্ঠ ও তৃতীয় পাদের প্রথম নৃসিংহপদকে উভয়োপাসনাতে ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণে মন্ত্রের সপ্তম ও দ্বিতীয় পদ ব্যাখ্যার্থ দেবগণ প্রশ্ন করিয়াছেন যে, কি নিমিত্ত তাঁহাকে ভীষণ বলা যায়? প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন,—যেহেতু যিনি স্বীয় মহিমায় নৃসিংহব্যূহরূপী হইয়াছিলেন, তাঁহার শিখারূপ অঙ্গ-সমন্বিত মস্তকভাগে চান্দ্র কিরণরাশি সমুজ্জ্বল, অন্যের অনভিভবনীয়, তেজোময় রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার অঙ্গস্বরূপ স্বর্গলোকনিবাসী বসু-রুদ্রাদি দেবগণ, সর্ব্বলোক ও সকল প্রাণী ভয়ে পলায়ন করে, কিন্তু তিনি স্বয়ং কোন কারণেও ভীত হয়েন না। অতএব তাঁহাকে নিরতিশয় সাহসী ভাবিয়া উপাসনা করিবে॥ ১০॥

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
তস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি॥ ১১॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মূল ব্যূহোপাসনায় ভীষণ পদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় ব্যূহেও সেই ভীষণ পদকে ঋকের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন।—এই মূল নৃসিংহব্যূহের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই সেই ব্যূহের ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারই ভয়ে সূর্য্য ও চন্দ্র উদিত হইতেছেন। সুতরাং সোমসূর্য্যব্যূহই তাঁহার প্রেরণায় উদিত জানিবে। ইঁহারই ভয়ে অগ্নি পাকক্রিয়া সাধন করিতেছে, ইহাতে আগ্নেয়ব্যূহ কথিত হইল। আর সেই নৃসিংহের ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবন শাসন করিতেছেন, ইহাতে সৰ্ব্বব্যূহ উক্ত হইল এবং ইঁহারই ভয়ে মৃত্যু প্রাণিগণের সময়ানুসারে তাহার নিকটে গমন করে, ইহাতে মৃত্যুব্যূহ জ্ঞাত হইল। যদিও এই মন্ত্রেতে পঞ্চব্যূহের উল্লেখেই নৃসিংহদেবে আদ্যন্তন্যায়ে অন্যান্য সকলের উল্লেখই হইল বটে, তথাপি শ্রুতিতে কেবলমাত্র বায়ু প্রভৃতির ভয়ের উল্লেখ দেখা যায়, এ জন্য বায়ু প্রভৃতির স্ব স্ব রূপে ভয়প্রাপ্তির মত ব্রহ্মাদিরও ব্যক্তিগতভাবে ভয়প্রাপ্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। সকল পদার্থেরই দুইটি রূপ আছে, একটি ব্যক্তিগত ও অপরটি ব্রহ্মরূপ। যখন ঐ ব্রহ্মাদি নৃসিংহব্যূহে প্রবিষ্ট বা নৃসিংহদেবই ব্রহ্মাদি রূপধারণ করিয়া আছেন, তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবের ভীতি থাকে না। ইহাতে এক এক দেবের সেই সেই রূপধারণ বশতঃ উভয়রূপ দেখাইয়া বহু বহু দেবতার নিজান্তর্ভাবেও উভয়রূপ প্রদর্শন করান হইল। এই উভয়রূপেই সকল বস্তু দ্বাত্রিংশৎব্যূহের অন্তঃপাতী, ইহা এই মন্ত্রে প্রকাশিত হইল। এইরূপে উভয়োপাস্যবিষয়ে ভীষণ বলা যায়॥ ১১॥

অথ কস্মাদুচ্যতে ভদ্রমিতি। যঃ স্বয়ং ভদ্রো ভূত্বা সর্ব্বদা ভদ্রং দদাতি রোচনো রোচমানঃ শোভনঃ শোভমানঃ কল্যাণঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বকথিতপ্রকারে ভীষণ পদ ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণ মন্ত্রের অষ্টম ও তৃতীয় পাদের তৃতীয় পদকে উভযোপাস্য বিষয়ে ব্যাখ্যানার্থ দেবগণ প্রজাপতির নিকট প্রশ্ন করিতেছেন।—ব্রহ্মন্। কি কারণে নৃসিংহকে ভদ্র বলা যায়? প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যিনি স্বীয় মহিমাপ্রভাবে স্বয়ং মঙ্গলময় হইয়া সর্ব্বদা সকলকে মাঙ্গলিক ফল প্রদান করিতেছেন, সেই মঙ্গলফলদাতৃকে মূলব্যূহে উপাসনা করিবে। আর তিনি দীপ্তিযুক্ত এবং তিনি রোচমান, অর্থাৎ শিখারূপ অঙ্গ দ্বারা দীপ্তিবিধান করিতেছেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার সেই শিখা অঙ্গ তেজোরূপ দ্বিতীয় অঙ্গ হইতেও শ্রেয়ঃ বলিয়া তেজোময়। অতএব এইভাবে উপাসনা করিবে যে, তাঁহার শিখামধ্যবর্ত্তী দেবগণের নানা মণ্ডন-মণ্ডিত শিরোরত্নের তেজও নৃসিংহদেবের তেজে অভিভূত। এই অভিপ্রায়ে শিখামন্ত্র-ব্যাখ্যানের অবসরে আমরা প্রপঞ্চাগমশাস্ত্রে বলিয়াছি যে, তাঁহার শিখা তেজোরূপে কথিত হয় এবং 'বষট্' ইহাকে তাহার অঙ্গ বলা যায়, অর্থাৎ তাঁহার শিখা নিরতিশয় তেজঃস্বরূপ। "যস্য জ্ঞানময়ী শিখা" এই শ্রুতিতেও শিখার তেজোময়ত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যিনি স্বভাবসুন্দর এবং শিখার তেজঃপ্রভাবে সকলকে শোভিত করিতেছেন, এই নিমিত্তই সেই মূল নৃসিংহব্যূহকে মাঙ্গলিক বলা যায় ॥ ১২ ॥

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ তস্মাদুচ্যতে ভদ্রমিতি ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মূলমন্ত্রোপাসনায় অষ্টমপদ ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণ দ্বাত্রিংশদ্ব্যূহোপাসনার মন্ত্র দ্বারা সেই পদের অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন।—এই মন্ত্র গ্রন্থপ্রারম্ভে শান্তিপাঠেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা কর্ণ দ্বারা সর্ব্বদা কল্যাণ শ্রবণ করি, চক্ষুর্দ্বারা মঙ্গল দর্শন করি, যজনশীল হইয়া হৃদয়াদি স্থিরীভূত অঙ্গসমূহ দ্বারা "যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ" ইত্যাদি সপ্রণব সাবিত্র মন্ত্র, যজুঃ, লক্ষ্মী, নৃসিংহ ও গায়ত্রীরূপ স্তুতিমন্ত্র দ্বারা স্তব করিয়া নীরোগ শরীরে ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধ ভোগসাধনক্ষম আয়ুঃ প্রাপ্ত হইতেছি। নৃসিংহদেব তাপনীয় বিদ্যার উপাস্য, সেই নরহরিদেবকে অবসরমত যথোচিত কারণে বুদ্ধি দ্বারা জানিয়া যেরূপে আয়ুষ্কালে হিতসাধন করিতে পারি, সেইরূপ আয়ু পাইব। স্তুতি-মন্ত্রগুলিই পঞ্চন্যাস মন্ত্রের অন্তর্ভূত। এইরূপে উভয়োপাস্যবিষয়ে ভদ্রপদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব তাঁহাকে ভদ্র বলা যায়॥ ১৩ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে মৃত্যুমৃত্যুমিতি। যস্মাৎ স্ব-ভক্তানাং স্মৃত এব মৃত্যুমপমৃত্যুঞ্চ মারযতি ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তৃতীয় পাদোক্ত পদ সমুদয়ের ব্যাখ্যান দ্বারা সাঙ্গোপাসনা নিরূপণ করিয়া সেইরূপে চতুর্থপাদোপাসনা কথনার্থ তাহার আদ্যপদ ও মূলমন্ত্রাপেক্ষায় নবম পদের উপাস্য বিষয়ে ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ দেবগণ ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন করিতেছেন।—ব্রহ্মন্! কি কারণে তাঁহাকে মৃত্যুমৃত্যু বলা যাইতে পারে? প্রজাপতি

দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ;—যেহেতু তিনি নিজমহিমাপ্রভাবে স্মরণমাত্রে অর্থাৎ ঐকান্তিকভাবে উপাসিত হইলেই স্বীয় ভক্তগণের মৃত্যু অর্থাৎ কালপ্রাপ্ত মরণ এবং অপমৃত্যু অর্থাৎ অবান্তর কারণে অনির্দ্দিষ্ট সময়ে সজ্ঘটিত মরণ নিবারণ করেন। ইহার তাৎপর্য্য—জাতকর্ম্মকালে জাতকের গণিতশাস্ত্রের দ্বারা আয়ুর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলেও, যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে মৃত্যুভাগী হয়, তবে অনন্যভাবে নৃসিংহব্যূহোপাসকের সেই অপমৃত্যু তিনি প্রার্থিত না হইয়াই ধ্বংস করেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবচ অঙ্গ উপাসনা করিবে। কবচের ব্যাখ্যা সামাঙ্গমন্ত্র নৃসিংহগায়ত্রী দ্বারা সম্পাদিত আছে যে, কবচই নৃসিংহদেবের স্বরূপের উপাসকগণকে নিজ স্বরূপ দান করিয়া মৃত্যু ও অপমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করেন। মন্ত্রবর্ণেই অবগত হওয়া যায় যে, কবচ সাক্ষাৎ নৃসিংহদেব ও জীবাত্মা ॥ ১৪ ॥

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ যস্য ছায়ামৃতং যো মৃত্যুমৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। তস্মাদুচ্যতে মৃত্যুমৃত্যুমিতি ॥ ১৫ ॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত পদকে মূলনৃসিংহব্যূহের উপাস্যবোধকত্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণে ঋকের সাহায্যে সেই পদ দ্বারা দ্বাত্রিংশন্নৃসিংহব্যূহের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সেই দ্বাত্রিংশদ্ব্যূহ-রূপী নৃসিংহদেব সকল দেবতাকে স্ব স্ব রূপ ধারণ করাইতেছেন এবং উপাসকগণ দেবগণকে নিজ স্বরূপধারণে শক্তি প্রদান করিতেছেন। যে মূল নৃসিংহব্যূহের প্রসিদ্ধ অঙ্গচতুষ্টয় সকল দেবতারা

উপাসনা করিয়া থাকেন, যাঁহার ছায়া অর্থাৎ মহাচক্রব্যূহ অমৃতস্বরূপ, যাঁহাকে আশ্রয় করিলে মরণভয় নিবারণ হয়, যিনি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ, সেই দ্যোতনশীল ব্রহ্মাদিব্যূহরূপী নৃসিংহকে হোম দ্বারা, উপচার দ্বারা বা স্তুতি দ্বারা উপাসনা করি। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত উপাস্যবিষয়ে মৃত্যু পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব তাঁহাকে মৃত্যুমৃত্যু বলা যায় ॥ ১৫ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি। যস্মাদ্‌যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ ॥ ১৬ ॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত উপাসনাতে পূর্ব্বোক্ত পদ ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণ মন্ত্র ও চতুর্থ পাদের দ্বিতীয় ও দশম পদ ব্যাখ্যানার্থ দেবগণ প্রজাপতির নিকট প্রশ্ন করিতেছেন।—ব্রহ্মন্! নমামি পদের তাৎপর্য্য কি? প্রজাপতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যেহেতু তাঁহার মহিমাপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট মূল নৃসিংহব্যূহকে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকনিবাসী ও মহাচক্রের উপাসকগণ নমস্কার করিয়া থাকেন, অতএব তিনিই সর্ব্ববিধ নমস্কারার্হ গুণবিশিষ্টতা হেতু উপাস্য, ইহা দেখান হইল। জগতে দ্বিবিধ উপাসক দেখা যায়; এক মুক্তিকাম, দ্বিতীয় ব্রহ্মবাদী বা মুক্ত পুরুষ। যাহারা মুক্ত, তাঁহারা নৃসিংহদেবের লীলাবিগ্রহ কল্পনা করিয়া নমস্কার করেন। অভিপ্রায়—মন্ত্র দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মলোকে তিনিই ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠধামে তিনিই বিষ্ণু, কৈলাসগিরিতে তিনিই মহাদেব, এই উক্তি দ্বারা যে সামের অঙ্গ নৃসিংহগায়ত্রী কল্পিত হয়, তাহাতেই নৃসিংহব্যূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ ব্যূহ কবচরূপ চতুর্থ অঙ্গের আশ্রয়, এই ভাবিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, কবচই এই সকল উপাস্য ও

অঙ্গচতুষ্টয়ান্তর্গত অন্যান্য উপাস্যকে উপাসনা করিবার ইঙ্গিত করিতেছে ॥ ১৬ ॥

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্ম্মন্ত্রং বদত্যুক্থম্ যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রোহর্য্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে। তস্মাদুচ্যতে নমামীতি ॥ ১৭ ॥

উক্তরূপে নমঃ শব্দার্থের সহিত মন্ত্রোক্ত নবপদার্থের অর্থ প্রতিপাদন করত নমস্য সাধারণরূপ বলিয়া এক্ষণে সামাদিমন্ত্র সাধারণ-রূপে মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার নমঃ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ব্রহ্মণস্পতি, অর্থাৎ যিনি উপদেশ দ্বারা সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মের পরিচায়ক, তিনি দ্বাত্রিংশদ্‌ব্যূহ প্রতিপাদক 'স্বহি শ্রুতং' ইত্যাদি 'য আত্মদা' ইত্যন্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্ররাজকে নিশ্চয় নমস্কার করেন। পূর্ব্বোক্ত নারসিংহ মন্ত্রেতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা প্রভৃতি দেবগণ উপাসনার্থ গৃহ সকল করিয়া-ছিলেন, অর্থাৎ গৃহের মত মন্ত্রকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে, যেমন উপাস্য দেবতা ও গুরুর প্রতি ভক্তি করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ মন্ত্রেও ভক্তি করিবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, দেবতা ও মন্ত্র এই সকলের প্রতি সমান ভক্তি করিবে, এই স্থলেও মন্ত্রকে নমস্কার করিবার উপদেশ শ্রুত হয়। এই প্রকার "নমামি" এই পদ উপাস্য বিষয়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই নিমিত্তই নমামি বলা যায় ॥ ১৭ ॥

অথ কস্মাদুচ্যতে অহমিতি। অহমস্মি প্রথমজা ঋত-২৩ স্য ১২৩৪ পূর্ব্বং দেবেভ্যোহমৃতস্য না ২৩ ভা ৩৩৪৫ যি যো মাদদাতি য ই দেব মা ২৩ব ১২৪৫৬৭৯ অহমন্নমন্নমদন্তমদ্মি ১২৩৪৫৬ অহং বিশ্বং

ভুবনমভ্যভবাং স্বর্ণজ্যোতিঃ ১২৩৪৫৬ অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাং স্বর্ণ-জ্যোতিঃ ১২৩৪৫ য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদে নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয়ে মহোপনিষদ্দ্বিতীয়া সমাপ্তা ॥ ২ ॥

ইতিপূর্ব্বে নমামি পদ মন্ত্রোক্ত নয়টি পদের সহিত অন্বিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণ "অহং" এই কর্তৃপদ সর্ব্বসাধারণরূপে ব্যাখ্যানার্থ দেবগণ প্রজাপতির নিকট প্রশ্ন করিতেছেন,—হে প্রজাপতে! কি নিমিত্ত "অহং" এই পদ উক্ত হইল, অর্থাৎ "নমামি" বলিলেই 'আমি নমস্কার করি' অর্থের অবগতি হয়, তবে কি জন্য কর্তৃপদের পুনরুল্লেখ হইল? ইহাই দেবগণ প্রশ্ন করিয়াছেন।—প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন,—যাহারা পঞ্চাঙ্গোপাসনা করে, তাহাদিগেরই এই নৃসিংহস্বরূপতাপ্রাপ্তিস্বরূপ ফল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যাহারা মুক্তিকামী নহে, তাহাদিগেরও এই ফল অনিষ্ট নহে, যেহেতু, পঞ্চাঙ্গোপাসনাতে ঐশ্বর্য্যলাভের উত্তর উক্ত ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, পঞ্চাঙ্গোপাসনা করিয়া যে ব্যক্তি ইহ-লোকে থাকিতে অর্থাৎ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, দেবতা তাহাকে ভোগ্যসম্পদ দান করিয়া অন্তকালে তারক ব্রহ্মপদ প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত পদ অহংবোধক, উপাসকবোধক নহে। এখন সামা-ভিব্যক্ত মন্ত্র দ্বারা তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে।—সেই পদের সকল পদের সহিত অন্বয় হেতু ব্যাখ্যাত হইল যে, মন্ত্রোক্ত সকল পদই সাম দ্বারা অভিব্যক্ত। অতএব পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার উপাসনাই সামপূর্ব্বক জানিবে, প্রথমতঃ উপাসক পূর্ব্বোক্ত উপাসনাতে উপাস্যোপাসক

এই দ্বৈতভাবে প্রবৃত্ত হইয়া পরে উপাসনা দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে অন্তর্যামী আত্মাকেই উপাস্যরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া এই সাম দ্বারা অন্যের উপাসনার ফল দেখাইতেছেন।—সেই উপাস্যই আমি, আমিই পুরশ্চরণরূপ উপাসনার প্রথম প্রসূত ফল, আমিই সত্য মূর্ত্তামূর্ত্ত জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী। যিনি উপাসকগণের জন্য নাভিতে ক্ষীর ধারণ করিয়া আছেন, তিনি আমাকে রক্ষা করিতেছেন। আমি উপাসনার ফলে সেই অন্নের আধার, অর্থাৎ যাহারা দেব-ব্রাহ্মণগণকে অন্ন প্রদান না করিয়া স্বয়ং অন্ন ভোজন করে, আমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করি, অথবা অন্নদানকর্ত্তা ভোগী জীবকে ভক্ষণ করি অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গোপাসনাফলে সংসার বিনাশ করি। এই ক্ষীর বা অন্নস্তুতিবোধক সামাভিব্যক্ত মন্ত্র দ্বারা ফলনির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইল যে, এই উপাসনাই ক্ষীরসাগরশায়ী নৃসিংহদেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত। যেহেতু, আমি এইরূপ, অতএব আমিই অভিভূত করিতেছি, যেমন সূর্য্যজ্যোতি সুবর্ণ-জ্যোতিকে অভিভূত করে, আমি সেইরূপ নিখিলভুবন অভিভূত করিতেছি, অথবা আমি সুবর্ণাকার উপাস্যের প্রকাশস্বরূপ হইতেছি। যে উপাসক এইরূপে উপাস্যোপাসকভাবে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সকলোপাসনার অধিকারী ও পূর্ব্বোক্ত ফলশালী হইতে পারে, ইহাই মহোপনিষৎ। ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ইতি নৃসিংহতাপনীয় দ্বিতীয় উপনিষৎ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ আনুষ্টুভস্য মন্ত্ররাজস্য শক্তিং বীজঞ্চ নো ব্রূহি ভগব ইতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ মায়া বা এষা নারসিংহী সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স পাপ্মানং তরতি স মৃত্যুং তরতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে মীমাংসন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ হ্রস্বা বা দীর্ঘা বা প্লুতা বেতি। যদি হ্রস্বা ভবতি সর্ব্বং পাপ্মানং দহত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। যদি দীর্ঘা ভবতি মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াদমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। যদি প্লুতা ভবতি জ্ঞানবান্ ভবত্য-মৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। তদেতদৃষিণোক্তং নিদর্শনম্॥ ১॥

ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় উপনিষদে সাঙ্গ উপাসনাফল প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরূপণ করা হইয়াছে। সেই উপাসনা শক্তি-বীজজ্ঞানসাপেক্ষ, এ জন্য এ উপনিষদে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শক্তি ও বীজ নিরূপণ করা হইতেছে। যদিও শক্তি ও বীজ নিরূপণ পূর্ব্বেই কর্ত্তব্য ছিল, তথাপি শক্তি ও বীজ দ্বারা উপাসনাকে সম্পুটিত করিবার অভি-প্রায়েই পরে বলা হইল, যেহেতু, কোন বস্তুকে সম্পুটিত করিতে হইলে প্রথমে উল্লিখিত বস্তুর পশ্চাৎ উল্লেখেই সম্পুটীকরণ সম্ভব হয়। অর্থাৎ ক্রোড়ীকৃতভাবে উপাসনাকে রাখিতে হইলে উপাসনার আদিতে ও অন্তে শক্তি ও বীজ উল্লেখনীয়, তাহার পূর্ব্বেই উপাসনা

উল্লিখিত না হইলে ক্রোড়ীকরণ সম্ভব হয় না। যদি তাৎপর্য্যানুসারে শক্তি ও বীজের নির্দ্দেশ হয়, তবে পূর্ব্বেই দুইটি বসিয়া যায়, পরে তাহার উল্লেখ ঘটে না; সুতরাং সম্পুটীকরণও অসম্ভব হয়। দেবগণ প্রজাপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ভগবন্! আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজের শক্তি ও বীজ আমাদিগের নিকট বলুন। প্রজাপতি দেবগণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—নারসিংহী মায়াই এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করেন এবং সংহার করেন। সংসারে দেখা যায়, ঐন্দ্রজালিক প্রভৃতি মায়াবীরাই মায়াজাল বিস্তার করে। এই মায়াশক্তি মায়ী পুরুষে থাকে। যেহেতু, এই মায়াশক্তি নৃসিংহব্রহ্মের অধীন হইয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী। এ জন্য উচ্চারণানুসারে উপাসনার অন্তে শক্তি ও বীজের উচ্চারণ কর্ত্তব্য। অর্থবোধাধীন উপাসনার সহিত শক্তিবীজের সম্বন্ধ পূর্ব্বেই অবগত হইবে, যেহেতু, যে উপাস্য দেবতার শক্তিজ্ঞান পূর্ব্বে না ঘটে, তাহার সম্বন্ধে মূর্ত্তিকল্পনা দুর্ঘট। ইঁহার মূর্ত্তি কিরূপ বা কি মূর্ত্তিতে ইঁহাকে উপাসনা করিব, এ কথায় অবশ্যই বলিতে হইবে, তিনি এইরূপ শক্তিশালী, সুতরাং শক্তিবীজের উচ্চারণ পরে. ইহাই প্রজাপতির অভিপ্রায়।

আর এক কথা, উপাসনার অন্তে শক্তিবীজের নির্ণয় হইলেও কোন অসামঞ্জস্য নাই, কারণ, যে স্থানেই মন্ত্রপদ, শ্লোকপাদ বা সাঙ্গ উপাসনার অবতারণা হইয়াছে, সর্ব্বত্রই 'যস্মাৎ স্বমহিম্না' বা 'যঃ স্বমহিম্না' এইরূপে মহিমার বার বার উল্লেখ থাকায় মহিমা অর্থে উপাসনার পরে নির্ণীত শক্তিকেই আকর্ষণ করিয়া অন্বয় করিতে হইবে, সুতরাং অধুনা শক্তির স্বরূপকথন অসমঞ্জস নহে।

মায়াশক্তিজ্ঞান সহকারে সেই নারসিংহী মায়ার উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই মায়াশক্তির উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি উপাসনার ফলে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, মোক্ষলাভ করে এবং সম্পদ্‌ভোগ করে। এই বিষয়ে ব্রহ্মবাদীরা বিচার করিয়া থাকেন যে, ঐ মায়াশক্তি কি হ্রস্ব? অথবা দীর্ঘ? কিম্বা প্লুত? যদিও ইহা সামের অন্তঃপাতিনী, সুতরাং প্লুতই; তথাপি হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণে বিশেষ অভিপ্রায়ে ফল বলিতেছেন।—যদি উহা হ্রস্ব হয়, তাহা হইলে সাধকের সকল পাপ দগ্ধ করে এবং সেই সাধককে মুক্তি দান করে। অর্থাৎ হ্রস্ব-স্বরে মায়ার উচ্চারণে উক্ত ফল হয়, এইরূপ অপরাপর উচ্চারণে ফলবিশেষ জ্ঞাত হইবে। ঐ মায়া যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে সাধক মহাসম্পদ লাভ করিয়া অন্তে অমৃতত্ব পাইয়া থাকে, আর যদি উক্ত মায়াশক্তি প্লুত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ মায়ার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। হ্রস্ব ও দীর্ঘ প্লুত উচ্চারণ স্বরসহ ব্যঞ্জনবর্ণের, না, কেবল স্বরবর্ণের, এই সন্দেহে ঋষিগণ নিদর্শন কহিয়াছেন॥ ১॥

স ঈং পাহি য ঋজীষীতরুত্রঃ শ্রিয়ং লক্ষ্মীমোপলামম্বিকাং গাম্। ষষ্ঠীঞ্চ যামিন্দ্রসেনেত্যুত আহুস্তাং বিদ্যাং ব্রহ্মযোনিং সরূপাম্। তামিহায়ুষে শরণং প্রপদ্যে॥ ২॥

সেই নিদর্শন এই—'স' এই ব্যঞ্জনবর্ণের পৃথক্‌ভূত বিন্দুর সহিত বর্ত্তমান 'ঈং' এই স্বরেই হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত স্বরে উচ্চারণ ও মায়াজ্ঞানে তাহার উপাসনা করিবে। হে সবিন্দুক স্বর! তুমি এই সকল

শক্তি রক্ষা কর, যিনি ঋজুভাবেচ্ছু উদ্ধারকর্ত্তা, তিনিই শ্রীপ্রভৃতি জ্ঞানে উপাসিত ঈং শক্তি, অর্থাৎ সবিন্দুক স্বরকে পালন করিয়াছেন, যেহেতু, পালনীয় শক্তি পালকের অধীন। অথবা 'স' ইহা স্বতন্ত্র একটি পদ, 'যৎ' ইহার সহিত ইহার নিত্য সম্পর্ক, এ কারণ ইহার অর্থ অন্যবিধ। এক্ষণে 'ঈং' এই স্বরের আলম্বন উপাস্য নৃসিংহব্যূহস্থিত শক্তিসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি এবং বিষ্ণুশক্তি শ্রীকে পালন করিয়াছেন, লক্ষ্মী অর্থাৎ নৃসিংহশক্তিকে পালন করিয়াছেন, এইরূপে মহেশ্বরশক্তি গৌরীকে, ব্রহ্মশক্তি সরস্বতীকে, স্কন্দশক্তি ষষ্ঠীকে, (যাহাকে ইন্দ্র-সেনা বলিযা থাকে), সেই ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণীকে, যিনি ব্রহ্মযোনি, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে কারণীভূতা, সেই ঈশ্বর শক্তিবিদ্যাকে এই সবিন্দুক স্বরে অভ্যন্তরে উপাসনানুকূল আয়ু-বৃদ্ধির জন্য উপাসনা করি, অর্থাৎ ইহাদিগের শরণাগত হইতেছি ॥২॥

সর্ব্বেষাং বা এতদ্ভূতানামাকাশঃ পরায়ণম্ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব জায়ন্তে আকাশাদেব জাতানি জীবন্ত্যাকাশং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তস্মাদাকাশং বীজং বিদ্যাৎ তদেতদৃষিণোক্তং নিদর্শনম্। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষং সদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদে নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয়ে মহোপনিষৎ

তৃতীয়া সমাপ্তা ॥ ৩ ॥

উক্ত প্রকারে শক্তিবর্ণ নির্ণয়পূর্ব্বক তাহাতে স্থিত সপ্তবিধ শক্ত্যুপাসনা এবং ফলবতী দীর্ঘাদিমাত্রের উপাসনা নিরূপণ করিয়া, এইক্ষণে বীজাক্ষর নির্ণয় পূর্ব্বক তদাশ্রিতা সফলোপাসনা বলিবার জন্য সেই বীজের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—আকাশই সকল প্রাণীর প্রধান আশ্রয়, সকল প্রাণী আকাশ হইতে জন্মিতেছে, আকাশকে আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে এবং অন্তকালে আকাশে প্রবেশ করে। অতএব আকাশকেই নৃসিংহবীজ জানিবে অর্থাৎ এই আকাশশব্দে হ বর্ণ বুঝা যায়, ইহা সর্ব্বপ্রকার আগমশাস্ত্রে এবং আগমরূপে উপনিষৎশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে; অতএব আকাশশব্দবাচ্য হকারকে বীজ বলিয়া জানিতে হইবে। বীজ অর্থাৎ মূলকারণ; সুতরাং হকারবাচক আকাশকে সেই বীজবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। এইরূপ 'ঈং' এই শক্তিবর্ণও শক্তিবাচক বলিয়া শক্তিস্বরূপ অথবা শক্তিজ্ঞানে উপাস্যত্বনিবন্ধন শক্তিস্বরূপ। সুতরাং 'ঈং' ও 'হং' এই দুই বর্ণকে শক্তি ও বীজ মনে করিয়া উপাসনা করিবে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। যেমন ব্রহ্মবুদ্ধিতে ব্রহ্মবাচক প্রণবাক্ষরের উপাসনা কর্ত্তব্য, সেইরূপ হকারবাচক আকাশকে বীজজ্ঞানে উপাসনা করিবে। ঐ হকার স্বরবর্ণযুক্ত কি স্বরহীন, এই সন্দেহে ঋষিগণের নিদর্শন প্রদর্শন করা হইতেছে। সঃ শব্দে পরমাত্মা এবং হং শব্দে মূলকারণ আর সৎ শব্দে বৃহৎ, অথবা হকার সকারের সহিত সম্বন্ধ হইয়া অজপা গায়ত্রীরূপে বর্ত্তমান, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও শূদ্রাদির অধিকৃত ইহাই নাসিকাপুট দ্বারা নিঃসৃত হইয়া সঙ্কল্পমাত্রে ফল দান করিয়া থাকে। হংস—এই শব্দ পরমাত্মার বোধক, এই হংসাক্ষররূপ পরমাত্মা

হইতেই বক্ষ্যমাণ সকল বস্তুই হইযাছে। ইনিই বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়েন। এই হংসই বসু নামক দেব, তিনিই অন্তরীক্ষাশ্রয়ী দেবতা, তিনি হোতৃরূপে বেদিতে নিষণ্ণ থাকেন, ইনিই অতিথি হইয়া গৃহে আসীন হয়েন, ইনিই পরমধামে অধিষ্ঠিত, ইনিই সত্য বিদ্যমান ; ব্যোমরূপী হৃদয়াকাশে ইঁহারই সন্ধান পাই। ইনি সাধকের উপাস্যরূপে ক্ষীরোদসাগরে আবির্ভূত। ইঁনি বাক্যে আশ্রিত, যেহেতু, বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া উপাসনার বিষয়ীভূত হয়েন। ইনি সত্য উপাসনার গোচর। মেঘসমূহেও ইঁনি অবস্থিত। এইরূপে পরমাত্মাকেই বৃহৎ, মহান্ ও সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। যে উপাসক পরমাত্মতত্ত্বকে উক্তরূপে বীজাক্ষরবাচ্য উপাস্য বলিয়া জানিবেন, তিনিই প্রকৃত উপাসক। মহোপনিষদে পরিপঠিত মন্ত্রবর্ণেরই শক্তিবীজ নামে আখ্যা দেওয়া হয। 'নৃসিংহং' এই মূলমন্ত্রে ছয়টি অক্ষর আছে। তন্মধ্যে 'নৃ' ও স পরিত্যক্ত হইলে, যে অবশিষ্ট হিং ও হং এই দুই পদ থাকে, ইহাই যথাকথিত শক্তি-বীজ। ইহা পরমাত্মার বাচক ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

ইতি নৃসিংহতাপনীয়ে তৃতীয়মহোপনিষৎ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ আনুষ্টুভস্য মন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্যাঙ্গমন্ত্রান্ নো ব্রূহি ভগব ইতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ প্রণবং সাবিত্রীং যজুর্লক্ষ্মীং নৃসিংহগায়ত্রীমিত্যঙ্গানি জানীয়াৎ যো জানীতে সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

এইরূপে তৃতীয়োপনিষদে শক্তি ও বীজসম্পুটিত সাঙ্গ নৃসিংহোপাসনা নিরূপণ করিয়া এই উপনিষদে সেই নৃসিংহদেবের হৃদয়াদি-অঙ্গমন্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য যথাক্রমে প্রশ্নোত্তররূপ আখ্যায়িকাচ্ছলে সামাঙ্গমন্ত্রময় চতুর্থ মহোপনিষদ আরম্ভ করিতেছেন।—যদি বল, যদি মূলমন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্র ব্যাখ্যানের নিমিত্তই এই উপনিষদ আরব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অঙ্গন্যাসকথনকালে ইহার প্রস্তাব হইতে পারে, এইক্ষণ ইহার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আর এক কথা, মূলমন্ত্রপদের ব্যাখ্যানকালে সেই সমস্ত উপাসনাই উক্ত আছে এবং সর্ব্বশেষে এই সমুদয়ের ফলও উক্ত হইয়াছে; সুতরাং আর কি বক্তব্য অবশিষ্ট রহিল—যাহার নিমিত্ত এই উপনিষদের আরম্ভ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়, সত্য বটে, ইহা অনবসরে উক্ত হইতেছে, কিন্তু নৃসিংহদেবের

অঙ্গন্যাসকথনকালে পঞ্চম অঙ্গন্যাসের প্রতি অক্ষরেরই আদ্যন্তে ওঙ্কার প্রযোজ্য, এই নির্দ্দেশ হেতু যথাপবিপাঠিত মূলমন্ত্রাক্ষরের প্রতিই এই উক্তি পালনীয়, অন্যথা মূলমন্ত্রবর্ণগুলির বৈপরীত্য করিলে মূলমন্ত্র ও তৎপদের অপরিজ্ঞান ঘটে, অতএব তৎপরিজ্ঞানই অগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া তৎপরিজ্ঞানার্থই পদোদ্ধার আবদ্ধ হয়। অনন্তর তদর্থ-পরিজ্ঞানের আরম্ভে সেই শক্তিবীজনির্ণয়ও কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রথমতঃ পঞ্চাঙ্গন্যাস, পরে পদোদ্ধার, অনন্তর তজ্জন্য শক্তি-বীজনির্ণয় ইহাদিগের পরস্পর ক্রমবন্ধ হেতু ইহার মধ্যে হৃদয়াদি মন্ত্রব্যাখ্যানার্থ এই উপনিষদের উল্লেখ সম্ভবপর হয় না। এই নিমিত্ত শক্তিবীজ নির্ণয়ানন্তর এই উপনিষৎ পঠিত হইল। যেমন গুরুমতে দুইটি বক্তব্যের মধ্যেই অধিকারলক্ষণ পঠিত হইয়াছে, সেইরূপ পরে বক্তব্য মহাচক্রোপাসনা ও তৎফলকথনের ক্রম নির্দ্দিষ্ট থাকায় তন্মধ্যে এই উপনিষৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে না; সুতরাং মধ্যভাগেই ইহা বলিলে শোভা পায়। পক্ষান্তরে বলিতেছেন, শক্তিবীজাক্ষরমিশ্রিত সামাঙ্গ প্রণব দ্বারাই হৃদয়মন্ত্রের ব্যাখ্যা হয়, এই হেতু সেই হৃদয়ন্যাসের অবসরে এই উপনিষদের আরম্ভ সঙ্গত নহে। কেন না, সেই সময়ে শক্তিবীজাক্ষরের অনুল্লেখ বশতঃ তাহার সহিত মূলমন্ত্রের যোগ সম্ভব হইবে কিরূপে? অতএব শক্তিবীজ নির্ণয়ানন্তরই এই উপনিষদের আরম্ভ যুক্তিযুক্ত হইতেছে। আর যে বুঝা হইয়াছে, 'সমগ্র বিদ্যার উল্লেখ বশতঃ বক্তব্য শেষ নাই,' ইহাও সদুক্তি নহে, কেন না, ব্যাখ্যাকর্ত্তারাই তাহার উপসংহারে বক্তব্য শেষ বলিয়াছেন। অতএব শক্তিবীজ নির্ণয়ানন্তর এই উপনিষদের আরম্ভ সুসঙ্গত হইয়াছে। দেবগণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মন্! আমাদিগের নিকট নরসিংহের আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজ এবং অঙ্গমন্ত্র সকল বর্ণন করুন। অনন্তর প্রজাপতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন,—প্রণব, সাবিত্রী, যজুঃ, লক্ষ্মীবীজ ও নৃসিংহগায়ত্রী, এই সকলই অঙ্গমন্ত্র বলিয়া জানিবে। যিনি এই সকল অঙ্গমন্ত্র জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ক্রমে যেমন অঙ্গমন্ত্র সকলের উল্লেখ হইয়াছে, সেইরূপ ক্রমেই তাহাদিগের ব্যাখ্যান কথিত হইতেছে। ওঙ্কার হইতে কিরূপে সাকার ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা বলা যাইতেছে।—ওম্ ইহাই অবলম্বন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু জীবাত্মাকে ওম্ পদে অভিহিত করিবেন, ওঙ্কারই ব্রহ্ম, ওঙ্কারই জগৎপ্রপঞ্চ ইত্যাদি শ্রুতিজ্ঞান হইতে রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রমনিবৃত্তির মত প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বৈতবোধের নিবৃত্তি ঘটিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবোধ উদিত হয়। ওঙ্কারের অর্থজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান ও দ্বৈতবোধনিবৃত্তির কারণ, সুতরাং ওঙ্কারই সর্ব্বময়। এইরূপ সর্ব্ববিধ বাক্যপ্রপঞ্চই ওঙ্কারস্বরূপ এবং তাহাই প্রাণাদ্যভিমানী আত্মার বিষয়। সেই ওঙ্কার অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের অঙ্গ হইয়া আত্মপ্রতিপাদন নিবন্ধন আত্মস্বরূপ। প্রাণাদি সকলই আত্মার রূপান্তর বা উপাধি-ভেদ; ইহারা ওঙ্কার হইতে উৎপন্ন শব্দের অভিধেয় অর্থাৎ প্রাণ প্রভৃতি যাহা কিছু জগতে অনুভূতির বিষয়, তৎসমুদায়ই বাক্য দ্বারা অভিধান ব্যতিরেকে স্থিতিলাভ করিতে পারে না; সুতরাং প্রাণাদি নামে যে আত্মার বিকল্প আছে, তাহারা শব্দ দ্বারা অভিব্যক্তি নিবন্ধন মূলীভূত ওঙ্কার শব্দের বিকৃতি জানিবে। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" ইত্যাদি শ্রুতিতেই উহা প্রকাশিত আছে, অতএব "ওম্" এই অক্ষরই সর্ব্বময়, ইহা প্রমাণীকৃত হইল। ভূত,

ভবিষ্যৎ, অতীত এবং যাহা ত্রিকালাতীত, সেই সমুদায়ই ওঙ্কার। সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ ওঙ্কার ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার, এই হেতু ব্রহ্মের নৈকট্যসম্বন্ধিরূপে নির্দ্দেশরূপ ওঙ্কারের উপব্যাখ্যান এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া জানিবে॥ ১॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাজ্জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-মুখঃ স্থূলভুগ্‌ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-মুখঃ প্রবিবিক্তভুক্‌ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞান-ঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্‌ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌॥ ২॥

ইতিপূর্ব্বে "ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রধানীভূত ওঙ্কারের অভিধানেই অভিধান ও অভিধেয়ের একত্ব হেতু ধ্যেয় ব্রহ্মের নির্দ্দেশ সম্পাদিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্ম অনির্দ্দিষ্ট নহে, পরন্তু যিনি পূর্ব্বে অভিধানপ্রাধান্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার এক্ষণে যে পুনর্ব্বার অভিধেয়প্রাধান্যরূপে নির্দ্দেশ, তাহাও অভিধান এবং অভিধেয় ইহাদিগের একত্বপ্রতিপাদনের জন্য, অন্যথা অভিধানের উল্লেখেই অভিধেয়ের অর্থাধীন নির্দ্দিষ্ট হয়, এইরূপে অভিধেয়ের কখন গৌণভাব হইয়া পড়ে, এই শঙ্কা হইতে পারে। উক্ত একত্বপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্য অভিধান ও অভিধেয় সমুদয়কে একযত্নেই বিলয় করিয়া উভয় হইতে স্বতন্ত্রধর্ম্মী ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করা

যায়। এই নিমিত্তই পরে কথিত হইবে যে, "পাদই মাত্রা এবং মাত্রাই পাদ।" ইহাই এই শ্রুতির বক্তব্য। যাহা ওঙ্কারস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই চরাচর পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম পরোক্ষরূপে কথিত হইয়াছেন, এইক্ষণ এই বিশেষণ দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। হৃদয়স্থিত আত্মাই ব্রহ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। যেমন কার্ষাপণের চতুর্থাংশে এক এক পাদ হয়, সেইরূপ সেই ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই আত্মা, এই উক্তি দ্বারা চতুষ্পাদ অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় দশা, এই চারিপ্রকার অনুভূতিসাধনবিশিষ্ট চতুষ্পাদ গবাদির ন্যায় চতুষ্পাদ নহেন। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—এই ত্রয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্বের বিলয়াধান অভাবের তুরীয়াবস্থায় উপনীত হওয়ার নাম ব্রহ্মপ্রতীতি, সুতরাং যাহা দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবলাভ হয়, তাহাই পাদ অর্থে প্রযুক্ত। পদ ধাতু করণবাচ্যে নিষ্পন্ন। যিনি জাগরিত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন এবং বহিঃপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত বাহ্যবিষয়ে যিনি অনুভূতিশালী অর্থাৎ অবিদ্যাবশে বাহ্যবিষয়ে যাঁহার সপ্তাঙ্গ সম্পন্ন অর্থাৎ সপ্ত শক্তি যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, সেই বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলই শক্তিসকলের আশ্রয়। আরও কথিত আছে যে, বিকাশিতপদ্মাসনা শ্রীশক্তি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। আর যিনি একোনবিংশতিমুখ, অর্থাৎ মূলমন্ত্রের একোনবিংশতি অক্ষরাত্মক বীজই তাঁহার একোনবিংশতি মুখস্বরূপে বিদ্যমান আছে। নৃসিংহমূলমন্ত্রের একোনবিংশতিতম অক্ষর (হং) মূল নৃসিংহবীজ নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাই মুখ। যেহেতু, নাভির ঊর্দ্ধে মূর্দ্ধার অধোভাগে হৃদয় নামক অঙ্গ, অতএব উপাস্য উপাসকের

ঐক্যবোধে কি ভেদজ্ঞানে হৃদয়রূপ অঙ্গন্যাসের ব্যাখ্যা অসঙ্গত হয় নাই। কেন না, হৃদয়েই ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্মের উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রণববিদ্যাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; পায়ু, উপস্থ, পাণি, পাদ ও হস্ত এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান এই পঞ্চ বায়ু এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ইহারাই ঊনবিংশতি মুখ। এবং পূর্ব্বোক্ত সুতেজা প্রভৃতি মূর্দ্ধাদি সপ্ত অঙ্গ; যেহেতু, উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিই তাঁহার উপলব্ধির দ্বার। এইরূপে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট পুরুষ অর্থে দুইটি বাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই স্থলেও সেইরূপ ব্যাখ্যাত হইল না কেন? ইহাতে বক্তব্য এই যে, এই স্থলে সাকার ব্রহ্মোপাসনা বা অপর বিদ্যাপ্রকরণে প্রণবকে অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তজ্জন্য প্রণব বিদ্যার অঙ্গরূপে বিনিযোগ হেতু প্রণবকে অঙ্গ বলিয়া জানিবে। শুধু তাহাই নহে, শক্তিবীজ নির্ণয়ের পর এই প্রণব অঙ্গের পাঠ হয়। কিন্তু মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রণববিদ্যা কোন কিছুর প্রারম্ভের পর পঠিত নহে, এ কারণ প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহাতে প্রণবের কোন মন্ত্রে অঙ্গরূপে প্রয়োগ করিবার নির্দ্দেশ নাই। আর মাণ্ডুক্যোপনিষদে শক্তি ও বীজ ইহারা প্রকৃতপ্রস্তাবের বিষয় নহে এবং স্বতন্ত্রবিদ্যারূপে প্রণববিদ্যা অভিহিত আছে, আর ব্যাখ্যানভেদেই অর্থের ভেদ হয়, এই নিমিত্ত বিভিন্ন অর্থের প্রতীতিই শ্রেয়ঃ। আর যদি বল, উভয় স্থলেই অন্যূন ও অনতিরিক্ত পাঠের অবগতি হেতু বিদ্যার ঐক্যনিবন্ধন অঙ্গবিদ্যার উৎকর্ষ দেখা যায়, সুতরাং প্রধান

বিদ্যাতেই অঙ্গবিদ্যার অন্তর্ভাব হউক অর্থাৎ অঙ্গবিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হউক, যেহেতু দার্শনিকগণ বলেন, শব্দ দ্বারাই অন্যথা বা প্রভেদপ্রতীতি হয়, তাহাও নহে, বিশেষন্যায়ে বিদ্যাভেদই যুক্তিযুক্ত হইতেছে, আর যদি ভেদ হইলেও প্রধান বিদ্যার অঙ্গস্বরূপে বিনিয়োগ ও প্রত্যভিজ্ঞানবশতঃ বিদ্যার ঐক্য স্বীকার কর, তাহাও নহে, কারণ, ভিন্ন প্রকরণে লিখিত হইলে বিভিন্ন প্রয়োজনের অনুমান হয়, এই ন্যায়ে যেমন নিয়মিত অগ্নিহোত্র এবং কুণ্ডপায়িগণের অয়নাগ্নি অগ্নিহোত্রের যেমন প্রভেদ জানা যায়, সেইরূপ এই স্থলেও ভেদ জানিবে। আর উভয় স্থলেই বহুতর পাঠের সাম্য থাকিলে কোন কোন স্থলে পাঠভেদও দেখা যায়। পরন্ত তুরীয়াবস্থা-নিরূপণকালে "এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ ঈশান এষ প্রভুঃ" এইরূপ পাঠ মাণ্ডূক্যে দৃষ্ট হইতেছে। নৃসিংহতাপনীয়ে 'এষোঽন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ' এইরূপে ঈশান ও প্রভু এই পদদ্বয় পরিত্যাগে পাঠ উক্ত আছে, এই নিমিত্তই প্রণববিদ্যার বিভিন্নতা জানা যায়। সুতরাং যাহা যাহা এ স্থানে উপযোগী, তাহাই ব্যাখ্যার বিষয় হওয়া উচিত। ইনি স্থূলভুক্, অর্থাৎ হৃদয়াদির অন্তর্গত স্থূলা পৃথিবীকে আশ্রয় করেন এবং ইনিই বৈশ্বানর, যেহেতু, তাঁহাতেই সকল নরের অনেকরূপে সন্নিবেশ হয়, অর্থাৎ ইনিই সকল নরের আশ্রয়। যদি বল, মাণ্ডূক্যোপনিষদে যেমন বৈশ্বানর শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়বলে "সপ্তাঙ্গ ও একোনবিংশতিমুখ" এই পদদ্বয় যথাক্রমে বিরাট ও হিরণ্যগর্ভরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপে এই স্থলে বৈশ্বানর শব্দের শব্দশক্তি হেতু উক্ত শব্দ ঐ উভয়পর বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাউক, বৈশ্বানর শব্দের শক্তিবীজরূপে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন কি? কারণ, প্রকরণসান্নিধ্য হইতে

বাক্যসান্নিধ্যের যোগ্যতা বেশী অর্থাৎ অঙ্গন্যাসমন্ত্রব্যাখ্যাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে বলিয়া বৈশ্বানর শব্দের সকল জীবের আশ্রয় অর্থ না ধরিয়া 'সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখ' এই দুই হিরণ্যগর্ভ ও বিদ্যা অর্থবোধক শব্দের সমীপে পঠিত হওয়ায় বৈশ্বানর শব্দ ঐ দুই অর্থে প্রযুক্ত হউক। মীমাংসকগণ প্রকরণ অপেক্ষা বাক্যের বল বেশী স্বীকার করেন। উত্তর—ইহা সত্য বটে, পরন্তু, যদি বৈশ্বানর শব্দ বৈশ্বানরবিদ্যাবোধক হয়, তবে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে, যেহেতু, যৌগিক শক্তি দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ অন্যবোধক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব উক্ত বৈশ্বানব ওঙ্কারস্বরূপ, ইহাই মন্ত্রের প্রণব প্রথম পাদ। যেহেতু, অকার, উকার ও মকার প্রণবের আশ্রিত বা প্রণবই তাহার বাচক, এ জন্য উক্তরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মে। উত্তর পাদ বুঝিতে এই পাদজ্ঞান প্রথমতঃ আবশ্যক হয়, এ জন্য ইহা প্রথম পাদ। যদি এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই শ্রুতি-উক্তি দ্বারা প্রত্যগাত্মাকে (জীব) চতুষ্টয় উপাধিসম্পন্ন করা এই প্রকরণের বক্তব্য হয়, তবে কি জন্য শক্তি ও বীজ ইহাদিগের অঙ্গকীৰ্ত্তন হইতে পারে? এই দোষ হয় না, যেহেতু, এই স্থলে উপাস্য ও উপাসককে অভিন্নরূপে বলাই অভিপ্রেত। এইরূপ বিবক্ষাতেই নৃসিংহব্রহ্মের অদ্বৈতভাবসিদ্ধি হয়। আব সৰ্ব্বভূতস্থ এক আত্মাই দৃষ্ট হইতেছেন, সৰ্ব্বভূতই আত্মাতে বিদ্যমান, যিনি সৰ্ব্বভূতকে আত্মায অবস্থিত মনে করেন ইত্যাদি শ্রুতির অর্থও সংগৃহীত হইল। অন্যথা সাংখ্যাদিমতের ন্যায় প্রত্যগাত্মা পরিচ্ছিন্নভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু সকল উপনিষদেই সৰ্ব্বত্র আত্মার একত্ব-প্রতিপাদন দৃষ্ট হয়; অতএব এই উপাসক আত্মার উপাস্য আত্মার সহিত একত্ব অভিপ্রায়েই সপ্ত অঙ্গ কথন ও

একোনবিংশতি মুখের উল্লেখ সঙ্গত হইল। যিনি স্বপ্নরাজ্যে বিদ্যমান, সেই তৈজস পুরুষই স্বপ্নকালে বর্ত্তমান, জাগ্রদবস্থায় যে জ্ঞান, তাহা ইন্দ্রিয়াদি সাহায্যে বাহ্য ঘট-পট প্রভৃতি বিষয়ের প্রকাশ করে এবং উহাই সংস্কার জন্মাইয়া জীবের মনে নিহিত করে, স্বপ্নকালে সেই সংস্কারবিশিষ্ট মন বিচিত্রিত ঘটের ন্যায় বাহ্যসাধন অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র মনের ক্রিয়ায় অবিদ্যা ও কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত বিষয় জাগ্রৎ-ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহার নাম স্বপ্ন। ইন্দ্রিয়াপেক্ষা মন অধিক অভ্যন্তরস্থ, এ কারণ মনের বাসনা অন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া স্বপ্নে জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। এই জন্য আত্মাকে অন্তঃপ্রজ্ঞ বলে। আর ইনি কেবল প্রকাশময় ও বাহ্যবিষয়ে সম্পর্কহীন প্রজ্ঞার আশ্রয়-রূপে প্রকাশ পাইযা থাকেন, অতএব ইঁহাকেই তৈজস পুরুষ বলা যায়। আর এই চরাচর বিশ্ব সবিষয়ী ; সুতরাং স্থূল প্রজ্ঞার অনুভূতির বিষয় ; কিন্তু স্বপ্নে কেবল বাসনাই অস্ফুট প্রজ্ঞার বিষয় ; এই জন্য ইহাকে প্রবিভক্তভুক্ বলা যায়। ইঁনিও সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতিমুখ, এই তৈজস পুরুষই অনুষ্টুভ মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ। যে অবস্থায় জীব সুপ্ত হইলে কোন কামনা করে না বা কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, তাহাই সুষুপ্ত অবস্থা। এই সুষুপ্তাবস্থাতেও জীবের অব-স্থিতি ঘটে। জাগ্রৎ ও নিদ্রা দুই অবস্থা বিভিন্ন। দ্বৈতজ্ঞান মনের বিকল্পমাত্র। সেই দ্বৈতপ্রপঞ্চের যাহা স্বাভাবিক রূপ, তাহার জ্ঞান সুষুপ্তিকালে থাকে না, এ জন্য উহা ঘোর নৈশতমোবৃত দিনের মত গাঢ় অজ্ঞানাচ্ছন্ন অর্থাৎ বিশ্বের কোন পরিচয় কি প্রকাশ সে সময় থাকে না, যেন একাকার তমসাচ্ছন্ন বিশ্ব, এইরূপ প্রতীতি জন্মে, উহাই সুষুপ্তি। অতএব জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন মনঃস্পন্দন প্রকাশময়

প্রজ্ঞানঘন, আর গাঢ় অবিবেকে রুদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। যেমন রাত্রি-কালে অন্ধকারের গাঢতাবশতঃ কোন পদার্থ পৃথক্‌ভাবে পরিদৃশ্যমান হয় না, সকলই ঘনবৎ প্রতীয়মান হয়, প্রজ্ঞানঘনও সেইরূপ, সেই সুষুপ্তিদশায় সকলই একীভূত প্রতীয়মান হয়, তখন বিভিন্ন জাতির উপলব্ধি থাকে না। মনের সহিত বিষয়ের যোগ হইলে মনোদর্পণে বাহ্যবস্তু ঘটপটাদির প্রতিবিম্ব পড়ে, মনও বিষয়াকারে পরিণত হয়, এই বিষয়াকারে পরিণতির জন্য মনের ক্রিয়া আবশ্যক, সুষুপ্তিকালে মনের স্পন্দন (ক্রিয়াভাব) ভাবহেতু কোন প্রযত্ন বা দুঃখ অনুভব করিতে হয় না, সুতরাং অনায়াসভাবে অবস্থিতি নিবন্ধন পরমানন্দের বিকাশ হয়। যেমন লোকে নিষ্পরিশ্রম অবস্থায় থাকিতে পারিলেই তাহাকে মুখ্য আনন্দভুক্‌ বলা যায়, সেইরূপ এই স্থানেও পরমানন্দে অবস্থিতি জানিবে। স্বপ্নাদির প্রতিরোধ হইলে চিত্তই জ্ঞানের দ্বার হয়, এ জন্য সেই জ্ঞানরূপী আত্মাকে চেতোমুখ বলা যায়, অথবা যিনি বোধস্বরূপ, তিনিই চেতোমুখ, অর্থাৎ স্বপ্নাদি অনুভবের প্রতি চিত্তই দ্বারস্বরূপ, এই নিমিত্তই তিনি চেতোমুখ। ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ তাহার অপরিজ্ঞাত নহে, তাহার সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান আছে, এ জন্য তাহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়, অথবা জ্ঞানমাত্রই যাঁহার স্বরূপ, তিনিই প্রাজ্ঞ। ইতর, অর্থাৎ বৈশ্বানর ও তৈজসের বিজ্ঞান নাই, এই প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ মন্ত্রের তৃতীয় পাদ। ইনিই স্বরূপাবস্থায় স্থিত, আধিদৈবিক, বিভিন্ন পদার্থসমূহের নিয়ন্তা, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ইঁহার জাত্যন্তর নাই। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, মনই প্রাণের বন্ধন, আর ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতভাবের জ্ঞানী, এ জন্য ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, আর ইনিই অন্তর্য্যামী, অর্থাৎ সকল ভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া

তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, অতএব এই বিভিন্ন জগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইনিই সর্ব্বযোনি। এই প্রাজ্ঞ পুরুষ হইতেই জগতের প্রভব ও লয় হইতেছে। মাণ্ডূক্যে ইহার পর কতিপয় শ্লোক পাঠ করিয়া তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ পাদের কথা লিখিত আছে, কিন্তু নৃসিংহ-তাপনী উপনিষদে শ্লোকবিহীন তুরীয় পাদ বলিয়া কথিত আছে। তাপনীয় ব্যাখ্যানে ইহাতে কতিপয় পাঠভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই তাপনীয়ে আরও লিখিত আছে যে, দক্ষিণাক্ষিরূপ মুখে বিশ্ব, মনেতে তৈজস এবং হৃদয়াকাশে প্রাজ্ঞ, এইরূপে দেহমধ্যে ত্রিধা পুরুষ অবস্থিত আছেন। জাগরিত অবস্থাতেই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রয়ের অনুভব হয়, ইহা দেখাইবার জন্য ঐ শ্লোক উক্ত হইয়াছে। দক্ষিণাক্ষিই তাঁহার মুখ, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ে উপলব্ধি করিলেও দক্ষিণ চক্ষুতেই উপলব্ধির পটুতা দেখা যায়, এ জন্য দক্ষিণ চক্ষুকেই জাগ্রৎকালীন দেহে বিশ্বাত্মার মুখ বলিয়া বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই আত্মা দক্ষিণ চক্ষুগত হইয়া রূপ দর্শনপূর্ব্বক চক্ষুকে নিমীলিত করেন এবং তাহাই স্মরণ করত মনে অন্তঃস্বপ্নের ন্যায় বাসনারূপ অভিব্যক্ত দর্শন করেন, আর স্বপ্নকালেও এইরূপ দর্শন হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ দর্শন হয় বলিয়াই মনেতে তৈজস, আকাশে প্রাণরূপী। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, প্রাণই সকল আবরণ করে, তৈজস আত্মা মনোমধ্যে অবস্থিতি নিবন্ধন হিরণ্যগর্ভস্বরূপ। যদি বল, সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণে লীন হয়, তবে কিরূপে সুষুপ্তিকে অব্যাকৃত অবস্থা বলা যাইতে পারে? উত্তর—এই দোষ হয় না, কারণ, অব্যক্তের দেশকালাদিবিভাগের অভাবেই অব্যাকৃত ভাব, সে অব্যাকৃতভাব ক্ষুণ্ণই আছে, তথাপি প্রাণের শরীরের উপর অভিমান নিরুদ্ধ হইয়া

থাকে, এই নিমিত্ত যাহারা দেহাদিপরিচ্ছিন্নাভিমানী, তাহাদিগের প্রাণ অব্যক্ত বলা যায়। যেমন প্রাণলয় হইলে শরীরাদি সীমাবদ্ধ আত্ম-জ্ঞানীর প্রাণ অব্যক্ত হয়, সেইরূপ প্রাণাত্মবাদীরও উক্ত দৃষ্টান্তের উপর অবিশেষে প্রাণের বস্তু দর্শন ও স্পর্শন মনের ক্রিয়ায় সম্পাদিত হয় বলিয়া দর্শন-স্পর্শনকে মনঃস্পন্দনস্বরূপ বলা যায়। আকাশে কোন বাহ্য বস্তুর স্মরণোপযোগিনী ক্রিয়া সম্ভব নহে, এ জন্য হৃদয়াকাশে শুদ্ধ প্রাণরূপে আত্মা অবস্থান করে, অতএব আত্মাকে প্রাণ বলা হয় ; যদিও আত্মার প্রাণাভিমানে অর্থাৎ প্রাণকেই আত্মবোধে ব্যবহার করিলে ব্যাকৃতত্বই (পরিণামিত্ব) ঘটে, অব্যক্ততা সমান হয়। আর ঐ প্রাণে জগদুৎপত্তির বীজত্বও অক্ষুণ্ণ। যিনি এই প্রাণের অধ্যক্ষ, একমাত্র তিনিই অব্যক্তাবস্থাপন্ন, আর যাহারা সেই পরিচ্ছিন্নাভি-মানের সাক্ষী, তাহারাও এক। ইহা একীভূত বিজ্ঞানঘন এই দুই বিশেষণে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

ন বহিঃপ্রজ্ঞং নান্তঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনম্ অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইতিপূর্ব্বে ভূত সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ এই উক্তি দ্বারা একের জ্ঞানেই সর্ব্বজ্ঞান হয়, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং মাণ্ডূক্য-শ্লোকেও জাগরিতাবস্থাদেই অবস্থাত্রয় উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই ত্রিবিধ অবস্থাতে মনের ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত তুরীয় অবস্থারূপ

বা আত্মস্বরূপ উপাস্যেতে মনোব্যাপার প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত উপাস্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—পরমাত্মা বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে তাঁহার কোন ব্যাপার থাকে না বলিয়া তাঁহাকে বহিঃপ্রজ্ঞ বলা যায় না, আত্মার বাহ্যবিষয়ের সহিত সংসর্গ নিবারিত হওয়ায় জাগরিত অবস্থারও প্রতিষেধ কথিত হইল, অর্থাৎ যাহার বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্ক নাই, সে জাগ্রদ্দশার অতীত বলিতে হইবে। সুতরাং আত্মার উপর মনের ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, আত্মা বহিঃপ্রজ্ঞ না হউক, অন্তঃপ্রজ্ঞ হইতে পারে বা তৈজস স্বরূপ হইতে পারে, তাহা নিষেধ করিয়া বলিতেছেন, পরমাত্মা অন্তঃপ্রজ্ঞঃ নহেন, আর যখন তাঁহার বহিঃপ্রজ্ঞা ও অন্তঃপ্রজ্ঞা নাই, সুতরাং তিনি উভয়তঃ প্রাজ্ঞঃ, অর্থাৎ তাঁহার বাহ্যব্যাপার বা আন্তরিক ব্যাপার কিছুই নাই, তিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্নের এই উভয়ের অন্তরালে প্রজ্ঞার্থ মনোব্যাপার করেন। এইরূপ আশঙ্কা প্রতিষেধার্থ বলিতেছেন। তিনি উভয়প্রজ্ঞও নহেন। তিনি প্রজ্ঞ নহেন, এই প্রকারে তাঁহার সর্ব্ববিধ মনোব্যাপারের বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে যুগপৎ জ্ঞানের জন্য তিনি বৃত্তির আশ্রয়ী হইতে পারেন। তাহাও নহে, নিষেধ হেতু ক্রিয়াহীন অবিদ্যাময় মনেরই অবস্থিতি হইতে পারে, অতএব সেইরূপ অবস্থিতি তাঁহার নাই, যেহেতু, পরমাত্মা প্রাজ্ঞও নহেন। অবিকৃত মনোরূপে অবস্থানের প্রতিষেধে বুঝা যায়, আত্মার অজ্ঞান-সাক্ষিক স্বপ্নাবস্থা অর্থাৎ গাঢ় অজ্ঞানাচ্ছন্ন স্বপ্নাবস্থা সম্পন্ন, অতএব তাহাও নিষেধ করিতেছেন, তিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন। এইরূপে আত্মার ছয়টি ভাবের নিষেধ হেতু প্রণববিদ্যার উপযোগী যাহা উপাস্যের প্রতিকূলতা, তাহা নিষেধ করিয়া যে উপাস্যে মনকে

আসক্ত করিতে হইবে, সেই উপাস্য নির্দ্দেশার্থ বলিতেছেন, তিনি অদৃষ্ট, অর্থাৎ যেমন গোপাল ও কূর্ম্ম প্রভৃতিকে পুরুষাকারে ও তির্য্যগাকারে দেখা যায়, সেইরূপ উক্ত উপাস্যদেবকে কোন স্থলেও কেবল পুরুষাকারে কিম্বা তির্য্যগাকারে দেখা যায় না, ত্রিনেত্র ও পিনাকহস্ত, উভয়াত্মক নৃসিংহাকার, এইরূপও নহেন, অতএব তিনিই লৌকিক ব্যবহারের অতীত এবং অলক্ষণ, তাঁহার এমন কোন চিহ্ন নাই যে, তাহা দ্বারা কেহ তাঁহাকে জ্ঞান করিতে পারে। সুতরাং তিনি অগ্রাহ্য। আর তিনি অচিন্ত্য, অনুমান অথবা তর্ক দ্বারা পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না এবং তিনি অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নিয়মিত আকৃতিবোধক প্রতিপাদক শব্দ দ্বারা তাঁহার নির্ণয় হয় না, অতএব তিনি একাত্মপ্রত্যয়সার, অর্থাৎ সেই একে সকল আত্মার জ্ঞানই তাঁহার প্রাপ্তির কারণ, অথবা "উপাস্য ও উপাসক অভিন্ন, উভয়ের একই আত্মা" এইরূপ জ্ঞানই তাঁহার প্রাপ্তির উপায়। মনের বাহ্য দর্শন ও স্মরণরূপ ব্যাপারাভাব হেতু ও নির্লিপ্ততা প্রযুক্ত জাগ্রৎ-স্বপ্নের অসম্পর্কতা ঘটে। ধ্যানকালে উপাস্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রপঞ্চের প্রতীতি হয় না, এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রপঞ্চোপশম বলা যায় এবং তিনি অদ্বৈত, মঙ্গলময়, তাঁহাকেই চতুর্থপাদ বলিয়া জানা যায়। ইনিই অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট পাদস্বরূপ এবং ইনিই অন্তঃস্থিত জীবাত্মরূপে উপাস্য, ইহা জ্ঞান করিবে। অতএব এই উপনিষদের এই তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত প্রণববিদ্যাই উক্ত প্রণালীতে আত্মায় ষড়্‌বিধ ভাবের নিষেধ প্রতিপাদন করিয়াছে, নৃসিংহদেবের হৃদয়াদি অঙ্গে ও বীজে যে শ্রী প্রভৃতি সপ্তশক্তি বিদ্যমান, সেই শক্তি ও বীজজ্ঞান তাঁহার

সাক্ষাৎকারের উপায়, ইহাও এই প্রণববিদ্যাকথায় স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং প্রধান উপাস্যদেবের উপর মন স্থির করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই উপাসনায় উপাসক উপকার পাইলে নিরন্তর এই বিদ্যার অভ্যাস করিবে, ইহার প্রতিপাদনও এই উপনিষদের উদ্দেশ্য ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

অথ সাবিত্রী গায়ত্রী যা যজুষা প্রোক্তা তয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তম্। ঘৃণিরিতি দ্বে অক্ষরে সূর্য্য ইতি ত্রীণি আদিত্য ইতি ত্রীণি এতদ্বৈ সাবিত্রস্যাষ্টাক্ষরং পদং শ্রিয়াভিষিক্তং য এবং বেদ শ্রিয়া হৈবাভি-ষিচ্যতে তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি। য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ইতি। ন হ বা এতস্য ঋচা ন যজুষা ন সাম্নার্থোঽস্তি যঃ সাবিত্রীং বেদেতি ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব-শ্রুতিতে নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায় বলিয়া অনন্তর এই খণ্ডে সামান্য সাবিতৃ-মন্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রণববিদ্যার সোপানস্বরূপ বিদ্যা বলিতেছেন, তাহা দ্বারা শিরোনামক অঙ্গের ব্যাখ্যা হইয়াছে ও তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে।—মন্ত্রমধ্যে সবিতৃ-পদের উল্লেখ না থাকিলেও সাবিত্রী এই শব্দ সবিতৃ-বিদ্যার ইঙ্গিত

করিয়াছেন। যেমন সূর্য্যোদয়কালে জগৎ প্রকাশ এবং যেমন সুষুম্না নাড়ীর প্রকাশে বাহ্য ও আন্তরিক তমোবিনাশ হয়, সেইরূপ এই মন্ত্র দ্বারা শিরোঙ্গের প্রকাশ ও ঘনীভূত অবিদ্যা নিবৃত্তি করে, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। অষ্টাক্ষরসমন্বিত বলিয়া ইহাকে গায়ত্রী বলে, পূর্ব্বোক্ত যজুর্মন্ত্রে এই গায়ত্রীই ধর্ত্তব্য। যে গায়ত্রী যজুর্মন্ত্রে কথিত আছে, এই গায়ত্রী কর্ত্তৃক সকল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই গায়ত্রী দ্বারা শিরোনামক অঙ্গের উপাসনা করিবে। গায়ত্রী অষ্টাক্ষরী, কারণ, সূর্য্যমন্ত্রে "ঘৃণি" এই পদে দুই অক্ষর, "সূর্য্য" এই পদে সকার, রেফ ও যকার এই তিন অক্ষব এবং আদিত্য এই পদে তিন অক্ষর, সমুদায়ে অষ্টাক্ষরী গাযত্রী উক্ত আছে। 'ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য" ইহাই অষ্টাক্ষরী। এই সাবিত্র অষ্টাক্ষর পদ শ্রী প্রভৃতি মূর্ত্তিমতী সাতটি শক্তি দ্বারা অভিষিক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী শ্রী প্রভৃতি সপ্ত শক্তি মণিমালাখচিত অমৃতপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বাবা সর্ব্বদা নৃসিংহদেবের শিরো অঙ্গ অভিষিক্ত করেন। যে উপাসক উক্তজ্ঞানে উপাসনা করে, সেও পূর্ব্বোক্ত শ্রী প্রভৃতি দ্বারা অভিষিক্ত হয়, ইহা বক্ষ্যমাণ ঋক্ দ্বারাও উক্ত আছে, ঋক্ কেন, ইহা সকল বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে উপাসক ঋগাদি বেদ, দেব-দেবীগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অভিষিক্ত সেই শিরঃ অঙ্গ জানে না, ঋগাদি বেদাধ্যয়নে —দেবদেবীর উপাসনায় তাহার কি হইবে? আর যে উপাসকগণ উক্ত প্রকারে অভিষিক্ত শির জানিয়া উপাসনা করে, সেই সকল উপাসক সম্যক্‌প্রকারে সুখে বাস করিতে পারে। এক্ষণে মূল ঋক্‌মন্ত্রস্থ ঋক্ শব্দের ব্যাখ্যা কথিত হইতেছে। যিনি সশিখ শিরঃ এবং অভিষেকসাধনভূতা সাবিত্রীকে জানেন, তাঁহার ঋক্, যজুঃ

ও সাম দ্বারা কোন প্রয়োজনই নাই। ইহার অভিপ্রায়—অষ্টাক্ষরী সাবিত্রী পাঠ করিয়াই পূর্ব্বোক্ত সকল বেদ, সকল দেব ইঁহারা অভিষেক করিয়া থাকেন। সাবিত্রী মন্ত্রের 'অষ্টাক্ষর পদ' ইহার মর্ম্মার্থ—আটটি অক্ষর যে শিরো অঙ্গ অভিষেকের জন্য ব্যাপৃত, সেই অষ্টাক্ষর শির 'পদ' অর্থাৎ উপাসকের আশ্রয়। সকল অভিষেকপ্রাপ্তির ও মোক্ষলাভের প্রধান অবলম্বন। সেই অচ্যুত-স্বভাব ব্যোমরূপী নৃসিংহদেবের শিরোনামক অঙ্গের আশ্রয়ে সকল বেদ, পূর্ব্বোক্ত ঋক্-প্রতিপাদিত সপ্ত শক্তি, সমস্ত দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, অর্থাৎ ঐকান্তিকভাবে ইঁহারা সেই শিরো অঙ্গের উপাসনা করেন ॥ ১ ॥

ওঁ ভূর্লক্ষ্মীর্ভুবর্লক্ষ্মীঃ স্বঃ কালকর্ণী তন্নো মহালক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ। ইত্যেষা হ বৈ মহালক্ষ্মীর্যজুর্গায়ত্রী চতুর্ব্বিংশদক্ষরা ভবতি। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং যদিদং কিঞ্চ তস্মাৎ য এতাং মহালক্ষ্মীং যাজুষীং বেদ মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে ॥ ২ ॥

ইতিপূর্ব্বে নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার শির অঙ্গের উপকারিণী সাবিত্রী দ্বারা অভিষেকবিদ্যা নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই ভূরাদি ব্যাহৃতি-রূপা শক্তি সকলের প্রণববিদ্যা আছে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদিরূপে উক্ত শক্তি সকলের ধ্যান করিবে। "ভূঃ" এই শব্দের অর্থ সত্তা, অতএব আমরা ব্যাহৃতি-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রপঞ্চসারে বলিয়াছি যে, "ভূঃ" এই পদই ব্যাহৃতি সকলের আদি এবং ঐ ভূঃ শব্দ সত্তা প্রতিপাদন করে; সুতরাং আমরা সপ্ত ব্যাহৃতির অর্থ নিরূপণ করত প্রপঞ্চসারে বলিয়াছি যে, "ভূরাদি সাতটিকে ব্যাহৃতি

বলে, তন্মধ্যে ভূঃ শব্দ সদ্‌ব্রহ্মবাচক এবং তৎপদ দ্বারাও সদ্‌ব্রহ্ম উপদিষ্ট হয়, অতএব "ভূঃ শব্দে সদ্‌ব্রহ্ম জানিবে।" ভূত অর্থাৎ অন্য সকলের কারণ বলিয়া ভুবঃশব্দের অর্থসঙ্গতি হয়, আর স্বঃশব্দে আত্মরূপে সকলের গ্রহণ হয়। মহঃ শব্দ মহত্ত্ব ও তেজোবাচক বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং যথাক্রমে ভূর্লক্ষ্মী অর্থে সন্মাত্র ব্রহ্মের ব্যাপিকা শক্তি, ভুবর্লক্ষ্মী কারণরূপী ব্রহ্মের শক্তি, আর সর্ব্বত্র স্বীয় শিখারূপ অঙ্গের উপাসনা প্রকাশাধীন ব্রহ্মবিদ্যালাভের হেতু সামান্য মহালক্ষ্মীবিদ্যার স্বরূপ বলিতেছেন। আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের কালকর্ণী শক্তিরূপে স্বঃশব্দ কথিত হয়। আর প্রকাশাত্মক ব্রহ্মের শক্তিকে মহালক্ষ্মী বলা হয়। সেই এক শক্তি বা নৃসিংহের শিখানামক অঙ্গ আমাদিগের প্রতি তেজোময় সুষুম্নামৃত প্রেরণ করুন, কারণ, তাহাতে অমৃতস্রাবিণী শক্তি বর্ত্তমান। পূর্ব্ব-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, চন্দ্রমাই সুষুম্না নামক সূর্য্যরশ্মি, তাহাকে সামের তৃতীয় পাদ বলিয়া জানিবে, সুতরাং নৃসিংহদেবের তৃতীয় অঙ্গ শিখার অমৃতস্রাবিণী শক্তি অসঙ্গত নহে। এক একটি মূর্ত্তিধারিণী শক্তি শিখারূপ অঙ্গকে আমাদিগের নিকট অমৃতক্ষরণের জন্য প্রেরণ করুন, ইহাই তাৎপর্য্য। ইহা শিখাধিষ্ঠাত্রী শক্তি সকলের প্রতি অভি-ষেককারিণী শক্তিগণের প্রার্থনাবাক্য। এই নিমিত্তই সেই অঙ্গ অমৃতস্রাবী, সুতরাং অমৃতরূপে উপাস্য। এই গায়ত্রী মহতী লক্ষ্মী প্রভৃতির প্রতিপাদক বলিয়া ইহাই মহালক্ষ্মীপদবাচ্য। সাবিত্র মন্ত্রে ও মহালক্ষ্মীমন্ত্রে "যজুঃ" এই পদ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা সামান্য হইলেও অঙ্গদ্বয়গীতিরহিত, ইহা প্রদর্শিত হইল। এই গায়ত্রী প্রণব সহিত চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক। এই গায়ত্রীই তৃতীয় অঙ্গ এবং এই কৃৎস্ন

জগৎই উক্ত গায়ত্রীস্বরূপ, যেহেতু, গায়ত্রীর এত মহিমা। অতএব যিনি পরমেশ্বর নৃসিংহদেবের পূর্ব্বোক্ত শক্তিকে মূর্ত্তিমতী উপাস্য বলিয়া জানেন, অর্থাৎ উপাসনা করেন, তিনি মহৎ সম্পদ ভোগ করিতে পারেন। আর এই গায়ত্রীতে যে সকল শক্তি উক্ত আছে, তাঁহারাও বিগ্রহবতী হইয়া অবিবেচনী শক্তিদিগের উপকারার্থ ও অনৃত প্রাবণ করিবার জন্য অমৃতময়ী শিখার উপাসনা করিবে ॥ ২ ॥

ওঁ নৃসিংহায় বিদ্মহে বজ্রনখায় ধীমহি তন্নঃ সিংহঃ প্রচোদয়াৎ। ইত্যেষা হ বৈ নৃসিংহগায়ত্রী দেবানাং বেদানাং নিদানং ভবতি য এবং বেদ স নিদানবান্ ভবতি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার উপকারিণী সামাঙ্গভূত তৃতীয়াঙ্গশিরোবিদ্য নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সামাঙ্গ চতুর্থাঙ্গের বিদ্যাস্বরূপ নৃসিংহগায়ত্রীর অর্থ কথিত হইতেছে। প্রণবের অর্থ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। পরমেশ্বরের সেই কবচাখ্য অঙ্গ ধ্যান করি। উদ্দেশ্য—বজ্রনখায়ুধ নৃসিংহের নিমিত্তই তাঁহাকে পাইবার জন্য আমরা উক্ত অঙ্গ জানিতেছি। সিংহ আমাদিগের প্রতি সেই অঙ্গ প্রেরণ করুন। এ স্থলে নর শব্দ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সিংহ শব্দ প্রয়োগ করিয়া এই বিদ্যাতে সিংহাকারের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। নৃসিংহপ্রাপ্তির উপায় নৃসিংহ-কবচের প্রতিপাদন হেতু ইহাই নৃসিংহগায়ত্রী নামে অভিহিত। এই নৃসিংহগায়ত্রীই কবচাশ্রিত এবং হৃদয়ান্তর্গত সকল বেদ ও সকল দেবতার মূলকারণ। যিনি এই গায়ত্রী জানেন, তিনিও সকলের কারণ হইতে পারেন। মর্ম্মার্থ এই—পরমেশ্বরের কবচাঙ্গ হৃদয়সম্বন্ধীয় সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বদেবের কারণ

ভাবিয়া উপাসনা করিবে। নৃসিংহগায়ত্রীও তাহার প্রতিপাদক, এ জন্য সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বদেবের মূলাধার বলিয়া ইহা কথিত হয় ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ অথ কৈর্ম্মন্ত্রৈর্দেবঃ স্তুতঃ প্রীতো ভবতি স্বাত্মানং দর্শয়তি তন্নো ব্রূহি ভগব ইতি স হোবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তির উপায় ও নৃসিংহ-গায়ত্রী দ্বারা উপদিষ্ট (সামাঙ্গ) চতুর্থ অঙ্গবিদ্যা নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই বিদ্যার সাধন অঙ্গচতুষ্টয়ব্যাপিনী মহাচক্র নামক পঞ্চম অঙ্গবিদ্যা বলিবার জন্য প্রথমতঃ সেই চক্রের দ্বাত্রিংশৎপত্রে যে প্রণবাদি প্রণবান্ত মূলমন্ত্রাক্ষর সকল ন্যস্ত আছে, সেই পত্র সকলের এক এক পত্রে সেই সেই দেবতারূপী নৃসিংহব্যূহের স্তুতিমন্ত্রের বর্ণ ও তাহার শক্তিলভ্য অর্থপ্রদর্শন আবশ্যক, এই জন্য প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে আখ্যায়িকায় সেই সকল মন্ত্র উল্লেখ করিতেছেন।—দেবগণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ মন্ত্রে নৃসিংহদেবকে স্তব করিলে তিনি প্রসন্ন হন এবং উপাসককে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করান, সেই সকল মন্ত্র আমাদিগের নিকট

কীর্ত্তন করুন। প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণে তাঁহাদিগের অভিলাষ জানিয়া বলিতেছেন, দেবগণ। আমি নৃসিংহদেবের স্তুতিমন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব এবং যিনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করিতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব ও যিনি বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ মহেশ্বরস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব এবং যিনি মহেশ্বররূপে সংহার করিতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ পুরুষস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৫ ॥

যিনি ভগবান নৃসিংহদেব এবং যিনি পরম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, সেই পরব্রহ্মকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চেশ্বরস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৬ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব, আর যিনি সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ সকলকেই নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মকে অসংখ্য প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা সরস্বতী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ নৃসিংহদেব, এবং যিনি বাগ্‌দেবী অর্থাৎ সকলের বাক্যস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে অনন্ত কোটি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা শ্রীস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥৮॥

যিনি ষড়ৈশ্বয্যশালী নৃসিংহদেব, এবং যিনি শ্রীস্বরূপ, অর্থাৎ লক্ষ্মীরূপে সকলকে সম্পৎ প্রদান করেন, সেই পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা গৌরী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

যিনি ভগবান্ নৃসিংহদেব এবং যিনি গৌরী, অর্থাৎ শিবশক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই পরব্রহ্মকে শতশঃ প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা প্রকৃতিস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১০ ॥

যিনি নৃসিংহদেব, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়রূপে বর্ত্তমান, সেই পরব্রহ্মের উদ্দেশে বার বার প্রণত হই ॥ ১০ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যা বিদ্যা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১১ ॥

যিনি অনন্ত শক্তির আধার নৃসিংহদেব, এবং যিনি ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মের নিকট নিরন্তর প্রণত হই ॥ ১১ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চোঙ্কারস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১২ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব এবং যিনি ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১২ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

যিনি সকল বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদশাখারূপে সর্ব্বত্র জ্ঞান প্রচার করিতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৩ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে পঞ্চাগ্নয়স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥

যে নৃসিংহদেব ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এবং যিনি পঞ্চাগ্নিরূপে উপকার করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যাঃ সপ্তব্যাহৃতয়স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব, যিনি ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতিরূপে বিশ্বব্যাপক মূর্ত্তিতে বিরাজমান, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১৫॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চাষ্টৌ লোকপালাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব এবং যিনি অষ্টলোকপালরূপে জগৎ রক্ষা করিতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৬ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চাষ্টৌ বসবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব এবং যিনি অষ্টবসুস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে কোটি কোটি প্রণাম করি ॥ ১৭ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চ রুদ্রাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব এবং যিনি একাদশ রুদ্রস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৮ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চাদিত্যাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি নৃসিংহদেব, যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এবং যিনি দ্বাদশ আদিত্যস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কাব করি ॥ ১৯ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যে চাষ্টৌ গ্রহাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২০ ॥

যিনি নৃসিংহদেব. যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এবং যিনি রবি প্রভৃতি অষ্টগ্রহরূপে জগৎপালন করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২০ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান যানি পঞ্চ মহাভূতানি তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২১ ॥

যে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব পঞ্চমহাভূতরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২১ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যচ্চ ত্রৈলোক্যং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২২ ॥

যে ভগবান্ নৃসিংহদেব ত্রিভুবনরূপী, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২২ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ কালস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৩ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নৃসিংহদেব, কালস্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৩ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ মনুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৪ ॥

যিনি ভগবান্ নৃসিংহদেব এবং চতুর্দ্দশ মনুরূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকসকল সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২৪

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ মৃত্যুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥

যে ভগবান্ নৃসিংহদেব মৃত্যুরূপে জগৎকে গ্রাস করিতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৫ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ যমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৬ ॥

যে নৃসিংহদেব যমস্বরূপে জগতের শাসনদণ্ড ধরিয়া আছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২৬ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চান্তকস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥

যে নৃসিংহদেব অন্তকরূপে সকলের অন্তসাধন করেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২৭ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ প্রাণস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৮ ॥

যে নৃসিংহদেব প্রাণরূপে জগতের জীবগণকে জীবিত রাখিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৮ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ সূর্য্যস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ২৯ ॥

যে নৃসিংহদেব সূর্য্যস্বরূপে জগৎ প্রকাশিত করিতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৯ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ সোমস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥

যে নৃসিংহদেব চন্দ্ররূপে সর্ব্বত্র অমৃতবর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ জীবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩১ ॥

যিনি স্বয়ং ভগবান্ নৃসিংহদেব অথচ জীবরূপে সকল প্রাণীর হৃৎপদ্মে বিদ্যমান আছেন, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৩১ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ বিরাট্ তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩২ ॥

পক্ষান্তরে যিনি নৃসিংহদেব, যিনি বিরাট আত্মা, সেই পরব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৩২ ॥

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ সর্ব্বং তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥ ৩৩ ॥

যে নৃসিংহদেব চরাচর বিশ্বরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, সেই পরমপুরুষকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥

ইতি তান্ প্রজাপতিরব্রবীদেতৈর্দ্বাত্রিংশন্মন্ত্রৈর্নিত্যং স্তুধ্বং, ততো দেবঃ প্রীতো ভবতি স্বাত্মানং দর্শয়তি তস্মাদ্ য এতৈর্মন্ত্রৈর্নিত্যং স্তৌতি স দেবং পশ্যতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ ॥ ৩৪ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইত্যাথর্ব্ববেদে নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয়ে মহোপনিষচ্চতুর্থী সমাপ্তা ॥ ৪ ॥

উক্ত সকল মন্ত্রের আদিতে প্রণবযোগ থাকায় আদিতে প্রণব, তৎপরে মূলমন্ত্র এবং অন্তেও প্রণবযোগ করিয়া পাঠ করিবে, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। অত্রোক্ত প্রতি মন্ত্রেই দুইটি করিয়া যদ্‌শব্দের দ্বারা উল্লিখিত ভগবান্ নৃসিংহদেব ও সেই সেই মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে তৎশব্দে একই ব্যক্তির প্রণাম বিহিত হইয়াছে; অতএব ঐ সকল বিভূতি বা মূর্ত্তি ও ভগবান্ নৃসিংহদেব একই ব্যূহের অন্তঃপাতী,

ইহা বুঝা যায়। সেই ব্যূহ উভয়াকৃতিতে বিরাজমান। কোথাও অসাধারণ অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনায় সেই অস্ত্রধারী দেবতারূপী প্রতীত হন, আবার কোথাও বিশ্বরূপ বিরাট্ পুরুষরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। উভয়বিধ আকৃতিতেই একমাত্র যোগাসনে উপবিষ্ট নৃসিংহাকার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি উপাস্য। তিনি অধস্তন হস্তদ্বয়ে বরাভয়, উপরিতন হস্তদ্বয়ে সেই সেই দেবতার অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, কোনও নৃসিংহ-আকার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদিধারী আছেন, অতঃপর এ সকল স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে। এই নৃসিংহব্যূহ ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বররূপী। ইহা ঐ সকল মূর্ত্তির স্রুক্, স্রুব, শঙ্খ, চক্র, পিনাক, ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু নৃসিংহাত্মক পুরুষের দ্বিভুজ বিষয়ে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, নৃসিংহের হস্তাঙ্গুলি দশ এবং পাদাঙ্গুলিও দশ; সুতরাং তাঁহাকে দ্বিভুজ বলিয়াই জানা যাইতেছে। অতঃপর নৃসিংহব্যূহ চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপী বলিয়াও বর্ণিত আছে, যাহা ঈশ্বরব্যূহ, ঈশ্বরের অস্ত্র দ্বারা তাহা জানিবে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মূর্ত্তি, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পুরুষ ও ঈশ্বর ইঁহারা যথাক্রমে সরস্বতী, শ্রী, গৌরী, প্রকৃতি ও বিদ্যা এই পঞ্চ শক্তিসমন্বিত। এই সকলকেও স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারা লক্ষ্য করিবে এবং এইরূপে ঈশানদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দশটি পত্রে ন্যস্ত দশটি ওঙ্কারপুটিত মূলমন্ত্রাক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পুরুষ, ঈশ্বর, সরস্বতী, শ্রী, গৌরী, প্রকৃতি ও বিদ্যা এই দশ মূর্ত্তিকে সর্ব্বাভরণযুক্ত ও শ্বেতরূপে উপাসনা করিবে। আর পরে বক্তব্য অন্যান্য মূর্ত্তি-সকলকে যথাক্রমে মূলমন্ত্রাক্ষরেতে উপাসনা করিতে হইবে। প্রণবমূর্ত্তি একমাত্র প্রণবাক্ষরের দ্বারা বক্ষেতে চিহ্নিত আছে, উহা

প্রণবের চারিটি মাত্রা দ্বারা উপাস্য দেববিগ্রহ, শাখাসমন্বিতবেদবিগ্রহ, পঞ্চাগ্নিবিগ্রহ, সপ্তব্যাহৃতিবিগ্রহ, অষ্টলোকপালবিগ্রহ, একাদশ রুদ্রবিগ্রহ, দ্বাদশ আদিত্যবিগ্রহ, অষ্টগ্রহবিগ্রহ ; এই সকল যথাক্রমে এক এক নৃসিংহব্যূহের অন্তর্ভূতিরূপে উপাসনা করিবে। এই দশ ব্যূহ বিশ্বরূপব্যাপে উপাস্য, আর কাল, মন্থ, মৃত্যু, যম, অন্তক, প্রাণ, সূর্য্য, সোম, বিরাট, পুরুষ ও জীব, এই চেতন, অচেতন সর্ব্বময় মূর্ত্তি অবিশ্বরূপব্যূহ, ইঁহারা সেই সেই অসাধারণরূপে জ্ঞাতব্য। এই প্রকারে নৃসিংহদেবের ঐ এক এক উপাস্য মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত মূলমন্ত্রে স্তব করা কর্ত্তব্য। এইরূপে উপাসনা করিলে দেব স্বীয় বিশ্বরূপ ও অবিশ্বরূপ ভক্তকে দেখাইয়া থাকেন, অতএব যে উপাসক উক্ত দ্বাত্রিংশন্মন্ত্র পাঠ করিয়া নিত্য নিয়মিতভাবে নৃসিংহদেবের স্তব করে, সে নৃসিংহদেবের বিশ্বরূপ ও অবিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে। প্রজাপতি পুনর্ব্বার দেবগণকে বলিলেন, তোমরা এই দ্বাত্রিংশৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া নিয়ত সেই নৃসিংহদেবকে স্তব কর, তাহা হইলেই তিনি তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন এবং স্বীয় বিশ্বরূপ দর্শন করাইবেন। অতএব যে মনুষ্য উক্ত মন্ত্রে নিত্য স্তব করে, সে নৃসিংহদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মোক্ষপদ পাইয়া থাকে। "সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি" এই বাক্যের দ্বিরাবৃত্তিতে জানা যাইতেছে যে, এই স্তুতিপাঠ করিবামাত্রই মহাফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাতে প্রচুরভাবে প্রণবের সন্নিবেশ থাকায় ইহাকে মহোপনিষৎ বলা হইল ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্থোপনিষৎ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ মহাচক্রং নাম চক্রং নো ব্রূহি ভগব ইতি সর্ব্বকামিকং মোক্ষদ্বারং যদ্‌যোগিন উপদিশন্তি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ ষডরং বা এতৎ সুদর্শনং মহাচক্রং তস্মাৎ ষডরং ভবতি ষট্‌পত্রং ভবতি ষড় বা ঋতব ঋতুভিঃ সম্মিতং ভবতি মধ্যে নাভির্ভবতি নাভ্যাং বা এতে অরাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি মায়য়া বা এতৎ সর্ব্বং বেষ্টিতং ভবতি নাত্মানং মায়া স্পৃশতি তস্মান্মায়য়া বহির্ব্বেষ্টিতং ভবতি ॥ ১ ॥

ইতিপূর্ব্বে চতুর্থোপনিষদের অন্তে স্তুতি-প্রতিপাদক উপনিষদ দ্বারা মহাচক্রের দ্বাত্রিংশৎ পত্রে যথাক্রমে দ্বাত্রিংশৎ নৃসিংহব্যূহের স্তবমন্ত্রে উপাস্যতা কথিত হইয়াছে। এইক্ষণ মহাচক্রে বিদ্যা-কথনের নিমিত্ত মহাচক্রের স্বরূপ নিরূপণকরণার্থ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আখ্যায়িকার আরম্ভ করিতেছেন। এ বিষয়ে আশঙ্কা হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত দ্বাত্রিংশৎ-পত্র মহাচক্রেরই অন্তর্গত; সুতরাং স্তুতির পূর্ব্বেই মহাচক্রবিদ্যা-নিরূপণ উচিত, কিন্তু তাহা হয় নাই কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই সমস্ত বিদ্যাই যদি পুরশ্চরণার্থ ও পঞ্চমাঙ্গন্যাসার্থ প্রচারিত হইয়া থাকে, তবেই দোষ, কিন্তু দ্বাত্রিংশৎব্যূহোপাসনরূপ পুরশ্চরণার্থ নহে, অন্য সুদর্শনাদি মহাচক্রই দ্বাত্রিংশৎব্যূহাত্মক পঞ্চমাঙ্গ, এইরূপ বিভাগ প্রতীত হয়, অতএব সেই বিভাগ জানাইবার জন্য এই

মহাচক্রবিদ্যা পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই। যদি বল, এইরূপ হইলেও আদির উল্লেখেই অন্ত্যেরই গ্রহণ হয়, এই ন্যায়ে মহাচক্রবিদ্যাই কেন গৃহীত হইল না? তাহাও নহে, যেহেতু, তদাদি ন্যায় সমগ্র এ স্থলে খাটে না, কেন না, এই দ্বাত্রিংশৎব্যূহ মহাচক্রের আদি নহে, নাভিবর্ত্তী ক্ষীরোদার্ণবসম্বন্ধী নৃসিংহব্যূহই আদি। অতএব স্তুতির পূর্ব্বে যে মহাচক্রবিদ্যা উক্ত হয় নাই, ইহাই উত্তম বলা। দেবগণ পূর্ব্বোক্ত স্তুতিমন্ত্র শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! মহাচক্র নামক চক্র আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। যে চক্র সর্ব্বকামপ্রদ কিম্বা ব্রহ্মাদি সকল দেবগণই যে চক্রে স্বীয় ভাবসমষ্টিকে প্রার্থনা করেন, অতএব এই মহাচক্রকে যোগিগণ উপাসকদিগের নিকট মোক্ষদ্বার বলিয়া উপদেশ করেন। এই মহাচক্রে বহুলভাবে প্রণব আছে, অর্থাৎ মূলমন্ত্রাক্ষর-সংখ্যায় প্রণব দ্বারা ইহা সম্পুটিত; সুতরাং ইহাতে চতুঃষষ্টি প্রণব-সংখ্যা জানিবে। সেই প্রণবকে দ্বার করিয়া এই বিদ্যা মোক্ষের কারণ। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, দেহান্তসময়ে অভীষ্ট দেব কর্ণে প্রণবাত্মক তারকব্রহ্মনাম প্রদান করেন; সুদর্শন মন্ত্রের সম্পর্কে বা সুশোভন দর্শনীয় বলিয়া মোক্ষধামে প্রবেশ করিবার জন্য যে মহাচক্রে প্রণব নামক দ্বার বর্ত্তমান, যোগিগণ উপাসকের নিকট যে চক্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেন, প্রজাপতি সেই চক্র দেবগণের নিকট বর্ণন করিলেন। এই সুদর্শন নামক মহাচক্র ছয়টি অরবিশিষ্ট অর্থাৎ পত্রের অধোভাগে যে নাল আছে, তাহাই অরশব্দবাচ্য; সুতরাং ইহাকে ষড়র চক্র বলা যায়। অতএব এই মহাচক্রে ছয়টি পত্র আছে, ইহাই জানা যাইতেছে, অর্থাৎ সেই নালের

উপরিভাগে ত্রিকোণাকার ছয়টি পত্র আছে। ঐ ছয় পত্রকে ছয় ঋতু জ্ঞানে উপাসনা করিবে। ঐ চক্রের মধ্যে বর্ত্তুলাকার নাভি আছে, ঐ নাভিই নালের স্থান, অর্থাৎ ঐ নাভিতেই অর বা ষট্পত্র নালও নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই ষট্পত্র মায়া অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঈং মন্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, অথবা বিশুদ্ধ কেবল জীবচৈতন্যকে চক্রবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। যেহেতু, এই মায়া মায়াবীর মত সেই চৈতন্যময় পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, অতএব ইহা বহির্ভাগেই বেষ্টন করিয়া আছে ॥ ১ ॥

অথাষ্টারমষ্টপত্রং চক্রং ভবতি অষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী গায়ত্র্যা সম্মিতং ভবতি তস্মান্মায়যা বহির্ব্বেষ্টিতং ভবতি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং বা মায়ৈষা সম্পাদ্যতে। অথ দ্বাদশারং দ্বাদশপত্রং চক্রং ভবতি দ্বাদশাক্ষরা বৈ জগতী জগত্যা সম্মিতং ভবতি বহির্ম্মায়য়া বেষ্টিতং ভবতি। অথ ষোড-শারং ষোডশপত্রং চক্রং ভবতি ষোড়শকলো বৈ পুরুষঃ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং পুরুষেণ সম্মিতং ভবতি বহির্ম্মায়যা বেষ্টিতং ভবতি। অথ দ্বাত্রিংশদরং দ্বাত্রিংশৎপত্রং চক্রং ভবতি দ্বাত্রিংশদক্ষরা বা অনুষ্টুপ্ অনুষ্টুভা সম্মিতং ভবতি বহির্ম্মায়য়া বেষ্টিতং ভবতি। অরৈর্ব্বা এতৎ সুদর্শনং ভবতি বেদা বা এতে অরাঃ পত্রৈর্ব্বা এতৎ সর্ব্বতঃ পরিক্রামতি ছন্দাংসি বৈ পত্রাণি ॥ ২ ॥

অষ্ট অর (নাল) বিশিষ্ট অষ্টপত্র চক্র, দ্বাদশারবিশিষ্ট দ্বাদশপত্র চক্র, ষোড়শ নালযুক্ত ষোড়শপত্র চক্র এবং দ্বাত্রিংশৎ নালযুক্ত দ্বাত্রিংশৎপত্র চক্র, এই চতুষ্টয়ের পূর্ব্বোক্ত ষডর ষট্পত্র চক্রানুসারে অর্থ অবগত হইবে। তবে তাহাতে বিশেষ এই যে, প্রথম অষ্টার

অষ্টপত্রচক্রে অর ও পত্র সকলকে ঋতুজ্ঞানে উপাসনা করিবে। দ্বিতীয়—দ্বাদশার দ্বাদশপত্র চক্রে, তৃতীয়—ষোড়শার যোড়শপত্র চক্রে এবং পঞ্চম দ্বাত্রিংশদর দ্বাত্রিংশৎপত্র চক্রে, অর সকলকে বেদজ্ঞানে উপাসনা করিতে হইবে। পত্র সকলকে দ্বাদশপত্র চক্রে গায়ত্রীচ্ছন্দজ্ঞানে, ষোড়শপত্রচক্রে জগতীচ্ছন্দ জ্ঞানে এবং দ্বাত্রিংশৎপত্রচক্রে অনুষ্টুপ্ছন্দজ্ঞানে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। বেদের অংশবিশেষ অর্থবাদে কথিত আছে, এই সকল অরদণ্ডই বেদ, পত্র ছন্দোময়। চতুর্থ চক্রে ষোড়শ অর ও ষোড়শ পত্র, উহাকে ষোড়শ কলাজ্ঞানে উপাসনা করিবে। মায়াই উহাদিগের ক্ষেত্র এবং উহা পুরুষ দ্বারা সম্মিতা, অর্থাৎ অন্তর্গত চৈতন্য শুদ্ধ মায়া কর্ত্তৃক অসংস্পৃষ্ট। এই চক্র অন্তরে কল্পনা করিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য, এ স্থলে অর ও পত্র শব্দের উল্লেখ এবং বহিঃ শব্দের প্রয়োগ হেতু অবগত হওয়া যায়, 'হ্রীং' মন্ত্রের যে বেষ্টন কথিত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব চক্রের অর ও পত্রের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট এবং উত্তরোত্তর চক্রের আশ্রয়স্বরূপ নাভি, এইরূপ সুদর্শন চক্রের অর ও পত্রেতে অসংস্পৃষ্ট মায়া দ্বারা যে বেষ্টন, তাহা পরে বক্তব্য। অষ্টাক্ষর 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্ররূপ নারায়ণ চক্রদণ্ডের আশ্রয় হেতু নাভিস্বরূপ, এইরূপ অষ্টাক্ষরবেষ্টনও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের নাভিস্বরূপ, আর সবিন্দুক দ্বাদশাক্ষরবেষ্টন মাতৃকাবর্ণের আদ্য ষোড়শাক্ষরের নাভিস্বরূপ, আবার সবিন্দুক মাতৃকার আদ্য ষোড়শাক্ষরবেষ্টন দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্রের নাভি, তৎপরে যে দ্বাত্রিংশদক্ষরের বেষ্টন আছে, তাহা অসংস্পৃষ্ট নাভিরূপ। অতএব এইরূপে সুদর্শন, নারায়ণ ও বাসুদেব, ষোড়শার ও দ্বাত্রিংশদর চক্রের যথাক্রমে পাঁচটি নাভি জানিবে। নাভি সকল 'হ্রীং' বর্ণ দ্বারা রক্ষিত, বাস্তবিক উপরে নাভি এবং অন্তে যে বেষ্টন,

তাহাও হ্রীং বর্ণ দ্বারা সম্পন্ন জানিবে। যদি এইরূপ হইল, তবে প্রত্যেক চক্রের উল্লেখস্থলে আদিতে অর শব্দ প্রয়োগ হয় কেন, যে জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব চক্রে অসংস্পর্শ বশতঃ পঞ্চ নাভিসম্পন্ন পঞ্চ চক্র পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রয়োজ্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তবে তাহা সেই ভাবে পরিগৃহীত হইল না কেন? আবার সকল চক্রের ঐক্য স্বীকার করিলে অর বা নাভি কল্পনার সহিত বেষ্টনহীন পঞ্চনাভি-কল্পনা না হইবে কেন? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অন্যান্য চক্রের উল্লেখান্তে দেবগণ যখন প্রজাপতিকে বলিলেন, 'আমাদিগের নিকট মহাচক্র বলুন,' তখন এই উপক্রমে প্রজাপতি একে একে মহাচক্রের স্বরূপ বলিয়া উপসংহারে কহিলেন, ইহাই মহাচক্র। অতএব মহাচক্রের একত্বাবগম হেতু চক্রচতুষ্টয়ও সেই মহাচক্রের অন্তর্গত, ইহাই জানা যাইতেছে। তবে সেই সেই স্থানে যে 'অথ' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা সেই সেই চক্রের উদ্ধারকালে মঙ্গলাচরণ সূচনার্থ জানিবে, আর সেই সেই বেষ্টনের নাভিত্ব-কল্পনাতে কোন প্রতিষেধ নাই, বরং নাভির সাম্য হেতু যোগ্যতা বর্ত্তমান এবং কল্পনার লাঘব বিদ্যমান; সুতরাং পৃথক্‌রূপে নাভি-কল্পনা হয় নাই। তবে এই শ্রুতিতে যে কোন চক্রে বহিঃশব্দের পর মায়াশব্দ পাঠ আছে এবং কোন চক্রে তাহার বিপরীত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, যে স্থলে মায়া শব্দের পূর্ব্বে বহিঃশব্দ প্রয়োগ আছে, সেই স্থলে বহিঃশব্দ মায়ার বিশেষণ, অর্থাৎ বহির্ভূতা মায়া, এইরূপ অর্থ। আর যে স্থলে মায়া শব্দের পরে এবং বেষ্টন শব্দের পূর্ব্বে বহিঃশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে বহিঃশব্দ মায়ার বিশেষণ নহে, কিন্তু বেষ্টনের বিশেষণ। প্রকৃতপক্ষে মায়াই দ্বিবিধ, এক প্রকার নরসিংহ মূলমন্ত্রগত ঈংস্বরূপ,

ইহা উপপদশূন্য মায়াশব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, অপর রেফ ও হকারের সহিত মিলিত সবিন্দুক ঈকাররূপ হ্রীং, ইহা সোপপদ মায়া শব্দ দ্বারা প্রতীত হয় ; সুতরাং বহির্ভূত মায়া অর্থে মূলমন্ত্রের বহির্ভূত "হ্রীং" এইরূপ মায়া দ্বারা বেষ্টিত, ইহাই প্রকৃতার্থ হইতেছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, সুদর্শন চক্রে মূলমন্ত্রগত মায়া দ্বারা বেষ্টন আছে। ষোড়শচক্রেও এইরূপ বেষ্টন জানিবে। যেহেতু সুদর্শন ও ষোড়শচক্র নিরূপণকালে বহিঃশব্দ বেষ্টন শব্দের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়াছে। পরন্তু বেষ্টনের বিশেষণস্বরূপ বহিঃশব্দ মধ্যে বেষ্টন অবগতির নির্ব্যর্ত্ত্যর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। নারায়ণ, বাসুদেব ও নারসিংহচক্রেতে পূর্ব্বব্যাখ্যাত বহির্ভূত মায়া দ্বারা বেষ্টন জানিবে ॥ ২ ॥

তদেব চক্রং সুদর্শনং মহাচক্রং তস্য মধ্যে নাভ্যাং তারকং ভবতি। যদক্ষরং নারসিংহমেকাক্ষরং তদ্ভবতি ষট্সু পত্রেষু ষড়ক্ষরং সুদর্শনং ভবতি অষ্টসু পত্রেষ্বষ্টাক্ষরং নারায়ণং ভবতি দ্বাদশসু পত্রেষু দ্বাদশাক্ষরং বাসুদেবং ভবতি ষোড়শসু পত্রেষু মাতৃকাদ্যাঃ সবিন্দুকাঃ ষোড়শ কলা ভবন্তি দ্বাত্রিংশৎসু পত্রেষু দ্বাত্রিংশদক্ষরং মন্ত্ররাজং নারসিংহ-মানুষ্টুভং তদ্বা এতন্মহাচক্রং সার্ব্বকামিকং মোক্ষদ্বারমৃগ্ময়ং যজুর্ম্ময়ং সামময়ং ব্রহ্মময়মমৃতময়ং ভবতি তস্য পুরস্তাদ্বসব আসতে রুদ্রা দক্ষিণতঃ আদিত্যাঃ পশ্চাৎ বিশ্বেদেবা উত্তরতঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরা নাভ্যাম্ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্ব-শ্রুতিতে মহাচক্রের বেষ্টন ও মহাচক্রোদ্ধার নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই উদ্ধৃত চক্রে যথাবিহিত মন্ত্রন্যাসার্থ চক্রনাভিতে মন্ত্রাক্ষর-বিন্যাসের প্রকার কহিতেছেন।—উক্ত দ্বাত্রিংশৎ অর ও দ্বাত্রিংশৎ-পত্রবিশিষ্ট চক্রই মহাচক্র এবং উহাই সুদর্শন নামে বিখ্যাত। আর

ষট্পত্র, অষ্টপত্র, দ্বাদশপত্র ও ষোড়শপত্র, এই চক্রচতুষ্টয়ও মহাচক্রস্বরূপ, ইহা তদাদি ন্যায়ে নির্দ্দেশ করিলেন। এই মহাচক্রের মধ্যবর্ত্তী নাভিতে সংসারপরিত্রাণের হেতু প্রণবাক্ষর আছে। এই এক অক্ষরই নারসিংহাক্ষর, ইহাই জগতের হিতকর। ইহা নৃসিংহপদব্যাখ্যানকালে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর নারসিংহ এই পদে তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থ দ্বারা নৃসিংহসম্বন্ধীয় সাম প্রভৃতিও উপাস্য বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব যদিও সকলই উপাস্যরূপে প্রতিপন্ন হইল, তথাপি এক মূলীভূত নৃসিংহব্যূহই উপাস্য, ইহা বলিবার জন্য ইহার বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিতেছেন। নরসিংহ-মন্ত্রান্তর্গত যে অক্ষর (প্রণব) উপাস্য বলিয়া উক্ত আছে, তাহা এক ও বর্ণমাত্র অর্থাৎ মহাচক্রের মধ্যে নাভিবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ঐ অক্ষর ক্ষীরোদার্ণবশায়ী নৃসিংহধ্যানে উপাস্য, ইহাই বিহিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, একাক্ষরের নারসিংহ এই বিশেষণ দ্বারা প্রতীত হয় যে, একাক্ষর নৃসিংহমন্ত্রমিশ্রিত প্রণবই চক্রনাভিতে বিন্যাস করা কর্ত্তব্য। এই মত সাম্প্রদায়িক, সুতরাং বিরুদ্ধ নহে। এই পক্ষেও নারসিংহ এই তদ্ধিতপ্রত্যয়ার্থে জানা যায় যে, একাক্ষর নৃসিংহমন্ত্রই প্রণবমিশ্রিত হইয়া উপাস্য দ্বাত্রিংশৎ নৃসিংহব্যূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাবতীয় প্রকরণেই মূলনৃসিংহমন্ত্র উপাস্য বলিয়া প্রতীত আছে। অতএব একাক্ষর নৃসিংহমন্ত্রই পূর্ব্বোক্ত উপাস্যের অভিধায়ক, অথবা কেবল প্রণবও বিদ্যাঙ্গ বলিয়া আদি। অতঃপর সেই সেই মন্ত্রন্যাসে সেই সেই চক্রসমূহে যে পত্রের উল্লেখ আছে, তাহাও নাল ও তাহার অন্তরাল এবং পত্রান্তরালে নিবৃত্তির জন্য জানিবে। ষট্পত্র সুদর্শনচক্রের ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ষড়ক্ষর সুদর্শনমন্ত্র

(সুদর্শনায় ফট্) বিন্যাস করিবে। এইরূপে উত্তরোত্তর পত্রে অষ্টপত্রেও "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বিন্যাস করিবে। ইহা নারায়ণচক্র। কেহ কেহ বলেন, প্রণব সহিত অষ্টাক্ষর, কেহ কেহ বলেন, প্রণব পরিত্যাগ করিয়া অষ্টাক্ষরন্যাস কর্ত্তব্য। এইরূপে দ্বাদশপত্রে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বিন্যাস করিতে হয়। ষোড়শারচক্রের ষোড়শ পত্রে মাতৃকাবর্ণের আদি ষোড়শবর্ণ বিন্দুযুক্ত করিয়া বিন্যাস করিবে। এই ষোড়শ বর্ণই ষোড়শপত্রে। এইরূপ দ্বাত্রিংশৎ অর চক্রের পত্রেতেও দ্বাত্রিংশদক্ষর বিন্যাস করিবে। ইহাই অনুষ্টুভ্‌ছন্দোবদ্ধ নৃসিংহের সামাভিব্যক্ত মন্ত্ররাজ। এক এক পত্রে মূলমন্ত্রের এক এক অক্ষর প্রণবপুটিত করিতে হইবে। শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, মূলমন্ত্রের প্রতি অক্ষরের আদি ও অন্তে প্রণব যোগ করিবে। এই অস্ত্রাখ্য মহাচক্র উপাসিত হইলে যদি কোন অনিষ্টকারক বস্তুতে 'অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে নিক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই অনভিপ্রেত বস্তু ত্রাসে পলায়ন করে, এই নিমিত্তই ইহাকে অস্ত্রমন্ত্র বলা যায়। এই মন্ত্র সর্ব্বকামপ্রদ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ, আর এই মন্ত্র ঋগ্ময়, যজুর্ম্ময়, সামময়, ব্রহ্মময় ও অমৃতময়। এই স্থলে ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ঋগ্ময় বলিলে এই মন্ত্রে বহুল পরিমাণে ঋক্‌মন্ত্র আছে ইত্যাদি বুঝিবে। ইহাতেই এই মন্ত্রের প্রাধান্য জানা যাইতেছে। এই মন্ত্র যে ব্রহ্মময় বলা হইল, তাহা ব্রহ্ম অর্থে অথর্ব্ববেদবহুল বুঝিতে হইবে। কারণ, "সোঽয়ং ব্রহ্মবেদঃ সোঽয়ং ব্রহ্মবেদঃ" এইরূপে অথর্ব্ববেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা পুনঃ পুনঃ আছে। এই চক্রের অরকে বেদবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে,

যেহেতু, এই অরসকলই বেদবিকারাত্মক, ইহার নাভি ক্ষীরবিকারাত্মক বিধায় উহাকে অমৃতময় বলা যায়। এই চক্রের নাভিতে মূল-নৃসিংহব্যূহ আছেন। ইহার পূর্ব্বে বসুগণ, দক্ষিণে রুদ্রগণ, পশ্চিমে আদিত্যগণ এবং উত্তরে বিশ্বেদেবগণ নৃসিংহদেবের পরিচারক বিদ্যমান আছেন, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ইঁহারা চক্রের নাভিতে অবস্থিত আছেন ॥ ৩ ॥

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ পার্শ্বয়োঃ তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসত ইতি তদেতন্মহাচক্রং বালো বা যুবা বেদ স মহান্ ভবতি স গুরুর্ভবতি স সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণামুপদেষ্টা ভবতি অনুষ্টুভা হোমং কুর্য্যাদনুষ্টুভার্চ্চনম্ তদেতদ্রক্ষোঘ্নং মৃত্যুতারকং গুরুতো লব্ধং কণ্ঠে বাহৌ বা শিখায়াং বা বধ্নীয়াৎ। স সপ্তদ্বীপবর্তী ভূমির্দক্ষিণার্থং তাবৎ কল্পতে তস্মাচ্ছ্রদ্ধয়া যাং কাঞ্চিদ্দদ্যাৎ সা দক্ষিণা ভবতি ॥ ৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে মহাচক্রের দিক্ ও নাভির পরিচারক নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ পার্শ্বপরিচারক কহিতেছেন।—চন্দ্র ও সূর্য্য ইহারা উক্ত মহাচক্রের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান আছেন। ঋগ্বেদ মহাচক্র সম্বন্ধে বলেন, এই মহাচক্র আশ্রয় করিয়া আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋক্ সকল (বেদসমূহ) ও দেবগণ নৃসিংহাবতাররূপে অবস্থিত আছেন। যে উপাসক এই মহাচক্রের উপাসনা করেন না, ঋগ্বেদাদি দ্বারা তাঁহার কিছু কার্য্যই সাধিত হয় না, অর্থাৎ উক্ত চক্রোপাসনা না করিয়া ঋগ্বেদাদি অধ্যয়নে তাঁহার কোন ফল হইতে পারে না। এই উক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে, এই

মহাচক্রোপাসনা করিয়াই নৃসিংহমন্ত্ররাজের উপাসনা করিবে। কদাচ মহাচক্রোপাসনা ব্যতিরেকে আনুষ্টুভ মন্ত্রের উপাসনা করিবে না। ঋগ্‌বেদের আশয়ে যাহারা ইহা জানিয়া উপাসনা করে, তাহারা নৃসিংহদেবকে প্রাপ্ত হইতে পারে। বালক কিম্বা যুবা যে এই মহাচক্রের উপাসনা করে, সে জনসমাজে মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অথবা সে মহান্ অর্থাৎ মহাবিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়। সে সকলের গুরু হইতে পারে অর্থাৎ সকলেই তাহাকে দেবতার ন্যায় আরাধনা করিয়া থাকে এবং সে সকল মন্ত্রের উপাদেশক হয়। উপাসক প্রতিদিন আনুষ্টুভমন্ত্রে হোম করিবে, ইহা বিদ্যাঙ্গ হোম বলিয়া জানিবে। এই হোমে কোন দ্রব্যবিশেষের উল্লেখ থাকিলেও কেবল হবিষ্যান্নরূপ ভোজ্যবস্তু অথবা ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। আর এই হোমের সংখ্যা উল্লেখ নাই বলিয়া একবার কিম্বা দ্বাদশবার হোম কর্ত্তব্য। কিম্বা মূলমন্ত্রস্থ দশটি পদের তাৎপর্য্য মূল নৃসিংহ-ব্যূহ ও দ্বাত্রিংশদক্ষর ব্যূহ উভয়েই বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হওয়ায় উভয়োদ্দেশেই হোম কর্ত্তব্য। সুতরাং "ওঁ ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে নৃসিংহায় ত্রিনেত্রায় পিনাকহস্তায় উগ্রায় ইদং" এইরূপে আহুতি দিয়া পরে "ওঁ ব্রহ্মাদি দ্বাত্রিংশদাত্মকায় নৃসিংহায় উগ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবে। এইরূপ প্রত্যেক পদে মূলমন্ত্রের উল্লেখ কর্ত্তব্য। অথবা অনুষ্টুভ শব্দে একজন নির্দ্দিষ্ট থাকায় একবার মূল উচ্চারণ করিয়া স্বাহা দ্বারা প্রতিপদোদ্দেশে হোম করিবে। এইরূপে ষোড়শপত্র চক্রে সামাভিব্যক্ত আনুষ্টুভমন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। এই অর্চ্চনাতেও হোমের ন্যায় মন্ত্রাবৃত্তি আবশ্যক। এই মহাচক্র রক্ষোভয়নিবারক, উপাসককে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী।

ইহা শ্রীগুরুর নিকটে লাভ করিয়া কণ্ঠে, বাহুতে অথবা শিখাতে বন্ধন করিবে। এই মহাচক্রোপদেশক গুরুকে সপ্ত দ্বীপসমন্বিতা পৃথিবী দক্ষিণার্থ প্রদান করিতে পারে, অতএব যিনি এই মহাচক্রের উপদেশ করেন, তাঁহাকে পরম ভক্তি পূর্ব্বক নিজ শক্তি অনুসারে দাক্ষিণার্থ কিছু ভূমি দান করিবে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত উপাসনা শ্রুতিতেও জানা যায় এবং পঞ্চাঙ্গন্যাসেরও উপসংহারে ইহা কথিত হইয়াছে। আর মতান্তরপর্য্যালোচনায় এই উপাসনা মহাচক্রেই উপসংহৃত হইয়াছে বুঝা যায়। যেহেতু, প্রতি অক্ষরের আদি ও অন্তে ওঙ্কার প্রযোজ্য। এই উপনিষদে মূলমন্ত্রাক্ষর সকল প্রণবে উপসংহৃত হইয়াছে, অতএব প্রণবপ্রধানই এই মহাচক্র জানিবে। সেই চক্রে শক্তিবাহুল্যের কথা আছে, সে কারণ মায়া দ্বারা চক্রের বহির্ব্বেষ্টন কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, মায়া দ্বারা তাহার বহির্ভাগ বেষ্টিত, আর সাম হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রপদ সমূহের ব্যাখ্যানাবসরে তিনি স্বীয় মহিমা দ্বারা সর্ব্বলোক, সর্ব্বদেব, সর্ব্ব আত্মা, সর্ব্ব-ভূত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃই মহিম-শব্দবাচ্য মায়াই সর্ব্বলোক, সর্ব্বদেব, সকল আত্মা এবং সকল ভূতের কারণ বলিয়া উক্ত থাকায় তাহাকেই প্রত্যেক পদের বেষ্টন-স্বরূপে জানা গিয়াছে। আর সেই মায়াবেষ্টিতের আধাররূপে যথাক্রমে পৃথিব্যাদি লোক, ঋগাদি বেদ, অগ্ন্যাদি দেবতা, ভূত ও আত্মা ইহাদিগকে কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং মহাচক্রান্তর্গত বেষ্টিত মায়াধারই এই উপাসনার বিষয়। যদি বল, এই উপাসনা যখন মূল নৃসিংহগত ও পঞ্চাঙ্গন্যাস ইহার উদ্দেশ্য, তখন অন্তরঙ্গহেতু মহাচক্রেতেই এই উপাসনা কর্ত্তব্য, তথাপি সম্প্রদায়ানুসারে যাহা

প্রচলিত আছে, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। এইরূপে দ্বিবিধ উপাসনা জানিবে, তাহাতেও বহু বহু সম্প্রদায়ের অনুকূলতা হেতু আত্মোপাসনাই গ্রহীতব্য। ইহা কোন কোন আচার্য্যের অভিপ্রেত। সেইমতে প্রণব, সাবিত্রীমন্ত্র, যজুর্ম্মহালক্ষ্মী ও নৃসিংহগায়ত্রী—এই মন্ত্রচতুষ্টয়ই সামরূপ অঙ্গ হইতে অভিব্যক্ত; ইহারা যথাযথভাবে মহাচক্রের প্রকাশক বিধায় যোজনীয় এবং এইরূপে মহাচক্রকে উপাসনা করিবে, ইহাই মর্ম্মার্থ ॥ ৪ ॥

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ অস্যানুষ্টুভস্য মন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্য ফলং নো ব্রূহি ভগব ইতি। স হোবাচ প্রজাপতির্য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি স আদিত্যপূতো ভবতি স সোমপূতো ভবতি স সত্যপূতো ভবতি স লোকপূতো ভবতি স ব্রহ্মপূতো ভবতি স বিষ্ণুপূতো ভবতি স রুদ্রপূতো ভবতি স বেদপূতো ভবতি স সর্ব্বপূতো ভবতি সর্ব্বপূতো ভবতি ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বমতসিদ্ধ সাঙ্গ নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণ করিয়া এইক্ষণে সেই নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠানকারীদিগের কৈমুতিক ন্যায়ে অর্থাৎ নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার এত মহিমা হইলে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপাসকের ফল যে অসাধারণ, ইহা আর বক্তব্য কি, এই ফলকথনার্থ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন।—অনন্তর দেবগণ পুনর্ব্বার প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই মন্ত্ররাজের উপাসনা করিলে কি ফল হয়, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। প্রজাপতি দেবগণের

প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ উপাসকের যে কেহ এই নৃসিংহাকার ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনাবোধক পূর্ব্বোক্ত নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যা-সমন্বিত অনুষ্টুপ্ছন্দে বদ্ধ মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করে, অর্থাৎ সর্ব্বদা উচ্চারণ করে, সেই নিত্যস্বরূপ অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মে প্রতিপাদন করিয়া নিত্যভূত নিরাকার ব্রহ্মপ্রতিপাদন হেতু নিত্যময় সামোদ্ধৃত মন্ত্ররাজের উচ্চারণমাত্রেই তাহার অগ্নিপূতত্বাদি বক্ষ্যমাণ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, নৃসিংহবিদ্যার অনুষ্ঠানকারীর ফলের কথা কি আর বলিব। এই জন্য প্রত্যেক শ্রুতিতে অধ্যয়নের কথা কথিত আছে। অথবা নিত্য অধ্যয়ন করে, ইহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ যে, নিয়মিতভাবে যে ব্যক্তি অনুষ্টুভ মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করেন, কিম্বা নিত্য বিদ্যাবিষয়ে তত্ত্ব অবগত আছেন অর্থাৎ প্রতিদিন নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্যকলাপ সমাপন করিয়া এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠান করেন, কিম্বা অবিনশ্বর এই আনুষ্টুভ সাম অধ্যয়ন করেন বা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য-কর্ম্মের ন্যায় ইহাকে নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন, অর্থাৎ নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনাদি ও অগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবতাগণ সকলই নৃসিংহব্রহ্মের লীলাবিগ্রহ, এইরূপ জ্ঞানে উপাসনা করেন, অথবা যে উপাসক পূর্ব্বোক্ত বিদ্যানুষ্ঠান প্রণালী জানিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিদিন কেবল উক্ত বিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থ নিজ অধ্যয়নীয় বেদপাঠ্য-প্রণালীতে পাঠ করেন, জপ করেন, তিনিও বক্ষ্যমাণ ফল পাইয়া থাকেন। এইরূপ জপ করিলে তাঁহার মহিমায় কৃপাবান্ পরমেশ্বর দয়া বশতঃ তাঁহাকে সাকারপ্রভৃতি নিরাকার পর্য্যন্ত সকল বিদ্যানুষ্ঠানপ্রকার ইহলোকেই উপদেশ দিয়া থাকেন, এই বিষয় গ্রন্থের শেষাংশে 'তদ্বা এতৎ পরমং ধাম' ইত্যাদি

শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত আছে। ঐ উপাসককে উপাস্য দেবতা নৃসিংহরূপী অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, সোম, সত্যলোক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বেদ পবিত্র করেন, এমন কি, নৃসিংহরূপে উপাস্য সকল দেবতারাই উক্ত পাঠক, জাপক ও উপাসককে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স পাপ্মানং তরতি স মৃত্যুং তরতি স ভ্রূণহত্যাং তরতি স ব্রহ্মহত্যাং তরতি স বীরহত্যাং তরতি স সর্ব্বহত্যাং তরতি স সংসারং তরতি স সর্ব্বং তরতি স সর্ব্বং তরতি ॥ ৬ ॥

যাঁহারা নিত্যভাবে এই নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠান করেন, কিম্বা এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের যে আনুষঙ্গিক কাম্য অথবা অকামতঃ ফললাভ হয়, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে।—ইতঃপ্রভৃতি অন্ত্য অধ্যায় পর্য্যন্ত যে যে শ্রুতিতে যৎশব্দ নির্দ্দিষ্ট আছে, সর্ব্বত্রই তাহার অর্থ নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার নিত্য-ভাবে অনুষ্ঠাতা সেই বিদ্যার প্রতিপাদক গ্রন্থের জপকর্ত্তা বা অধ্যয়নকারী জানিবে এবং তৎশব্দের দ্বারাও সেই ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট হইবে। যে উপাসক নিত্যভাবে এই ব্রহ্মবিদ্যানুষ্ঠান বা তাহা জপ করিয়া পাপক্ষয় কামনা করেন, যিনি এই আনুষ্টুভ নৃসিংহমন্ত্ররাজ নিত্য অধ্যয়ন করেন, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার নিত্য অনুষ্ঠানকারী, তদ্বিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থজপকারী ও উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন-কর্ত্তা ব্যক্তি মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন। তিনি ভ্রূণ, অর্থাৎ গর্ভপাতজন্য পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, অথবা ভ্রূণ, অর্থাৎ

বেদার্থব্যাখ্যানকারী দীক্ষিত ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পান। বীরহত্যা, অর্থাৎ পুত্রবধজনিত দুষ্কৃতি নিবারণ করিতে পারেন, অথবা বীর, অর্থাৎ যজ্ঞস্থিত ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিলে যে পাপ জন্মে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্ববিধ প্রাণিহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তিনি সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, অধিক কি, তিনি অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ করিতে পারেন ॥ ৬ ॥

য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিং স্তম্ভয়তি স বায়ুং স্তম্ভয়তি স আদিত্যং স্তম্ভয়তি স সোমং স্তম্ভয়তি স উদকং স্তম্ভয়তি স সর্ব্বান্ দেবান্ স্তম্ভয়তি স সর্ব্বান্ গ্রহান্ স্তম্ভয়তি স বিষং স্তম্ভয়তি স বিষং স্তম্ভয়তি ॥ ৭ ॥

যে উপাসক পূর্ব্বোক্ত আনুষ্টুভ নারসিংহ ব্রহ্মবিদ্যা নিত্য অনুষ্ঠান বা গ্রন্থ জপ কি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তিনি অগ্নিস্তম্ভন, বায়ুস্তম্ভন, সূর্য্যস্তম্ভন, চন্দ্রস্তম্ভন, জলস্তম্ভন, সর্ব্বদেবস্তম্ভন, সর্ব্বগ্রহস্তম্ভন এবং বিষস্তম্ভন করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু তাঁহাকে চালিত করিতে পারে না, সূর্য্যতাপ তাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, চন্দ্র তাঁহার কোন অপকার করিতে পারে না, জল তাঁহাকে ক্লেশ দিতে পারেন না, কোন গ্রহ দুষ্ট হইয়াও তাঁহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না এবং বিষপানেও তাঁহার অনিষ্টঘটনা হয় না ॥ ৭ ॥

য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স ভূর্লোকং জয়তি স ভুবর্লোকং জয়তি স স্বর্লোকং জয়তি স মহর্লোকং জয়তি

স জনলোকং জয়তি স তপোলোকং জয়তি স সত্যলোকং জয়তি স সর্ব্বলোকং জয়তি স সর্ব্বলোকং জয়তি ॥ ৮ ॥

যে উপাসক পূর্ব্বোক্ত আনুষ্টুভ নারসিংহ ব্রহ্মবিদ্যা নিত্য অনুষ্ঠান কি গ্রন্থ জপ বা অধ্যয়ন করেন, তিনি ভূলোক (ভূমণ্ডল) জয় করিতে পারেন, ভুবর্লোক (অন্তরীক্ষস্থ গ্রহকে) জয় করিতে পারেন, স্বর্গলোক জয় করিতে পারেন, মহর্লোক জয় করিতে পারেন, জনলোক জয় করিতে পারেন, তপোলোক জয় করিতে পারেন এবং সত্যলোক জয় করিতে পারেন, অধিক কি, সর্ব্বলোক জয় করাও তাঁহার অসাধ্য হয় না, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্রই আধিপত্য করেন। পাতালাদি লোকও ঐ উপাসকের করায়ত্ত হয় ॥ ৮ ॥

য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স মনুষ্যানাকর্ষয়তি স দেবানাকর্ষয়তি স নাগানাকর্ষয়তি স গ্রহানাকর্ষয়তি স যক্ষানাকর্ষয়তি স সর্ব্বানাকর্ষয়তি স সর্ব্বানাকর্ষয়তি ॥ ৯ ॥

যে উপাসক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত আনুষ্টুভ নারসিংহ মন্ত্ররাজ নিত্য অধ্যয়ন করেন, সেই উপাসক মনুষ্য, দেবতা, নাগ, গ্রহ, যক্ষ এবং অন্যান্য সকলকেই আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহার আকর্ষণমাত্র মনুষ্যাদি কেহই স্বস্থানে থাকিতে পারেন না, সকলেই সেই সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয় বা সকলেই তাঁহার অধীন হয় ॥ ৯ ॥

য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিষ্টোমেন যজতে স উক্থেন যজতে স ষোড়শিনা যজতে স বাজপেয়েন যজতে সোঽতিরাত্রেণ যজতে সোঽপ্তোর্যামেণ যজতে স সর্ব্বৈঃ ক্রতুভির্যজতে স সর্ব্বৈঃ ক্রতুভির্যজতে ॥ ১০ ॥

যে উপাসক পূর্ব্বোক্ত আনুষ্টুভ নারসিংহ মন্ত্ররাজ নিত্য অধ্যয়ন করে, সেই উপাসক ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমযাজী হয়, অর্থাৎ তাহার অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। সে উক্থনামক যজ্ঞের ফলভোগ করে, ষোড়শী নামক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেই পুণ্যভাগী হয়, বাজপেয় যাগের সুকৃতি পায়, অতিরাত্রনামক যজ্ঞ করিলে যেরূপ সুকৃতি জন্মে, সে সেই সুকৃতিশালী হয় এবং অপ্তোর্য্যামনামক যজ্ঞজনিত ফল পাইয়া থাকে। অধিক কি, সেই উপাসক সর্ব্বপ্রকার ফল পাইতে পারে অর্থাৎ নৃসিংহবিদ্যার অনুষ্ঠান বা ঐ গ্রন্থজপ সকল যজ্ঞের সমকক্ষ। এই অনুষ্ঠাতার অন্যযোগাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক হয় না। এই স্থলে এইরূপ বক্তব্য হইতে পারে যে, নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যানুষ্ঠানের কাছে অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াই ব্যর্থ, ইহাই এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইত, তাহা না করিয়া অনুষ্ঠানের বা অধ্যয়নের ফল উল্লেখ করা হইল কেন? এই আশঙ্কা অমূলক; যেহেতু, যে স্থলে মনের ক্রিয়া দ্বারা অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হয়, তথায় নিশ্চয়ই বিভিন্ন অধিকারী স্বীকার করিতেই হইবে, কেন না, কেহ অতি দুঃসাধ্য কর্ম্মও মনের শক্তি দ্বারা সম্পাদন করিতে উৎসুক ও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; অপরে কর্ম্মের সাধ্যাসাধ্যতা বিচার করিয়া প্রবৃত্তি অবলম্বন করে, এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য যাগযজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্ফল কিরূপে বলা যায়? এইরূপ নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যানুষ্ঠান মনোব্যাপারমাত্রসাধ্য এবং যাগাদিকর্ম্ম কায়িকব্যাপারসাধ্য; সুতরাং মনোব্যাপারসাধ্য ধ্যানাদি কায়িকব্যাপারসাধ্য যাগানুষ্ঠান হইতে দুঃসম্পাদ্য, অতএব কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি কার্য্যের উদ্দেশ্যহীনতা থাকিতে পারে? ১০॥

য এতং মন্ত্রং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স ঋচোঽধীতে স যজূংষ্যধীতে স সামান্যধীতে সোঽথর্ব্বাণমধীতে সোঽঙ্গিরসমধীতে স শাখা অধীতে স পুরাণান্যধীতে স কল্পানধীতে স গাথা অধীতে স নারাশংসীরধীতে স প্রণবমধীতে যঃ প্রণবমধীতে স সর্ব্বমধীতে স সর্ব্বমধীতে ॥ ১১ ॥

যে উপাসক আনুষ্টুভ নারসিংহ মন্ত্ররাজ নিত্য অধ্যয়ন করে, যে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করে, অর্থাৎ ঐ উপাসক উক্ত বেদচতুষ্টয়াধ্যয়নের ফল পায়। অঙ্গিরোক্ত বিদ্যা ও অথর্ব্ববেদ—এই দুইটি দ্বারা ত্রয়ীবিদ্যা সম্পুটিত, কারণ, অঙ্গিরোব্রাহ্মণে উক্ত আছে, প্রজাপতি প্রথমে অথর্ব্ববেদ জপ করিলেন, পরে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রয়ীজপ করিয়া অঙ্গিরোক্ত বিদ্যা জপ করিলেন। তবেই ত্রয়ীবিদ্যা অথর্ব্ব ও আঙ্গিরসবিদ্যার অন্তরালবর্ত্তিনী, সুতরাং ত্রয়ীবিদ্যা ঐ উভয়ের দ্বারা সম্পুটিত, এ জন্য পৃথক্ উক্ত হইল। উক্ত উপাসক বেদশাখা, পুরাণ, কল্পশাস্ত্র, গাথাশাস্ত্র, নারাসংশীনামক বেদভাগ অধ্যয়নের ফল লাভ করে এবং প্রণব অধ্যয়ন করিলে যে ফল জন্মে, নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠানকারী সেই ফল পাইয়া থাকে, পরন্তু যে ব্যক্তি প্রণবাধ্যয়ন করে, সে সর্ব্বাধ্যয়ন করে অর্থাৎ সকল অধ্যয়নের ফল তাহার করতলগত হয়। এই স্থলেও প্রণবাধ্যয়নকারী সর্ব্বাধ্যয়নকর্ত্তা হয়। এই কথা বলিয়া নৃসিংহমূলমন্ত্র ও প্রণব ইহাদিগের অধ্যয়নের ফলের সাম্যপ্রযুক্ত প্রণব ও মূলমন্ত্রের সাম্যপ্রদর্শন করিয়াছেন, পরন্তু এই মন্ত্রের নিত্যানুষ্ঠান করিয়া যদি কেহ ফল কামনা করে, তাহাতে

বিশেষ প্রয়োগ আবশ্যক হয়, অর্থাৎ মূলমন্ত্রজপ দ্বারা যে ব্যক্তির যে কামনা থাকে, সেই ব্যক্তি মূলমন্ত্রজপের অবসানে সেই কামনাজ্ঞাপক পদোচ্চারণ করিবে। ইহা কোন কোন আচার্য্যের মত। অপর কেহ বলেন যে, কোন কামনাজ্ঞাপক পদোচ্চারণ না করিয়া কেবল কামনামাত্র করিবে, ইহাই সম্প্রদায়সিদ্ধ; সুতরাং ইহার যথার্থ তত্ত্বান্বেষণ কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

অনুপনীতশতমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমম্ উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমং যতীনাঞ্চ শতং পূর্ণং রুদ্রজাপকেন তৎ সমং রুদ্রজাপকশতমেকমেকেনাথর্ব্বশিরঃ-শিখাধ্যাসকেন তৎসমম্ অথর্ব্বশিরঃ-শিখাধ্যায়কশতং মন্ত্ররাজ-জাপকেন তৎসমম্। তদ্বা এতৎ পরমং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাসকস্য। যত্র সূর্য্যো ন তপতি যত্র বায়ুর্ন বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র নাগ্নির্দ্দহতি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দুঃখং প্রভবতি সদানন্দং পরমানন্দং শাশ্বতং শান্তং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ ॥ ১২ ॥

ইতিপূর্ব্বে নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক সর্ব্ববিধ ফল নিরূপণ করিয়া, এইক্ষণ যাহারা উক্ত বিদ্যার অনুষ্ঠান করে, কিম্বা ঐ বিদ্যা জানে বা অধ্যয়ন করে, তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা উৎকর্ষ-তারতম্যানুসারে বলিতেছেন। যাহাদিগের উপনয়ন হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি এক শত অনুপনীত ব্যক্তির তুল্য, এক গৃহস্থ ব্যক্তি এক শত উপনীত ব্যক্তির সমান, বানপ্রস্থাশ্রমী

এক শত গৃহস্থের তুল্য, এক জন যতি এক শত বানপ্রস্থীর তুল্য, এক শত যতি এক জন রুদ্রমন্ত্রজপকারীর তুল্য, এক শত রুদ্রমন্ত্রজপ্তা এক জন অথর্ব্বশিরঃশিখাধ্যায়ীর তুল্য, এক শত অথর্ব্বশিরঃ-শিখাধ্যায়ী এক জন নৃসিংহমন্ত্ররাজজপকারীর তুল্য, অতএব নারসিংহ মন্ত্ররাজজাপক ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যেমন আনন্দের তারতম্য বিচার করিলে দেখা যায়, ব্রহ্মানন্দই সর্ব্বানন্দের প্রধান, সেইরূপ নৃসিংহমন্ত্রজাপীকে সকলের প্রধানরূপে জানিবে। যাঁহারা এইরূপ নৃসিংহবিদ্যাগর্ভিত নারসিংহ মন্ত্ররাজের অনুষ্ঠান করেন, উক্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করেন বা জপ করেন, তাঁহারা সেই ক্ষীরোদসাগরে পরম স্থান লাভ করিয়া থাকেন। যে স্থানে সূর্য্য তাপ প্রদান করিতে পারেন না, বায়ু প্রবাহিত হয় না, চন্দ্র কিরণ দান করেন না, নক্ষত্রগণ প্রকাশ পায় না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, মৃত্যু প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, দুঃখ আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না। যে স্থান সর্ব্বানন্দময়, পরমানন্দপূর্ণ, যাহা নিত্যধাম, সর্ব্বমঙ্গলময়, নিরুপদ্রব, যে স্থান ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা বন্দনা করেন, যোগিগণ ধ্যান করেন, যোগিগণ যে স্থানে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন না ॥ ১২ ॥

তদেতদৃচাভ্যুক্তম্। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমিতি। তদেতন্নিষ্কামস্য ভবতি তদেতন্নিষ্কামস্য ভবতি। য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ ॥ ১৩ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদে নৃসিংহতাপনীয়ে পূর্ব্বভাগঃ সমাপ্তঃ।

পূর্ব্বোক্ত পরম স্থান ঋকের দ্বারাও প্রমাণিত আছে। বিষ্ণুর ক্ষীরোদার্ণবরূপ যে পরম স্থান, তাহা উপাসকগণ দর্শন করেন। উপাসনাভেদে যখন তাদাত্ম্যরূপে উপাসনা দ্বারা সাযুজ্যফললাভ হইয়া থাকে, তখন বিষ্ণুকেই পরমপদ বলিয়া উপাসক দর্শন করেন। যেমন 'শিলাপুত্রের শরীর' এই বাক্যে শিলাপুত্রই শরীর, সেইরূপ 'বিষ্ণুর পদ' এই বাক্যেও বিষ্ণুই পদ, এইরূপ জানিতে হইবে। আবার যদি উপাস্য-উপাসক-দ্বৈতভাবে অনুষ্ঠানকর্ত্তার দ্বিধা অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সেই নৃসিংহরূপী বিষ্ণুর মহাচক্র, নাভি ও ক্ষীরোদার্ণব প্রভৃতি যে পরম স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে অবস্থিত অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রের অনুষ্ঠানকারী, জপকর্ত্তা, অথবা অধ্যয়নকারী উপাসকগণ সর্ব্বকাল সেই স্থান দর্শন করেন, এইরূপ ভাবার্থ জানিবে। সে স্থান কিরূপ? যেমন অন্তরীক্ষে সূর্য্যমণ্ডল সর্ব্বত্র বিস্তৃত, বর্ত্তুলাকার ও প্রকাশাত্মক, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশের অভিভবকারণ, ঐ পরম পদ সেইরূপ প্রকাশময় ও অন্যান্য সকল তেজের অভিভবকারী, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি দ্বারা "যত্র সূর্য্যো ন ভাতি" ইত্যাদিরূপে সেই স্থানে সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের প্রকাশ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে সেই স্থানে আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিষেধ হইলেও আধ্যাত্মিক দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তাহারও "তত্র ন দুঃখং" এই বাক্যে প্রতিষেধ করা হইয়াছে। দুঃখমাত্রের প্রতিষেধ হইলে সুষুপ্তির মত জড়তা আসিয়া যায়, এই আশঙ্কায় "সদানন্দ" এই বিশেষণ দ্বারা তাহার ব্যাবৃত্তি হইয়াছে। আর ব্রহ্মাদিবন্দিত এই বিশেষণ দ্বারা নৃসিংহের নাভিমণ্ডলস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই সকল পরিচারক কর্তৃক বন্দনীয় মহাচক্রাখ্য স্থান প্রসিদ্ধ আছে, ঐ স্থানে

গমন করিলে তাহার আর নিবৃত্তি হয় না, এই উক্তি দ্বারা উক্ত স্থান ভিন্ন আর গন্তব্য স্থান নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন, বিষ্ণুর এই দ্বাদশ স্থানই উপাসক ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বকাল দর্শন করিয়া থাকেন। আর মেধাবী, অর্থাৎ সমাধিতে ধারণাশক্তিযুক্ত জাগরিতাবস্থাতে অবস্থিত ব্রাহ্মণ উপাসকগণ সেই পরমধামকে সমৃদ্ধিশালী করেন। বিষ্ণুর ঐ পরমপদ নিষ্কামী ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অধ্যায়সমাপ্তির শেষে বাক্য দুইবার উচ্চারণ করাই বেদের অভিমত, অতএব "তদেতন্নিষ্কামস্য ভবতি" এই বাক্যের দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ইতি নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে পূর্ব্বভাগ সমাপ্ত।

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

নৃসিংহতাপনী

উত্তরভাগঃ

প্রশ্নোপনিষৎ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

॥ ওঁ ॥ নমো ভগবতে শ্রীনৃসিংহায় ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ১ ॥

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বেদেবাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ২ ॥

উপনিষৎপ্রারম্ভে শান্তিপাঠ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। হে যজ্ঞরক্ষক দেবগণ! আমাদিগকে এইরূপ বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন শ্রবণ দ্বারা সেই নৃসিংহরূপী চিদানন্দ পরব্রহ্মের মঙ্গল শ্রবণ করিতে পারি, এই চক্ষুদ্বারা যেন তাঁহারই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ রূপ

দর্শন করি, এইরূপে আমাদিগের সকল অবয়বই যেন সেই বিভুর আরাধনায় তৎপর থাকে। আর আপনাদিগের ন্যায় আয়ুর্বৃদ্ধি হউক এবং আমরা যেন সুস্থশরীরে সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিভুর আরাধনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারি। আর বৃহস্পতিশিষ্য দেবরাজ ইন্দ্র আমাদিগের মঙ্গল প্রদান করুন, পূষা নামক দেবতা আমাদিগের শুভবিধান করুন, বিশ্বেদেবগণ আমাদিগের সর্ব্বত্র কল্যাণ করুন, অরিষ্টনেমি আমাদিগের শুভ প্রদান করুন এবং দেবাচার্য্য বৃহস্পতি আমাদিগের কল্যাণবিধান করুন ॥ ১—২ ॥

ওঁ দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ অণোরণীয়াংসমিমমাত্মানমোঙ্কারং নো ব্যাচক্ষ্বেতি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বভাগে নৃসিংহাকার ব্রহ্মোপাসনায় যে নিরুপাধি পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ ফললাভ হয়, তাহাই উক্ত হইয়াছে। বার্ত্তিক সূত্রকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত এই নৃসিংহ ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত হইল। আর অনুষ্টুপ্‌মন্ত্রের অঙ্গরূপে নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যাতে প্রণবের উল্লেখ হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, সকল বেদের আদিতে প্রণব বর্ত্তমান, যে ব্যক্তি সেই প্রণব সামের অঙ্গীভূত বলিয়া জানেন, তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, এই লোকত্রয় জয় করিতে পারেন। এই দ্বিতীয় ভাগে কথিত হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত উপাসনাদি দ্বারা যাহাদিগের অন্তঃকরণ কিঞ্চিন্মাত্র শুদ্ধ হওয়ায় কেবলমাত্র পরব্রহ্মবিদ্যাবিকাশের যোগ্য, প্রণবপ্রধান নৃসিংহাকারব্রহ্মোপাসনা অবলম্বনে ক্রমে তদ্দ্বারা তুরীয়ভাবের উপাসনা তাহাদিগের কর্ত্তব্যরূপে বিধান করিবেন। পরে সেই উপাসনানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা অতি

বিশুদ্ধান্তঃরণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের তুরীয় ব্রহ্মবিদ্যাই ব্রহ্মস্বরূপাবস্থানের একমাত্র উপায় বলিয়া কথিত হইতেছে। আর ইহাও উক্ত আছে যে, ইহাতে তুরীয় ব্রহ্মবিদ্যাই অপরোক্ষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। অর্থাৎ যে উপাসনায় তুরীয়াবস্থায় (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুসুপ্তির অতীত) উপনীত হওয়া যায়, সেই উপাসনা ও তুরীয় বিদ্যা প্রদর্শিত হইতেছে। যদি বল, তবে তুরীয় বিদ্যালাভের জন্য অনুষ্টুপ্‌মন্ত্রের প্রয়োগ কেন? তাহা প্রণবের অঙ্গরূপ জানিও, যেহেতু, অনুষ্টুপ্‌মন্ত্র দ্বারা সন্ধান করিয়া পরে প্রণবোপাসনায় সেই তুরীয়ভাবে অবস্থিত হইলে ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইতে পারা যায়, এই উক্তি দ্বারা অনুষ্টুভের গৌণত্ব ও প্রণবের প্রাধান্য শ্রুত হয়। বিশেষতঃ অতঃপর প্রণবের মধ্যেই অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের তাৎপর্য্য নিহিত হইবে। এইক্ষণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান, ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ, কিম্বা ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির নিমিত্ত আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে।—দেবগণ পূর্ব্বোক্ত উপাসনাদি দ্বারা প্রদীপ্তান্তঃকরণ হইয়া যখন প্রশ্নে অধিকারী হইলেন, তখন পুনর্ব্বার আচার্য্যপ্রবর প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! এইক্ষণ সূক্ষ্ম, অর্থাৎ অব্যাকৃত আকাশাদি হইতেও অতি সূক্ষ্মতর ওঙ্কাররূপী পরমাত্মস্বরূপ আমাদিগকে উপদেশ করুন। আচার্য্য অনুষ্টুপ্ উপাধিসম্পন্ন বা অনুষ্টুপ্ মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বলিয়া যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, উত্তর গ্রন্থে সেই ওঙ্কারস্বরূপ আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। যে ওঙ্কার অনুষ্টুপ্ মন্ত্রেরও কারণভূত, সেই ওঙ্কাররূপী পরমাত্মার স্বরূপ আমাদিগের নিকট বিস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। বিরিঞ্চিপ্রোক্ত মন্ত্ররাজকল্পে প্রণবের কার্য্যভূত বলিয়া

অনুষ্টুপ্ শ্রুত আছে, বিরিঞ্চি বলিয়াছেন, আমারই বক্ত্রচতুষ্টয় হইতে চতুর্মাত্রাত্মক প্রণব হইতে অভিব্যক্ত চতুষ্পাদ মহামন্ত্র নির্গত হইয়াছে। আর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে, যেমন ঘটেতে মৃত্তিকার সম্পর্ক আছে, সেইরূপ অনুষ্টুপে প্রণবের সমন্বয় জানা যায়, অর্থাৎ উগ্রাদি অহসন্ত অনুষ্টুপ্ মন্ত্র প্রণবেই পর্য্যবসিত। বিরিঞ্চিপ্রোক্ত মন্ত্ররাজকল্পে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সর্ব্বার্থসাধক এই নৃসিংহমন্ত্র প্রণবের অন্তর্গত, যাহার আদিতে উকার ও অন্তে হঙ্কার কীর্ত্তিত আছে। এই হঙ্কার বিলুপ্ত হইলে অক্ষরব্যত্যয় করিলেই প্রণব ব্যক্ত হয়, অতএব অনুষ্টুপ্ হইতেও ওঙ্কারের সূক্ষ্মতরত্ব সিদ্ধ হইল। অনুষ্টুপের স্বীয় অভিপ্রায় এই প্রাধান্য রাখিয়া পূর্ব্বে পরমাত্মস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই অনুষ্টুপের কারণভূত প্রণবের প্রাধান্য হেতু অনুষ্টুপের গৌণভাব স্বীকার করিয়া আমাদিগকে উপদেশ করুন ॥ ৩ ॥

ওঁ তথেত্যোমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ৪ ॥

দেবগণ প্রজাপতির নিকটে উক্তপ্রকারে প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি 'ওম্' বলিয়া দেবগণকে অনুমতি প্রদান করিলেন, অর্থাৎ আমি তোমাদিগের প্রার্থনানুরূপ উপদেশ করিব, ইহা স্বীকার করিলেন। প্রথমতঃ সংক্ষেপে অনুষ্টুপের প্রণবস্বরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন। দেখা যায়, প্রথমে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পরে বিস্তাররূপে প্রতিপাদন করিলে তাহা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারে, অনুষ্টুপ্ সকল কার্য্যকারণসমষ্টিরূপী বিশ্বের স্বরূপ, যে ব্যক্তি এই নারসিংহ অনুষ্টুপ্ ছন্দে বদ্ধ মন্ত্ররাজ প্রত্যক্ষ করিয়াছে,

তাহার দ্বারা সকল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে, এই জন্য জাগতিক যাহা কিছু সমুদায়কেই অনুষ্টুপ্ মন্ত্রস্বরূপ বলা হয়, ইত্যাদি বাক্যে যদিও কেবল অনুষ্টুভের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, তথাপি ঐ অনুষ্টুভের সহিত ওঙ্কারের বিদ্যমানতা জানিবে। যেহেতু, এই ওঙ্কার বাঙ্মাত্ররূপী, আর ইহাও কথিত হইবে যে, ওঙ্কারই বাক্য। ইহাতে যদি বল, অনুষ্টুপ্ ও বাক্যমাত্রস্বরূপ বলিয়া উক্ত আছে এবং প্রণবও সেই অনুষ্টুপাত্মক, অতএব অর্থযুক্ত অনুষ্টুপের কিরূপে প্রণবাত্মত্ব হইতে পারে এবং তাহার বিপরীতই বা কেন না হয়? এই আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, অনুষ্টুপেতেই প্রণবের অন্বয় দেখা যায়, প্রণবে অনুষ্টুপের সন্ধান নহে, এ জন্য অনুষ্টুপের প্রতি প্রণবের কারণত্বই ঘটে, ইহা দ্বারাই উক্ত আশঙ্কা পরিহৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ বাক্যমাত্রস্বরূপ অনুষ্টুপ্ হইতে তাদৃশ প্রণবের ভেদই নাই, সুতরাং অনুষ্টুপের প্রণবস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল। অনুষ্টুপে প্রণবের প্রভেদ আছে বলিলেও বাগ্বিশেষরূপ প্রণব ও অনুষ্টুপের মধ্যে প্রণবেরই কারণতা দৃষ্ট হয়, অতএব বাক্যসামান্যরূপ অনুষ্টুপ্ ও প্রণবের কার্য্যকারণভাব পূর্ব্ববৎই যুক্ত অর্থাৎ অনুষ্টুপ্ কার্য্য এবং প্রণব কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতেছে। বাস্তবিক অনুষ্টুপ্ বাঙ্মাত্ররূপী প্রণবের অন্তর্ভূত। যেমন অন্যান্য শব্দ সকল প্রণবের অন্তর্ভূত, সেইরূপ অনুষ্টুপ্ও প্রণবের অন্তর্ভূত। অন্যত্র উক্ত আছে যে, অকারই সকল বাক্যস্বরূপ, তাহাই স্পর্শ উষ্ম প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তীভূত হইয়া নানারূপ হয়। আর প্রত্যক্ষত দেখা যায় যে, একটি শঙ্কু সকল পর্ণ সংযত করিতে পারে, সেইরূপ এক ওঙ্কার দ্বারা সকল বাক্য সংযত আছে, এই জন্য প্রণবকে

সর্ব্ববাক্যাত্মক বলা হইয়াছে। আর উক্ত আছে যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায়, সেই সকল বস্তুই প্রণবাত্মক এবং বিশেষ বিশেষ পদার্থও সেই সেই অর্থবাচক নামবিশেষসাহায্যে বাঙ্‌মাত্ররূপী প্রণবের অন্তর্ভূত আছে, যেহেতু, নাম ব্যতিরেকে সেই সকল অর্থের উপলব্ধি হয় না। আর "তস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতং সর্ব্বং হীদং নামনী তস্যৈ যদুপাংশু স প্রাণঃ অথ যদুচ্চৈস্তচ্ছরীরমিতি অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা যো বৈ তাং বাচং বেদ যস্যা বিকারঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে বাক্যের কারণত্ব শ্রুত আছে এবং "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" এই শ্রুতিতে পৃথিব্যাদি বিকারের নামমাত্রত্বও শ্রুত আছে। পরন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রণবই সর্ব্বাত্মক বলিয়া কথিত আছে। আর ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকামের উপদেশকালে মুনিগণ বলিয়াছেন যে, হে সত্যকাম! ওঙ্কারই সর্ব্বময় এবং ওঙ্কারই পরাপর ব্রহ্ম, এই প্রণব সর্ব্বচ্ছন্দের প্রধান এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই ওঙ্কার, ইত্যাদি বাক্যে প্রণবেরই সর্ব্বময়ত্ব কথিত আছে। এইক্ষণ বল দেখি, প্রণবের মত সকল শব্দেরই বাক্যরূপতা বিবক্ষা করিয়া সর্ব্বময়ত্ব বলিলে, প্রণবের সর্ব্বাত্মত্ব-বিষয়ে বিশেষ কি হইল? যে প্রণবে সর্ব্বশ্রুতির এত মহা আদর দেখা যাইতেছে, ইহাতে যদি বল "সকল বেদ যে পদ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই প্রধান অবলম্বন" ইত্যাদি স্থানেতে অনুষ্টুপেরও ঐ প্রণবে অন্তর্ভাব উক্ত আছে, ইহাই বিশেষ, তাহাও নহে, যেহেতু, অন্যান্য উকারাদি মকারান্ত "উগ্রং বীরম্" ইত্যাদি মন্ত্রেতেও অনুষ্টুপের অন্তর্ভাব সম্ভব, অতএব প্রণবেরই অনুষ্টুবন্তর্ভাবকথনহেতু

প্রথিত। অন্যান্য মন্ত্র হইতে বিশেষত্ব প্রকাশ হয় না; সুতরাং কি বিশেষ আছে, তাহা অবশ্যই বক্তব্য। ইহাতে উত্তর এই যে, অন্যান্য শব্দ হইতে প্রণবের যে বিশেষ আছে, তাহা কেবল শ্রুতি অথবা স্মৃতি দ্বারা বোধ্য, উহা আমাদিগের বুদ্ধিমাত্রগম্য নহে। সারসংগ্রহে প্রণবনির্ণয়ে উক্ত আছে যে, অকার, উকার, মকারাত্মক প্রণবের অকারে ঋগ্বেদ, উকারে যজুর্ব্বেদ এবং মকারে সামবেদ হইয়াছে; সুতরাং এক প্রণবই সর্ব্বময় বলা যায়। আর ষট্ বেদাঙ্গ, ন্যায়, মীমাংসা, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি সকলই বেদের অন্তর্ভূত এবং সকল বেদও প্রণবে নিহিত আছে। অকারাদি হকারান্ত বর্ণসমুদায়ের মধ্যে অকার বীজময় পুরুষ এবং হকার শক্তিরূপিণী প্রকৃতি, এইরূপে প্রণবমধ্যগত অকার জীবাত্মা এবং তাহাই পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, আর উকার শক্তিস্বরূপ বিধায় তাহাই প্রকৃতি এবং ঐ প্রকৃতিও হকাররূপিণী। অতএব প্রকৃতি-পুরুষাত্মক বর্ণসকলই ওঙ্কারের মধ্যগত এবং ব্যক্তাব্যক্তরূপী পরমেশ্বরই মকারস্বরূপ, অথবা প্রণবান্তর্গত অকারই চিন্মাত্রস্বরূপ পরমেশ্বর, আর উকারও সর্ব্বপ্রকাশক এবং উকারই সকলের অভিব্যক্তির কারণ। এই উকার ব্যতিরেকে কদাপি কোন বস্তুর, কোন বর্ণের প্রকাশ হয় না। সুতরাং ঐ উকারই কার্য্যকারণস্বরূপ ও শক্তি-প্রধান, অতএব বিজ্ঞগণ উকারকে জগৎপ্রসবরূপী জানিয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াত্মকরূপে অতি দীর্ঘ স্বরে উকারের উচ্চারণ করেন। অকার চন্দ্র, উকার সূর্য্য এবং মকার অগ্নি; সুতরাং প্রণব উক্ত তিন তেজোময়। চন্দ্র ষোড়শকলাত্মক ষোড়শস্বর-বিশিষ্ট, সূর্য্য দ্বাদশমাসাত্মক এবং ঐ সকল মাস দ্বিবিধ, অর্থাৎ ঐ

দ্বিবিধ মাস অয়নদ্বয়ভেদে সৃষ্টি ও সংহারস্বরূপী। সংহার ও মোক্ষভেদেই অহোরাত্রবিভাগকারী; উহারা সৃষ্টিসংহারস্বরূপভেদে ককার-ভকারাদি বর্ণস্বরূপ। আর মকার কালনামধেয়, পরমাত্মা মহা শক্তিমান্, এই মহাপ্রভু আদিত্যের অন্তর্গত হইয়া নানা প্রকার কালের বিভাগ করিতেছেন। ইনিই সর্ব্বসংহারকারী প্রলয়বহ্নি-স্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী ও চিন্ময়বিগ্রহ। আর এই মকারই পঞ্চবিংশ তত্ত্বাত্মক বর্ণতত্ত্বরূপে সুখদুঃখাদি ভোগ করেন এবং ষড়্‌বিংশতত্ত্বরূপী পরমাত্মা তদতীত তত্ত্বরূপ। পরন্তু প্রণবস্থ মকার উক্ত উভয়স্বরূপ। মহাচৈতন্যরূপী মকার সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা হইতে কার্য্যকারণ-ভাবে উকারাত্মায় প্রবেশ করিয়া চিদাভাসের জীবাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহাই প্রণবের অর্থ। অথবা মকারই অগ্নিরূপী ভোক্তা এবং ইহা দশপ্রকারে বিভক্ত। যেহেতু, ঐ অগ্নি এই জীবশরীরে রক্তাদি সপ্তধাতু ও বাতপিত্তকফরূপী ত্রিধাতুর আধাররূপে বিদ্যমান আছে, যকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ তাহার দশ ভেদরূপী, এবং মকারই উক্ত সমষ্টিস্বরূপ, তিনি ভোক্তা ও ভোজকরূপে বর্ত্তমান, অতএব প্রণবই সর্ব্বময় সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর, আর এই প্রণবই সর্ব্বপ্রকার তেজের অন্তর্গত এবং স্বয়ং সর্ব্ববর্ণাত্মক। কিম্বা প্রণবের অর্থ এই প্রকারও হইতে পারে—অকার প্রকৃতির বোধক, যেহেতু, সেই প্রকৃতি যেমন সত্তা ও বীজরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, ঐরূপ অকারও সকল বর্ণে সংযুক্ত অর্থাৎ অকার-সাহায্যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয়; সুতরাং প্রকৃতিবাচক অকার প্রকৃতি হইতে অভিন্ন। আর উকার সন্মাত্র-বাচক বিধায় সদা অভিন্নরূপী হইয়াছে। উকার অর্থে—উন্মুখ, চিন্ময় পুরুষের বিশ্বব্যাপ্তি ও শক্তির আধিক্য প্রযুক্ত প্রকৃতিস্বরূপ অকার

হইতেই ইহা উদ্গত হইয়াছে। এইরূপ আত্মশক্তিস্বরূপ প্রকৃতি চিদাভাসের শক্তি দ্বারা শক্তিমতী জানিবে; অতএব উকারও সেই পরমাত্মরূপী; সুতরাং উহা চিদাভাসবিশিষ্ট ও অমৃতাপ্লুত এবং মকার অদ্বিতীয় পরমাত্মার বোধস্বরূপ, ইহা নিরাভাস অখণ্ড বিজ্ঞান ও আনন্দৈকরসস্বরূপ। এই সকল কারণেই ওঙ্কারকে পরমাত্মা বলিয়া জানা যায়। সুতরাং অকার, উকার ও মকার—এই কয়টি অন্যান্য বর্ণের সারভূত, তাহারাই পরম বর্ণ। অকারাদি সকারান্ত যে সকল মন্ত্র আছে, তাহারা সকলই প্রণবাত্মক। আর ঐ সকল বর্ণ প্রণবাত্মক বিধায়ই সর্ব্বাত্মস্বরূপ; তাহারা স্বাভাবিক সর্ব্বাত্মকস্বরূপ নহে। এইরূপ অর্থবিশিষ্ট অনুষ্টুভ মন্ত্ররাজকে প্রণবের অন্তর্ভূত করিয়া এবং তদ্দ্বারাই আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের প্রকার সংক্ষেপে সবিস্তর সেই মন্ত্রব্যাখ্যানের অভিপ্রায়ে শ্রোতৃবর্গের চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত প্রজাপতি বলিতেছেন যে, এক্ষণে প্রণবাক্ষরের উপব্যাখ্যান অর্থাৎ আত্মপরিজ্ঞানের উপায়রূপে বিধায় তাহার ব্যাখ্যান আরব্ধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রণবাক্ষরের উপব্যাখ্যান কর্ত্তব্য, এইক্ষণ সেই পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত প্রণবব্যাখ্যান কথিত হইতেছে।—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়বর্ত্তী কার্য্যসমূহ স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। স্থূলকার্য্য সমষ্টি ও ব্যষ্টিস্বরূপ বিরাড্রূপী এবং সূক্ষ্মকার্য্যও সমষ্টি, অর্থাৎ একত্রীভূত ও ব্যষ্টি, অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত হিরণ্যগর্ভরূপ,

এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই ওঙ্কার। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়বর্ত্তী সমুদায় কার্য্যই অকার ও উকারস্বরূপ, ইহাই বলা কর্ত্তব্য। যেহেতু, বিরাট ও হিরণ্যগর্ভ ইহারাই অকার ও উকারাত্মক বলিয়া পরে কথিত হইবে, সমগ্র প্রণবস্বরূপ নহে, তবে হিরণ্যগর্ভ বিরাট পুরুষকে প্রণবস্বরূপ বলা হইল কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে, অকার ও উকারাত্মক বিরাট ও হিরণ্যগর্ভ ওঙ্কারের একাংশস্বরূপ হইলেও এ স্থলে লক্ষণা অবলম্বন করিয়াই উক্ত হইয়াছে। সেই স্থলেও ভূত ও ভবিষ্যৎ এই দুইটিই বিরাট ও হিরণ্যগর্ভরূপে উক্ত আছে, যেহেতু, উহাদিগের কালপরিচ্ছেদ সম্ভব হয়। বিশেষতঃ এই শ্রুতিতেও যাহা ত্রিকালাতীত, অব্যক্ত প্রভৃতি পদার্থ সমূহেরও ওঙ্কারস্বরূপ, এইরূপে পৃথক্‌ভাবে উক্ত হইয়াছে। বিরাট হিরণ্যগর্ভ অকারও উকারাত্মক যদি বল, তাহা হইলে শ্রুত্যর্থ ত্যাগ করিতে হয়। তথাপি যদি সাধারণভাবে সকল ওঙ্কারাত্মক, ইহা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে কালত্রয়বৃত্তি এবং কালত্রয়সম্বন্ধ সমুদায় কার্য্যই ওঙ্কারাত্মক, ইহাই বলা উচিত। আবার যদি জগতের একদেশ উল্লেখ করিয়াই সর্ব্বপদার্থ ওঙ্কারস্বরূপ বলা হয়, তাহাও উপপন্ন হয় না। যেহেতু সামান্য প্রকারেই সকল ওঙ্কারাত্মক, ইহাই পূর্ব্বে উক্ত আছে, সুতরাং এই গ্রন্থের অভিপ্রায় বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, অব্যক্ত ও সন্মাত্র ইহাদিগের প্রত্যেকেরই সর্ব্বস্বরূপ প্রণবাত্মক, ইহাই বক্তব্য হইল। এইক্ষণ যদি বল যে, মীমাংসকগণ শব্দের চারিপ্রকার বৃত্তি স্বীকার করেন, বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা—এই চারি বৃত্তিভেদে ওঙ্কার শব্দ চতুঃশরীরী বলিয়া প্রথিত, তন্মধ্যে

পর পর উচ্চারিত অক্ষরশ্রেণীরূপা বৈখরীতে অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রার বিদ্যমানতা হেতু প্রণবস্বরূপতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একমাত্র ওঙ্কার একই প্রয়োগে কিরূপে সর্ব্বপ্রকারে শরীরচতুষ্টয়স্বরূপ হইতে পারে? এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা বা পরাস্বরূপ প্রণবেরও বৈখরী প্রভৃতি হইতে ঈষন্মাত্র বিভিন্নতা নিবন্ধন সর্ব্বাত্মকত্ব স্বীকার করিতে হয়। এইরূপেই অকারাদি প্রত্যেক বর্ণের চারিরূপে বর্ত্তমানতা হেতু প্রণবের বক্ষ্যমাণ বিরাটাদির সম্ভব হয়, উক্তচতুঃপ্রকার শব্দরূপসম্পন্ন অকারাদির বিরাট ও হিরণ্যগর্ভের বাচকত্ব পরে কথিত হইবে। অকারাদি অর্থাৎ অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা—ইহারাই বীজ, বিন্দু, নাদ ও শক্তিস্বরূপ এবং ইহাই আত্মভেদে বাক্‌চতুষ্টয়রূপ, ইহারাও উচ্চারণাদিরহিত নহে, যেহেতু, লৌকিক শব্দমাত্র বৈখরী প্রভৃতি বৃত্তিরহিত নাই। আর উক্ত আছে যে, পদ সকল বৈখরী প্রভৃতি চারিপ্রকার বাক্‌বৃত্তিসম্পন্ন, যে ব্রাহ্মণগণ উহা অবগত আছেন, তাঁহারাই জ্ঞানী এবং মনুষ্যগণও চতুর্ব্বিধ বাক্য বলিয়া থাকে, অতএব বৈখরী প্রভৃতি উত্তরোত্তর বাক্যের অবস্থা সূক্ষ্মা। ইহারা তাদৃশ বিরাডাদির বাচকত্ব বলিয়া বিরাডাদিস্বরূপ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের মত বাক্যও বিশ্বব্যাপক; অতএব অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা আমাদের শ্রবণযোগ্য স্বরে উচ্চারিত। প্রণবই প্রধান বৈখরী বৃত্তিময় বিরাট পুরুষবাচক। কেন না, বৈখরীর স্বর ও প্রণবের স্বর উভয়ই সমান এবং স্বরের দীর্ঘতাও উভয়ের পক্ষে তুল্য। বৈখরী বাক্ উচ্চারণের পূর্ব্বে প্রণবের অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা এই চারি মাত্রার মনে উদ্ভব হয়, ক্রমে বর্ণবিচারে জ্ঞানশক্তির আশ্রয় হয়;

সুতরাং মধ্যমা নাম্নী বাক্ বিষয়ীভূত হওয়ায় মধ্যমা বাক্প্রধান এবং প্রণব হিরণ্যগর্ভের বাচকরূপে প্রতীত আছে। হিরণ্যগর্ভ ও মধ্যমা বাক্স্বরূপ প্রণবের মন্ত্রময়ত্ব সমান। আর জ্ঞানশক্তিপ্রধান মধ্যমাত্রাস্বরূপ প্রণবই হিরণ্যগর্ভবাচক, যেহেতু, উভয়েরই মনোরূপত্ববিষয়ে সাম্য আছে। এই বাক্ অবস্থায় মধ্যে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই মধ্যম নামে অভিহিত। এইরূপে বিরাট ও হিরণ্যগর্ভের পরে বক্ষ্যমাণ চতুষ্প্রকারে মধ্যমা ও বৈখরীরূপ প্রণবময়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া সমষ্টি ব্যষ্টির সুষুপ্তিময় অব্যক্ত কারণশরীর—যাহা জাগতিক সকল বাসনা পরিপূর্ণ করে বলিয়া ঈষৎ সৃজ্যুন্মুখ সৎস্বরূপ, অথর্ব্ব ব্রাহ্মণশ্রুতিই সেই প্রণবের পরা বা সূক্ষ্মা নামক বাক্স্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ের অতীত যাহা কিছু, তাহাও ওঙ্কার। মধ্যমনামা বাকের বিশেষ জ্ঞানে পূর্ব্বে ক্রমহীন স্পন্দনমাত্ররূপী সাধারণ জ্ঞানাত্মক ইচ্ছাশক্তিপ্রধান অবস্থায় যে অবস্থান করে, উহা পশ্যন্তীস্বরূপ প্রণব। উহা উক্তরূপ কারণশরীরবাচক আর সর্ব্বস্পন্দহীন, কেবল সৎস্বরূপে অবস্থিত, স্বাতন্ত্র্যশক্তিময় পরাবাক্রূপ প্রণবই উক্তরূপ সামান্যশরীরবাচক। যেহেতু, উক্ত বাচক ব্যতিরেকে বাচ্য সকলের উপলব্ধি হয় না, অতএব সকলই ওঙ্কার, ইহা যুক্তিযুক্ত হইল। আর 'যচ্চান্যৎ' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রণবের সর্ব্ববাচ্যবাচকত্ব কল্পনাহীন শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপতা উক্ত হইল। কেন না, প্রণবের চিৎস্বরূপতা ব্যতিরেকে (প্রকাশরূপ) বাচকত্ব সম্ভব হয় না॥ ৫ ॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম তমেতমাত্মানমোমিতি ব্রহ্মণৈকীকৃত্য

ব্রহ্ম চাত্মনা ওমিত্যেকীকৃত্য তদেকমজরমমৃতমভয়মোমিত্যনুভূয় তস্মিন্নিদং সর্ব্বং ত্রিশরীরমারোপ্য তন্ময়ং হি তদেবেতি সংহরেদোমিতি ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে এক প্রকার আত্মপ্রতিবোধের জন্য ওঙ্কারের উপব্যাখ্যান করিয়া এক্ষণে ঐ ব্যাখ্যাত সার্থ বাক্‌চতুষ্টয়াত্মক প্রণবকে ক্রমতঃ তৎসাক্ষীভূত ব্রহ্মভাবে বিলীন করিলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে।—এই পরিদৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক আকীট-ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম এবং এই কূটস্থ জীবাত্মাও ব্রহ্ম অর্থাৎ ত্বংপদার্থ ও তৎপদার্থের দ্বারা সংশোধিত করিলে শুদ্ধ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়। ইহাই এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য। প্রণব দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য জানিতে হয়, যোগী প্রথমস্তরে 'অহং সঃ' 'আমিই সেই' এইরূপ প্রণবের অর্থ চিন্তা করিয়া অন্তরাত্মার ঐক্য ধ্যান করিবেন। 'অহং সঃ' এই বাক্যস্থ 'অহং' শব্দে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরাভিমানী ও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি দশার সাক্ষী আত্মাকে বুঝায়—যাহা তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বং' শব্দের প্রতিপাদ্য। অথচ প্রণবের অন্তর্গত অকার ও উকার এই দুইটি বর্ণও উক্ত স্থলে সূক্ষ্মদেহধারী জীবাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং ঐ দুই বর্ণ জীবাত্মস্বরূপ, ইহা যুক্তিযুক্ত হইল। আর 'সঃ' এই শব্দ সুষুপ্তিকালীন কারণশরীরাভিমানী আত্মার বোধক, 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' পদের ঐ অর্থ। উহাকে কারণোপাধির সাক্ষীভূত পরমাত্মাই জানিবে। প্রণবের শেষ বর্ণ 'ম'কারই সেই তৎপদার্থ বা পরমাত্মার বাচক। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য 'ওম্' শব্দের তাৎপর্য্য অবগত হইবে। অতঃপর

দ্বিতীয় স্তরে যোগী 'সোঽহং' বাক্যে প্রণবের ধারণা করিয়া ঐরূপ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান করিবেন। বস্তুতঃ 'সোঽহং' এই শব্দের 'স' ও 'হং' পরিত্যাগ করিলে 'ওম্' মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই প্রণব; সুতরাং প্রণবই যে পরমাত্মার বাচক, তাহা সিদ্ধ হইল। 'তৎ' শব্দে মায়োপাধি ব্রহ্ম ও 'ত্বম্' শব্দে অবিদ্যোপাধি জীবকে বুঝায়। ঐ উভয়ের উপাধি ত্যাগ করিয়া 'অসি' শব্দে ঐক্য স্থাপন করাই 'তত্ত্বমসি' বাক্যের উদ্দেশ্য। সেই পরংব্রহ্ম অদ্বিতীয় বস্তু; সুতরাং তাঁহার জরার কোন কারণই নাই, অতএব তিনিই অজর। আর যেহেতু তাঁহার জরা নাই, অতএব তিনিই অমৃত, অর্থাৎ সর্ব্ববিকাররহিত, তাঁহার কোনরূপ বিকার নাই বলিয়াই পরমাত্মা অভয়, অর্থাৎ তাঁহার কোনও ভয়ের কারণ নাই, এই শাস্ত্র, আচার্য্য ও যুক্তিসিদ্ধ আত্মার ঐক্যই অনুভবসিদ্ধ প্রমা ও ওম্ শব্দে প্রতিপাদিত হইল। এইরূপে পরংব্রহ্মেতে আত্মার অভেদ অনুভব করিয়া তাহাতে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীরের আরোপ জ্ঞান করিয়া সংসার সংহার করিবে। জাগতিক সকল বস্তুই যে সচ্চিদানন্দময়, তাহার কারণ—আমরা যে ঘট-পট আছে বলিয়া ব্যবহার করি, উহাই ব্রহ্মের সত্তা, ঘটের পটের যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানাংশ ব্রহ্মস্বরূপ, আর পদার্থমাত্রেই যে সুখের কারণ, তাহাতে ব্রহ্মের আনন্দ বিদ্যমান। সুতরাং পদার্থের সারাংশজ্ঞান সত্তা ও আনন্দময়ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মধ্যান করিবে। যদিও এইরূপে স্বাত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্যক্তির কদাচিৎ কোন কারণ বশতঃ জগৎ জ্ঞান বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে সেই জগৎ শরীরাভিমানী আত্মাতে কল্পনা করিবে। আর পূর্ব্বোক্ত সোঽহং বাক্যে প্রতিপাদিত

তুরীয় (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি দশার অতীত) ব্রহ্মে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণশরীরভেদে বিভক্ত কার্য্যকারণসমষ্টিরূপী জগতের অধ্যাস বা আরোপ চিন্তা করিবে। সামান্য-নামক শরীর কারণ-শরীর হইতে বিভিন্ন নহে, এ জন্য ত্রিশরীর বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টির জন্য যে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ঈক্ষণ, তৎপরে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের যে বহির্মুখ অবস্থা, তাহাই কারণশরীর বলিয়া কথিত ;—যাহাকে মায়াশরীরও বলা হয়। আর ঐ কারণশরীরই অন্তর্ম্মুখ সর্ব্বসাক্ষী ও একাকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপা হইলে সামান্য শরীর বলিয়া কথিত হয়। বাস্তবিক পরংব্রহ্মেতে যে সমুদায় আরোপ করিবে, তাহাতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিবে না, সমুদায় তন্ময়, এইরূপ জ্ঞান করিয়া সমুদায় পরিহার করিবে ; অর্থাৎ সেই আত্মাই সচ্চিদানন্দময় তুরীয় ব্রহ্ম, তন্ময়ই এই জগৎ, এইরূপে ব্রহ্মে জগৎ আরোপ করিবে। যেহেতু, তাঁহাতে সমুদায় আরোপিত, সুতরাং তিনিই সর্ব্বময়, এইরূপ যুক্তি দ্বারা অবধারণ করিয়া ওঙ্কাররূপে আত্মাকে জানিবে এবং সকলই একমাত্র আত্মা, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞান করিয়া আত্মাতেই সকল দৃশ্যের লয় করিবে ॥ ৬ ॥

তং বা এতং ত্রিশরীরমাত্মানং ত্রিশরীরং এবং ব্রহ্মাত্মানুসন্দধ্যাৎ ॥ ৭ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বশ্রুতিতে আশঙ্কা হইতেছে যে, কিরূপে সকলের ত্রিশরীরত্ব হইতে পারে, কিরূপেই বা তুরীয় ব্রহ্মেতে আরোপিত হইলেই ব্রহ্মস্বরূপতা হয় ? আর কেনই বা ওঙ্কারের উচ্চারণমাত্র

তুরীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়া তাহাতে দৃশ্য প্রপঞ্চের লয় হইতে পারে? এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ "তং বা এতং" ইত্যাদি এবং "এষ বীরো নৃসিংহ এব" ইত্যন্ত গ্রন্থের অবতারণা হইতেছে। পরমাত্মাকেই অন্তরাত্মা বলিয়া জানিবে। এইরূপে পরমাত্মার বাস্তব রূপ নিরূপণ পূর্ব্বক তাঁহারই নিয়মাধীন ধ্যানের নিমিত্ত কাল্পনিক রূপ উপদেশ হইতেছে। আত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম ও সৌষুপ্ত এই ত্রিবিধ শরীর আছে বলিয়াই তাঁহাকে ত্রিশরীর বলা যায়। আর আত্মা সেই ত্রিশরীরে থাকা অভিমান বশতঃ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হয়েন। এইরূপে আত্মাকেও ত্রিশরীর এবং ব্রহ্মকেও ত্রিশরীর বলিয়া চিন্তা করিবে। বিরাট্‌শরীরীকে ব্রহ্মনামে, হিরণ্যগর্ভশরীরাভিমানীকে বৈশ্বানর সংজ্ঞায় ও অব্যক্তশরীরধারী আত্মাকে সূত্রেশ্বর শব্দে অভিহিত করা হয়। যদিও জাগতিক নিয়মাধীন সমুদায়ই জীব ও ব্রহ্মের শরীর, তথাপি সমষ্টি শরীরত্রয়ে ব্রহ্মাভিব্যক্তির আধিক্য হেতু সেই শরীরত্রয়ই নিয়ন্তা ব্রহ্মের শরীর বলিয়া কথিত হয়, যেহেতু, "যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে নিয়মকর্ত্তার নিয়মে চালিত পদার্থমাত্রই শরীর;—যাহা স্থূল, সূক্ষ্ম ও সৌষুপ্ত শরীরভেদে ত্রিবিধ ও বিশ্বনিয়ন্তার শরীরত্রয়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া শ্রুত আছে। আর "সর্ব্বে জীবাঃ সর্ব্বময়াঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও সকল পদার্থ জীবের শরীর বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের যেমন যে শরীরে স্বাতন্ত্র্য আছে, সেইরূপ ব্রহ্মাভিন্ন আত্মারও সেই শরীরে স্বাতন্ত্র্য জানা গেল॥ ৭॥

স্থূলত্বাৎ স্থূলভুক্‌ত্বাচ্চ সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মভুক্‌ত্বাচ্চৈক্যাদানন্দভোগাচ্চ

সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাজ্জাগরিতস্থানঃ স্থূলপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-মুখঃ স্থূলভুক্ চ ভূবাত্মা বিশ্বো বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্নস্থানঃ সূক্ষ্মপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ সূক্ষ্মভুক্ চতুবাত্মা তৈজসো হিরণ্যগর্ভো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৮ ॥

এ স্থলে আপত্তি হয় যে, জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য বলা হইল বটে, পরন্তু সেই জীবই শরীর সৃষ্টি করে, স্থাপন করে ও সংহার করে, তবে কিরূপে সেই জীবের ঈশ্বরপারতন্ত্র্য হইতে পারে? অর্থাৎ জীব যে ঈশ্বরের অধীন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতেছে? বিশেষতঃ ত্রিশরীরাভিমানী পরিচ্ছিন্ন জীবের অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সহিত কিরূপেই বা ঐক্য জানা যায়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, গুণের সাম্য অনুসারে উভয়ের ঐক্য করিতে হয়। যেহেতু জীবের স্থূলশরীর ও ঈশ্বরের বিরাট শরীর এই উভয়ই সমান, এবং স্থূলশরীরাভিমানী বিশ্ব-নামক জীবাত্মা ও বিরাট্‌শরীরাভিমানী বিশ্বানরসংজ্ঞক ঈশ্বর উভয়ই তুল্য; অতএব জীব ও ঈশ্বরের সাম্যপ্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ জীব ও ঈশ্বরের সূক্ষ্মশরীরাংশের সাম্য হেতু সেই সূক্ষ্মদেহাভিমানী জীব ঈশ্বরের ঐক্য অবগত হইবে। সৌষুপ্ত শরীর ও কারণশরীরের সাম্যও তদ্রূপ জানিবে। কিন্তু যিনি সাক্ষিস্বরূপ তূরীয় ব্রহ্ম. তাঁহার সর্ব্বসাক্ষিত্বহেতুই ঐক্য জানিবে। ইহার কারণ সাক্ষিত্ব, তাহাও পরে ব্যক্ত হইবে। এইরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ঐক্যোপপাদন দ্বারা সকল জগতের ত্রিশরীরত্ব প্রতিপাদন করা হইল। কিরূপে প্রণবোচ্চারণমাত্রে সর্ব্বপ্রপঞ্চের প্রণবের মধ্যে লয়সাধনপূর্ব্বক তদতিরিক্ত ব্রহ্মেতে অবস্থান ঘটে,

তাহা দেখাইবার জন্য ও চতুর্মাত্রাত্মক প্রণব দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আত্মার প্রকারান্তরে একত্বপ্রদর্শনের নিমিত্ত তাহার চতুষ্পাদ ও চারি অংশ বলিতেছেন। সেই সেই পরাপর আত্মা চতুষ্পাদ অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় দশা এই চতুরবস্থাসম্পন্ন। তন্মধ্যে যিনি জাগ্রদবস্থাপন্ন, স্থূলবিষয়ে যাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান আছে এবং যিনি সপ্তাঙ্গ, অর্থাৎ স্বর্গ যাঁহার মূর্দ্ধা, আদিত্য চক্ষু, অগ্নি মুখ, বায়ু প্রাণ, মধ্যাবকাশ দেহ, সমুদ্র বস্তিদেশ (নাভির অধোভাগ) এবং পৃথিবী চরণ, এইরূপ সপ্তাঙ্গ নাম রূপে সর্ব্বব্যাপক যে পুরুষে বিদ্যমান আছে, মন প্রভৃতি ঊনবিংশতিসংখ্যক মুখশালী, অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রোত্র, নেত্র, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রকৃতি এই ঊনবিংশতি তত্ত্ব যাঁহার উপলব্ধির দ্বার, যিনি স্থূল-বিষয় সকল ভোগ করেন, যিনি চতুরাত্মা, অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থার অভিমানী অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও সাক্ষী, এই চারিটি আত্মা প্রসিদ্ধ আছে এবং যিনি বিশ্ব ও বৈশ্বানর, ইহাই পর পর আত্মার প্রথম পাদ। ইহাতে বিশ্ব ও বৈশ্বানরকে প্রথম পাদ বলায় সমষ্টি ও ব্যষ্টিস্বরূপের ঐক্য উক্ত হইল। এই প্রথম পাদ জানিতে পারিলেই উত্তর-পাদের জ্ঞান হয়। আর যিনি স্বপ্না-বস্থার সাক্ষিস্বরূপ, যিনি সূক্ষ্মপ্রজ্ঞ অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ বাসনা-বিষয়েই যাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান আছে, যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাসনারূপে অবস্থিত সপ্ত অঙ্গ ও একোনবিংশতি -মুখবিশিষ্ট, সূক্ষ্মভুক্ ও চতুরাত্মা, সেই তৈজস হিরণ্য-গর্ভই দ্বিতীয় পাদ। নিদ্রাদশায়ও স্থূল আত্মা ও সূক্ষ্ম আত্মা বাসনাবিশিষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, এজন্য আত্মার চতুর্ব্বিধত্ব

বা চতূরূপত্ব উক্তি অসঙ্গত হয় নাই, যেহেতু, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন দশায়ই বাস্তব তত্ত্বের অপ্রকাশরূপ নিদ্রা সমান ॥ ৮ ॥

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখশ্চতুরাত্মা প্রাজ্ঞ ঈশ্বরস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৯ ॥

এইক্ষণ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তির পার্থক্য দেখাইতেছেন। যাহাতে সুপ্ত হইলে কোন কামনা থাকে না কিম্বা কোন স্বপ্নদর্শন হয় না, তাহাই সুষুপ্তি। আত্মার আপ্ত বিষয়ের ভোগকালে কোন কামনা থাকে না সত্য, কিন্তু অবাস্তবজ্ঞান হয় ও কামনাকালে অবাস্তবজ্ঞানরূপ স্বপ্নদর্শন ঘটে না বটে, পরন্তু কামনা হয়; সুষুপ্তি-দশা এই উভয় হইতে বিভিন্ন। এই সুপ্তিই যাঁহার স্থান, যিনি পূর্ব্ববৎ সপ্তাঙ্গ ও একোনবিংশতিমুখসম্পন্ন, সৎকার্য্যবাদীর মতে সুষুপ্তিকালেও পূর্ব্বোক্ত সপ্ত অঙ্গ একোনবিংশতি তত্ত্ব সমুদয়ই বিদ্যমান সদ্ব্রহ্মের সহিত বিভিন্নরূপে প্রতীতি হয় না মাত্র; যিনি এক, অর্থাৎ তৎকালে কোন বিষয়সম্পর্ক নাই, এজন্য আত্মা শুদ্ধ এক প্রজ্ঞানময়। এই অবস্থায় আত্মা প্রচুর আনন্দ ভোগ করেন, কিন্তু আনন্দময় হইতে পারেন না। কারণ, তখন দুঃখবীজ বর্ত্তমান আর আনন্দভুক্, অর্থাৎ বিশ্ব ও তৈজসের ন্যায় ইঁহারও ভোগ্য আছে, বিশ্ব ও তৈজস পুরুষ বিষয়দর্শনে ব্যগ্র থাকায় তাহাদিগের সম্যক্ আনন্দানুভব হয় না, পরন্তু ইঁহার বিষয়দর্শনব্যগ্রতা নাই; সুতরাং ইঁহার স্বাভাবিক পরমানন্দভোগ উপপন্ন হইতেছে। আর ইনি চেতোমুখ, অর্থাৎ স্বপ্ন,জাগ্রৎ ও প্রজ্ঞার কারণ, অতএব সুষুপ্তাবস্থাপন্ন আত্মাই প্রজ্ঞানঘন; সুতরাং তিনিই

জাগ্রদাদি অবস্থা ও চিত্তের কারণস্বরূপ। আর এই সৌষুপ্ত আত্মা ও চতুরূপ, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলের তাহাতে ঘনরূপে বিদ্যমানতা হেতু ইহার চারি রূপ জানা যায়, যেহেতু, কখনও অসৎ পদার্থের সম্ভব উৎপন্ন হয় না, অতএব ইহাতেই সম্যগ্রূপে সকল বিদ্যমান আছে। যদি বল, ইহাতে সকল বস্তু ঘনীভূতভাবে থাকিলে জ্ঞানগোচর হয় না কেন? তাহার উত্তর, যেরূপে সৌষুপ্ত আত্মায় সকল বস্তু প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, সেই স্বরূপে সকল বস্তু জ্ঞেয় বটেই। সুতরাং ইহাকেই প্রাজ্ঞ বলে। এই প্রাজ্ঞ ও সমষ্টিসৃষ্টি-অভিমানী ঈশ্বর একই, ইহাই তাঁহার তৃতীয় পাদ ॥ ৯ ॥

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ত্রয়মপ্যেতৎ সুষুপ্তং স্বপ্নং মায়ামাত্রং চিদেকরসো হ্যয়মাত্মা অথ চতুর্থশ্চতুরাত্মা তুরীয়াবসিতত্বাদেকৈকস্যোতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাঽবিকল্পৈস্ত্রয়মপ্যত্রাপি সুষুপ্তং স্বপ্নং মায়ামাত্রং চিদেকরসো হ্যথায়মাদেশো ন স্থূলপ্রজ্ঞং ন সূক্ষ্মপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনমদৃষ্টমব্যবহার্য্য-মগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শিবং শান্তমদ্বৈতং মন্যন্তে। স এবাত্মা স এষ বিজ্ঞেয় ঈশ্বরগ্রাসস্তুরীয়স্তুরীয়ঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বেশ্বরত্বাদি ধর্ম্মসকলও সাপেক্ষত্বপ্রযুক্ত জগৎকারণীভূত প্রাজ্ঞ পুরুষেরই সম্ভব হয়। কিন্তু নির্ব্বীজ তুরীয় ব্রহ্মের তাহা সম্ভবে না, অতএব এই প্রাজ্ঞই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই অন্তর্য্যামী এবং ইনিই সকলের যোনি, অর্থাৎ কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, যেহেতু, ইঁহা হইতেই

সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে। এইরূপে আত্মায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত, এই পাদত্রয় আরোপিত দেখাইয়া সম্প্রতি সেই পাদ-ত্রয়কেই অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপে অবাস্তব অলীক বলিতেছেন। জাগ্রদাদি তিন দশাই সুষুপ্তস্বরূপ, যেহেতু, সুষুপ্ত্যবস্থাতে অজ্ঞেরা কোন বস্তুই যথার্থরূপে জানিতে পাবে না। শুধু তাহাই নহে, ইহারা স্বাপ্নবিলাসমাত্র, কারণ, স্বাপ্নজ্ঞানে ও অবাস্তবজ্ঞানে প্রভেদ কিছুমাত্র নাই। এই জন্যই মনে হয়, উক্ত ত্রিবিধ অবস্থাই মায়ার কার্য্য, কেন না, এক চৈতন্যই আত্মার সার, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার মহিমা ব্যতিরেকে শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মার উক্ত বৈচিত্র্যসম্ভব হইবে কিরূপে? এক্ষণে চতুর্থ পাদ কি, তাহা কথিত হইতেছে। ঐ চতুর্থ পাদও যে চারি প্রকার, তাহা প্রস্তাবনাপূর্ব্বক উল্লেখ করা যাইতেছে। যিনি চতুর্থপাদস্বরূপ, তাঁহার উক্ত চতুরাত্মতা আছে। কেন না, এক একরূপে উক্ত চারি আত্মাই চতুর্থপাদরূপী আত্মাতে পর্য্যবসিত অর্থাৎ ওত, অনুজ্ঞাতা, অনুজ্ঞা ও অবিকল্প, এই চারিরূপে এক তুরীয় ব্রহ্মে চারি আত্মা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই ওত প্রভৃতির স্বরূপ পরে কথিত হইবে। যদি বল, আত্মা চতুর্বিধ হইলে তুরীয় আত্মারও অনেক রূপ হইতে পারে, তাহাও নহে, যেহেতু, রূপত্রয়েরই কারণী-ভূত তুরীয় ব্রহ্মেতে অন্তর্ভাব আছে, অর্থাৎ এই তুরীয় পাদও ওত, অনুজ্ঞাতা ও অনুজ্ঞাময়ী সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও মায়ারূপে অধিষ্ঠিত। অভিপ্রায় এই—কারণশরীরের সাক্ষী সচ্চিদানন্দরূপী ব্রহ্ম সদাদিরূপে কারণ ব্যাপিয়া আছেন, ইহাই ওত নামক যোগ। এই ত্রিবিধ যোগে ওত, অনুজ্ঞাতৃ, অনুজ্ঞা অভেদে প্রণব দ্বারা করিতে হয়, অর্থাৎ "ওতং" এই শব্দের তকার লোপ করিলেই "ওম্" এই অক্ষর

হয়, অতএব "ওতং" এই শব্দকেই ওঙ্কার জ্ঞান করিবে; সুতরাং ব্রহ্মকে ওতত্বগুণবিশিষ্ট জানা যাইতে পারে এবং অনুজ্ঞাতৃত্ব ও অনুজ্ঞাত্ব ইহারা ওঙ্কারে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া অনুজ্ঞাতৃত্ব ও অনুজ্ঞাগুণবিশিষ্ট-রূপে ব্রহ্মকে অবিভক্ত তুরীয়পাদ দ্বারা জানা সম্ভবপর। পরন্তু এই যোগত্রয়ও কারণসাপেক্ষ নহে, সুতরাং কারণেরই অন্তর্গত হইতেছে, এই নিমিত্তই উক্ত যোগত্রয় সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও মায়ামাত্র বলা হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্ম কর্তৃক ব্যাপ্ত কারণ আত্মার (সৌষুপ্ত) স্বতঃসত্তা নাই, কারণ, আত্মা আরোপিত ব্রহ্মচৈতন্যাধীনবশতঃ সত্তার প্রকাশক হইয়া থাকে, সুতরাং কারণাত্মাই ব্রহ্ম, আরোপিত এই ধ্যানকে অনুজ্ঞাতৃযোগ বলা হয় আর যে পরিচ্ছিন্ন কারণাত্মায় আরোপিত হওয়ায় ব্রহ্মও পরিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হউন, সেই চিন্তা অনুজ্ঞাযোগ নামে অভিহিত। উক্ত যোগত্রয় তুরীয়কে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত, এজন্য উহারা কারণভাবের সংহার বা বিলয় সম্পাদন করিতে পারে, তাহাদের তুরীয়মধ্যেই অন্তর্ভূক্তি হওয়া সঙ্গত। যেহেতু, সমাধিকালে বুদ্ধিবৃত্তি তুরীয়পরায়ণই হইয়া থাকে। অতএব উক্ত যোগত্রয়কে তুরীয়ের পাদত্রয় বলা বিরুদ্ধ হয় নাই। উক্তরূপে তুরীয় দশায় ত্রিপাদের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করিয়া পারমার্থিক চতুর্থরূপই নির্বিশেষ-স্বরূপ পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু ভাষা দ্বারা অব্যক্ত নিরুপাধি ব্রহ্মের নির্বিশেষ অবস্থাকথন সম্ভব নহে, এ জন্য সকল ধর্ম্মের সকল লক্ষণ হইতে নির্ম্মুক্ত অবস্থা রূপনির্বিশেষে প্রতিপাদনার্থ সকল লক্ষণাদির ব্রহ্মে সম্পর্ক নিরাকৃত হইতেছে। ইহাই বিশেষ ধর্ম্মের নিষেধ যে, পরব্রহ্ম স্থূলপ্রজ্ঞ নহেন; কেহই তাঁহাকে স্থূলরূপে জানিতে পারে না, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থা ও তদভিমানীর সম্পৃক্ত নহেন। আর তিনি

সূক্ষ্মপ্রজ্ঞ নহেন, ইহাতে স্বপ্নাবস্থা ও তদভিমানীর প্রতিষেধ হইল এবং তিনি স্থূল সূক্ষ্ম উভয়প্রজ্ঞ নহেন; অর্থাৎ পরংব্রহ্ম জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ইহাদিগের মধ্যাবস্থাপন্ন নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। আর তিনি প্রজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের স্বরূপ হয়েন না, অথচ তাঁহাকে প্রজ্ঞাহীনও বলা যায় না, যেহেতু, তিনি অচেতন নহেন। আবার পরংব্রহ্ম সৌষুপ্ত আত্মার মত প্রজ্ঞানঘনও হইতেছেন না, বাস্তবিক তিনি অদৃষ্ট, অর্থাৎ সামান্য চক্ষুর্দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করা যায় না, পরন্তু তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহারযোগ্য হয়েন না এবং তিনি শ্রোত্রাদির অগ্রাহ্য। তিনি অলক্ষণ অর্থাৎ কোনরূপ অনুমাপক লক্ষণের বিষয় নহেন—যাহার দ্বারা তাঁহাকে অনুমান করা যাইবে। তাঁহাকে কেবল মনে মনে চিন্তা করা যায় না, অতএব কোন ভাষা দ্বারাও তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না অথচ তাঁহার অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণাভাব হেতু তিনি নাই, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু, কেবল আত্মপ্রতীতিই তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষী এবং জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতেই আত্মা আছেন, এইরূপ অব্যভিচারিণী প্রতীতি সকল প্রাণীরই সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক ভাবে হইয়া থাকে, এই প্রতীতিপ্রমাণেই আত্মাকে জানা যাইতেছে। আর তাঁহাতে কোন প্রকার প্রপঞ্চের সম্পর্ক নাই, অতএব তিনি শিবস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবরহিত আনন্দময়, এইজন্য শান্ত অর্থাৎ অবিক্রিয়, পরন্তু অবিক্রিয়ত্বাদি ধর্ম্ম সম্পর্কও তাঁর নাই, যেহেতু ব্রহ্ম অদ্বৈত। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপে তুরীয় পাদের চতুর্থরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মোপদেশ করিয়া এইক্ষণ মুমুক্ষু

ব্যক্তিদিগের যে উক্ত পরমাত্মজ্ঞান বিধেয়, তাহাই বলিতেছেন। মুক্তিকামী ব্যক্তিরা এই পরমাত্মাকে জানিবে। মুমুক্ষুরা ঈশ্বরকেও জানিতে চেষ্টা করিবে না, তাহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মতত্ত্ব জানিতে যত্ন করিবে, যেহেতু, এই পরব্রহ্মরূপী আত্মা কারণস্বরূপ ঈশ্বরেরও সংহারক। অতএব পরমাত্মাই মুমুক্ষুদিগের একমাত্র জ্ঞেয়, এই পরমাত্মা স্বীয় অসাধারণ বৃত্তি দ্বারা জগৎকারণাত্মা ঈশ্বরকেও লোপ করেন, অতএব তিনিই আত্মশব্দযোগ্য; সুতরাং তিনিই আত্মা এবং তিনিই তুরীয়ব্রহ্ম, তাঁহার সাক্ষাৎকারের জন্য অবশ্য যত্ন ও অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তং বা এতমাত্মনাং জাগ্রত্যস্বপ্নমসুষুপ্তং স্বপ্নে জাগ্রতমসুষুপ্তং সুষুপ্তে জাগ্রতমস্বপ্নং তুরীয়েঽজাগ্রতমস্বপ্নমসুষুপ্তমব্যভিচারিণং নিত্যানন্দং সদৈকরসং হ্যেবম্ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও এই তুরীয় যোগত্রয়ও মায়ামাত্র, তাহা সমষ্টিরূপে একমাত্র চিৎস্বরূপ, ইহাও উপপাদিত হইয়াছে, এইক্ষণ পুনর্ব্বার হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক সেই চিন্ময়ের ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদনার্থ প্রণবমাত্রার চতুষ্পাদ আত্মপাদের ঐক্যপ্রদর্শন

করিয়া প্রণবোচ্চারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রপঞ্চের বিলয়সাধন করিয়া ব্রহ্মবিদের কিরূপে তৃতীয় মাত্রাস্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার সহিত তুরীয় ব্রহ্মের অন্বয়ব্যতিরেক দেখান হইতেছে। তুরীয় ব্রহ্মই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। ইনি জাগ্রদবস্থাতে অস্বপ্ন ও অসুপ্ত, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রত ও অসুপ্ত, সুষুপ্তাবস্থায় জাগ্রত ও অস্বপ্ন এবং তুরীয়াবস্থায় অজাগ্রত, অস্বপ্ন, অসুপ্ত। অতএব সেই চতুষ্পাদ ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র অব্যভিচারী নিত্যানন্দ ও সর্ব্বদা একভাবে বর্ত্তমান বলিয়া জানিবে। পরন্তু উক্ত অবস্থাত্রয় পরস্পর আত্মার ব্যভিচারী, এ জন্য জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিকালীন আত্মা জ্ঞেয় নহে, তুরীয় আত্মাই জ্ঞাতব্য। এই চতুষ্পাদ ব্রহ্মকে মাত্রা ও ওঙ্কারের দ্বারা একীভূত করিবে। পরে কথিত সকল দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত একীকরণরূপ ক্রিয়ার সহিত অন্বয় জানিবে। কেন না, কোন স্থানেও ইহার ব্যভিচার নাই, ইনিই সকল কল্পনার আশ্রয় ও সকল বাধার অবসান; তুরীয় আত্মার নিত্যত্ব, অনন্তত্ব, পরমার্থসত্ত্ব ও একরসত্ব সিদ্ধ হইল। যেহেতু, পরমাত্মা অবস্থাত্রয়ের অনুগামী, এ জন্য, সর্ব্বব্যাপকতাহেতু অনন্ত, ব্যভিচারিত্বহেতু কল্পিত সৎপদার্থ, পারমার্থিক সদ্রূপী হেতু অধিষ্ঠিত মানিতে হয়। এই হেতু সেই অধিষ্ঠান পরমাত্মা সৎস্বরূপ, আর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কল্পিত পদার্থের স্থিতি সম্ভব হয় না বলিয়া তিনি একরসাত্মক ॥ ১ ॥

চক্ষুষো দ্রষ্টা শ্রোত্রস্য দ্রষ্টা বাচো দ্রষ্টা মনসো দ্রষ্টা বুদ্ধের্দ্রষ্টা

প্রাণস্য দ্রষ্টা তমসো দ্রষ্টা তমসো দ্রষ্টা সর্ব্বস্য দ্রষ্টা ততঃ সর্ব্বস্মাদস্মাদন্যো বিলক্ষণঃ ॥ ২ ॥

অতঃপর দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অন্বয় ও ব্যতিরেক দেখাইতেছেন।— পরমাত্মাই চক্ষুর দ্রষ্টা ও কর্ণের শ্রোতা। নামরূপের বিষয়ীভূত চক্ষু ও শ্রোত্র এই দুইটি উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট তিনটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইল অর্থাৎ পরমাত্মাই চক্ষুদ্বারা দর্শন করেন ও কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই বিষয় গ্রহণ করেন, জানিবে। আর সেই পরমাত্মা বাক্যপ্রবর্ত্তক শব্দশক্তিরও সাক্ষী, এইরূপে অপরাপর কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও সাক্ষিরূপে বিরাজমান। তিনিই মন, বুদ্ধি ও প্রাণের দ্রষ্টা, এ স্থলে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিসমষ্টিস্বরূপ মন ও বুদ্ধির উল্লেখ দ্বারা তদীয় বৃত্তিসমূহের গ্রহণ করা হইল জানিবে। বেশী কি, তিনি কারণাত্মারও দ্রষ্টা, সর্ব্বপ্রকার বস্তুর দ্রষ্টা; অতএব পরমাত্মা সকল পদার্থের অতিরিক্ত। যেহেতু, তিনি সকল পদার্থের দ্রষ্টা, দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহা নহে, সুতরাং পরমাত্মাই সকল দৃশ্য পদার্থ হইতে অন্য এবং তিনিই সর্ব্ববিলক্ষণ অর্থাৎ সর্ব্বাতিরিক্ত ॥ ২ ॥

চক্ষুষঃ সাক্ষী শ্রোত্রস্য সাক্ষী বাচঃ সাক্ষী মনসঃ সাক্ষী বুদ্ধেঃ সাক্ষী প্রাণস্য সাক্ষী তমসঃ সাক্ষী সর্ব্বস্য সাক্ষী ততোঽবিক্রিয়ো মহাচৈতন্যোঽস্মাৎ প্রিয়তম আনন্দঘনং হ্যেবম্ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে দ্রষ্টৃদৃশ্যের অন্বয়ব্যতিরেক দেখাইয়া এক্ষণে সাক্ষিসাক্ষ্যভাবের অন্বয়ব্যতিরেক দেখাইতেছেন। পরমাত্মা চক্ষুর সাক্ষী, কর্ণের সাক্ষী, বাক্যের সাক্ষী, মনের সাক্ষী, বুদ্ধির সাক্ষী, প্রাণের সাক্ষী, কারণের সাক্ষী এবং উক্তাতিরিক্ত সর্ব্বপদার্থের সাক্ষী। আর তিনি সর্ব্বসাক্ষী,

এই হেতুই বিকার বিহীন, মহান্, এবং চিন্ময়। এইরূপ দুঃখী ও পরম প্রিয়পাত্রের সহিত অন্বয়ব্যতিরেক জানিবে। ইনিই পুত্রকলত্রাদি এবং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদ হইতেও প্রিয়তম, সুতরাং পরমাত্মা সকলের প্রেমাস্পদ বিধায় পরমানন্দরূপী। অতএব পরমাত্মা সদা আনন্দঘন পুরুষ ॥ ৩॥

অস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ পুরতঃ সুবিভাতমেকরসমেবাজরমমরমমৃতমভয়ং ব্রহ্মৈবাপ্যজয়ৈনং চতুষ্পাদং মাত্রাভিরোঙ্কারেণ চৈকীকুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে চারিপ্রকার অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা পরমাত্মার সচ্চিদানন্দত্ব ও অনন্তস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ সৎচিৎ-আনন্দভেদে তাঁহার অনেকরূপত্বের আশঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন। এই সচ্চিদানন্দাদি বিভিন্ন বাচ্যস্বরূপ ব্যাখ্যানের পূর্ব্বেই পরমাত্মার একরসত্ব সুবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ পরমাত্মা সচ্চিদানন্দত্বাদি বিভিন্ন উপাধির সাক্ষী বিধায় একরসাত্মক আত্মা যে সত্য, অজ্ঞান ও দুঃখের অতীতধর্ম্মা, তাহা প্রতিপাদিতই আছে। অতএব সমুদায় ব্রহ্মলক্ষণলক্ষিত বলিয়া এই তৃতীয় আত্মাই ব্রহ্ম জানিবে। ইনি অজর, অমর, অমৃত ও অভয়। তাঁহার কোন একদেশে বা সর্ব্বপ্রকারে বিনাশ নাই, ইহাই অমর ও অমৃত এই পদদ্বয়ে প্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব সেই অমর ব্রহ্মই আত্মা। আশঙ্কা হইতে পারে, যদি উক্তরূপ ব্রহ্মই আত্মা হইলেন, তবে কিরূপে চতুষ্পাদ হইতে পারেন? যেহেতু, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ নহেন। উত্তর এই—তাহা আত্মার অনাদি অবিদ্যাকল্পিত জানিবে। যেহেতু, আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও অনাদি অবিদ্যা দ্বারা চতুষ্পাদমাত্র জানা

যায়, বাস্তবিক অকারাদি মাত্রা ও ওঙ্কারের দ্বারা একীভূত জ্ঞান করিবে ॥ ৪ ॥

জাগরিতস্থানশ্চতুরাত্মা বিশ্বানরশ্চতূরূপোঽকার এব চতূরূপো হ্যয়মকারঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষিভিরকার-রূপৈরাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ ওঙ্কারের কোন্ মাত্রার সহিত আত্মা ব্রহ্মের কোন্ পাদের ঐক্য আছে, তাহাই বলিতেছেন।—জাগ্রদবস্থাপন্ন আত্মা পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব, বৈশ্বানর প্রভৃতিরূপে চতুর্ব্বিধ। ইহার সহিত বৈখরী প্রভৃতি ভেদে চতুঃপ্রকার ওঙ্কারের অকার মাত্রার ঐক্য আছে, পরন্তু অকারের চারি রূপ অসিদ্ধ নহে, যেহেতু, অকারের চারিরূপ প্রসিদ্ধই আছে। কেন না, স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী, এই সকলই অকারের বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা নামক বীজ, বিন্দু, নাদ ও শক্তিরূপে বর্ত্তমান। এই সকলের দ্বারাই অকারকে চারিরূপসম্পন্ন বলিয়া জানা যায়। যদি বল, কোন্ সাধারণ ধর্ম্মানুসারে অকারের সহিত বিরাড়াত্মার ঐক্য নির্ণীত হয়? তাহাও বলা যাইতেছে। যেমন অকারের সর্ব্ববর্ণব্যাপ্তি প্রসিদ্ধ, সেইরূপ বিরাট্ পুরুষেরও বিশ্বরূপাত্মত্ব হেতু সর্ব্বব্যাপ্তি প্রসিদ্ধ আছে, অতএব এই সর্ব্বব্যাপ্তিরূপ সামান্যধর্ম্ম দ্বারাই অকারের সহিত বিরাট্ পুরুষের ঐক্য প্রতিপাদন করিতে পারা যায়; অথবা আদিসত্তারূপ সামান্যধর্ম্মবশতই অকার ও বিরাট্ পুরুষের ঐক্য হয়, অর্থাৎ অকার যেমন সর্ব্ববর্ণের আদি, সেইরূপ বিরাট্ পুরুষও সকল পাদের আদি; সুতরাং এই আদিসত্তারূপ সাধারণ ধর্ম্মই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৫ ॥

স্থূলত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাদ্বীজত্বাৎ সাক্ষিত্বাচ্চাপ্নোতি হ বা ইদং সর্ব্বমাদিশ্চ

ভবতি য এবং বেদ। স্বপ্নস্থানশ্চতুরাত্মা তৈজসো হিরণ্যগর্ভশ্চতূরূপ উকার এব চতূরূপো হ্যয়মুকারঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষিভিরুকাররূপৈরুৎ-কর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা স্থূলত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাদ্বীজত্বাৎ সাক্ষিত্বাচ্চোৎকর্ষয়তি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি য এবং বেদ। সুষুপ্তস্থানশ্চতুরাত্মা প্রাজ্ঞ ঈশ্বরশ্চতূরূপো মকার এব চতূরূপো হ্যয়ং মকারঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজসাক্ষি-ভির্মকাররূপৈর্মিতেরপীতের্ব্বা। স্থূলত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাদ্বীজত্বাৎ সাক্ষিত্বাচ্চ মিনোতি হ বা ইদ সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অকার ও বিরাট্ পুরুষের সাধারণধর্ম্মানুসারে ঐক্যপ্রতিপাদন বিষয়ে সামান্যধর্ম্মদ্বয় নিরূপণ করিয়া বিশেষপ্রকারে রূপচতুষ্টয় প্রতিপাদনবিষয়ে বিশিষ্টক্রমে সামান্যদ্বয় বলিতেছেন।— স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিত্বহেতু অকারের সহিত বিরাট্ পুরুষের ঐক্য, যেহেতু আত্মা যেরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও সাক্ষী বা তুরীয়স্বরূপ, ঐরূপ শব্দের স্থূলা বৃত্তি বৈখরী, সূক্ষ্মা বৃত্তি মধ্যমা, বীজস্বরূপা পশ্যন্তী ও সাক্ষিরূপা পরা বৃত্তি এই চতুষ্টয়ী শব্দবৃত্তি অকারে বর্ত্তমান, সুতরাং অকারের সহিত বিরাডাত্মার ঐক্য যুক্তিযুক্ত। যিনি এই প্রকারে জানিতে পারেন, তিনি সকল ভোগ্যদ্রব্য লাভ করিয়া থাকেন এবং সকলের প্রধান হইতে পারেন, ইহা তাঁহার অবান্তরফল, পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানই আত্মার পাদাদি কল্পনার প্রধান ফল জানিবে। এইরূপে উকারের সহিত হিরণ্যগর্ভের ঐক্য বলা যাইতেছে। স্বপ্নাবস্থাপন্ন তৈজস হিরণ্যগর্ভ পুরুষই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিভেদে চতূরূপ এবং ইহাই উকারস্বরূপ। আর উকারেরও পূর্ব্বোক্ত স্থূলাদিভাবে বৈখরী

প্রভৃতি চারি রূপ আছে ; সুতরাং উকার ও তৈজস হিরণ্যগর্ভের ঐক্য জানা যায়। উকার ও তৈজস (হিরণ্যগর্ভ) আত্মা এই উভয়ের ঐক্যবিষয়ে দুইটি কারণ কথিত হইয়াছে। এক প্রণবোচ্চারণে অকার হইতে উকারের ঊর্দ্ধ আকর্ষণ দেখা যায়, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাপন্ন তৈজস হিরণ্যগর্ভ যেমন জাগ্রদবস্থাপন্ন বৈশ্বানর হইতে ঊর্দ্ধনীত, উকারও সেইরূপ বহুস্থানে ব্যাপ্তি ও বলাতিশয্য হেতু শ্রেষ্ঠ ; কেন না, অকারস্থান কণ্ঠ অতিক্রম করিয়া ওষ্ঠস্থানে স্থিত হইয়া ব্যক্ত হয় বলিয়া অকার হইতে উকারের শ্রেষ্ঠতা আছে। আর অকার হইতে উকারের বলাধিক্য কেন, তাহাও বলা যাইতেছে। প্রণবান্তর্গত উকারের উচ্চারণে যে স্বরপ্রযত্ন আবশ্যক হয়, তাহা অপেক্ষা অকারের উচ্চারণে অনেক মন্দস্বর অপেক্ষিত। এই জন্য উকারের প্রাবল্য কথিত হইয়াছে। অথবা দ্বিতীয়স্থানস্থিতস্বরূপ সাম্য উকার ও তৈজসাত্মার সমান। যিনি এই প্রণবান্তর্গত উকার ও তৈজস হিরণ্যগর্ভের ঐক্য জানেন, তিনি আপন জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন করিতে পারেন এবং সেই তৈজস হিরণ্যগর্ভের তুল্য হইয়া থাকেন, অর্থাৎ শত্রুপক্ষীয়েরা কদাচ তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে না। এইক্ষণ প্রণবান্তর্গত মকার ও প্রাজ্ঞ পুরুষের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন। প্রাজ্ঞ ঈশ্বরও স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষিভেদে রূপচতুষ্টয়াত্মক, মকারও স্থূলাদিস্বরূপ বৈখরী প্রভৃতি রূপচতুষ্টয়সম্পন্ন। ইনি প্রলয় ও উৎপত্তিতে প্রবেশ ও নির্গম দ্বারা বৈশ্বানর ও তৈজস হিরণ্যগর্ভকে যেন পরিমাণ করিতেছেন। যেমন বৈশ্বানর ও হিরণ্যগর্ভ প্রাজ্ঞ ঈশ্বরের অন্তর্গত, সেইরূপ ওঙ্কারসমাপ্তিও পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে অকার ও

উকার মকারে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিয়া যেন নির্গত হয়। আর যেমন ওঙ্কারোচ্চারণকালে অকার ও উকার মকারের সহিত একীভূত হয়, সেইরূপ বৈশ্বানর ও হিরণ্যগর্ভ প্রাজ্ঞ সৌষুপ্ত আত্মা বা ঈশ্বরের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয; সুতরাং মকারের সহিত প্রাজ্ঞ আত্মার বা ঈশ্বরেরও ঐক্য জানা যায়। যিনি এইরূপ ঐক্যভাব জানেন, তিনি জাগ্রদাদির যাথার্থ্য অবগত হইতে পারেন এবং তিনি জগতের কারণীভূত আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই প্রতিজ্ঞাত পাদত্রয়, মাত্রাত্রয় এবং আপনার উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় যে আত্মাতেই হইতেছে এবং আত্মাই যে তাহাতে প্রবেশ করে ও সকলের নিয়ন্তা, তাহা অনায়াসে জানিতে পারেন ॥ ৬ ॥

মাত্রামাত্রাঃ প্রতিমাত্রাঃ কুর্য্যাৎ। অথ তুরীয় ঈশ্বরগ্রাসঃ স্বরাট্ স্বয়মীশ্বরঃ স্বপ্রকাশশ্চতুরাত্মোতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাঽবিকল্পৈবোতা হ্যযমাত্মা যথেদং সর্ব্বমন্তকালে কালাগ্নিঃ সূর্য্যোঽস্রৈঃ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার তত্ত্ববিৎ পুরুষ কিরূপে যে অকারের পূর্ব্বকল্পিত বিরাট পুরুষবাচকতা জানিয়া তদুচ্চারণকালে কারণাত্মা ঈশ্বরকে চিন্তা করত হিরণ্যগর্ভেরও তন্মাত্রতা প্রযুক্ত হিরণ্যগর্ভকে কারণাত্মায় বিলীন করে ও স্বয়ং ঈশ্বরাত্মা হয়, ইহাই কথিত হইতেছে। এই প্রণবের অকারাদি মাত্রা এবং উকারাদি প্রতিমাত্রা জানিবে, যেহেতু, অকারকে সংহার করিয়া উকারের স্থিতি হয়, এইরূপ উকারের প্রতিমাত্রা মকার, অর্থাৎ অকারের উচ্চারণের পর উকারের উচ্চারণ হইলেই অকারের বিলয় হয় এবং উকারের

উচ্চারণের পর মকারের উচ্চারণ হইলে উকারের সংহার হইয়া থাকে; সুতরাং অকারের প্রতিমাত্রা উকার এবং উকারের প্রতিমাত্রা মকার হইতেছে। এইরূপ প্রণব মকারের প্রতিমাত্রা অর্থাৎ প্রণবের উচ্চারণ হইলে মকারেরও সংহার হয়। যেমন প্রণবেতে অকারাদি সকলেই বিলীন আছে, সেইরূপ বিরাট হিরণ্যগর্ভ প্রাজ্ঞ ঈশ্বর প্রভৃতি সকলেই তুরীয় ব্রহ্মে বিলীন রহিয়াছেন। অর্থাৎ প্রণবোচ্চারণে যেমন অকার উকার মকার সকলের লয় হয়, ঐরূপ তুরীয় ব্রহ্মে বৈশ্বানর হিরণ্যগর্ভ, কারণীভূত প্রাজ্ঞ ঈশ্বর সকলই লুপ্ত হয়। কেন না, তুরীয় ব্রহ্ম ঈশ্বর গ্রাস অর্থাৎ কারণাত্মাকে লোপ করে। যদি বল, এইরূপ হইলে তুরীয়কেও অন্যে গ্রাস করিতে পারে, তবে তৎপ্রাপ্তি পুরুষার্থ কই? তাহা নহে। কারণ, তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে, এমত কেহ নাই, তিনি স্বয়ং সর্ব্বাধ্যক্ষ। পুনশ্চ যদি বল, যে অনীশ্বর, সে ঈশ্বর গ্রাস করে? তাহাও নহে, তিনি ঈশ্বর স্বয়ংই। যে হেতু, যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ব্যবহার করি, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপর ঐশ্বর্য্যসাপেক্ষ, সুতরাং তিনিও অনীশ্বর পক্ষে; অতএব যিনি তুরীয়, তিনিই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা পরমেশ্বর। এই সচ্চিদানন্দরূপ সনাতন ঈশ্বরের সত্তাস্ফূর্ত্তি বিষয়ে কিছুই অপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইল। যদি বল, সেই ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যসাধক কোন প্রমাণ কৈ? তাহাও অপেক্ষণীয় নহে। যে হেতু, তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ। এই ঈশ্বরেরও বৈশ্বানরাদির ন্যায় চারি রূপ আছে। ওত, অনুজ্ঞাতৃত্ব, অনুজ্ঞা ও অবিকল্প—ইহারাই ঈশ্বরের চারি রূপ। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক; সুতরাং তাঁহার ব্যাপকত্বই ওতরূপ। যেমন কালাগ্নি ও সূর্য্য

ইহারা প্রলয়কালে সকল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বকীয় উচ্চ প্রদীপ্তি দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ তুরীয় আত্মা সত্তা ও চিৎস্বরূপ রশ্মি দ্বারা সকলকে গ্রাস করিবার জন্য ব্যাপ্ত করেন ॥ ৭ ॥

অনুজ্ঞাতা হ্যয়মাত্মা অস্য সর্ব্বস্য সাত্মানং দদাতি দর্শয়তি ইদং স্বাত্মানমেব করোতি যথা তমঃ সবিতা অনুজ্ঞৈকরসো হ্যযমাত্মা চিদ্রূপ এব যথা দাহ্যং দগ্ধ্বা অগ্নিরবিকল্পো হ্যয়মাত্মা অবাঙ্মনোগোচরত্বা-চ্চিদ্রূপঃ ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ তুরীয় ব্রহ্মের অনুজ্ঞাতত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—ব্রহ্ম এই পরিদৃশ্যমান সকলের অনুজ্ঞাতা। যেহেতু, তাঁহার সত্তা ও চৈতন্য সর্ব্বত্র পারিব্যাপ্ত আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরসত্তাতেই ঘটাদির সত্তা জানা যায়, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং সৎস্বরূপে আত্মপ্রদান করেন, নচেৎ তাঁহাতে আরোপিত ঘটপটাদির জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব সকলেরই আত্মা ঈশ্বরাপেক্ষিত। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান রজ্জুসত্তা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে, সেইরূপ ব্রহ্মসত্তাতে ঘটাদির সত্তা স্বীকার না করিলে বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব হয়। তবে তুরীয় ব্রহ্মের আত্মত্ব বিলুপ্ত, ইহাও বলা যাইতে পারে না, কেন না, প্রপঞ্চে ব্রহ্মসত্তা বাস্তবিক প্রদত্ত হয় না—যে জন্য ব্রহ্মের সত্তা বিলুপ্ত হইবে, পরন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া ব্রহ্মময়ভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন রাত্রিদৃষ্টিসম্পন্ন বিড়ালাদি জীবের পক্ষে অন্ধকার সূর্য্যে আরোপিত হইয়া সূর্য্যসত্তা দ্বারা প্রকাশ শক্তিসম্পন্ন হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম সকলকে স্বসত্তায় স্বরূপে প্রকাশ করেন। অতঃপর অনুজ্ঞাতৃত্বের

যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। অনুজ্ঞাই ব্রহ্মের এক স্বভাব। যেমন প্রকৃত কালাগ্নি দাহ্য সকল দগ্ধ করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মাতে আরোপিত কারণও স্বাত্মস্থমাত্র, ইহা জ্ঞান করিয়া আত্মা চিদ্রূপ হয়, তাহাতে অনুজ্ঞাতৃত্বের অপেক্ষা নাই। কেবল চিন্মাত্রে অনুজ্ঞাই বিদ্যমান থাকে। আর এই আত্মাই অবিকল্প, অর্থাৎ বিকল্পরহিত, যেহেতু, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, শুদ্ধ ও অদ্বিতীয় আত্মা ॥ ৮ ॥

চতূরূপ ওঙ্কার এব চতূরূপো হ্যয়মোঙ্কারঃ ওতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাঽবিকল্পৈ-রোঙ্কাররূপৈরাত্মৈব নামরূপাত্মকং হীদং সর্ব্বং তুরীয়ত্বাচ্চিদ্রূপত্বাদ্বা ওতত্বাদনুজ্ঞাতৃত্বাদনুজ্ঞাত্বাদবিকল্পরূপত্বাচ্চাবিকল্পরূপং হীদং সর্ব্বং নৈব তত্র কাচন ভিদাস্তি ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তুরীয় ব্রহ্মের ও আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ তাহার চারিরূপসম্পন্ন প্রণবের সহিত ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন।—এই আত্মা রূপচতুষ্টয়সম্পন্ন তুরীয় ওঙ্কারস্বরূপ। ওঙ্কারের যে চারি রূপ নাই, তাহা নহে; বাস্তবিক ওঙ্কারেরও চারি রূপ প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ ওত, অনুজ্ঞাতৃ, অনুজ্ঞা ও অবিকল্প, ওঙ্কারের এই চারি রূপ জানিবে। আত্মার চারি রূপ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সম্ভব আছে বটে, তাহা কিরূপে ওঙ্কারের সম্ভব হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, যেমন আত্মার ওতাদি চারি রূপ আছে, সেইরূপ আত্মবাচক ওঙ্কারেরও চারি রূপ স্বীকার করিবে হইবে। ইহাতেও যদি বল, তুরীয় ও আত্মার চারি রূপ হউক, কিন্তু তদ্বাচক ওঙ্কারের চারিরূপ স্বীকার করি না, তাহা বলা যায় না, কারণ, বাচক ওঙ্কারের চারি

রূপ স্বীকার না করিলে বাচ্য আত্মার চারি রূপ-স্বীকার বিচারসহ নহে। অর্থাৎ আত্মবাচক ওঙ্কারের যদি চারি রূপ না থাকে, তাহা হইলে আত্মারও চারি রূপ থাকিতে পারে না। ওঙ্কার বাচকনামস্বরূপ, আত্মা তাহার বাচ্যরূপাত্মক, তাহাতে চারি রূপের মত নামেরও চতুরূপত্ব সিদ্ধ। এই জন্যই বলিয়াছেন, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচর নামরূপাত্মক অর্থাৎ নাম ও রূপের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ যেখানে নাম আছে, সেখানে রূপও আছে এবং যেখানে নাম নাই, সেখানে রূপ নাই; একের চারি রূপ সিদ্ধ হইলে উক্ত অবিনাভাবসম্বন্ধ অপরেরও চারি রূপ সিদ্ধ হয়। এইরূপে বাচ্যবাচকের চাতুর্ব্বিধ্য উপপাদন করিয়া তাহাদিগের ঐক্যবিষয়ে সাধারণ ধর্ম্মদ্বয় বলিতেছেন।—আত্মা ও ওঙ্কার ইহারা উভয়েই তুরীয় ও চিদ্রূপ; সুতরাং উভয়েরই ঐক্য জানা যাইতেছে। ইহাদিগের স্বরূপতঃ ঐক্যে ওতাদি তুল্যধর্ম্মেরও ঐক্য উল্লিখিত হইতেছে। আত্মা ও ওঙ্কারের ওতত্ব, অনুজ্ঞাতৃত্ব, অনুজ্ঞাত্ব ও অবিকল্পত্ব হেতু তাহাদিগের ঐক্য আছে, পরন্তু অবিকল্পরূপে প্রথমোক্ত সকল রূপ বিলয় পাওয়াইতে হইবে। এ কারণ সকলকেই অবিকল্পস্বরূপ বলা হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মার সহিত ওঙ্কারের যে বাচ্যবাচকভাবে দ্বৈতপ্রতীতি হইয়াছে, অবিকল্পাবস্থায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া অদ্বৈতাবস্থায় পরিণত হয়। কোনরূপেও তাহাদিগের ভেদ নাই ॥ ৯ ॥

অথ তস্যায়মাদেশোঽমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত ওঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ এষ বীরঃ ॥ ১০ ॥

যদি বাচ্যবাচকের কোন ভেদই না থাকিবে, তবে কিরূপে তাহার উপদেশ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—অন্যের নিষেধ দ্বারাই তাহার স্বরূপকথন হইয়াছে। পূর্ব্বেও এইরূপ নিষেধ দ্বারাই অন্য ধর্ম্মের তুরীয়োপদেশ উক্ত হইয়াছে, তবে তাহাতে প্রাধান্যরূপে বাচ্যের প্রতিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু এই স্থলে প্রধানতঃ বাচকের ইতরব্যাবৃত্তি দ্বারা উপদেশ হইল, ইহাই বিশেষ। এইক্ষণ কিরূপে উপদেশ হয়, তাহাই বলিতেছেন:—ওঙ্কার অমাত্র, অর্থাৎ তাহার কোন মাত্রাই নাই, এই অমাত্রাদি বিশেষণ দ্বারা তুরীয় ওঙ্কারই বিশেষিত হইতেছে। পরন্তু যাহা মাত্রাহীন, তাহা উচ্চারিত হইতে পারে না; কিরূপে অমাত্র, তাহা বলা যাইতেছে। যাবৎকাল স্বরূপ উপদেশ না হয়, ততক্ষণ বাচ্যবাচকরূপ প্রপঞ্চ স্থিতিলাভ করে, উপদেশের পর তাহার উপশম হয়, এজন্য তিনি প্রপঞ্চোপশম, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চবিহীন, অতএব তিনিই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, ওঙ্কার অব্যবহার্য্যাদি স্বরূপ বলিয়া অব্যবহার্য্যাদি ধর্ম্ম তাহার নাই, যেহেতু ওঙ্কার অদ্বৈত। যেহেতু, ওঙ্কার উক্তরূপ, অতএব উক্ত প্রকৃতিসম্পন্ন তুরীয় আত্মাই ওঙ্কারস্বরূপ। যিনি এইরূপে ওঙ্কারকে আত্মা বলিয়া জানেন, তিনি আত্মাতে প্রবেশ করিতে পারেন, অর্থাৎ স্বীয় প্রণব আত্মায় প্রবেশ করেন। উক্তরূপে আত্মজ্ঞানীর কখনও আর সংসারপ্রবেশ হয় না ॥ ১০॥

নারসিংহেনানুষ্টুভা মন্ত্ররাজেন তুরীয়ং বিদ্যাৎ এষ হ্যাত্মানং প্রকাশয়তি সর্ব্বসংহারসমর্থঃ পরিভবাসহঃ প্রভুর্ব্যাপ্তঃ সদ্যোজ্জ্বলোঽবিদ্যাসৎকার্য্যহীনঃ স্বাত্মবন্ধহরঃ ॥ ১১ ॥

ইতিপূর্ব্বে প্রণব দ্বারা পরমাত্মবিজ্ঞান নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ মন্দমতিদিগের নারসিংহ আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজ দ্বারা পরমাত্মপরিজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন। যাহারা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান করিতে অসমর্থ, তাহারা নরসিংহের আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। কিরূপে তুরীয় ব্রহ্মের অবাচক আনুষ্টুভ নারসিংহ মন্ত্ররাজ দ্বারা আত্মপরিজ্ঞান হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া নারসিংহ মন্ত্ররাজের আত্মপ্রকাশনশক্তি প্রতিপাদন করিতেছেন। অথবা মনীষীর প্রণব দ্বারা পরমাত্মবিজ্ঞান হইতে মূঢ়ের নৃসিংহমন্ত্ররাজ দ্বারা পরমাত্মবিজ্ঞানে প্রভেদ কি? এই আশঙ্কায় উত্তরে বলিতেছেন। এই নারসিংহ মন্ত্ররাজই পরমাত্মাতে প্রকাশ করে, অথবা এই প্রণবই আত্মা প্রকাশ করে, আবার প্রণবও মন্ত্ররাজ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। যেহেতু, নারসিংহ মন্ত্ররাজের অন্তর্গত উগ্রপদে সর্ব্বসংহারকারিত্ব অর্থ প্রমাণীকৃত হইয়াছে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন শক্তিশালীর সর্ব্বসংহার করিতে সামর্থ্য নাই, অতএব সর্ব্বসংহারসামর্থ্যবাচক উগ্রশব্দের লক্ষ্যার্থবশতঃ সর্ব্বপ্রকারদ্বৈতসংহারসমর্থ পরব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন। যদি বল, যেমন লৌকতঃ সংহারসমর্থ ব্যক্তিকেও অনাস্থাবশতঃ সংহার করিতে বিরত দেখা যায়, পরমাত্মাও সেইরূপ কাহাকেও সংহার না করিতে পারেন; সুতরাং তাঁহার সংহারসামর্থ্য নির্ণয় করা অশক্য। তাহা নহে, কারণ, মন্ত্ররাজের অন্তর্গত বীরপদে তিনি যে পরিভব সহিতে পারেন না, ইহাই প্রকাশ হইয়াছে। যেমন মন্দব্যক্তিরা আলস্য বশতঃ পরিভব সহ্য করিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ পরিভবসহিষ্ণু নহেন, অতএব পরমাত্মাই অবিদ্যাদি নামক সকল জগৎকে সংহার

করেন; সুতরাং পরমাত্মার সংহারসামর্থ্য জানা যাইতেছে; আর এমনও দেখা যায় যে, পরিভবাসহিষ্ণু হইলেও প্রতিবন্ধকবশতঃ সংহার করিতে পারে না, এই আশঙ্কাও করা যায় না, কারণ, মন্ত্ররাজের অন্তর্গত মহাবিষ্ণু পদস্থ মহৎ শব্দ দ্বারা সেই আশঙ্কার নিরাস হইতেছে। যিনি মহান্ অর্থাৎ মহাপ্রভু, তাঁহার কোনরূপ প্রতিবন্ধকের সম্ভব নাই। তিনি সংহারসমর্থ, পরিভবাসহিষ্ণু ও প্রতিবন্ধকবিহীন সত্য, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব নাই বলিয়াই সর্ব্বসংহার করেন না, এই অনুপপত্তিও হইতে পারে না, যেহেতু, মন্ত্ররাজের অন্তর্গত বিষ্ণু শব্দেই তিনি যে সর্ব্বব্যাপ্ত, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। পরমাত্মার সর্ব্বসংহারকার্য্যে উপযোগিতা আবশ্যক। উপকরণ সত্ত্বেও আশঙ্কা হইতে পারে যে, তিনি যে যে শক্তিবলে জ্বলিত হইয়া সকল সংহার করেন, তাঁহার সেই শক্তিকে সংহার করা যুক্তিযুক্ত হয় না। কেন না, তাহা তাঁহার সংহারকার্য্যের সহায়। এ আশঙ্কাও অমূলক, কারণ, উক্ত নারসিংহ মন্ত্ররাজের অন্তর্গত জ্বলন্তপদেই উক্ত আশঙ্কার নিরাস হইতেছে। তিনি জ্বলনশীল বটে, কিন্তু পরমাত্মা নির্ব্বিকার বিধায় তাঁহার জ্বলন কোন শক্তিসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ তিনি এইরূপ আকারে জ্বলিত, এইরূপ দ্বৈতপ্রকাশের সহিত সাম্য নাই বলিয়া অনির্ব্বচনীয়। বাস্তবিক পরমাত্মা চিদ্রূপ ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বদাই তিনি জ্বলিত অবস্থায় থাকিয়া দ্বৈত সংহার করিতেছেন এবং সর্ব্বদাই উজ্জ্বল আছেন, এইরূপ হইলেও যদি বল, যেমন লোক কোনটিকে সংহার করে এবং কোনটিকে বা রক্ষা করে, এইরূপ দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মার কোনটি সংহার্য্য এবং কোনটি রক্ষণীয়, এইরূপ হইতে ত

পারে? তাহাও নহে। তিনি লৌকিক পুরুষের ন্যায় অবিদ্যার বশীভূত নহেন এবং "এই আমি" ও "এইটি আমার" এইরূপ অভিমান নাই—যাহার জন্য কোনটি অসংহার্য্য ও রক্ষণীয় হইবে। পরন্তু পরমাত্মা স্বীয় মহিমাতে অবস্থিত ও নিরপেক্ষ হইয়া সকল সংহার করেন। ইহাই মন্ত্ররাজান্তর্গত "সর্ব্বতোমুখ" এই পদে প্রকাশ পাইতেছে॥ তিনি অবিদ্যা ও তৎকার্য্যবিহীন, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ অর্থাৎ উপলব্ধি—অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের সহিত অসম্পৃক্ত প্রকাশ আছে। তাঁহাব সজাতীয়, বিজাতীয়, সংহার্য্য, অসংহার্য্য বিবেচনা নাই। তিনি সর্ব্বত্র চিৎস্বরূপ। এইক্ষণ পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতেছে যে, পবমাত্মা যদি এইরূপ সর্ব্বপ্রভু হইলেন, তবে তিনি কি নিমিত্ত দুর্ব্বল দ্বৈতপ্রপঞ্চ সংহার করেন? এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ, মূলমন্ত্রার্গত নৃসিংহপদেই ঐ আশঙ্কার নিবৃত্তি হইয়াছে। দ্বৈতপ্রপঞ্চ পরমাত্মায় আরোপিত হইয়া পরমাত্মারই স্বরূপপ্রকাশে বাধা দিযা থাকে, এই আরোপিত দ্বৈতই তাঁহার স্বকীয় অনর্থোদয়ের হেতু। কেন না, তিনি স্বয়ং নৃসিংহ, অর্থাৎ স্বীয়বন্ধরহিত, নৃশব্দে পরিচ্ছেদশূন্য আত্মা, "সিং" শব্দে তাহার বন্ধন এবং "হ" শব্দে তৎসংহারকর্ত্তা; সুতরাং নৃসিংহ যে আত্মবন্ধনসংহর্ত্তা, এইরূপ অর্থকথন যুক্তিযুক্ত হইল। ১১

সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত আনন্দরূপঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানঃ সন্মাত্রো নিরস্তাখিলাবিদ্যা-তমোমোহোহহমেবেতি। তস্মাদেবমেবেমমাত্মানং পরং ব্রহ্মানুসন্দধ্যাদেষ বীরো নৃসিংহ এব ॥ ১২ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নারসিংহ মন্ত্ররাজের অন্তর্গত পদসমূহ দ্বারা পরমাত্মত্ব প্রতিপাদিত হইলেও, বিবেকোদয়ের পূর্ব্বে দ্বৈত যেরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল ও যে ভাবে পরমাত্মার দ্বৈতের অসংহাররূপ পরিভবসহিষ্ণুতা বর্তমান ছিল, সেইরূপই সমুদায় আছে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, কোন কালেই আত্মার বাস্তব দ্বৈতবাধ্যতা নাই, এই অভিপ্রায়ে উক্তমন্ত্রে "ভীষণ" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাহার দ্বৈতরাহিত্য জানা যায়। পরমাত্মা ভীষণ, অর্থাৎ মহাস্ফুরণস্বভাব, অবিদ্যারূপ তম নিজের নাশভয়ে কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার মধ্যাহ্নকালীন ভাস্করকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ অবিদ্যারূপ তম পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। এইক্ষণ আপত্তি হইতেছে, পরমাত্মা সর্ব্বদ্বৈতসংহার করিলে সাধনাভাবহেতু সুখও যোগীর প্রাপ্য হইতে পারে না, সুতরাং পরমাত্মার সর্ব্বসংহারকর্তৃত্ব নাই, এই কারণে বলিতেছেন।—পরমাত্মা পরমানন্দস্বরূপ বিধায়ই তাঁহাতে উক্ত আশঙ্কা হইতে পারে না, মন্ত্ররাজান্তর্গত ভদ্রপদেই তাঁহার আনন্দরূপ সূচিত হয়। পুনশ্চ আশঙ্কা হইতেছে যে নিত্যকারণের (মিথ্যাজ্ঞানবাসনার) সংহার হইলে আত্মারও সংহার হইতে পারে, অতএব তিনি সকল সংহার করেন, ইহা অসঙ্গত। তাহা নহে, কারণ, মূলমন্ত্রান্তর্গত "মৃত্যুমৃত্যু" এই পদেই উক্ত আশঙ্কা পরিহৃত হইয়াছে। কেন না আত্মার অজ্ঞান হইতেই সংসারবন্ধন ঘটে, সেই অজ্ঞান বা ভ্রমের অধিষ্ঠান আত্মার বিবেকের দ্বারা নাশ হইলে একমাত্র পরমার্থ সৎ পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে। "মৃত্যুমৃত্যু" এই পদের প্রথম মৃত্যু শব্দে মরণশীল দ্বৈতজাত এবং দ্বিতীয় মৃত্যুশব্দে

তৎসংহারক বুঝিতে হইবে; সুতরাং নৃসিংহরূপী ব্রহ্ম স্বয়ং অমৃত হইয়া মরণশীল সকলের সংহার করেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ তিনি অমৃত বলিয়াই অজ্ঞানরূপ দ্বৈতসত্তার নাশক; অতএব দ্বৈতবিনাশেও তাঁহার নাশ হয় না, কিন্তু পরমাত্মা সকলের অধিষ্ঠান এবং পরে সকলকে সংহার করিয়া সৎসাক্ষিরূপে অবশিষ্ট থাকেন, ইহাই "মৃত্যুমৃত্যু" এই পদের অর্থ। অতএব যখন এই আত্মা সর্ব্বসংহারসমর্থ, পরিভবাসহিষ্ণু, প্রতিবন্ধকশূন্য, সংহার্য্যের বিনাশশীল, নিরপেক্ষ, রক্ষণীয়শূন্য, স্বাত্মবন্ধহারী, ভয়ঙ্কর, পরমানন্দানুভবস্বভাব ও পরমার্থসদ্রূপ; সুতরাং তাঁহাতে কদাচ অবিদ্যালক্ষণ দ্বৈত উপপন্ন হয় না। অতএব পরমাত্মাতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়েই দ্বৈত নাই, ইহা প্রতিপাদনার্থ "নমামি" এই পদের অর্থ করিতেছেন। অর্থাৎ পরমাত্মা সমস্ত অবিদ্যা, তম ও মোহ হইতে নির্ম্মুক্ত। অবিদ্যা বিদ্যার বিরোধী বলিয়া সর্ব্বথা নিবর্ত্তনীয়। তম সকলের আচ্ছাদক: সুতরাং অনর্থকারণত্ব হেতু পরিত্যজ্য এবং মোহমাত্রই চিত্তের এই বিক্ষেপক, এই নিমিত্ত মোহ বিনাশ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। এই অবিদ্যাদি অনর্থকারণ সমুদায়ই পরমাত্মাতে নিত্যই নিবৃত্ত আছে, ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইল। এক্ষণে "নমামি" এই পদের অর্থ প্রকাশিত হইতেছে। নকার অর্থে নিষেধ, মাশব্দ প্রমাজ্ঞানবাচক বলিয়া পরিপূর্ণ চিদানন্দরূপা তুরীয় ব্রহ্মের বোধক, মিশব্দে উক্ত প্রমাত্মক ব্রহ্মের হিংসাকর বুঝায় অর্থাৎ অজ্ঞানমাত্রই ব্রহ্মস্বরূপের আবরক ও বিক্ষেপের কারণ। সেই অজ্ঞানসম্বন্ধই যাঁহাতে নাই, তিনিই ব্রহ্ম। ইহাই নমামি এই পদের অর্থে প্রতীয়মান হইতেছে।

শাস্ত্রান্তরেও উক্ত আছে যে, এই ব্রহ্মে হিংসাকারক মি এবং তমোরূপ অজ্ঞানের সম্পর্ক নাই, যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে জগতে আর কি থাকিল? এই আশঙ্কায় প্রত্যগাত্মা (জীব) আছেন, তিনিও তুরীয়স্বরূপ, এই ভাব প্রকাশের জন্য মন্ত্ররাজমধ্যে অহংপদ উক্ত হইয়াছে। "অহমেব" এই 'এব' শব্দে জানা যাইতেছে যে, আত্মার অহঙ্কারপ্রসঙ্গ যে দ্বৈতাপত্তি, তাহার নিষেধ হইল। ইতিশব্দ মন্ত্রব্যাখ্যাসমাপ্তির সূচক। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, মন্ত্রের অন্তর্গত 'উগ্রং বীরং' ইত্যাদি দ্বিতীয়ান্তপদ-সমুদায়কে প্রথমান্তভাবে ব্যাখ্যা করা হইল কেন? উত্তরে কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে যে 'তুরীয়ং বিদ্যাৎ' বলা হইয়াছে, সেই তুরীয় ব্রহ্মকেই বিশেষণ করিবার জন্য উক্ত দ্বিতীয়ান্তে বিশেষ্যের বিশেষণরূপে ঐ পদগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যের মত অন্যপ্রকার। ইহারা বলেন, ন-মা-মি অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অজ্ঞান ঐ উগ্রবীর মহাবিষ্ণুস্বরূপ ব্রহ্মে নাই, এইরূপ তাৎপর্য্যে সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। বার্ত্তিককার আচার্য্যও এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত পদসমুদায়ের সপ্তম্যর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহাই সঙ্গত। উক্ত প্রকারে আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজ তুরীয় ব্রহ্মপ্রকাশক বলিয়া যেহেতু সিদ্ধ হইল, অতএব উক্ত প্রকারেই এই প্রত্যগাত্মাও (জীবাত্মা) তুরীয় পরংব্রহ্ম, ইহাই আচার্য্যোপদেশে জানিবে। যাঁহারা এইরূপে আত্মজ্ঞান করিতে পারেন, তাঁহাদিগের পুনর্ব্বার সংসারপ্রবেশ হয় না, তাঁহারাই নৃসিংহ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

তস্য হ বৈ প্রণবস্য যা পূর্ব্বা মাত্রা সা প্রথমঃ পাদো ভবতি দ্বিতীয়া দ্বিতীয়স্য তৃতীয়া তৃতীয়স্য চতুর্থী ওতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাঽবিকল্পরূপা তয়া তুরীয়ং চতুরাত্মানমন্বিষ্য চতুর্থপাদেন চ তয়া তুরীয়েণানুচিন্তয়ন্ গ্রসেৎ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রণবের চতুর্থ মাত্রা ও অনুষ্টুভ দ্বারা তুরীয় ব্রহ্ম-পরিজ্ঞান কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ প্রণবের মাত্রাচতুষ্টয় ও অনুষ্টুপের পাদচতুষ্টয় মিশ্রিত করিয়া বিরাড়াদি পাদচতুষ্টয়ের উপাসনা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভ হইতেছে।—"ওম্" এই অক্ষরস্বরূপা প্রণবের যে আদি মাত্রা অকার, তাহা বিরাট্পুরুষবাচক, এই মাত্রাই বিরাড়ার্থক অনুষ্টুপ্ প্রথমপাদের পূর্ব্বাপরভাগে বিরাট্পুরুষচিন্তনার্থে জানিবে। অর্থাৎ "অম্ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং অম্" এইরূপ মন্ত্রের উচ্চারণ সিদ্ধ হইতেছে। এই স্থলে অকার বিরাট্বাচক বিধায় বীজ, বিন্দু ও নাদশক্তির মধ্যে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঐ ওঙ্কারের যে দ্বিতীয় মাত্রা উকার, উহা হিরণ্যগর্ভবাচক, ইহা হিরণ্যগর্ভচিন্তনার্থ জানিবে। অর্থাৎ উম্ জলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ উম্, এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ হইবে। এইরূপে প্রণবের তৃতীয়মাত্রা মকার ঈশ্বরবাচক, আর ইহার ঈশ্বরবাচকত্ব বিধায় অনুষ্টুপের তৃতীয় পাদের পূর্ব্বাপরভাগে চিন্তা করিবে ও পূর্ব্ববৎ আদ্যন্তে মকার প্রয়োগ করিয়া তৃতীয় পাদ উচ্চারণ করিবে। আর এই প্রণবের যে চতুর্থী মাত্রা ওত, অনুজ্ঞাতৃ, অনুজ্ঞা ও অবিকল্প,

এই চতুষ্প্রকার মাত্রা দ্বারা চতুরূপসম্পন্ন আত্মাকে অনুষ্টুভের চতুর্থপাদ চিন্তা করিয়া অনুষ্টুভের চতুর্থপাদ দ্বারা সেই তুরীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন পূর্ব্বক পুনশ্চ উক্ত চতুর্থ মাত্রা দ্বারা তুরীয় পাদ চিন্তা করত তুরীয় জগৎব্যাপ্ত আত্মস্বরূপে চিন্তা করিতে করিতে সমুদায় জগৎ বিলোপ করিবে। উক্ত সমুদায়ের অভিপ্রায় এই—অকারকে চতুরূপাত্মক বিরাট্‌রূপে প্রতিপাদন করিয়া তাহাকেই অনুষ্টুপের প্রথম পাদ দ্বারা চিন্তনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অকার উচ্চারণ করিতে করিতে অকারস্বরূপ বিরাট্‌ আত্মা স্মরণ কবিবে। পরে উকার উচ্চাবণ করত হিরণ্যগর্ভ-চিন্তন পূর্ব্বক তাহাতে বিরাট্‌রূপ বিলীন কবিয়া অনুষ্টুপের দ্বিতীয়পাদ ও উকার দ্বারা হিরণ্যগর্ভ জ্ঞান করিবে। পুনশ্চ উম্‌মন্ত্রে হিরণ্য-গর্ভকে স্মরণ করিবে। এইরূপ মকার দ্বারা অব্যক্ত ঈশ্বরকে চিন্তা কবিতে করিতে তাহাতে হিরণ্যগর্ভকে বিলীন কবিবে, অনন্তর অনুষ্টুপের তৃতীয়পাদ ও মকার দ্বারা অব্যক্ত ঈশ্বরকে ভাবনা করিয়া 'ওম্‌' এই নামোচ্চারণে ওতাদি রূপান্বিত প্রণব দ্বারা ওতাদিগুণসম্পন্ন তুরীয় ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হয়। তাহাতে অব্যক্ত ঈশ্বরকে বিলীন করিয়া অনুষ্টুপের চতুর্থ পাদ দ্বারা সেই পরংব্রহ্মকে স্মবণ করিবে এবং উক্তরূপ বিন্দ্বাদি সহিত প্রণব দ্বারা সেই পরংব্রহ্মকে চিন্তা করিতে করিতে স্বস্বরূপে অবস্থিত হইবে ॥ ১ ॥

তস্য হ বা এতস্য প্রণবস্য যা পূর্ব্বা মাত্রা পৃথিব্যকারঃ স ঋগ্‌ভিঃ ঋগ্‌বেদো স ব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্যঃ সা প্রথমঃ পাদো ভবতি। ভবতি চ সর্ব্বেষু পাদেষু চতুরাত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষিভিঃ। দ্বিতীয়ান্তরিক্ষং স উকারঃ স যজুর্ভির্যজুর্ব্বেদো বিষ্ণু-রুদ্রাস্ত্রিষ্টুব্‌-দক্ষিণাগ্নিঃ

সা দ্বিতীয়ঃ পাদো ভবতি। ভবতি চ সর্ব্বেষু পাদেষু চতুরাত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষিভিঃ। তৃতীয়া দ্যৌঃ স মকারঃ স সামভিঃ সামবেদো রুদ্রাদিত্যাজগত্যাহবনীয়ঃ সা তৃতীয়ঃ পাদো ভবতি। ভবতি চ সর্ব্বেষু পাদেষু চতুরাত্মা স্থূল-সূক্ষ্মবীজ-সাক্ষিভিঃ ॥ ২ ॥

পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে প্রণবের মাত্রা ও অনুষ্টুভের পাদমিশ্রিত উপাসনা কহিতেছেন।—প্রণবের যে পূর্ব্বমাত্রা অকার, তাহাই পৃথিবী, সমন্ত্রক ঋগ্বেদ তাহার ব্যাখ্যা, ব্রাহ্মণ, বসু, ব্রহ্মা, গায়ত্রী, এবং গার্হপত্যাগ্নি, এই অকার মাত্রাই প্রথম পাদ। আর ঐ পৃথিব্যাদি উপাসনার অঙ্গাবভূতিমাত্র। এই অকার মাত্রা বিরাটপুরুষবাচক; অনুষ্টুভের প্রথমপাদস্বরূপ। সকল পাদেই চতুরাত্মা আছে। স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী ইহারাই সেই মাত্রা। অকার স্ববাচ্য বিরাটস্বরূপ হয়। তাহার কারণ, সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি ও চতুষ্টয়রূপ উভয়ত্রই তুল্য। এইরূপ চতুরাত্মা প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা উকার। ইহা অন্তরীক্ষ, সমন্ত্রক যজুর্ব্বেদ, বিষ্ণু, রুদ্রগণ, ত্রিষ্টুপ্‌, ও দক্ষিণাগ্নিস্বরূপ। এই উকারমাত্রা তৈজসবাচক বিধায় ইহাকে তৃতীয়পাদ বলা যায়। সর্ব্বপাদই চতুরাত্মা এবং স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী, ইহারাই চতুরাত্মা পদে নির্দ্দিষ্ট। প্রণবের তৃতীয় মাত্রা মকার, ইহা স্বর্গ, সমন্ত্রক সামবেদ, রুদ্র, আদিত্যগণ, জগতীচ্ছন্দ এবং আহবনীয় অগ্নি, ইহাই তৃতীয় পাদ, আর সকল পাদেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সমষ্টি আত্মার সাক্ষিরূপে চতুর্ব্বিধ আত্মা অবস্থিত। বিশ্বাদি সকলেরই স্থূলত্বাদি চারি রূপ আছে, (বৈশ্বানর) স্থূলাদিরূপে অন্তর্ভুক্ত; অতএব পাদসকল চতুরাত্মা জানিবে ॥ ২ ॥

যাবসানে অস্য চতুর্থ্যর্দ্ধমাত্রা সা সোমলোক ওঙ্কারঃ সোঽথর্ব্বণৈর্ম্মন্ত্রৈরথর্ব্ববেদঃ সংবর্ত্তকোঽগ্নির্ম্মরুতো বিরাডেকঋষির্ভাস্বতি স্মৃতা সা চতুর্থঃ পাদো ভবতি। ভবতি চ সর্ব্বেষ্ পাদেষু চতুরাত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষিভিঃ। মাত্রামাত্রাঃ কৃত্বা ওতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাঽবিকল্প-রূপং চিন্তয়ন্ গ্রসেৎ ॥ ৩ ॥

প্রণবের অকারাদি অক্ষরত্রয়ের অবসানে বীজাত্মক যে চতুর্থী মাত্রা আছে, ইহাই সোমলোক, অর্থাৎ উমা (বিদ্যা) সহিত বিন্দুরূপিণী অর্দ্ধমাত্রা পরমেশ্বরের লোক। কিন্তু চন্দ্রলোক নহে, যেহেতু, উহা স্বর্গের একদেশ মাত্র, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই মাত্রাই ওঙ্কার। বিন্দু প্রভৃতি স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে না, অতএব বিন্দু প্রভৃতি স্থানে ওঙ্কার পঠিত হয়, আর এই চতুর্থী মাত্রাই সমন্ত্রক অথর্ব্ববেদ, সংবর্ত্তক অগ্নি, মারুতগণ এবং একঋষিনামক আথর্ব্বণিক অগ্নি। এই মাত্রাই ভাস্বতী নামে কথিত। যেহেতু, বিন্দ্বাদিস্বরূপ ও তুরীয় ব্রহ্মবোধক এবং ইহাই চতুর্থ পাদ। সর্ব্বপাদই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষি-ভেদে চতুরাত্মা। এই প্রকার সমষ্টিব্যষ্টির ঐক্যচিন্তা, করিয়া মাত্রা ও পাদমিশ্রিত উপাসনা দ্বারা পূর্ব্ববৎ ক্রমিক উত্তরোত্তর সংহার করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বরীতিক্রমে বিরাড়াদিকে পর পর আত্মায় বিলীন করিয়া পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্ব-খণ্ডের কথিত ক্রমে অকার মাত্রাকে উকার মাত্রায়, উকার মাত্রাকে মকার মাত্রায় এবং মকারকে বিন্দুতে বিলীন করিবে। এইরূপে বিরাড়কে হিরণ্যগর্ভে, হিরণ্যগর্ভকে

প্রাজ্ঞ ঈশ্বরে ও ঈশ্বরকে তুরীয়ে লীন করিলে আত্মজ্ঞানলাভ হইবে ॥ ৩ ॥

জ্ঞোহমৃতো হুতসংবিৎকঃ শুদ্ধঃ সংবিষ্টো নির্ব্বিঘ্ন ইমমনুনিয়মেঽনুভূয় ইহেদং সর্ব্বং দৃষ্ট্বা সুপ্রপঞ্চহীনঃ ॥ ৪ ॥

এইক্ষণ অনুষ্ঠান, ক্রম, ন্যাস ও অর্চ্চনাদি সহিত উপাসনা কথিত হইতেছে।—এই অধ্যায়ে জ্ঞোহমৃত ইত্যাদি দ্বারা উপাসনাক্রমই বক্তব্য। অষ্টখণ্ডেই উপাসনা বিবৃত হইবে, এই উপাসনাক্রমও গুরুর উপদেশানুসারে ইহারই অন্তর্ভুক্ত করিবে জানিতে হইবে। সাধক বিহিতকালে প্রবুদ্ধ হইয়া উপাসনা করিবে অর্থাৎ প্রবোধমন্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা নিদ্রার সাক্ষী হেতু নিদ্রাহীনজ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করিবে, 'ওঁ নিত্যপ্রবুদ্ধায় পরমাত্মনে নমঃ" ইহাই প্রবোধমন্ত্র। আবার অমৃত হইয়া উপাসনা করিবে অর্থাৎ অমৃতময় মূর্তিমন্ত্রে কিম্বা প্রণব দ্বারা পরমাত্মার বিদ্যাময়ী মূর্তিকে আত্মস্বরূপে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। "ওঁ বিদ্যাদেহায় পরমাত্মনে নমঃ" ইহাই মূর্তিমন্ত্র। পুনর্ব্বার হুতসংবিৎক হইয়া উপাসনা করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বদিবসে কৃত ও বর্ত্তমান দিনে করিষ্যমাণ জ্ঞানক্রিয়াত্মক সমুদয় কার্য্য কার্য্যকালেই সংবিদের অংশরূপে আলোচিত করিয়া সংপূর্ণ সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বরে তাঁহার পূজা জপ, হোম, তর্পণ ও ধ্যানাদিরূপে সমর্পণ করিবে। কেবলমাত্র প্রণবই এই সমর্পণের মন্ত্র। অতঃপর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া আবশ্যকীয় শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, মলশোধন, স্নান ও বৈধ স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পুনর্ব্বার সংবিষ্ট, অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম

সমাপনান্তে শুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া উপাসনা করিবে। পরে নির্ব্বিঘ্ন হইবে অর্থাৎ আসনোপবেশনপূর্ব্বক গুরু প্রভৃতির উপদিষ্ট মন্ত্রে অঙ্গুলি ও করশোধন, করতালত্রয়, দিগ্বন্ধন ও অগ্নিময় প্রাচীর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন চিন্তন প্রভৃতি দ্বারা নিখিল বিঘ্ন দূরীভূত করিবে। অনন্তর অসুনিয়ম অর্থাৎ প্রাণায়াম করণীয়। যথা—"ওম্" এই অক্ষরই সর্ব্বময়, এইরূপ প্রণবের সর্ব্বব্যাপ্তি চিন্তা পূর্ব্বক তদ্বর্গ অকারাদি ব্যাপকবর্ণ দ্বারা শরীরের অপরিচ্ছিন্নতা ও বীজস্বরূপ "হংসঃ" এই মন্ত্র পরমাত্মাতে রক্ষণ করিয়া রেচক ও পূরক দ্বারা শরীরাবয়ব সকল সংহার করত কুম্ভককালে প্রণব দ্বারা আত্মানুভব করিবে। এইরূপে যথাশক্তি প্রাণায়াম করিয়া প্রণব দ্বারা আত্মানুসন্ধান পূর্ব্বক অকারাদি ব্যাপক দ্বারা আত্মাতে শরীরচতুষ্টয় উৎপাদন করিবে। এই প্রত্যগাত্মায় চতুষ্টয়রূপসম্পন্ন এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই শরীরত্রয় বিলীন করিবে, এইরূপে প্রাণাগ্নিহোত্র ও প্রপঞ্চযোগ কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ওঁ হ্রীং এই মন্ত্রে চিদানন্দরূপী দেবকে চিন্তা করিয়া ক্ষকারাদি অকারান্ত মাতৃকাবর্ণ সকল উচ্চারণ করত এই সমুদয় মাতৃকাবর্ণাত্মক ও জগন্ময় শরীরচতুষ্টয় সচ্চিদানন্দ দেব হইতে সমুৎপন্ন ও তন্ময়রূপে চিন্তা করিয়া 'সোঽহং' ও 'হংসঃ' এই উভয় মন্ত্রে জীবাত্মা-পরমাত্মার পরস্পর ঐক্য চিন্তা করত "স্বাহা" এই মন্ত্রে পরমাত্মরূপ অগ্নিতে শরীরচতুষ্টয় বিলয় করিবে, ইহাই প্রাণাগ্নিহোত্র। প্রপঞ্চযাগও এইরূপে করিবে। তাহাতে বিশেষ এই যে, "ওঁ হ্রীং" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসকল উচ্চারণ করিয়া "হংসঃ সোঽহং স্বাহা" এই মন্ত্রে শরীরাহুতি দিতে হইবে ॥ ৪ ॥

অথ সকলঃ সাধারোঽমৃতময়শ্চতুরাত্মা সর্ব্বময়শ্চতুরাত্মা ॥ ৫ ॥

অথবা 'তং বা এতম্' এই পূর্ব্বোক্তক্রমে সকলীকরণন্যাস করিবে। যথা—পূর্ব্বে অনুষ্টভ্ পাদে কথিত প্রণালী অনুসারে ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য সম্পাদন করিয়া এবং সেই আত্মাকে অনুজ্ঞারূপ প্রণব দ্বারা পুনর্ব্বার অজর, অমর, অমৃত, অভয়স্বরূপ চিন্তা করত শরীরচতুষ্টয়স্থৈর্যার্থ বক্ষ্যমাণমন্ত্রে সকলীকরণ করিবে, অর্থাৎ "ওম্" ইত্যাদি এবং শান্তি পর্য্যন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "শান্ত্যতীতকলাত্মনে সাক্ষিণে নমঃ" এই মন্ত্রে সর্ব্বব্যাপনপূর্ব্বক সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মার চিন্তন করিয়া শক্ত্যন্ত প্রণব উচ্চারণ করিবে। অনন্তর "শান্তিকলাশক্তিপরাবাগাত্মনে সামান্যদেহায় নমঃ" এই মন্ত্রে সর্ব্বব্যাপক ন্যাস করিয়া অন্তর্ম্মুখ সৎস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানময় সামান্যশরীর চিন্তনপূর্ব্বক প্রণব ও নাদ উচ্চারণ করিয়া "বিদ্যাকলানাদপশ্যন্তি-বাগাত্মনে কারণদেহায় নমঃ" এই মন্ত্রে কারণদেহে ব্যাপ্তি ভাবনা করিবে এবং প্রলয় ও সুষুপ্তির সাক্ষিস্বরূপ কিঞ্চিদ্বহির্ম্মুখ সৎস্বরূপ কারণদেহ চিন্তা করিয়া বিন্দ্বন্ত প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক "প্রতিষ্ঠাকলা-বিন্দুমধ্যমা-বাগাত্মনে সূক্ষ্মদেহায় নমঃ" এই মন্ত্রে সূক্ষ্মদেহব্যাপ্তি ভাবনা করিতে করিতে সূক্ষ্মভূত, অন্তঃকরণ ও প্রাণেন্দ্রিয়ময় সূক্ষ্মশরীর স্মরণ করিয়া মকারান্ত প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক "নিবৃত্তিকলাবীজ-বৈখরীবাগাত্মনে স্থূলশরীরায় নমঃ" এই মন্ত্রে স্থূলশরীরব্যাপ্তি ভাবনা করত পঞ্চীকৃত ভূতসমষ্টি ও ভূতকার্য্যাত্মক স্থূলশরীর চিন্তা করিবে। ইহাই সকলীকরণ। এইরূপে সৃষ্ট এই শরীরচতুষ্টয়কে ভগবানের ও অধিষ্ঠানের স্থান ও মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া পীঠন্যাস, ও মূর্ত্তিন্যাস

করিবে। পীঠ, অর্থাৎ আধার ও আধারের আশ্রয়স্থানের সহিত বর্ত্তমান হওয়াই পীঠন্যাস, আর অমৃতময় শব্দে মূর্ত্তিন্যাস কথিত হইয়াছে। অমৃত অর্থে তিনি সচ্চিদানন্দ অনন্ত পদের লক্ষ্য, অনৃত-দুঃখ-জড়ত্ব-পরিচ্ছেদহীন ব্রহ্ম, সেইরূপই অমৃতময়। অর্থাৎ অন্তর্মুখ সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে যে অনৃতাদিবিরুদ্ধরূপ সকল প্রকাশিত হয়, তাহারা সচ্চিদানন্দ পূর্ণস্বপদের লক্ষ্যার্থরূপ। যেহেতু, অনৃতের বিরুদ্ধধর্ম্মসত্তা সচ্চিদানন্দের অন্তর্গত সৎশব্দের প্রতিপাদ্য, এইরূপ জড়তার বিরোধী জ্ঞান চিৎশব্দবোধ্য ও দুঃখের প্রতিপক্ষ আনন্দ এবং পরিচ্ছেদের পরিপন্থী নিঃসীমত্ব আনন্দ শব্দের বাচ্য। এই প্রকারে সচ্চিদানন্দ অনন্তব্রহ্ম পর্য্যবসিত হয়। আর উহারাই ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, স্বাতন্ত্র্য ও তত্তৎশক্তির কারণ। অতএব সচ্চিদানন্দ পূর্ণাত্মরূপিণী এবং ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কাররূপিণী পরাশক্তিই ভগবানের মূর্ত্তি, ইহাই উক্ত হইল। এইক্ষণে পীঠাদি-প্রকার কল্পনা কথিত হইতেছে, "ওঁ চতুরশীতিকোটি যোনিজন্মাত্মনে ব্রহ্মাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে সর্ব্বব্যাপ্তি ভাবনা করিয়া কেশ ও রোমাদি বপ্ররূপে কল্পনা করিবে। পরে "ওঁ পঞ্চভূতনামরূপাত্মকেভ্যঃ প্রাকারেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে সর্ব্বব্যাপ্তি চিন্তা করিয়া পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত, নাম ও রূপ এই সপ্তধাতুকে সপ্ত প্রাচীররূপে কল্পনা করিবে। অনন্তর "ওঁ নবচ্ছিদ্ররূপেভ্যো নবদ্বারেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে ব্যাপ্তিভাবনা পূর্ব্বক নবদ্বারে প্রাচীরের নব পুরদ্বাররূপে কল্পনা করিবে। এইরূপে স্থূলশরীরকে আধার কল্পনা করিয়া ঐ স্থূলশরীরকে মহারাজরাজেশ্বর আত্মার সেবকরূপে কল্পনা করিবে, অর্থাৎ "সংবিদ্রূপেভ্যো রাজদ্বারেভ্যো নমঃ, সকামাকামবৃত্তিভ্যো নমঃ,

কামবৈরাগ্যাভ্যাং দ্বারপালাভ্যাং নমঃ, দিগগ্ন্যাদ্যাত্মকশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়রূপেভ্যো রাজপরিচারকেভ্যো নমঃ, চন্দ্রাত্মকায়মনসে রাজদূতায় নমঃ, ব্রহ্মরূপিণ্যৈ সর্ব্বকার্য্যনিশ্চয়কর্ত্র্যৈ বুদ্ধ্যৈ নমঃ, রুদ্ররূপায় সর্ব্বকার্য্যাভিমানকর্ত্রে হঙ্কারায় নমঃ, বিষ্ণুরূপায় সর্ব্বকার্য্যানুসন্ধানকর্ত্রে চিত্তায় নমঃ, সর্ব্বেশ্বররূপায় সর্ব্বাধিকারিণে প্রাণায় নমঃ” এই সকল মন্ত্রে ন্যাস, জপ ও চিন্তন করিবে। অর্থাৎ সাধক ভাবিবেন, এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতনির্ম্মিত স্থূলশরীরে মহারাজাধিরাজ আত্মা অধিবাসী, শরীরের যে নয়টি দ্বার আছে, তাহা তাঁহার বহির্গমনের নয়টি পুরদ্বার, শরীরোদ্গত কেশলোমাদি দ্বারা আত্মার বাসস্থান নিয়ত বনসঙ্কুল। বিষয়জ্ঞান রাজদ্বার, সকাম ও নিষ্কাম বৃত্তিসমূহ দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কামনা ও বৈরাগ্য দ্বারপালরূপে ঐ দ্বারসমূহ রক্ষা করিতেছে। শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহার ভৃত্য, চন্দ্ররূপী মন তাঁহার দূত, ব্রহ্মরূপিণী বুদ্ধি মন্ত্রণাদাত্রী প্রধানা মহিষী, চিত্ত সর্ব্বকার্য্যের অনুসন্ধানকারী অমাত্য, প্রাণ সর্ব্বকার্য্যে অধ্যক্ষ ও রুদ্ররূপী অহঙ্কার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। এইরূপে সূক্ষ্মশরীরকে ভগবানের আরাধনার উপকরণরূপে বিধান করিয়া “গুণত্রয়াত্মনে প্রাসাদায় নমঃ” এই মন্ত্রে তাহাকে মহারাজ আত্মার হর্ম্ম্য কল্পনাপূর্ব্বক বিন্দ্বন্ত প্রণব উচ্চারণ করিয়া ‘পরমাত্মাসনায় নমঃ’ এই মন্ত্রে হৃদয়ে আসন বিন্যাস করত কিঞ্চিদ্বহির্ম্মুখ পূর্ব্বোক্ত সৎস্বরূপ গুণসাম্যময় কারণশরীরকে পীঠরূপে কল্পনা করিবে। তৎপরে শক্ত্যন্ত প্রণব উচ্চারণ করিয়া “পরমাত্মমূর্ত্তয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে হৃদয়াদি মস্তকান্ত ব্যাপকন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত সামান্য শরীরে অন্তর্ম্মুখ সদাত্মক ব্রহ্মের অধিষ্ঠান ভাবনা পূর্ব্বক তাহাকে পরাশক্তিরূপিণী

করচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও ধ্যানমুদ্রাধারিণী সর্ব্বালঙ্কারবিশিষ্টা স্বাত্মানন্দানুভবরূপ সাগরে নিমগ্না ভগবন্মূর্ত্তিস্বরূপ চিন্তা করিবে, ইহাই পীঠমূর্ত্তিন্যাস। এই ন্যাসে পীঠমন্ত্র ও মূর্ত্তিমন্ত্র এই দুই মন্ত্রই অবশ্য ন্যাস করিবে। অবশিষ্ট কল্পনা করিবে। এইরূপে প্রাণিমাত্রের মূর্ত্তিতে সাক্ষিরূপে অবস্থিত কূটস্থ মূর্ত্তিমান্ পরমেশ্বর পরমাত্মার মূর্ত্তিতে আবাহন করিতে হইবে অর্থাৎ সেই পরমাত্মার যে চিদাভাসরূপে ব্যাপ্তি, ইহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনিই সামান্যাদি শরীরচতুষ্টয়ের আত্মা। আর এই ব্যস্তসমস্ত প্রণবমন্ত্র দ্বারাই করন্যাস ও অঙ্গুলিন্যাস করিবে। কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গন্যাস, আর সমস্ত প্রণব দ্বারা সর্ব্বদেহে তিন তিনবার ব্যাপকন্যাস, পরে সমস্ত প্রণবের মূলাধারে ন্যাস করিয়া ব্যস্ত প্রণবের নাভি, হৃদয় ও ভ্রূমধ্যে ন্যাস এবং সমস্ত প্রণবের দ্বাদশান্তে ও ষোড়াশান্তে ন্যাস কর্ত্তব্য, ইহা সূচিত হইল। এইরূপ ন্যাস দ্বারা চতুরাত্মক, অর্থাৎ অকার, উকার, মকার ও ওঙ্কারাত্মা হইবে ও চারি প্রকার ব্যাহৃতি অগ্নিরূপে সদাত্মসম্পন্ন হইবে, ইহা দ্বারা অঙ্গন্যাস সূচিত হইল। ইহা দ্বারা পূর্ব্বখণ্ডে উক্ত পাদন্যাস বিহিত হইল এবং সর্ব্বময় হইয়া উপাসনা কর্ত্তব্য। এ স্থলে সর্ব্ব শব্দে সর্ব্বময় বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়াত্মা এই পাদচতুষ্টয়ের উল্লেখ হইল। ঐ সকল আত্মার শরীরে ন্যাস করিলেই তৎসারূপ্য প্রাপ্তি হয়। পরে "ঐশ্বর্য্যশক্ত্যাত্মনে দ্যুলোকায় নমঃ, জ্ঞানশক্ত্যাত্মনে সূর্য্যায় নমঃ, সংহারশক্ত্যাত্মনে অগ্নয়ে নমঃ, ক্রিয়াশক্ত্যাত্মনে বায়বে নমঃ, সর্ব্বাশ্রয়শক্ত্যাত্মনে আকাশায় নমঃ, ইচ্ছাশক্ত্যাত্মনে প্রজাপতয়ে নমঃ এবং সর্ব্বাধারশক্ত্যাত্মনে পৃথিব্যৈ নমঃ" এই সপ্তমন্ত্রে যথাক্রমে

মস্তক, চক্ষু, মুখ, নাসিকা, হৃদয়, গুহ্য ও পাদ এই সপ্তাঙ্গে সপ্তাঙ্গন্যাস করিবে। পুনর্ব্বার একোনবিংশতিমুখ মন্ত্রন্যাস করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুন্যাসে এই ন্যাস এবং চিত্তাদি অন্তঃকরণ, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উনবিংশ স্থানে ন্যাসেও সেই সেই শক্ত্যাত্মনে নমঃ এইরূপে মন্ত্র যোজনা করিবে। যেহেতু, ভগবানের শরীর শক্তিমাত্রস্বরূপ, কেবল স্থান, প্রাচার ও পরিচারকাদি কল্পিত মাত্র। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, পরমাত্মার শক্তি স্বীয় গুণে নিগূঢ় আছে, তাঁহার কোন কার্য্য বা কারণ নাই এবং তাঁহার সমান বা অধিক কেহ আছে, এমত শ্রুত হয় না, পরন্তু পরমাত্মার বিবিধ শক্তিই শ্রুত হইয়া থাকে এবং তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া এই সকলই স্বাভাবিক। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি পাণিপাদবিহীন, আমার শক্তি অনির্ব্বচনীয় আমি চক্ষুর্বিহীন হইয়া দর্শন করি এবং কর্ণবিহীন হইয়া শ্রবণ করিয়া থাকি। তাঁহার হস্তপাদ নাই অথচ তিনিও গ্রহণ ও গমন করিতে পারেন। পরন্তু প্রয়োগের প্রণালী এই, ওঁ প্রণয়নশক্ত্যাত্মনে প্রাণায় নমঃ, অপনয়নশক্ত্যাত্মনে অপানায় নমঃ, ওঁ ব্যানয়নশক্ত্যাত্মনে ব্যানায় নমঃ, ওঁ উন্নয়নশক্ত্যাত্মনে উদানায় নমঃ এবং সমনয়নশক্ত্যাত্মনে সমানায় নমঃ। এইরূপে অনুসন্ধানশক্ত্যাত্মনে চিত্তায়, নিশ্চয়শক্ত্যাত্মনে বুদ্ধ্যৈ, অহঙ্কারশক্ত্যাত্মনে অহঙ্কারায়, সঙ্কল্পশক্ত্যাত্মনে মনসে, শ্রবণশক্ত্যাত্মনে শ্রোত্রায়, স্পর্শনশক্ত্যাত্মনে ত্বচে, দর্শনশক্ত্যাত্মনে চক্ষুষে, রসনশক্ত্যাত্মনে রসনায়ৈ, ঘ্রাণশক্ত্যাত্মনে নাসিকায়ৈ, বচনশক্ত্যাত্মনে বাচে, আদানশক্ত্যাত্মনে হস্তায়, গমনশক্ত্যাত্মনে পাদায়, বিসর্গশক্ত্যাত্মনে পায়বে, আনন্দশক্ত্যাত্মনে

উপস্থায় নমঃ, এইরূপ পাদন্যাস করিয়া বক্ষ্যমাণ পঞ্চমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করত পাদচতুষ্টয়ের ধ্যান করিবে। ধ্যানের মন্ত্র এই,—ওঁ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জাগরিতস্থানায় স্থূলপ্রজ্ঞানায় সপ্তাঙ্গায়ৈকোনবিংশতিমুখায় স্থূলভুজে চতুরাত্মনে বিশ্বায় বৈশ্বানরায় পৃথিবী-ঋগ্বেদ-ব্রহ্ম-বসু-গায়ত্রী-গার্হপত্যাকারাত্মনে স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষ্যাত্মনে প্রথমপাদায় নমঃ, ইহাই প্রথমপাদধ্যানের মন্ত্র। দ্বিতীয় পাদধ্যানের মন্ত্র—ওঁ জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং স্বপ্নস্থানায় সূক্ষ্মপ্রজ্ঞায় সপ্তাঙ্গায়ৈকোনবিংশতিমুখায় সূক্ষ্মভুজে চতুরাত্মনে তৈজসায় হিরণ্যগর্ভায়ান্তরিক্ষ-যজুর্ব্বেদ-বিষ্ণু-রুদ্র-ত্রিষ্টুপ্-দক্ষিণাগ্ন্যুকারাত্মনে স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষ্যাত্মনে দ্বিতীয়পাদায় নমঃ, ইহাই দ্বিতীয়পাদধ্যানের মন্ত্র। তৃতীয়পাদধ্যানের মন্ত্র যথা—ওঁ নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং সুষুপ্তস্থানায় একীভূতায় প্রজ্ঞানঘনায় আনন্দময়ায় আত্মানন্দভুজে চেতোমুখায় চতুরাত্মনে প্রাজ্ঞায়েশ্বরায় দ্যুসামসামবেদরুদ্রাদিত্যজগত্যাহবনীয়মকারাত্মনে স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষ্যাত্মনে তৃতীয়পাদায় নমঃ। চতুর্থপাদধ্যানের মন্ত্র যথা—ওঁ মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহং, সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বজ্ঞায় সর্ব্বশক্তয়ে সর্ব্বান্তর্য্যামিনে সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বযোনয়ে সর্ব্বপ্রভবায় সর্ব্বাপায়ায় সোমলোকায় অথর্ব্বাথর্ববেদ-সম্বর্ত্তকাগ্নি-মরুদ্বিরাড়েকর্ষ্যোঙ্কারাত্মনে স্থূল-সূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষ্যাত্মনে চতুর্থপাদায় নমঃ। এই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। তুরীয়পাদন্যাসমন্ত্র যথা—ওঁ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ নান্তঃপ্রজ্ঞায় নবহিঃপ্রজ্ঞায় নোভয়তঃপ্রজ্ঞায় নপ্রজ্ঞায় নাপ্রজ্ঞানায় নপ্রজ্ঞানঘনায় অদৃষ্টায় অব্যবহার্য্যায় অগ্রাহ্যায় অলক্ষণায় অচিন্ত্যায় অব্যপদেশ্যায় একাত্মপ্রত্যয়সারায়

অমাত্রায় প্রপঞ্চোপশমায় শিবায় শান্তায় অদ্বৈতায় সর্ব্বসংহারসমর্থায় পরিভবাসহায় প্রভবে ব্যাপ্তায় সদোজ্জ্বলায় অবিদ্যাকার্য্যহীনায় স্বাত্মবন্ধহরায় সর্ব্বদা দ্বৈতরহিতায় আনন্দরূপায় সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রায় নিরস্তাবিদ্যাতমোমোহায় অকৃত্রিমাহংবিমর্শায় ওঙ্কারায় তুরীয়তুরীয়ায় নমঃ। পরে 'ওঁ' এই মন্ত্রে একবার ব্যাপকন্যাস করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে, যথা—ওঁ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং পৃথিব্যৃগ্‌বেদ-ব্রহ্ম-বসু-গায়ত্রী-গার্হপত্যাকারভূরগ্ন্যাত্মনে সর্ব্বজ্ঞজ্ঞানশক্ত্যাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ, এই মন্ত্রে হৃদয়ে, ওঁ জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ অন্তরিক্ষযজুর্যজুর্ব্বেদ-বিষ্ণু-রুদ্র-ত্রিষ্টুব্‌-দক্ষিণাগ্ন্যুহ-কার-ভুবঃপ্রাজাপত্যাত্মনে নিত্যতৃপ্ত্যৈশ্বর্য্য-শক্ত্যাত্মনে শিরসে স্বাহা, এই মন্ত্রে মস্তকে, ওঁ নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং সু-সামসামবেদ-রুদ্রাদিত্য-জগত্যাহবনীয়-মকারস্বর্য্যাত্মনে অনাদিবোধ শক্ত্যাত্মনে শিখায়ৈ বষট্, এই মন্ত্রে শিখায়, ওঁ মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং সোমলোকায় অথর্ব্বাথর্ব্ববেদ--সংবর্ত্তকাগ্নি—মরুদ্‌বিরাড়েকর্ষ্যোঙ্কার-ভূর্ভুবঃস্বর্ব্রহ্মাত্মনে স্বাতন্ত্র্যবলশক্ত্যাত্মনে কবচায় হুম্, এই মন্ত্রে বাহুদ্বয়ে, ওঁ উগ্রং বীরং ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে ওঁ ওঙ্কার-ভাস্বত্যলুপ্তবীর্য্যশক্ত্যাত্মনে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়ে, ওঁ উগ্রং বীরং ইত্যাদি মন্ত্রান্তে পৃথিব্যকার-ঋগ্‌-ঋগ্‌বেদ্--ব্রহ্ম-বসু--গায়ত্রী--গার্হপত্যান্তরিক্ষোঙ্কার--যজুর্যজুর্ব্বেদ-বিষ্ণু-রুদ্র-ত্রিষ্টুব্‌-দক্ষিণাগ্নি-দ্যু-মকার-সাম-সামবেদ-রুদ্রাদিত্য-জগত্যাহব-নীয-সোম--লোকোঙ্কাবাথর্ব্বাথর্ব্ব—বেদ-সংবর্ত্তকাগ্নি--মরুদ্--বিরাড়ে-কষি-ভাস্বতীসত্যাত্মনে অনন্ততেজঃশক্ত্যাত্মনে অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে অস্ত্রন্যাস করিবে। পুনর্ব্বার ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া বীজাদি স্মরণপূর্ব্বক পরমাত্মদেবের ধ্যান করিয়া পরমানন্দরূপ অমৃত দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চতুর্মূর্ত্তির আত্মস্বরূপদেবতার পূজা করিবে। অর্থাৎ চিন্তা করিবে যে, পূর্ব্বোক্ত

মূর্ত্তিচতুষ্টয়ব্যাপক এবং মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের সাক্ষিস্বরূপ পরমানন্দবোধসাগর প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে মূর্ত্তিচতুষ্টয় মগ্ন রহিয়াছে। এইরূপে আত্মপূজা উক্ত হইল ॥ ৫ ॥

অথ মহাপীঠে সপরিবারং তমেতং চতুঃসপ্তাত্মানং চতুরাত্মানং মূলাগ্নাবগ্নিরূপং প্রণবম্ ॥ ৬ ॥

পুনর্ব্বার সেই প্রণবের যে পূর্ব্বমাত্রা, তাহাই প্রথমপাদ, ইত্যাদি বাক্যে এই পূজা ক্রমখণ্ডে কথিত উপাসনা সম্পন্ন করিয়া আত্মাকেই চতুর্মূর্ত্তিরূপে পৃথক্‌ভাবে পূজা করিবে, ইহাই পীঠাদি কল্পনাপূর্ব্বক উক্ত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত আত্মপূজার পর বহির্মুখ সদাত্মক গুণবীজরূপ মূলাধারস্থিত দ্বাত্রিংশৎ, অষ্ট বা চতুর্দ্দলপদ্মাকৃতি মহাপীঠে সপরিবার আত্মার পূজা করিবে। অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ দলগত পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও চন্দ্রলোকাদি অষ্টসংখ্যক চতুরাবৃত্ত দেবতাকে অষ্টদলগত সচ্চিদানন্দ পূর্ণাত্মা অব্বয় স্বপ্রকাশক ও বিমর্শরূপ এবং চতুর্দ্দলগত ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বর, বিষ্ণুসর্ব্বেশ্বর, রুদ্রসর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বেশ্বরসর্ব্বেশ্বর, এই সকল পরিবারের সহিত পূজা কর্ত্তব্য। পাদ ও মাত্রাখণ্ডে পৃথিবী অকারাদিরূপে কথিত, সপ্তাত্মা ও চতুরাত্মা যাহা অকারাদি সম্বন্ধিরূপে পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিধ ও সপ্তাত্মকরূপী (অকারাদি সমষ্টিরূপতা হেতু ওঙ্কারের সর্ব্বত্র মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের ঐক্যবিবক্ষা করিয়াই চতুর্ব্বিধ ও সপ্তাত্মকরূপী উক্ত হইয়াছে) এইরূপে প্রণবানুসন্ধান করিবে। সেই প্রণব বিভূতিবিশিষ্ট, অকারাদি ব্যতিরেকে স্বয়ংই চতুরাত্মা ও অষ্টাত্মা। ইহাতেই পৃথক্ পৃথক্ দেবতাদিগের অবিশেষে সমষ্টিদেবতার সহিত ঐক্য উক্ত হইল। বাস্তবিক তদঙ্গীভূত মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের অংশবিশেষে

ঐক্য জানিবে অর্থাৎ সমষ্টি, ব্যষ্টি ও স্থূলাদি মূর্ত্তি দ্বারাই তিনি চতুরাত্মা। যদিও মূলে কথিত হইয়াছে যে, প্রণব সপ্তাত্মা চতুরাত্মা, ইহাতে চতুর্মাত্রাসম্বন্ধ সপ্তাঙ্গ ও তদঙ্গীভূত স্থূলাদি চতুষ্টয় মূর্ত্তির তুরীয় প্রণবের সহিত বিশেষসম্বন্ধের প্রতিপত্তি অবশ্য বক্তব্য, কিন্তু তাহা হয় নাই, তথাপি পরিশেষে তাহার তুরীয়প্রণবসম্বন্ধিরূপে কথনহেতু এ স্থলে এক প্রকার তাহাও কথিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। মূলাধারস্থিত প্রণবেরও তুরীয় প্রণবরূপতাহেতু তাহা হইতেই আচার্য্যগণ এই স্থলে মধ্যে অষ্টদলপদ্মের উপদেশ করেন। সেই প্রণব মূলাধারগত অগ্নিমণ্ডলের অগ্নির মত চিৎপ্রকাশরূপী, অর্থাৎ ক্রিয়াদি শক্তি দ্বারা জঠরাগ্নির সহিত সংসক্তভাবে প্রণবের চিন্তা করিবেন। 'অগ্নিরূপী' এই কথা বলায় প্রণবের পরিবার ও ওঙ্কারের শিরঃ-হস্তাদিবিশিষ্ট শরীর কল্পনা উচিত নহে; কিন্তু প্রলয়াগ্নি ও অর্কসম জ্যোতির্ম্ময়ই চিন্তনীয়, ইহাই প্রতীয়মান হইল ॥ ৬॥

সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানমকারং ব্রহ্মাণং নাভৌ সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানমুকারং বিষ্ণুং হৃদয়ে সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানং মকারং রুদ্রং ভ্রূমধ্যে সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানং চতুঃসপ্তাত্মানং চতুরাত্মানমোঙ্কারং সর্ব্বেশ্বরং দ্বাদশান্তে সপ্তাত্মানং চতুরাত্মানং চতুঃসপ্তাত্মানং চতুরাত্মানমানন্দামৃতরূপং প্রণবং ষোড়শান্তে। ৭ ॥

অনন্তর মূলাধারস্থ অগ্নিকে নাভ্যন্তরে উন্নীত করিয়া সেই অগ্নিতে মন্ত্ররাজ অনুষ্টুপের স্বরূপ প্রথমপাদের অষ্টাক্ষরাত্মক অষ্টদলপদ্ম চিন্তা করত তাহার কর্ণিকাতে প্রণবান্তর্গত অকার বীজ, বিন্দু, নাদ ও শক্তি এই চতুষ্টয়াত্মসম্পন্ন চতুর্দ্দলপদ্মরূপ চিন্তা করিয়া

এই চতুর্দ্দলপদ্মের কর্ণিকাতে মূলপ্রকৃতি সরস্বতীসন্নিহিত সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মার ধ্যান করিবে। এই ধ্যানেও সপরিবার দেহের ধ্যান বুঝিতে হইবে। উত্তরবাক্যেও এইরূপ জানিবে। এই অষ্টদলে অকারসম্বন্ধিরূপে কথিত পৃথ্যাদি আটটি দেবতা যাহা অনুষ্টুভের প্রথম পাদের অক্ষরে অবস্থিত, সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ এবং চতুর্দ্দলস্থিত ব্রহ্ম-ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিষ্ণু, ব্রহ্মরুদ্র ও ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বর, এই সকলকে আবরণে ধ্যান করিতে হইবে। আর সেই অষ্টদলের চারিদিকে চারি বেদ, অগ্নিকোণে ষড়ঙ্গ, নৈর্ঋতকোণে মীমাংসা, বায়ুকোণে ন্যায় এবং ঈশানকোণে ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য ও নাটকাদি স্মরণ করিবে। চতুর্দ্দলের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্ম-সর্ব্বেশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মরুদ্র, পশ্চিমে ব্রহ্মব্রহ্ম এবং উত্তরে ব্রহ্মবিষ্ণু এই সকল ধ্যান করা কর্ত্তব্য, পরেও এইরূপ চতুষ্টয় মূর্ত্তির চতুষ্টয় স্থিতি অবগত হইবে। মূলে নাভিমধ্যেই ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বরের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রণবস্থ অকারস্বরূপ নাভিমধ্যে সপ্তাত্মা ব্রহ্মার ধ্যান করিবে। সপ্তাত্মা অর্থে প্রণবস্থ অকারের সম্বন্ধিরূপে উক্ত সপ্ত আত্মা ও অকার এই অষ্টাত্মা জ্ঞাতব্য, তাহা না হইলে অনুষ্টুপের প্রথমপাদের অষ্টাক্ষরের সহিত সমন্বয় সম্ভবে না। পুনশ্চ ব্রহ্মকে চতুরাত্মা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সামান্যরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া তাহার অংশ স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ, সাক্ষী ইহাদিগের ফলতঃ একত্ব কথিত হইল। রজঃপ্রধান সোমমণ্ডলস্থ সরস্বতী মূলপ্রকৃতি সহিত ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বরকে অষ্টদলমধ্যস্থ চতুর্দ্দল কর্ণিকাতে ধ্যান করিবে। এইরূপ উকারসম্বন্ধিস্বরূপে উক্ত অন্তরীক্ষাদি সপ্তাত্মা ও উকার এই অষ্টাত্মা এবং স্থূলাদি চতুষ্টয়রূপী

সত্ত্বপ্রধান সূর্য্যমণ্ডলস্থ শ্রীমূলপ্রকৃতিসমন্বিত বিষ্ণুসর্ব্বেশ্বরকে উকারসম্বন্ধি হৃদয়স্থিত অষ্টদলে ধ্যান করিবে, যে অষ্টদল অন্তরীক্ষাত্মক অনুষ্টুপের দ্বিতীয় পাদের অষ্টাক্ষরের বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাঘব, বলভদ্র, কৃষ্ণ ও কল্কি, এই সকল মূর্ত্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত, তাহারই মধ্যস্থ উকাররূপী বিষ্ণু চতুর্দ্দলপদ্মগত বিষ্ণুসর্ব্বে-শ্বরাদিযুক্ত পদ্মে ধ্যেয়। আর মকার-সম্বন্ধিরূপে কথিত স্বর্গলোকাদি সপ্ত ওমকারস্বরূপ এই উমামূলপ্রকৃতিসমন্বিত তমঃপ্রধান অগ্নিমণ্ডলস্থ মকাররূপী রুদ্রকে ভ্রূমধ্যে ধ্যান করিবে। মকারসম্বন্ধিরূপে কথিত স্বর্গলোকাদিস্বরূপ অনুষ্টুপের তৃতীয় পাদের অষ্টাক্ষরস্থিত সর্ব্ব, ভব, পশুপতি, ঈশান, ভীম, মহাদেব, রুদ্র ও উগ্র এই সকল মূর্ত্তি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত তন্মধ্যে চতুর্দ্দলপদ্মগত রুদ্রসর্ব্বেশ্বরাদিযুক্ত অষ্টদলে মকারকে চিন্তা করিবে। আর অর্দ্ধমাত্রাদিসম্বন্ধী সোমলোকাদি দ্বারা অষ্টাত্মা ও স্থূলাদি চতুরাত্মক গুণসাম্যোপাধিবিশিষ্ট শক্তিমণ্ডলস্থ মূলপ্রকৃতি মায়াসহিত তুরীয় ওঙ্কারকে দ্বাদশান্তে অনুসন্ধান করিবে, যে দ্বাদশান্ত পদ্ম দ্বাত্রিংশদ্দল মূলাধারপদ্মের দ্বাত্রিংশদ্দলোক্ত দেবতাবিশিষ্ট ও তৎকর্ণিকাগত দলের সদাদি মূর্ত্তিযুক্ত ও তাহার কর্ণিকাস্থিত চতুর্দ্দলের সর্ব্বেশ্বরাদি মূর্ত্তিচতুষ্টয় সহিত এইরূপ পদ্মে ধ্যান করিবে এবং ষোড়শান্ত পদ্মে ঐরূপ গুণবীজোপাধি শক্তিমণ্ডলস্থিত তুরীয় ওঙ্কারকে আনন্দামৃতরূপে অধোমুখে দ্বাত্রিংশৎ, অষ্ট ও চতুর্দ্দলপদ্ম ও পূর্ব্বোক্ত দেবতাবিশিষ্ট তাহা ধ্যান করিবে ॥ ৭ ॥

অথানন্দামৃতেনৈনাংশ্চতুর্থা সম্পূজ্য ॥ ৮ ॥

অনন্তর উক্ত মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের পূজা করিতে হইবে, তাহার ক্রম

এই,—পীঠমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত আনন্দামৃত দ্বারা সপরিবার ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বরাদিকে দেবতা, মন্ত্র, গুরু ও আত্মা, এই চারিপ্রকারে অথবা পূজার সাধনীভূত জল, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদিকে স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ভাবে ধ্যান করিয়া তাহার দ্বারা পূজা করিবে। ওম্ অং উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং অম্ ওঁ রজ উপাধয়ে স্থূলবিরাট্‌শরীরায় বিশ্ববৈশ্বানরাত্মনে সর্ব্বস্রষ্ট্রে ব্রহ্মণে সরস্বতীসহিতায় সর্ব্বজ্ঞায় সদাত্মনে অনন্তায় অখণ্ডানন্দসংবিদে নারায়ণায় নরসিংহায় পরমাত্মনে সপরিবারায় নমঃ। ওঁ উং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং উং ওঁ সত্ত্বোপাধয়ে সূক্ষ্মহিরণ্যগর্ভশরীরায় তৈজসসূত্রাত্মনে সর্ব্বপালকায় বিষ্ণবে লক্ষ্মীসহিতায় সর্ব্বজ্ঞায় আনন্দাত্মনে অসঙ্গাদ্বয়সংবিদে নারায়ণায় নরসিংহায় পরমাত্মনে সপরিবারায় নমঃ। ওঁ মং নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মম্ ওঁ তম-উপাধয়ে সৌষুপ্তাজ্ঞানশরীরায় প্রাজ্ঞেশ্বরাত্মনে সর্ব্বসংহর্ত্রে সদাশিবায় উমাসহিতায় সর্ব্বজ্ঞায় সচ্চিদানন্দাত্মনে অসঙ্গাখণ্ডাপরোক্ষসদ্বয়সংবিদে নারায়ণায় নরসিংহায় পরমাত্মনে সপরিবারায় নমঃ। ওম্ ওঁ মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং ওঁ ওঁ গুণসাম্যোপাধয়ে ব্যাকৃতাব্যাকৃতশরীরায় প্রত্যগ্‌ব্রহ্মাত্মনে সর্ব্বোৎপত্তিস্থিতিসংহারকর্ত্রে সর্ব্বেশ্বরায় মূলপ্রকৃতিমায়াসহিতায় সর্ব্বজ্ঞায় সদানন্দচিদাত্মনে অসঙ্গাখণ্ডাপরোক্ষাদ্বয়সংবিদে নারয়ণায় নরসিংহায় পরমাত্মনে সপরিবারায় নম। ওঁ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ নিরবদ্যায় নির্গুণায়াশীর্য্যায় অশরীরায় অসঙ্গায় প্রত্যগদ্বয়ায় স্বভাসাবভাসিতকৃৎস্নায় অসঙ্গবোধায় অসঙ্গাখণ্ডাদ্বয়াপরোক্ষসদানন্দচিদাত্মনে স্বপ্নবোধধ্বস্তানর্থদ্বৈতায় নিরালম্বনবিদ্যায় অহীনমহোদয়ায় নারায়ণায় নরসিংহায় পরমাত্মনে

সপরিবারায় নমঃ। এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞানময় নৃসিংহদেবের সূক্ষ্মদেহের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। যথা—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষ্রৌম্ ঈং নমঃ সংসিদ্ধসমৃদ্ধিদা-প্রমেয় পরমৈকরস্যায় পরমহংসিনি সমস্তজন বাহ্য-সান্তি-ত্বিতৈ নিরন্তরা-রস্ত্রিতিনিত-নিরস্ত--পরমানন্দসন্দোহমহার্ণবে স্বরূপপরম্পরায়ৈ বিষ্ণুপত্নৈ বিষ্ণবে হম্ ঈম্ ওঁ স্বাহা নমঃ। পরে নিম্নোক্ত পঞ্চমন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রদান করিবে। যথা—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষ্রৌম্ ঈম্ নমো নিরন্তরং প্রথমান-প্রথমসামরস্যায়ৈ স্বস্বাতন্ত্র্য-সমুন্মেষিত-নিমেষে ন্মেষপরম্পরাভিঃ স্বস্বচ্ছন্দস্পন্দমানবিজ্ঞানবারি-নিধয়ে পরমসূক্ষ্মায়ৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ বিষ্ণবে মহামায়ায়ৈ হংসঃ ঈম্ ওঁ স্বাহা নমঃ। ১। ওঁ হ্রাঁ শ্রীঁ ক্ষ্রৌম্ ঈং নমঃ সঙ্কল্প-বল-সমুন্মেষিত-ভগবদ্ গ্রাহিভাব-স্বভাবে স্বেচ্ছাবেগবিজৃম্ভমাণা সত্তাবি-ভাক্তমূর্তিকায়ৈ চতুরগুণগ্রামত্রিকমহোস্মিন্নানাবৈ পূর্ণ ষাড়্গুণ্য-মহার্ণবে পরমস্থূলায়ৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ বিষ্ণবে মহামায়ায়ৈ পঞ্চবিন্দবে হম্ ঈম্ অম্ ওঁ স্বাহা নমঃ। ২। ওঁ হ্রাঁ শ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ হ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ নমো নিত্যোদিত-মুদ্রিত-মহানন্দ-পরম-সুন্দর-ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশে বিবিধসিদ্ধ- জনাস্পদ- ষাড়্গুণ্য- প্রসবময়-পরসত্ত্বরূপ- পরমব্যোম-প্রভাবায়ৈ বিচিত্রানন্ত-নির্মলসুন্দর- ভোগজপ্রকার- পরিণাম- প্রবীণ-স্বপ্রভাবায়ৈ পরমসূক্ষ্মস্থূলরূপসূক্ষ্মায়ৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ বিষ্ণবে মহামায়ায়ৈ পঞ্চবিন্দবে হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ ওঁ স্বাহা নমঃ। ৩। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রূঁ নমঃ। স্বসঙ্কল্প-সমীরণ-সমীর্যমাণ-বহুবিধ-জাবকোষ-বিপ্রুষপুঞ্জায়ৈ কলিত-কাল- কাল্পনিক-কল্পভেদ- ফেনপিণ্ডনিবহায়ৈ লীলাসন্দর্শিত-ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগোপকরণ-ভোগ-সম্পাদক-মহাসিদ্ধয়ে

পরমসূক্ষ্ম-স্থূলস্বরূপস্থূলায়ৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ বিষ্ণবে মহামায়ায়ৈ পঞ্চবিন্দবে হং হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ স্বাহা নমঃ। ৪। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ নমঃ সমস্ত-জগদুপকার-স্বীকৃত-বুদ্ধিমনোহঙ্গপ্রত্যঙ্গসুন্দর্যৈ দয়াতুষ্টয়-সমুন্মেষিত সমস্তজন-লক্ষ্মী-কীর্তি-জয়-মায়া প্রভাবাত্মক-সমস্ত-সম্পদেক-নিধয়ে সমস্তশক্তি চক্রস্বতন্ত্রবর্যৈ সমস্তজগৎসমস্তে প্রসৌভাগ্যেনাভিনি বিবিধ-বিষমোপপ্লবশমনি নারায়ণাঙ্কস্থিতায়ৈ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ নমো নারায়ণায় নরসিংহায় লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং স্বাহা ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ শ্রীম্। এইরূপে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া জলাদি উপহার ও রাজোপচারাদি দ্বারা পূজা করিবে, তৎপরে ভগবান্‌কে প্রসন্ন মনে করিয়া অধিকারখণ্ডে বক্ষ্যমাণক্রমে মন্ত্ররাজ আশ্রয়-পূর্ব্বক নমস্কারখণ্ডে বক্ষ্যমাণক্রমেও মন্ত্ররাজ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক কেনতঃ প্রণবনির্দ্দিষ্টাক্ষরান্ত সম্প্রখণ্ডে বক্ষ্যমাণ প্রকারে ব্রহ্মকাত্মা প্রতিপাদন করিবে। ব্যতিহার দ্বারাও ব্রহ্মাত্মত্ব চিন্তা করিয়া অনুজ্ঞাপ্রণব আশ্রয়পূর্ব্বক দ্বাদশ সহস্র, তিন সহস্র তিন শত ত্রয়স্ত্রিংশৎবার, অষ্টোত্তরসহস্র তিন শত ত্রয়স্ত্রিংশৎবার, অষ্টোত্তর শতসংখ্যা, ত্রয়স্ত্রিংশৎবার, দশবার, তিনবার অথবা একবারও আপন শক্তি অনুসারে জপ করিয়া উক্ত জপ দেবতাতে সমর্পণপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। যথা—ওঁ হং হংসাত্মকো যোঽহুপাস্যাগ্নিস্তেজসা দীপ্যমানঃ স নো মৃত্যোস্ত্রায়তাং নমো ব্রহ্মণে বিষ্ণুপতি ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহায়াত্মনে ব্রহ্মণে প্রত্যুৎমোবারায় সর্ব্বসাক্ষিণে পরমেশ্বরায় সর্ব্বগতায়াত্মায় ব্যাপ্তুমায় মায়িনে তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ অম্ উগ্রং হঃ ওম্ ওঁ বীরং হঃ ওঁ অং মহাবিষ্ণুং হঃ ওম্ অং

জ্বলন্তং হঃ ওম্ অম্ সর্ব্বতোমুখং হঃ ওম্ অং নৃসিংহং হঃ ওম্ অং ভীষণং হঃ ওম্ অং ভদ্রং হঃ ওম্ অং মৃত্যুমৃত্যুং হঃ ওম্ অং নমামি হঃ ওম্ অম্ অহং হঃ ওঁ তৎ সৎ নমো ব্রহ্মণে তৎ সৎ ওঁ নমঃ। ওঁ নমো জরায় অমরায় অমৃতায় অভয়ায় অশোকায়, অমোহায়, অনশনায় অপিপাসায় অদ্বৈতায় হঃ ওঁ হ্রীঁ হং সঃ সোঽহম্ ওঁ স্বাহা হং সর্ব্বপ্রকাশকাকৃত্রিমাপূর্ণাহমাকারায় সর্ব্বায় সর্ব্বান্তরায় সর্ব্বাত্মনে অদ্বয়ায় অপ্রকাশ্যপ্রকাশায়। অনন্তর ওঁ নমো ব্রহ্মণে ইত্যাদি মন্ত্রে নৃসিংহদেবের বাম বাহুমূলে বিচিত্রমন্ত্রশোভিত বিচিত্র মালা অর্পণ করিবে। যথা—ওঁ নমো ব্রহ্মণে, ওঁ নমঃ সর্ব্বসংহর্ত্রে সততমহিম্নে ওঁ অং হঃ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্। অম্ ওঁ নমঃ। পরে ওম্ উম্ উগ্রম্ ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে নৃসিংহদেবের কণ্ঠে আপাদলম্বিনী মালা প্রদান করিবে। যথা—ওম্ উম্ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং। ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহাত্মনে ব্রহ্মণে বিষ্ণবে সর্ব্বোৎকৃষ্টতমোঙ্কারায় পরমার্থসত্যস্বরূপায় স্বপ্রকাশায় অসঙ্গায় অনন্তদর্শিনে অদ্বয়ায় উৎকৃষ্টায় নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ওম্ উম্ উগ্রং হুং, ওম্ উং বীরং হুম্, ওম্ উং মহাবিষ্ণুং হুম্, ওম্ উং জ্বলন্তং হুম্, ওম্ উং সর্ব্বতোমুখং হুম্, ওম্ উং নৃসিংহং হুম্, ওম্ উং ভীষণং হুম্, ওম্ উং ভদ্রং হুম্, ওম্ উং মৃত্যুমৃত্যুং হুম্, ওম্ উং নমামি হুম্, ওম্ উং অহং হুম্, ওঁ নম উদুৎকৃষ্টায উদুৎপাদকায় উদুৎপ্রবেষ্ট্রে উদুত্থাপয়িত্রে উদুদ্দ্রষ্ট্রে উদুৎকর্ত্রে উদুৎপথবারকায় উদুৎগ্রাসকায়

উদ্বৃত্তভ্রান্তকায় উদ্ভূতীর্ণবিকৃতয়ে ওম্ ওঁ নমো নারায়ণায় অঃ সর্ব্বনির্ণায়কাকৃত্রিমপূর্ণোন্মেষোঙ্কারায় ওঁ নমো বিষ্ণবে নমঃ সর্ব্বাধিচাকৎস্যানিরাসকপূর্ণানন্দমহিম্নে চারঃ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ওঁ নমঃ। অতঃপর ওঁ মং ত্র্যম্বকং ইত্যাদি নিম্নকথিত মন্ত্রে নৃসিংহদেবের দক্ষিণবাহুমূলে মালা সমর্পণ করিবে। যথা—ওঁ মং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়-মামৃতাৎ। ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহাত্মনে পরব্রহ্মণে দেবায় রুদ্রায় মহাবিভূতিমকারায় মহাত্মনে অভিন্নরূপায় স্বপ্রকাশায় প্রত্যগ্ব্রহ্মণে ব্যাপ্ততমায় উৎকৃষ্টতমায় সর্ব্বপ্রত্যক্তমায় সর্ব্বজ্ঞায় মহামায়াবিভূতয়ে তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। মং উগ্রং হুং, মং বীরং হুং, মং মহাবিষ্ণুং হুং, মং জ্বলন্তং হুং, মং সর্ব্বতোমুখং হুং, মং নৃসিংহং হুং, মং ভীষণং হুং, মং ভদ্রং হুং, মং মৃত্যুমৃত্যুং হুং, মং নমামি হুং, মং অহং হুং, মং ওঁ হ্রীং হ্রৌঁ নমঃ শিবায় হংসঃ সোঽহম্ মম্ ওঁ নমো মহতে মহসে মানায় মুক্তায় মহাদেবায় মহেশ্বরায় মহাস্বত্বে মহাচিতে মহানন্দায় মহাপ্রভবে ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রৌং নমঃ শিবায় মং সর্ব্বমহত্তম ব্রহ্মমহত্তম মকারায় সর্ব্বজগন্ময়ায় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপায় বাঙ্মনোগোচরাতিগায় আনন্দানুভবস্বরূপায় আত্ম-প্রকাশায় ওঁ নমঃ শিবায় মং নমঃ সর্ব্বমনোদ্রষ্ট্রে সর্ব্বনির্ব্বাহ-কায় সর্ব্বপ্রত্যাহকায় সর্ব্বসম্পীড়কায় সর্ব্বসঞ্চালকায় সর্ব্বভক্ষকায় স্বাত্মস্বরূপদাত্রে অত্যুগ্রায় অতিবীরায় অতিমহতে অতিবিষ্ণবে অতিজ্বলতে অতিসর্ব্বতোমুখায় অতিনৃসিংহায় অতিভীষণায় অতিভদ্রায়

অতিমৃত্যুমৃত্যবে অতিনমামিনে অত্যহঙ্কারায় স্বমহিমস্থায় হরঃ। ওঁ মম উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং মম্। ওঁ নমঃ। এইরূপে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দাতব্য। পরে উগ্রং বীরং ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতি ও নমস্কার করিবে। যথা—ওঁ উগ্রমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ বীরমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ মহাবিষ্ণুমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ জ্বলন্তমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ সর্ব্বতোমুখমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ নৃসিংহমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ ভীষণমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ ভদ্রমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ ভদ্রমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ মৃত্যুমৃত্যুমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ সর্ব্বনমস্কার্য্যমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। ওঁ সর্ব্বাত্মানমাত্মানং নৃসিংহমহং নমামি। স্তুতিমন্ত্র পাঠান্তে পূর্ব্বোক্তমালামন্ত্রত্রয় পাঠ পূর্ব্বক পাদপর্য্যন্তব্যাপিনী মালা প্রদান করিয়া ভগবান্ নৃসিংহদেবকে এই কার্য্য দ্বারা অতিপ্রসন্ন বলিয়া মনে করিবে। অতঃপর সচ্চিদানন্দ অনন্ত এই ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক সদাদি নয়টি মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিবে। যথা—ওম্ উগ্রং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যক্সদাত্মানং নৃসিংহং পরমাত্মানং পরং ব্রহ্মাহহং নমামি। ওঁ বীরং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যক্-সদাত্মানং নৃসিংহং পরমাত্মানং পরং ব্রহ্মাহহং নমামি। এবং ওঁ মহান্তং সচ্চিদানন্দেত্যাদি। ওঁ বিষ্ণুং সচ্চিদানন্দেত্যাদি। ওঁ জ্বলন্তং সচ্চিদানন্দেত্যাদি। ওঁ সর্ব্বতোমুখং সচ্চিদানন্দেত্যাদি। ওঁ নৃসিংহং সচ্চিদানন্দেত্যাদি। ওঁ ভীষণং সচ্চিদানন্দেত্যাদি। ওঁ ভদ্রং সচ্চিদানন্দেত্যাদি। ওঁ মৃত্যুমৃত্যুং সচ্চিদানন্দেত্যাদি। ইহা সন্মন্ত্রনবক। ওম্ উগ্রং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যকচিদাত্মানং নৃসিংহং

পরমাত্মানং পরং ব্রহ্মাহহং নমামি এবং ওঁ বীরং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যক্‌-চিদাত্মানমিত্যাদি। এইরূপে অনুষ্টুপ্‌ মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটি পদ যোজনা করিয়া নয়টি চিন্মন্ত্র পাঠ করিবে। ওম উগ্রং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যগানন্দাত্মানং নৃসিংহং পরমাত্মানং পরং ব্রহ্মাহহং নমামি। এবং ওঁ বীরং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যগানন্দাত্মানমিত্যাদিরূপে আনন্দমন্ত্রনবক পাঠ করিয়া অনন্তর নয়টি মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—ওঁ উগ্রং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যগনন্তাত্মানং নৃসিংহং পরমাত্মানং পরং ব্রহ্মাহহং নমামি। মন্ত্রমধ্যে অনন্তপদ সন্নিবেশ করিলেই অনন্তমন্ত্র সম্পন্ন হয়। পরে ওম্‌ উগ্রং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যগাত্মাত্মানং নৃসিংহং পরমাত্মানং পরং ব্রহ্মাহহং নমামি। ইত্যাদি আত্মপদযুক্ত আত্ম-মন্ত্র নয়টি পাঠ করিয়া ব্রহ্মার সহিত প্রত্যগাত্মার (জীবাত্মার) ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মপূজা সমাপ্ত করিবে অতঃপর চতুর্মূর্ত্তিযোগ কর্ত্তব্য। যথা—প্রণব উচ্চারণ করত অমৃতস্রাবণপূর্ব্বক উপহার দ্বারা মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে চতুঃপ্রকার পূজা করিবে, এবং উক্তরূপে চতুঃপ্রকার পূজা করিয়া তেজোময় মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে লিঙ্গচতুষ্টয় স্মরণপূর্ব্বক মন্ত্ররাজ ও প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে লিঙ্গচতুষ্টয়ের একীকরণান্তে অমৃতস্রাবণ করিবে। ইহাই চতুর্মূর্ত্তিযোগপ্রকার ॥ ৮ ॥

তথা ব্রহ্মাণমেব বিষ্ণুমেব রুদ্রমেব বিভক্তাংস্ত্রীনেব অবিভক্তাং-স্ত্রীনেব লিঙ্গরূপানেব চ সম্পূজ্যোপহারৈশ্চতুর্দ্ধা ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চতুর্মূর্ত্তিযোগ করিয়া ব্রহ্মযোগ করিতে হইবে। যথা—চতুর্মূর্ত্তিযোগে চারি স্থানে মূর্ত্তিচতুষ্টয় স্মরণপূর্ব্বক

পূজা করিয়া তেজোময় মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের সংহার করত অমৃতস্রাবণ কথিত হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মযোগে সরস্বতীমূলপ্রকৃতিসহিত সপরিবার ব্রহ্মাকে ব্রহ্মসর্ব্বেশ্বররূপে চিন্তা করিয়া পূজাদি করিতে হইবে। তৎপরে বিষ্ণুযোগ করিবে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানচতুষ্টয়েই শ্রীমূল-প্রকৃতির সহিত সপরিবার বিষ্ণুকে বিষ্ণুসর্ব্বেশ্বর ইহা ভাবিয়া পূজাদি করিবে। অনন্তর রুদ্রযোগ করিবে, তাহা এই,—পূর্ব্বোক্ত আধারাদি চারিস্থানে উমারূপা মূলপ্রকৃতির সহিত সপরিবার রুদ্রকে সর্ব্বেশ্বর রুদ্র চিন্তা করিয়া পূজাদি করিবে। এইরূপ ব্রহ্মাদিকে ভিন্ন ভিন্ন শরীরে উপাসনা করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মাসর্ব্বেশ্বর, বিষ্ণুসর্ব্বেশ্বর ও রুদ্রসর্ব্বেশ্বর এই তিনকে সরস্বতী, উমা ও শ্রী, এই তিন মূলপ্রকৃতি সহকারে পূর্ব্বোক্ত স্থানচতুষ্টয়ে চিন্তা করিয়া পূজাদি করিবে, এই যোগে সকল পূজাতেই পূর্ব্বোক্ত দেবতাবিশিষ্টভাবে দ্বাত্রিংশদ্দল, অষ্টদল ও চতুর্দ্দলপদ্ম স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এই যোগে ব্রহ্মা পীতবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, স্রুক, স্রুব, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী এবং চতুর্ব্বাহু-বিশিষ্ট, ইঁহার মূলপ্রকৃতি সরস্বতী শ্বেতবর্ণা, অক্ষসূত্র, স্রুক, পুস্তক, মুদ্রা ও কলসধারিণী। বিষ্ণু শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, বিদ্যুদ্বর্ণ, ইঁহার মূলপ্রকৃতি শ্রী পদ্মদ্বয়, শ্রীফল ও অভয়মুদ্রাধারিণী এবং রক্তবর্ণা। রুদ্র পরশু, মৃগমুদ্রা, শূল ও নরকপালধারী এবং শ্বেতবর্ণ। ইঁহার মূলপ্রকৃতি উমা পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়ধারিণী এবং অমৃতবর্ণা। সকল যোগেই মূর্ত্তিত্রয়কে একপীঠে উপবিষ্ট ধ্যান করিবে। শক্তিসকলকে ব্রহ্মাদিমূর্ত্তির অঙ্কমধ্যে অথবা বামোরুদেশে অবস্থিত ধ্যান করিবে। অষ্টদলপদ্মে বেদাদি, বারাহাদি, সর্ব্বাদি ও সদাদি এই আবরণচতুষ্টয়ের প্রত্যেককে ধ্যান করিতে হইবে।

অনন্তর অভেদযোগ কথিত হইতেছে,—উক্ত দেবত্রয়কে অবিভক্তরূপে, অর্থাৎ একশরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি তিন দেবকে অবিভক্ত শক্তিতে এক মূলপ্রকৃতি মায়া সমন্বিত ও পরিবার সহকারে আধারাদি স্থানচতুষ্টয়ে চিন্তা করিয়া অর্চ্চনাদি করিবে। এই অবিভক্তযোগে সর্ব্বেশ্বরকে হরিণ, পরশু, শঙ্খ, চক্র, অক্ষমালা ও দণ্ডধারী ত্রিমুখবিশিষ্ট এবং অনির্ব্বচনীয় বর্ণরূপে ধ্যান করিবে, আর প্রকৃতিকে পাশ, অঙ্কুশ, পদ্মদ্বয়, মুদ্রা ও পুস্তকধারিণী, ত্রিমুখী এবং অনির্দ্দেশ্যবর্ণা চিন্তা করিতে হইবে। এইক্ষণ লিঙ্গযোগ কথিত হইতেছে,—সর্ব্বযোগেই শক্তি ও পরিবার সহ জ্যোতির্লিঙ্গরূপী ব্রহ্মাদিকে চিন্তা করিয়া অর্চ্চনাদি করিবে। এই পূজার সাধনপ্রকার এই—অমৃতাত্মক অর্ঘ্যপাদ্যাদি ও জলাদি উপহার দ্বারা উক্ত আধারাদি স্থানচতুষ্টয়ে চতুষ্প্রকারে পূজা করিতে হইবে॥ ৯॥

অথ লিঙ্গান্ সংহৃত্য তেজসা শরীরত্রয়ং সংব্যাপ্য তদধিষ্ঠানমাত্মানং সঞ্চাল্য তত্তেজ আত্মচৈতন্যরূপং বলমবষ্টভ্য॥ ১০॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূজান্তে কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে।—পূজার পর আধারাদি স্থানচতুষ্টয়স্থ জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গসকলকে প্রণবোচ্চারণ দ্বারা এক ব্রহ্মে পরিণামিত করিয়া অমৃতস্রাবণপূর্ব্বক সর্ব্বদেবময় ঐ তেজ বৃদ্ধি করিবে। এ স্থানে যোগের ক্রম কিছু উপদিষ্ট হইল, অন্যান্য পূর্ব্ববৎ জানিবে। এইক্ষণ চিদবষ্টম্ভযোগ কথিত হইতেছে।—পূর্ব্বে যে আনন্দামৃত দ্বারা প্রদীপ্ত সর্ব্বদেবময় তেজে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণনামক শরীরত্রয়ের মধ্যে পূজা কথিত হইয়াছে, উক্ত শরীরত্রয় সেই তেজোদ্বারা অভিন্নভাবে ঐ শরীরত্রয়কে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে

ব্যাপ্ত করিতে হইবে। আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও পরাশক্তিময় যে সামান্য নামক শরীরকে নৃসিংহদেবের শরীররূপে কল্পনা করিয়া তাহার উপরই উক্ত পূজাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যদি ঐ শরীরকেই এ স্থলে সর্ব্বদেবের উপাদানভূত তেজ বলা যায়, তবে এই তেজোরূপ শরীর দ্বারা কোন্ তিনটি শরীরকে ব্যাপ্ত করা হইবে? যদি ঐ শরীরের আধারভূত কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরই উক্ত শরীরত্রয়ের বাচ্য হয়, তবে সেগুলিকে নৃসিংহদেবের পীঠস্বরূপ বলা হইল কেন? যাহা পীঠ, তাহা শরীর হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর—না, তাহাতে কোনও অনুপপত্তি নাই; কেন না, উক্ত শরীরত্রয়ই এ স্থলে তেজোব্যাপ্ত শরীরত্রয়ের স্বরূপ, তবে যে তাহাদের পীঠকল্পনা দ্বারা শরীরত্ব খণ্ডিত হইবে, এমন কথা নহে। যাহা কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর, তাহাই পরমাত্মার উপলব্ধির অধিষ্ঠানরূপে পীঠকল্পনার বিষয়ীভূত। অতএব সেই সাক্ষী আকারে স্থিত জ্ঞানরূপ তেজের দ্বারা কারণাদি শরীরত্রয়কে অভিব্যাপ্ত করিবে, পরে সেই শরীরত্রয়েরই অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মচৈতন্যময় তেজকে প্রজ্বালিত করিবে অর্থাৎ উক্ত শরীরত্রয়ব্যাপী জ্ঞানতেজোদ্বারা কারণাদি শরীরত্রয়কে কবলিত করিলে যখন শরীরত্রয় কিঞ্চিৎ তেজোভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন তাহাকে ব্রহ্মচৈতন্যে উদ্দীপ্ত করিবে। অতঃপর সেই শরীরত্রয়ব্যাপক জ্ঞানরূপ তেজকে আত্মচৈতন্যস্বরূপ মনে করিবে। যেহেতু, সেই ব্রহ্মজ্ঞানময় তেজে শরীরচতুষ্টয়সংহারক ব্রহ্মচৈতন্য অভিব্যক্তি লাভ করে। সেই তেজকে বলও বলা যায়। কারণ, সেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপী তেজ সমস্ত দ্বৈতভাবনার সংহারে সমর্থ। সেই ব্রহ্মজ্ঞানতেজ বা বলকে অতি

সাবধানে অবলম্বন করিবে অর্থাৎ চিত্তের সর্ব্ববিধ বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য পরিহার করত সাক্ষী ব্রহ্মের সহিত একাকারতা প্রতিপাদন করিবে। ইহাই চিত্তের বলাবষ্টম্ভ ॥ ১০ ॥

গুণৈরৈক্যং সম্পাদ্য মহাস্থূলে মহাস্থূলং মহাসূক্ষ্মে মহাসূক্ষ্মং মহাকারণে চ মহাকারণং সংহৃত্য মাত্রাভিরোতানুজ্ঞাত্রনুজ্ঞাহবিকল্প-রূপং সঞ্চিন্তয়ন্ গ্রসেৎ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

মধ্যম ও অধম যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শরীরচতুষ্টয়কে সংহারোন্মুখ করিয়া গুণযোগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি, আদিমত্ত্ব, উৎকর্ষ, উভয়ত্ব, পরিমাণ, তুরীয়ত্ব, চিদ্রূপত্ব, স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, বীজত্ব ও সাক্ষিত্বরূপ গুণসমূহ দ্বারা বাচ্য ও বাচকের ঐক্য চিন্তা করিয়া পরে মন্দ ও মধ্যমাধিকারীর পক্ষে "প্রণবের যে পূর্ব্বমাত্রা তাহাই প্রথমপাদ" ইত্যুক্তক্রমে কেবল প্রণবোচ্চারণ দ্বারা সংহারযোগ কর্ত্তব্য। বিরাট্ নামক স্থূলশরীর জীবাত্মসম্পন্ন পূর্ব্বতন স্থূল শরীর অপেক্ষা মহান্, এবং হিরণ্যগর্ভাত্মক সূক্ষ্মশরীর জীবের পূর্ব্বতন সূক্ষ্ম-শরীরাপেক্ষা মহা সূক্ষ্ম, ঐরূপ ঈশ্বরের কারণশরীর জীবের সুষুপ্তিকালীন শরীরাপেক্ষা মহাকারণ। এই কারণশরীরই যখন সৃষ্ট্যুন্মুখ হয়, তৎকালে বহির্মুখচেতনস্বরূপ, আবার প্রলয়াবস্থায় সমুদয় সাংসারিক বাসনাবিশিষ্টতা হেতু সর্ব্বদা বহির্ম্মুখতার জন্য উৎসুক, এ কারণ তিনি ব্রহ্মাকারতার অভাবে এক প্রকার বহির্ম্মুখও বটে, তথাপি তাঁহার শরীর সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া কারণ নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে শরীরচতুষ্টয়ের সংহারের সাধন কথিত হইতেছে, উক্ত গুণ ও

বিরাড়াদিপাদরূপ অকার-উকার-মকার-মাত্রা দ্বারা সকল সংহার করিবে এ স্থলে কেবল প্রণবোচ্চারণ দ্বারা উক্ত যোগ করিবে, ইহাই জানা যাইতেছে, তদ্ভিন্ন প্রক্ষালীন পাদযোগও দোষাবহ নহে। অনন্তর কারণসংহারের নিমিত্ত ওতাদিযোগ কহিতেছেন। ওতাদি যোগের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইলেও এ খণ্ডেও উক্ত হইতেছে। এই ওতাদিযোগে চতুর্থখণ্ডোক্ত ওতাদি মন্ত্রজপ করা কর্ত্তব্য। ওতাদি জপার্হ মন্ত্র যথা—ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহায়াত্মনে ওতপ্রোতাদিভাবায় সর্ব্বাধিষ্ঠানায় সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বায় অদ্বয়ায় একায় পরমার্থসদাত্মনে ব্যাপ্তায় সচ্চিদানন্দঘনৈকরসায় অব্যবহার্য্যায় অদ্বয়ায় নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহায় ওঙ্কারাত্মনে ওতপ্রোতভাবায় সর্ব্ববাধকায় বাঙ্মাত্ররূপায় সর্ব্বরূপাত্মনে চিন্মাত্ররূপায় সর্ব্বাত্মনে পরমেশ্বরায় অভিন্নায় অমৃতায় অভয়ায় পরব্রহ্মণে নমঃ। ইহাই ওতমন্ত্র।

ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহাত্মনে সর্ব্বানুজ্ঞাত্রে সদাত্মদাত্রে অসঙ্গায় অবিক্রিয়ায় অদ্বয়ায় নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহায়োঙ্কারাত্মনে সর্ব্বানুজ্ঞাত্রে বাঙ্মাত্ররূপায় সর্ব্বভূতাত্মনে চিন্মাত্ররূপায় সর্ব্বাত্মনে সদাত্মকপরমেশ্বরাভিন্নায় অমৃতায় অভয়ায় পরব্রহ্মণে নমঃ। ইহা অনুজ্ঞাতৃমন্ত্র।

ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহাত্মনে অনুজ্ঞৈকরসায় জ্ঞানঘনায় অনাদি-সিদ্ধায় নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহায়োঙ্কারায় সর্ব্বানুজ্ঞাত্মনে বাঙ্মাত্ররূপায় সর্ব্বরূপাত্মনে চিন্মাত্ররূপায় সর্ব্বাত্মনে পরমেশ্বরায় অভিন্নায় অমৃতায় অভয়ায় পরব্রহ্মণে নমঃ। ইহা অনুজ্ঞামন্ত্র।

ওঁ নমো ভগবতে নৃসিংহাত্মনে অবিকল্পায়াদ্বয়ায় নমঃ। ওঁ নমো

ভগবতে নৃসিংহায়োঙ্কারাত্মনে অবিকল্পায় অদ্বয়ায় চিন্মাত্ররূপায় সর্ব্বাত্মনে পরমেশ্বরায় অভিন্নায় অনামরূপায় অব্যবহার্য্যায় অদ্বয়ায় স্বপ্রকাশায় মহানন্দাত্মা ঘনে অমৃতায় অভয়ায় পরব্রহ্মণে নমঃ। ইহা অবিকল্প মন্ত্র। ইহার অর্থ এই যে—যিনি ভগবান্ নৃসিংহাত্মা, ওতপ্রোতাদি ভাবাপন্ন, সকলের আধার, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বময়, অদ্বয়, একরূপ, পরমার্থ, সদাত্মা সর্ব্বব্যাপী, সচ্চিদানন্দঘন, একরস, অব্যবহার্য্য, অদ্বিতীয়, তাঁহাকে নমস্কার করি। আর যিনি ভগবান্ নৃসিংহ, ওঙ্কারাত্মা ওতপ্রোতভাবাপন্ন, সর্ব্বসাধক, বাঙ্‌মাত্ররূপী, সর্ব্বরূপাত্মা, চিন্মাত্ররূপী, সর্ব্বাত্মা, পরমেশ্বর, অভিন্ন, অমৃত, অভয়, পরব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। ইহাই ওতমন্ত্র। যে ভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তি, সর্ব্বানুজ্ঞাকারী, সদাত্মপ্রদাতা, অসঙ্গ, বিকারহীন, অদ্বয়, সেই পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি ভগবান্ নৃসিংহ, ওঙ্কারস্বরূপ, সর্ব্বানুজ্ঞাকারী, সদাত্মপ্রদাতা, অসঙ্গ, অক্রিয়, ও অদ্বয় ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি ভগবান্ নৃসিংহ, ওঙ্কারস্বরূপ, সর্ব্বানুজ্ঞাকারী, বাঙ্‌মাত্ররূপী, সর্ব্বভূতাত্মা, চিন্মাত্ররূপী, সর্ব্বাত্মা, সৎস্বরূপ, পরমেশ্বর, অভিন্ন, অমৃত, অভয়, পরব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। এই সকলই অনুজ্ঞাতৃমন্ত্র। যিনি ভগবান্ নৃসিংহাত্মা, অনুজ্ঞামাত্র, একরসাত্মক, প্রজ্ঞানঘন, নৃসিংহরূপী, অনাদিসিদ্ধ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি ভগবান্ ওঙ্কারাত্মক, সর্ব্বানুজ্ঞাস্বরূপ, বাঙ্‌মাত্ররূপী, সর্ব্বরূপাত্মা, চিন্মাত্ররূপ, সর্ব্বাত্মা, পরমেশ্বর, অভিন্ন, অমৃত, অভয়, পরব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। ইহাই অনুজ্ঞামন্ত্র। যিনি ভগবান্ নৃসিংহাত্মা, অবিকল্প, অদ্বয় ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি ভগবান্ নৃসিংহ, ওঙ্কারাত্মা, অবিকল্প, অদ্বিতীয়, চিন্মাত্ররূপী, সর্ব্বাত্মা,

পরমেশ্বর, অভিন্ন, নামরূপবিহীন, অব্যবহার্য্য, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশরূপী, মহানন্দময়, অমৃত, অভয়, পরব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। ইহাই অবিকল্প মন্ত্র। এইরূপে উক্ত মন্ত্রে চতুর্দ্দশ যোগ করিবে এবং সকল জগৎকে আত্মার অংশভাবনায় বিলীন করিয়া অনুশাসন খণ্ডে বক্ষ্যমাণ লক্ষণসম্পন্ন পরমাত্মার "হংসঃ সোঽহং" এই মন্ত্রে আত্মভাব প্রতিপাদন করিয়া অনুজ্ঞা প্রণব অথবা সৎস্বরূপজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠ হইবে। এই পর্য্যন্তই অনুষ্ঠানক্রম সংক্ষেপে কথিত হইল। তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থে ইহার সবিস্তর দেখিতে পাইবে ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

তং বা এতমাত্মানং পরমং ব্রহ্ম ওঙ্কারং তুরীয়োঙ্কারাগ্রবিদ্যোতমনুষ্টুভা নত্বা প্রসাদ্য ওমিতি সংস্তুত্যাহমিত্যনুসন্দধ্যাৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর স্তুতি ও নমস্কার প্রসঙ্গে পরমাত্মপরিজ্ঞান কথনের জন্য এই খণ্ড আরম্ভ। যিনি বিরাট্, বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ, সূত্র, অজ্ঞান, ঈশ্বর, আত্মা, অব্যাকৃত ও ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই স্থূল, বিশ্ব, সূক্ষ্ম, তৈজসরূপী, সুষুপ্তিকালীন প্রাজ্ঞ, অব্যাকৃত ও প্রত্যগ্রূপী, আত্মস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক অনুমন্তা, পরমব্রহ্মরূপী, অকার উকার মকার অর্দ্ধমাত্রাত্মক, ওঙ্কাররূপী জানিবে এবং তিনি শান্তস্বরূপ

তুরীয় ওঙ্কারের পূর্ব্বভাগে সাক্ষিরূপে স্বতঃপ্রকাশমান। সেই আত্মাকে নমামি পদান্ত মন্ত্র দ্বারা স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রসন্ন করত সেই পরমাত্মার প্রসাদে সংসারপরিহারে লব্ধসামর্থ্য হইয়া চতুর্ম্মাত্রাত্মক ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক বিরাড়াদি সংহারক্রমে সংহার করিয়া ওঙ্কারানুসন্ধান করিবে, অর্থাৎ অবশিষ্ট অহং পদ দ্বারা অবশিষ্ট তুরীয়ের তুরীয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে চিন্তা করিবে। এ স্থলে শ্রুতিতে নমস্কারের উল্লেখ থাকায় 'নমামি' শব্দের অর্থ নমস্কারই, এবং 'উগ্রম্' ইত্যাদি দ্বিতীয়ান্ত পদসমুদায়েরও যথাশ্রুত অর্থ গ্রাহ্য। এই উপাসনা কেবল অনুষ্টুভের পাদদ্বয় দ্বারাই চরিতার্থ নহে, পরন্তু তুরীয় ভাবের প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্যই পূর্ব্বে 'তুরীয়োঙ্কার-বিদ্যতে' এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে ওম্ দ্বারা সংহার উপদিষ্ট হওয়ায় তাহাই কর্ত্তব্য। শ্রুতির মর্ম্মার্থ এই যে, চতুর্ম্মাত্রাত্মক ওঙ্কার উচ্চারণ করত সার্থক ওঙ্কারের সাধক তুরীয়-তুরীয় পরমাত্মাকে মৃত্যুমৃত্যু ইত্যন্ত অনুষ্টুভ্‌মন্ত্রে কায়িক ও মানসিক নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে সর্ব্বসংহারপূর্ব্বক আমিই পূর্ণব্রহ্ম, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানুভূতি দ্বারা একমাত্র অবশিষ্ট আত্মানুসন্ধান করিবে ॥ ১ ॥

অথৈতমেবাত্মানং পরমং ব্রহ্ম ওঙ্কারং তুরীয়োঙ্কারাগ্রবিদ্যোতমেকাদশাত্মানমাত্মানং নৃসিংহং নত্বা ওমিতি সংহরন্নমুসন্দধ্যাৎ ॥ ২ ॥

অনন্তর অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃস্থ পদ দ্বারা স্তুতি ও নমস্কারবিশিষ্ট উপাসনা কথিত হইতেছে।—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর, অব্যাকৃতাদি

ব্রহ্মকে স্থূলসূক্ষ্মাদি অব্যাকৃত আত্মরূপী এবং তুরীয় ওঙ্কারের বিন্দুনাদশক্তিরূপ সাক্ষিরূপে প্রকাশক জানিয়া উগ্রত্বাদি অনুষ্টুভ-প্রতিপাদ্য বিভিন্নগুণবৈশিষ্ট্য হেতু একাদশরূপী আত্মবন্ধহর নরসিংহরূপী পরমাত্মাকে স্তুতিপাঠপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া তৎপ্রসাদে লব্ধবীর্য্য হইয়া ওঙ্কার দ্বারা সর্ব্বসংহার করত অবশিষ্ট স্বপ্রকাশমান ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিবে, অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, ওঙ্কার উচ্চারণ করত তুরীয় ধ্যান করিবে ও তাঁহাকে "উগ্রং" ইত্যাদি এক এক পদে উগ্রত্বাদিগুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করত স্তুতিপাঠপূর্ব্বক আত্মাকে নৃসিংহরূপে স্তব করিয়া "অহং নমামি" এই পদে আত্মসমর্পণরূপ নমস্কার করিয়া এবং এইরূপে বীরাদি মন্ত্রে স্তুতিনমস্কার পুনর্ব্বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মে সর্ব্বভাবের বিলয় পূর্ব্বক আত্মস্বরূপে অবস্থান করিবে। এই সকল মন্ত্র পূর্ব্বে ক্রমখণ্ডে লিখিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিবে॥ ২ ॥

অথৈতমেবাত্মানমাত্মানং পরমং ব্রহ্মোঙ্কারং তুরীয়োঙ্কারাগ্রবিদ্যোতং প্রণবেন সঞ্চিন্ত্যানুষ্টুভা সচ্চিদানন্দপূর্ণাত্মসু নবাত্মকং সচ্চিদানন্দপূর্ণাত্মানং পরমাত্মানং পরমং ব্রহ্ম সম্ভাব্য অহমিত্যাত্মানমাদায় মনসা ব্রহ্মণৈকীকুর্য্যাৎ অনুষ্টুভৈব বা ॥ ৩ ॥

পুনর্ব্বার পদ দ্বারা নমস্কারাদিবিশিষ্ট অপর চিন্তনপ্রকার ভগবানের প্রসাদাতিশয়লাভের জন্য কথিত হইতেছে।—পূর্ব্বোক্তরূপ নরসিংহরূপী পরব্রহ্মকে চতুর্ম্মাত্রাসম্পন্ন প্রণব দ্বারা তুরীয়তুরীয়াবধি প্রত্যগাত্মাকে বস্তুস্বরূপ চিন্তা করিবে, ইহাই প্রণব দ্বারা চিন্তনের মর্ম্মার্থ। যেহেতু, ইতঃপরেই অনুষ্টুভ্ মন্ত্র দ্বারা পরমব্রহ্মের ভাবনা

বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে ও অহম্ পদে আত্মাকে অবলম্বন করিবার উল্লেখ দ্বারা উপাধিনির্মুক্ত ত্বংপদপ্রতিপাদ্য জীবাত্মার আভাস শ্রুত হইয়াছে। অনুষ্টুভেন দ্বারা অর্থাৎ অনুষ্টুভ মন্ত্রান্তর্গত উগ্র-বীরাদি নয়টি পদ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত আত্মার একীকরণ করিবে। এ স্থলে অনুষ্টুভের অর্থ উগ্র-বীরাদি নয়টি পদ। কারণ, অবশিষ্ট 'নমাম্যহং' এই দুইটি অন্য উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ "নমাম্যহং" এই পদদ্বয় উপাধিনির্মুক্ত অন্তরাত্মার বোধার্থ প্রযুক্ত এবং তাহাই উগ্রাদি নবপদশোধিত ব্রহ্মের সহিত ঐক্য-প্রতিপাদন বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, কাজেই অবশিষ্ট নৃসিংহ পদ নবপদবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক বুঝাইতেছে। পরন্তু ঐ নৃসিংহপদ নৃসিংহ-রূপী ব্রহ্মের বাচক, যেহেতু, প্রধানভূত বিশেষ্যের বাচক হওয়াই যুক্তিযুক্ত; অতএব "অনুষ্টুভা" এই শব্দের অর্থ অনুষ্টুবন্তর্গত নবপদ দ্বারা, ইহাই সঙ্গত। এইক্ষণ উক্ত অনুষ্টুপ্‌পদে কিরূপে ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করিবে, তাহাই কথিত হইতেছে। ব্রহ্মের স্বরূপ সৎ, চিৎ, আনন্দপূর্ণ ও প্রত্যক্ষ এই পঞ্চরূপের প্রত্যেক রূপই উক্ত নবাত্মক, যেহেতু, সদাদির মধ্যে প্রত্যেকটিরই সর্ব্বসংহারসামর্থ্য বিদ্যমান, এইরূপ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যেক সদাদিরূপে উগ্রাদি নবপদ প্রযোক্তব্য, অর্থাৎ ওঁ উগ্রং সদাত্মানং, বীরং সদাত্মানং ইত্যাদিরূপে সৎসংযোগ, উগ্রং চিদাত্মানং, বীরং চিদাত্মানং ইত্যাদিরূপে চিৎসংযোগ, উগ্রং অনন্তাত্মানং, বীরং অনন্তাত্মানং ইত্যাদিরূপে অনন্তসংযোগ অথবা উগ্রং পূর্ণাত্মানং, বীরং পূর্ণাত্মানং ইত্যাদিরূপে পূর্ণসংযোগ, উগ্রং প্রত্যগাত্মানং, বীরং প্রত্যগাত্মানং ইত্যাদিরূপে প্রত্যগাত্মসংযোগ অথবা উগ্রং আত্মানং, বীরং আত্মানং ইত্যাদিরূপে

আত্মসংযোগ করিবে। এইরূপে ব্রহ্মের ক্রমিক বিশেষ-ধর্ম্ম সদাদিপদের ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বসংহারবিরোধিত্ব-প্রতিপাদনের জন্য উগ্রত্বাদিরূপের বিদ্যমানতা কহিয়া সেই সকল সত্তা প্রভৃতি ব্রহ্মবিশেষ-ধর্ম্মের ব্রহ্মবৎ সর্ব্বদা আনন্দময়ত্ব, পূর্ণাত্মত্ব প্রতিপাদনার্থ উগ্রাদি পদসমূহের এবং "সদাত্মানং" ইত্যাদি পদ সকলের মধ্যে সদাদি ধর্ম্মের বিশেষণরূপে সৎ, চিৎ, আনন্দ, পূর্ণ, প্রত্যগাত্ম এই সকল পদ প্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। এই জন্য 'সচ্চিদানন্দপূর্ণাত্মানং' এই উক্তি হইয়াছে। এই স্থলেও সচ্চিদানন্দপূর্ণাত্মস্বরূপ পঞ্চপদেই "সচ্চিদানন্দপূর্ণাত্মা" ইহার সম্বন্ধ করিতে হয়; সুতরাং সদাদি একৈকের ব্রহ্মবৎ সচ্চিদানন্দাদি স্বরূপতা সিদ্ধ হইল। ইহার ফলে ব্রহ্মের ও ব্রহ্মবিশেষণ সকলের একরূপত্বহেতু ব্রহ্মের একরসত্ব অর্থাৎ অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ হইবে। "ওঁ উগ্রং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যক্ সদাত্মানং" ইত্যাদিক্রমে আনুষ্টুভ নবপদে বিশেষণযোগ জানিবে। বিশেষ্য ব্রহ্ম পরিজ্ঞানার্থ তদ্বাচক "পরমাত্মানং পরংব্রহ্ম" এই পদদ্বয় বলিয়াছেন। "ওঁ উগ্রং সচ্চিদানন্দপূর্ণপ্রত্যক্সদাত্মানং পরমাত্মানং পরংব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে পদপ্রয়োগ করিবে। এই স্থানে যদিও বিশেষ্যবাচক নৃসিংহপদের পর্য্যায় উক্ত পরমাত্মা ও পরংব্রহ্ম এই পদদ্বয় শ্রুত আছে, তথাপি ব্রহ্মপদের পূর্ব্বেই নৃসিংহপদ যোগ কর্ত্তব্য, অন্যথা মন্ত্ররাজের অন্তর্গত নৃসিংহপদের প্রযোগে কোন সার্থক্য থাকে না। অতএব পদদ্বয়ের পূর্ব্বেই তাহার প্রয়োগ ন্যায্য। কারণ, 'পরমাত্মানং পরং ব্রহ্ম' এই দুই পদকে নৃসিংহ পদের স্থলাভিষিক্ত করায় নৃসিংহেরই প্রাধান্য জানা যায়। এইরূপে তৎপদার্থকে চিন্তা করিয়া অহং পদ দ্বারা শোধিত উপাধি-নির্ম্মুক্ত

প্রত্যগাত্মাকে গ্রহণপূর্ব্বক "নমঃ" এই পদ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত তাহার ঐক্য ভাবনা করিবে। ইহাই 'অহমিত্যাত্মানমাদায় মনসা ব্রহ্মণৈকীকুর্য্যাৎ' ইহার তাৎপর্য্য। অতএব "ওঁ উগ্রং সচ্চিদানন্দ-পূর্ণপ্রত্যকসদাত্মানং নৃসিংহং পরমাত্মানং পরং ব্রহ্মাহং নমামি" ইত্যাদি ক্রমখণ্ডোক্ত মন্ত্র জানিবে। কিম্বা প্রণবাদি ব্যতিরেকে কেবল অনুষ্টুভ মন্ত্র দ্বারাই ব্রহ্মাত্মৈক্য প্রতিপাদন করিবে। এ স্থানে উগ্রত্বাদি নৃসিংহই গুণলক্ষিত তৎপদের প্রতিপাদ্য এবং অহং পদ ত্বংপদার্থপ্রত্যগাত্মার বাচক, আর নমামি এই পদও ত্বং ও তৎপদার্থের ঐক্যবাচক বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

এষ উ এব নৃ এষ হি নৃসিংহঃ এষ হি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মা সিংহোঽহসৌ পরমেশ্বরঃ অসৌ হি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মা সন্ সর্ব্বমত্তি ॥ ৪ ॥

অতঃপর মন্ত্ররাজের মধ্যগত নৃসিংহপদ দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই কথিত হইতেছে। নৃসিংহ শব্দের অন্তর্গত নৃশব্দে প্রত্যগাত্মা বুঝিবে। এই আত্মা সর্ব্বব্যক্তিরই স্বীয় অনুভবসিদ্ধ। নৃশব্দার্থে সেই প্রত্যগাত্মাই অবধারিত আছে, অর্থাৎ নৃশব্দেই নৃসিংহ বুঝিতে হইবে। যে হেতু, নৃসিংহই সকলের আত্মরূপে সর্ব্বদেশে বর্ত্তমান এবং নিত্যভাবে নৃসিংহ সচ্চিদানন্দরূপে সর্ব্বকালে বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্বাত্মা, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্যতিরেকে ভাবাভাবা-ত্মক জগতের আত্মা অন্য নাই; সুতরাং তাঁহারই সর্ব্বাত্মত্ব জানা যায়। বাস্তবিক দেশ, কাল বা কোন বস্তু দ্বারাই তাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না। তিনি অসীম। শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, নৃ ধাতুর অর্থ গতি,

গতি অর্থে সর্ব্বব্যাপ্তি, এই ব্যাপ্তি মুখ্যভাবে দৈশিক বলিয়াও বাস্তবিক সেই ত্রিবিধ ব্যাপ্তি প্রত্যগাত্মা'ত উপপন্ন আছে। আর সেই ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুর যে সর্ব্বব্যাপ্তি তাহা ব্রহ্মদৃষ্ট্যা হেতু কল্পিত, অতএব সেই নৃশব্দার্থই ত্রিবিধ ব্যাপ্তিমান্, আর সিংহশব্দে তৎপদার্থ পরমেশ্বরের বাচক; সুতরাং এই সিংহশব্দার্থই শ্রুতি, স্মৃতি ও লোক-প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর। আর সিংহ শব্দের পরমেশ্বরবাচকতায় যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। পরমেশ্বরই সকল দেশে ও সকল কালে সর্ব্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সকল ভক্ষণ করেন অর্থাৎ সচ্চিদ্রূপে আত্মসাৎ করেন, সর্ব্বসংহার করেন। সুতরাং শ্রুতির ভাবার্থ এই—বন্ধনার্থ ষিঞ ধাতুতে "সিং" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব কার্য্যকারণরূপ বন্ধনবিশিষ্ট জগৎই সিংশব্দে প্রতীয়মান হয় এবং সেই কার্য্যকারণরূপ জগৎ যিনি হনন করেন, তিনিই সিংহ। হন্ ধাতুর অর্থ হিংসা ও গতি, তাহা হইতে হ পদটি নিষ্পন্ন হয়, সুতরাং 'হ' অর্থে হিংসা, সর্ব্ব-সংহার অথবা গতি—ত্রিবিধ ব্যাপ্তি এই উভয় অর্থই প্রত্যগাত্মা-স্বরূপ পরমেশ্বরে সঙ্গত। এই জন্যই পরমেশ্বরকে সিংহ বলা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

নৃসিংহ এবৈকলঃ এষ তুরীয়ঃ এষ এবোগ্রঃ এষ এব বীরঃ এষ এব মহান্ এষ এব বিষ্ণুঃ এষ এব জ্বলন্ এষ এব সর্ব্বতোমুখঃ এষ এব নৃসিংহঃ এষ এব ভীষণং এষ এব ভদ্রঃ এষ এব মৃত্যুমৃত্যুঃ এষ এব নমামি এষ এবাহম্। এবং যোগারূঢো ব্রহ্মণ্যেবানুষ্টুভং সন্দধ্যাদো-ঙ্কার ইতি ॥ ৫ ॥

উক্ত প্রকারে নৃ ও সিংহ এই পদার্থদ্বয় প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা

পরিষ্কার করিয়া উভয় পদার্থের সামানাধিকরণ্য দ্বারা আত্যন্তিক ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন। আত্মা ব্রহ্মই এবং ব্রহ্ম আত্মাই। ব্রহ্মকে 'নৃ' ও 'সিংহ' বলায় আপাততঃ ব্রহ্মে উভয় ধর্ম্মের সম্বন্ধবিশেষের বোধ হয়, কিন্তু তাহার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—সেই নৃসিংহ এক। যদিচ লোকে সংসর্গাদি লক্ষণ বাক্যার্থই দৃষ্ট হয়, অতএব এ স্থানেও তাহাই হইতে পারে, এই আশঙ্কা কর, তবে এই বাক্যার্থের লোকোত্তরতা প্রযুক্ত এই আশঙ্কা দূরীকৃত হইবে। ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম, সর্ব্বদ্বৈতসংহার-সামর্থ্যহেতু এই বাক্যার্থের পরস্পর অসংসর্গাদিস্বরূপতা জানা যায়, এই অভিপ্রায়ে বলা হয়, ইনিই উগ্র। যদি বল, সর্ব্বসংহার-সামার্থ্য সত্ত্বেও মন্দোদ্যোগহেতু সকল পদার্থ সংহার করেন না, তাহা নহে, কারণ, তিনি বীর ও মহান্, অর্থাৎ সর্ব্বসংহারসমর্থ ও পরিভবাসহিষ্ণু। আর ইনি বিষ্ণু, ইনি জ্বলনশীল, ইনি সর্ব্বতোমুখ, ইনি নৃসিংহ, ইনি ভীষণ, ইনি ভদ্র, ইনি মৃত্যুমৃত্যু, ইনি নমামি, ইনি অহং। এই সকল পদের বিশেষ অর্থ ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে তুরীয় পদার্থসদ্ভাব প্রদর্শন করিতে যাইয়া পদসকলের অর্থ এক প্রকার উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে পূর্ব্বোক্তার্থ অনুসরণ করিয়া তুরীয় ব্রহ্মের সংহারসামর্থ্যরূপ বাক্যার্থকথন দ্বারা বাক্যার্থের অখণ্ডতা উপপাদিত হইতেছে, ইহাই বিশেষ। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বে তুরীয় ব্রহ্মে সর্ব্বসংহারসামর্থ্যাদিপদার্থের সত্তামাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই স্থলে ইনিই উগ্র ইত্যাদি নিয়মানুগত বাক্যের দ্বারা এই নৃসিংহরূপী প্রত্যগাত্মারই উক্ত শক্তিগুণ সকল দর্শিত হইতেছে। ইহাই মহাপার্থক্য। এই হেতু বার্ত্তিক সূত্রকার প্রতিপদব্যাখ্যানেই এবকারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তথায়

উক্ত হইয়াছে, একপ্রত্যগ্‌ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কুত্রাপি সর্ব্বসংহার-সামর্থ্য নাই, উক্ত উপাসনাদিবলে যিনি কেবল ওঙ্কারে অবস্থানে সমর্থ, তাঁহার পক্ষে অন্যান্য সাধনসকল প্রণবে সংন্যস্ত করা ও তদ্দ্বারা আত্মানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডবিহিত সাধন পূর্ব্বোপনিষদে উক্ত উপাসনা এবং এই স্থানে কথিত অনুষ্টুপ্‌, পাদমিশ্রিত উপাসনাদি দ্বারা যোগারূঢ়, অর্থাৎ কেবল প্রণব যোগাশ্রয়সমর্থ ব্যক্তি এক ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্মতে অনুষ্টুপ্‌ সন্ধান করিবে অর্থাৎ অন্য সাধন সকল ব্রহ্মরূপ ওঙ্কারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সেই প্রণব দ্বারা আত্মানুসন্ধান কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥

তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ। সংস্তভ্য সিংহং স্বসুতান্‌ গুণর্দ্ধান্‌ সংযোজ্য শৃঙ্গৈঋষভস্য হৃত্বা। বশ্যাং স্ফুরন্তীমসতীং নিপীড্য সম্ভক্ষ্য সিংহেন স এষ বীরঃ। শৃঙ্গপ্রোতান্‌ পদান্‌ স্পৃষ্ট্বা হৃত্বা তামগ্রসন্‌ স্বয়ম্‌। নত্বা চ বহুধা দৃষ্ট্বা নৃসিংহঃ স্বযমুদ্ভবৌ ॥ ৬ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

গত খণ্ডচতুষ্টয়ে যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে শ্লোকরূপে মন্ত্র উদাহৃত হইল। অবিবেকবশতঃ চঞ্চল আত্মাকে পরমার্থতারূপে বিবেক-বিজ্ঞান যে অন্তরাত্মা শরীরাদি উপাধির অভেদজ্ঞানে চঞ্চল প্রকৃতিসম্পন্ন অনুভূত হয়, বাস্তবিক সকল বন্ধনহীন সেই আত্মাকে স্বীয় বিবেকজ্ঞান দ্বারা সৎস্বভাবে স্থিরীকৃত করিবে। তৎপরে সেই অবিবেকী আত্মপ্রসূত স্থূল বিশ্ব প্রভৃতি শরীরচতুষ্টয় যাহার স্থূলত্বাদি গুণযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিরাট্‌ বৈশ্বানরাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে বেদের সার প্রণবের অকারাদি চারি মাত্রার

সহিত ব্যাপ্তি প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা ঐক্যসম্পাদন পূর্ব্বক ক্রমে সূক্ষ্মশরীরে স্থূলশরীরের, কারণশরীরে সূক্ষ্মের ও তুরীয়ভাবে কারণের প্রবেশ বা বিলয় করিবে। তন্মধ্যে তুরীয়ে কারণশরীরের বিলয়প্রকার কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ কারণরূপিণী মায়াকে পূর্ব্বোক্ত ওতযোগবলে স্বাধীন করিয়া ক্রমে অনুজ্ঞানুযোগে আত্মসত্তার স্ফুরণাধীনভাবে বর্ত্তমান রাখিবে, ক্রমশঃ মায়াকে ব্রহ্মে কল্পিত মনে করিয়া তাহার উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য অনুজ্ঞাযোগে অসৎকল্প-শক্তিহীন করিবার চেষ্টা করিবে। অতঃপর মন মায়ানির্ম্মুক্ত হইলে তখন তাহাকে সাক্ষী ব্রহ্মাকারে স্থির করিয়া তাহারই বিরোধী সাক্ষী চিৎ নৃসিংহে নিমগ্ন করা কর্ত্তব্য। "ওতস্বাঙ্কতুরীয়স্য" ইত্যাদি শ্লোকেও এই মর্ম্ম নিহিত আছে। তৎপরে বুদ্ধিবৃত্তিতে আরূঢ় আত্মরূপী তুরীয় ব্রহ্ম দ্বারা মায়াকে ভক্ষণ করিয়া অর্থাৎ সেই ব্রহ্মেতে অধ্যস্ত মায়াকে ব্রহ্মাদিবিজ্ঞান দ্বারা তন্মাত্ররূপে বিলীন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাভিন্নভাবে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররাজ দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মকে চিন্তা করত তাহাতে সেই মায়ার সংহার করিবে। এইরূপ তুরীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানী সাধক আর সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয় না, যেহেতু, উক্ত সাধক স্বয়ং নৃসিংহরূপ প্রাপ্ত হয়। আর প্রণবমাত্রাব্যাপ্ত বিরাড়াদি চতুঃশরীর, সপ্ত অঙ্গ এবং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরাদি পদ সকলকে অনুষ্টুপ-পাদচতুষ্টয়ের সাহিত সম্বন্ধ করিয়া অর্থাৎ অভিন্ন-ভাবে চিন্তা করিয়া ক্রমে সেই কারণভূতা মায়াকে উক্ত প্রকারে তুরীয় মাত্রাপাদ দ্বারা যথাসম্ভব সংহার করিবে। এইরূপ করিলে স্বয়ং জ্ঞানী হইয়া নৃসিংহরূপী আত্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহার পরবর্ত্তী খণ্ডে উক্ত প্রকারে আত্মস্বরূপ নৃসিংহকে অনেক প্রকারে নমস্কার ও স্তব করিয়া এবং পরমাত্মরূপী নৃসিংহকে নমস্কারমন্ত্র, প্রণব, মন্ত্ররাজ ও

সিংহ শব্দ দ্বারা বহুপ্রকারে জ্ঞান করত স্বয়ং নৃসিংহরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে স্বয়ং নৃসিংহ হইয়া ও অজ্ঞানবশতঃ যে পূর্ব্বভাব অনভিব্যক্ত ছিল, নৃসিংহদেবের প্রসাদজনিত ব্রহ্মবিজ্ঞানে পুনরায় তাহার অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে ॥ ৬ ॥

ইতি চতুর্থ খণ্ড।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অথৈষ এবাকার আপ্ততমার্থঃ আত্মন্যেব নৃসিংহে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে এষ হ্যেবাপ্ততমঃ এষ হি সাক্ষী এষ হি ঈশ্বরঃ ॥ ১ ॥

ওঙ্কারের মধ্যে অনুষ্টুপ্ মন্ত্রকে অন্তর্ভূত করিয়া সেই ওঙ্কার দ্বারা আত্মানুসন্ধান কর্ত্তব্য, ইহা উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ কিরূপে ওঙ্কারে অনুষ্টুপের অন্তর্ভাব হয় এবং কিরূপেই বা সেই ওঙ্কার দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে? এই আকাঙ্ক্ষায় প্রণবে অনুষ্টুপের অন্তর্ভাবপ্রকার প্রদর্শনার্থ এই খণ্ডের আরম্ভ হইতেছে। এই খণ্ডে অকারের ব্যাপ্ত প্রত্যগর্থতা প্রকাশ করিয়া তাহার সঙ্গতি দেখাইবার জন্য সাতত্য গমনার্থক অত্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন প্রত্যগাত্মায় মন্ত্ররাজের প্রতিপাদ্য অর্থের সদ্ভাব আছে, ইহা বলিয়া উক্ত অর্থই অকারের যোগ্য অর্থ, ইহাই প্রথম পর্য্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শঙ্কান্তরপরিহারের নিমিত্ত প্রত্যগাত্মারই উৎকৃষ্টার্থক

উকারার্থতা বলিয়া আত্মার উৎকৃষ্টতা উপপাদনের নিমিত্ত আত্মাতে মন্ত্ররাজার্থসত্তা বলিয়া মকারার্থকথনপূর্ব্বক বিভূতিমত্তাহেতু দ্বৈতাপত্তি দোষ পরিহারের নিমিত্ত ব্রহ্মেতে মন্ত্ররাজার্থসদ্ভাব কথিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মে ও প্রত্যগাত্মায় মন্ত্ররাজের অন্তর্ভাব হেতু তদ্বাচক প্রণবমাত্রাতেও তদন্তর্ভাব জানিবে। তদ্ভিন্ন তাহার বাচকই হইত না, বাচ্যবাচকের অভেদ প্রযুক্তও উহা সঙ্গত। অতএব আকারের ব্যাপ্ততম অর্থ কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনুষ্টুপ্ পদবিশিষ্ট চতুর্মাত্রাসম্পন্ন প্রণব দ্বারা উপাসনা নিরূপণ করিয়া, এই খণ্ডে কেবল ত্রিমাত্র প্রণব দ্বারা আত্মপরিজ্ঞান কথিত হইতেছে, ইহাই অথশব্দার্থ জানিবে। বাস্তবিক সেই মাত্রাই উকারে আছে, তবে সেই মাত্রা কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, অকারই সেই মাত্রা বলিয়া কথিত হয়। অকারের ব্যাপ্ততমার্থ আছে, কিন্তু সেই ব্যাপ্ততম অকার কিরূপ—যাহাতে অকারের বৃত্তি হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়, সেই প্রত্যগাত্মাই অকারের বৃত্তি। প্রত্যগাত্মার অকার-স্বরূপতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত ত্রিবিধ ব্যাপ্তি ও তাহার সিদ্ধির জন্য সর্ব্বসংহারকর্তৃত্ব বলিতেছেন। তিনি নৃসিংহ অর্থাৎ আত্মবন্ধহারী, সুতরাং ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব নিবন্ধন নৃসিংহব্রহ্মে অকারের স্থিতি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; যদি বল, আকাশাদি অন্যান্য পদার্থও ব্যাপ্ত, তবে সেই আকাশাদি অন্যতম পদার্থও অকারের বৃত্তি হইতে পারে, তাহা নহে, যেহেতু, আকাশাদি ব্যাপ্ত হইলেও তাহারা ব্যাপ্ততম নহে। ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপী। তবে ক্ষুদ্র শরীরমাত্রবর্ত্তী প্রত্যগাত্মার কিরূপে সর্ব্বব্যাপকত্ব হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন, জীবাত্মার সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষিত্ব হেতু তাহার সর্ব্বব্যাপ্তি যুক্তিযুক্ত, ইহা

বলিয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যগাত্মার সর্ব্বসংহারকর্ত্তৃত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাপি ঈশ্বরের জীব হইতে বিভিন্নরূপে অবস্থিতি হেতু জীবের সর্ব্বব্যাপ্তি অসম্ভব, এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বসাক্ষী এবং তিনিই ঈশ্বর। সর্ব্বসাক্ষী ব্যতিরিক্ত জড়পদার্থের ঈশ্বরত্ব সম্ভবে না॥ ১॥

অতঃ সর্ব্বগতঃ নহীদং সর্ব্বমেষ হি ব্যাপ্ততমঃ ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা মায়ামাত্রমেষ এবোগ্র এষ হ্যেবাপ্ততমঃ এষ এব বীর এষ হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এব মহানেষ এব ব্যাপ্ততমঃ এষ এব বিষ্ণুরেষ হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এব জ্বলন্ এষ হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এব সর্ব্বতোমুখ এস হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এব নৃসিংহ এষ হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এব ভীষণ এষ হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এব ভদ্র এষ হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এব মৃত্যুমৃত্যুরেষ হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এব নমাম্যেষ হি ব্যাপ্ততমঃ এষ এবাহমেষ হি ব্যাপ্ততমঃ আত্মৈব নৃসিংহো দেবো ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ॥ ২॥

এইক্ষণ প্রকৃত সিদ্ধান্ত বিবৃত হইতেছে;—উক্ত সকল কারণে ব্রহ্ম সর্ব্বসাক্ষী, যদি বল, সাক্ষী সাক্ষাৎ দৃশ্যবস্তুর সদ্ভাব হেতু ব্যাপ্ততমত্ব হইতে পারে না। এই আশঙ্কা অমূলক। সাক্ষ্যপদার্থের সাক্ষী ব্যতিরেকে সত্তা সম্ভবে না, অতএব স্বতন্ত্র সাক্ষী আছেই। তবে উদ্দেশ্য এই যে, ঈশ্বর সকল পদার্থের সাক্ষী, তিনি ভিন্ন সর্ব্বসাক্ষী কেহ নাই, এই নৃসিংহরূপী ঈশ্বরই সর্ব্বসাক্ষী এবং ইনিই সাক্ষিরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের বিদ্যমানতা আছে, অন্যথা তাঁহার সাক্ষিত্বের অনুপপত্তি হয়। পক্ষান্তরে, অকারের

প্রতিপাদ্যরূপে ব্যাপ্ততম অন্য কোন পদার্থ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা ভিন্ন আর কি যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে? এই হেতু অকারের নিরর্থকত্বভয়ে আত্মার দৃশ্যবস্তুর দ্বারা ব্যাপ্তিসঙ্কোচও স্বীকার করা উচিত নহে। যেহেতু, সমস্তই আত্মাস্বরূপ বলিলে উক্ত দোষের অবকাশ থাকে না। যদি বল, এইরূপ হইলেও আত্মার ব্যাপ্য সাক্ষ্যকে অবশ্যই সাক্ষী হইতে অভিন্ন বা বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান বলিতেই হইবে। তাহা হইলে আর আত্মার বিশ্বব্যাপকত্ব কোথায়? কারণ, ব্যাপ্যাবকাশেই তাঁহার ব্যাপ্তিভঙ্গ ঘটে। তাহা নহে, যদি বাস্তবরূপী কোন দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাকিত, তবে তাঁহার দ্বারা সর্ব্বব্যাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিত; পরন্তু এই বিশ্ব সমুদায়ই আত্মস্বরূপ, আত্মা হইতে বিভিন্ন বা অভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, প্রতীয়মান জগৎ মায়াকার্য্য মাত্র। যদিচ সাক্ষ্যস্বরূপ মায়া দ্বারাও ব্যাপ্তিসঙ্কোচ হইতে পারে, অতএব আত্মার ব্যাপ্ততমত্ব থাকে কিরূপে? তাহাও নহে। যেহেতু, মায়ারও সংহারে সামর্থ্য আছে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, ইনিই উগ্র, অর্থাৎ সর্ব্বসংহারকরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। অকারের নৈরর্থক্য ভয়ে আত্মারই এই উগ্রত্ব স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ এই আত্মাই অকারের অর্থ। যেহেতু, এই আত্মাই। ব্যাপ্ততম। সর্ব্বসংহারকর্ত্তৃস্বরূপ উগ্রত্ব না থাকিলে ব্যাপ্ততমত্ব সম্ভবে না, অতএব অকারই উগ্র পদস্বরূপ হইয়া আত্মার উগ্রত্ব বোধ করাইতেছে, অতএব অকারেরই উগ্রপদত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত হইল। এইরূপে ইনি বীর এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, ইনিই মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, ইনিই বিষ্ণু এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, ইনিই তেজোময় এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, ইনিই নৃসিংহ এবং সর্ব্বব্যাপ্ত ইনিই ভীষণ

এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, ইনিই ভদ্র এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, ইনিই অহংপদবাচ্য এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, ইনিই মৃত্যুর মৃত্যু এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, ইনিই নমস্য এবং সর্ব্বব্যাপ্ত। অতএব নৃসিংহদেব আত্মাই এবং ইনিই ব্রহ্ম। আর পূর্ব্বে যে ওঙ্কারে অনুষ্টুভের অনুসন্ধান করিতে উক্তি আছে, তাহাই এই শ্রুতি দ্বারা উপপাদিত হইল। এক্ষণে আত্মার উগ্রত্বের মত বীরত্বাদি লক্ষণের হেতু নির্দ্দেশ করা হইতেছে। নৃসিংহের সর্ব্বসংহারসামর্থ্যসত্ত্বেও মন্দপ্রযত্নহেতু তিনি সর্ব্বসংহার করিতেছেন না, কিন্তু তিনি সকল অনর্থ সহ্য করিতেছেন। তাহা নহে, যেহেতু তিনি সর্ব্বপরিভবাসহ, তাহার কারণ তিনি ব্যাপ্ততম। যদি বল, প্রতিবন্ধসদ্ভাববশতঃ তিনি সর্ব্বসংহার করিতে পারেন না, তাহা নহে। যেহেতু, তিনি মহান্, সুতরাং তাঁহার কোন প্রতিবন্ধক সম্ভব নহে। তাঁহার মহত্ত্বে প্রমাণ তিনি ব্যাপ্ততম। এইরূপ অন্যান্য অনুষ্টুবন্তর্গত পদেরও পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা ও পরিহার জানিবে। এইরূপে ওঙ্কারান্তর্গত এক অকারের মধ্যেই সমস্ত অনুষ্টুভ মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় নিহিত আছে ; সুতরাং যিনি অন্তরাত্মাকে ঐ অকারস্বরূপ মনে করেন, তাহার ফল বিবৃত হইতেছে। তিনি জ্ঞানকালেই সেই প্রত্যগ্‌রূপী সর্ব্ববন্ধরহিত চিদাত্মা ব্রহ্ম হইতে পারেন ॥ ২ ॥

সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নৃসিংহরূপী প্রত্যগাত্মাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তির জ্ঞানমাত্রে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি

হয়; যেহেতু, উক্তরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি অকাম, অর্থাৎ মুক্ত, জ্ঞান-সমকালেই সর্ব্বপ্রকার বিষয়রহিত হয়, অতএব জ্ঞান হইলে তৎপরক্ষণেই সে ব্রহ্ম হইয়া থাকে। কিরূপে জ্ঞানসমকালে মুক্ত হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, যেহেতু, জ্ঞানকালে তাহার সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণার অভাব থাকে; তাহার কারণ, যে ব্যক্তির ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হয়, সে আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণকাম। যেহেতু, আত্মকামনা ভিন্ন কামনাই তাহাতে থাকিতে পারে না। যাহার অন্য বিষয়ে কামনা থাকে না, তাহারই ব্রহ্মবিষয়ে তৃষ্ণা হয়। আর যাহার অন্য বিষয়ে কামনা আছে, তাহার ব্রহ্মতৃষ্ণা হইতে পারে না। কিরূপে জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মকামনা হয়? তাহা বলা যাইতেছে। যে সকল কামনা পূর্ব্বে পরমানন্দানুভবরূপী আত্মার অজ্ঞান বশতঃ যথার্থ প্রাপ্তব্য বিষয়ের অসৎস্বরূপ কামনা উদিত হইয়াছে, উক্ত আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে সেই সকল কামনাও অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ বলিয়া স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং আত্মানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত আত্মকামী ব্যক্তি আপ্তকাম ও এই নিমিত্তই সে নিবৃত্ততৃষ্ণ হইতে পারে এবং অকাম অর্থাৎ কাম্যবিষয়াভাবে এক ব্রহ্মাবলম্বী মুক্ত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানসমকালেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়। যদি বল, জ্ঞানসময়ে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয় হউক, তথাপি শরীরপাতের পরে পুনর্ব্বার তাহার সংসারপ্রাপ্তি হইতে পারে। তাহা নহে, যেহেতু, আত্মার সংসার অজ্ঞান ও কামনার অধ্যাসমাত্র, সেই অজ্ঞান ও কামনা বিনষ্ট হইলে তাহার প্রাণের আর উৎক্রমণ হয় না, অকামী মুক্ত পুরুষের প্রাণ কখনও উৎক্রমণ করে না, যেহেতু, প্রাণ কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্তই নির্গত হয় ও পুনরায়

জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। কর্ম্মমাত্রই অজ্ঞানকৃত, জ্ঞান হইলেই সেই কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই কর্ম্মফলের উদয় অসম্ভব। পরজন্মে তাহার ভোগের নিমিত্ত মৃত্যুকালে প্রাণের উৎক্রমণ সম্ভবে না, কিন্তু জ্ঞানিগণের জ্ঞান হইলে প্রাণ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মেতে প্রাণ লীন হইয়া শরীরের পতন হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মই হয় এবং পরেও ব্রহ্মকে পাইয়া থাকে। বাস্তবিক অজ্ঞানকৃত অব্রহ্মত্বের জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। স্বর্গাদি-প্রাপ্তিস্থলে যেমন অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, সেইরূপ নহে, তাহা হইলে মোক্ষ ও ব্রহ্মেরও স্বর্গাদির ন্যায় অনিত্যত্ব হইয়া পড়ে এবং অনিত্যলাভের জন্য কোন প্রচেষ্টার আবশ্যকতা থাকে না, মোক্ষ কাম্যই হইত না॥ ৩॥

অথৈব এবোকার উৎকৃষ্টতমার্থঃ আত্মন্যেব নৃসিংহে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে তস্মাদেষ সত্যস্বরূপো ন হ্যন্যদস্তি অমেয়মানত্মপ্রকাশমেষ হি স্বপ্রকাশোঽসঙ্গোঽন্যং ন বীক্ষত আত্মা॥ ৪॥

যেমন আত্মাতে আত্ম ভিন্ন বস্তুর আরোপ করা যায়, সেইরূপ অনাত্মাতে আত্মার আরোপ স্বীকার করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন লোকব্যবহারের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ 'আমি যাইতেছি', 'আমি কৃশ,' 'আমি গৌর' ইত্যাদি ব্যবহার দেহের উপর আত্মার আরোপ করিয়াই সম্পন্ন হয়, অথচ কল্পিত বস্তুমাত্রই অসৎ, এরূপ অবস্থায় আরোপিত আত্মারও অসত্ত্বপ্রসক্তি হয়, আর তাহার সত্যত্ব হইলে অনাত্মারও সত্যত্ব হইতে পারে। এ জন্য অবশ্য কোন বিশিষ্ট আশ্রয় করিয়া আত্মার সর্ব্বসংহারসামর্থ্য

হেতু ব্যাপ্তত্ব ও অকারার্থতা এবং অনাত্মায় ব্যাপ্তির অভাবে অকা-রার্থতা ইহাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই আশঙ্কা উকার দ্বারা পরিহার করিবার জন্য অকারার্থ নিরূপণানন্তর উকারার্থ নিরূপণ করিতেছেন। প্রণবের অন্তর্গত উকার মাত্রার উৎকৃষ্টতমত্ব অর্থ জানিবে, যেহেতু, ঐ উকার উৎকৃষ্ট শব্দের একদেশ। সেই উকারের উর্দ্ধ উৎকৃষ্টত্ব অর্থাৎ আধিক্যই উৎকর্ষ। যদিও আত্মা অনাত্ম সম্পর্কে অধ্যস্ত, তথাপি স্বরূপতঃ অনারোপহেতু অধ্যস্ত বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট, আর অসম্পর্কই অনধ্যস্তের উচ্চতা অর্থাৎ তাহাই উৎকৃষ্টত্ব ও আধিক্য। এক্ষণে উৎকৃষ্টতম পদার্থ কি? যাহাতে উকারের বৃত্তি হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, নৃসিংহরূপী পরমাত্মা পরব্রহ্মে উকার বর্ত্তমান আছে, দেবাদিরূপী অনাত্মা হইতে সর্ব্বাধ্যক্ষ আত্মারই উৎকর্ষ সম্ভব, ইহাই উকারার্থে জানা যায়। অতএব পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার অবকাশ নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যেহেতু, আত্মা আরোপ ও আরোপিতের অধ্যক্ষরূপে (সাক্ষিভাবে) বর্ত্তমান; অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বহেতু উকার আত্মা সত্যস্বরূপ, উহা অনাত্মা নহে। যদি বল, অধ্যস্ত আত্মার যেমন স্বরূপতঃ অনধ্যাস, এইরূপ অনাত্মার সম্বন্ধরূপে আরোপ। বাস্তবিক অনাত্মা আত্মবৎ অনারোপিত পরমার্থ সদ্রূপ, এই আশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থ বলিতেছেন, আত্মভিন্ন পরমার্থ সদ্রূপ আর কেহ নাই। অনাত্মার পরমার্থসদ্রূপতার অভাবে হেতু এই যে, আত্মাতে অজ্ঞাতত্বের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু অনাত্মা অজ্ঞাত। যেহেতু, উহা সম্বন্ধের অযোগ্য। যদি বল, প্রমাণের অবিষয়ীভূত আত্মার যেমন অস্তিত্ব স্বীকৃত আছে, সেইরূপ

অনাত্মারও হউক, এই আশঙ্কা করিয়া অনাত্মার আত্মবৈষম্য দেখাইতেছেন। আত্মা স্বপ্রকাশ, অনাত্মার স্বতঃপ্রকাশ সিদ্ধ নহে, প্রমাণের অবিষয়েও আত্মসিদ্ধির সম্ভব আছে, যেহেতু, আত্মা স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু অনাত্মা স্বয়ং প্রকাশ পাইতে পারে না ; সুতরাং প্রমাণ ব্যতিরেকে অনাত্মার সিদ্ধি নাই, তথাপি যদি বল, আত্মাও স্বপ্রকাশ নহে, তাহা নহে, কারণ, যিনি সর্ব্বসাধক, অর্থাৎ যাঁহার সত্তায় জগতের প্রকাশ, তাঁহার স্বপ্রকাশমানত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তথাপি আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি আত্মা স্বপ্রকাশ, তবে অনাত্মারও সিদ্ধি করিতে পারে। তাহাও নহে, কারণ, যিনি স্বয়ং অসঙ্গ, তিনি অন্যকে প্রকাশ করেন না, আত্মা অসঙ্গ, তাহার অনাত্মার সাধকতা অসম্ভব ॥ ৪ ॥

অতো নান্যত্র প্রাপ্তিরাত্মমাত্রং হেতদুৎকৃষ্টম্ এষ এবোগ্র এষ হ্যেবোৎকৃষ্ট এষ এব বীর এষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এব মহানেষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এব বিষ্ণুরেষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এব জ্বলন্নেষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এব সর্ব্বতোমুখ এষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এব নৃসিংহ এষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এব ভীষণ এষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এব ভদ্র এষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এব মৃত্যুমৃত্যুরেষ হ্যেবোৎ-কৃষ্টঃ এষ এব নমাম্যেষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ এষ এবাহমেষ হ্যেবোৎকৃষ্টঃ তস্মাদাত্মানমেবৈবং জানীয়াদাত্মৈব নৃসিংহো দেবো ভবতি। য এবং বেদ সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ ইহার ফল প্রকাশ করিতেছেন। তাহা হইলে কিরূপে

লোকের নিকট অনাত্মা বাস্তব বলিয়া প্রতীত হয়? উত্তর—আত্মাতে আরোপ হয় বলিয়াই আত্মা ব্যতিরেকে অনাত্মার স্থিতি দুর্ঘট, সুতরাং লোকে আত্মপ্রথাকে অনাত্মপ্রথা জ্ঞান করে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, আত্মভিন্ন অন্যত্র কাহারও প্রাপ্তিসম্ভব নাই। যেহেতু, আত্মাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইনিই উগ্র এবং উৎকৃষ্ট, ইনি বীর এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই মহাবিষ্ণু এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই বিষ্ণু এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই জ্বলনশীল এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই সর্ব্বতোমুখ এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই নৃসিংহ এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই ভীষণ এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই ভদ্র এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই মৃত্যুমৃত্যু এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই নমস্কারার্হ এবং উৎকৃষ্ট, ইনিই অহংপদবাচ্য এবং উৎকৃষ্ট। অতএব উক্তরূপে আত্মাকে জানিবে, কারণ, এই আত্মা স্বরূপতঃ আরোপিত নহে, আত্মাতেই অনাত্মার আরোপ হইয়া থাকে। যদিও আরোপিত দ্বৈতের প্রতীতি পরিহার করিতে অশক্য হয়, তাহা হইলে তাহার সভয়ত্ব অর্থাৎ দুঃখ, মৃত্যু, সংসার প্রভৃতি ভয়বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভাসও পরিহার করা অশক্য হইয়া উঠিবে। যদি বল, অনাত্ম-বস্তুর কল্পিতত্ব বা আরোপিতত্ব নিশ্চয় করা সুকঠিন, কেন না তাহার ব্যভিচার নির্ণয় হয় না, এ দোষও অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু, এই আত্মা নিজের উপর আরোপিত সর্ব্বসংহারে সমর্থ। ইহাই উকারের অর্থ; সর্ব্বসংহর্ত্তৃত্বব্যতিরেকে উক্ত উৎকৃষ্টত্বরূপ উগ্রত্ব নির্ণয় করা যায় না। অতএব উকারই উগ্রপদাত্মা হইয়া আত্মার উগ্রত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এই নিমিত্ত উকারের উগ্রপদাত্মত্ব উক্ত হইয়াছে, এইরূপে বীরাদিপাদাত্মত্ব জানিবে। আবার উকারের সংহারসামর্থ্য থাকিলেও মন্দপ্রযত্নত্ব হেতু সংহার করেন না, কিন্তু সকল অনর্থ সহ্য করেন, ইত্যাদি আশঙ্কাতে বীরাদি পরবর্ত্তী পদসকল সেই সেই

শঙ্কানিবর্ত্তকরূপে উত্থাপন করিয়া আত্মাতে বীরাদিপদার্থতা আছে, ইহা উকারার্থ উৎকর্ষের প্রকারান্তরে উপপত্তির অভাবে প্রতিপন্ন করিতে হয়। যেহেতু, উক্ত প্রকারে আত্মাই স্বয়ং অনারোপিত হইয়া সর্ব্বসংহার করেন, অতএব আত্মাকেই পরমার্থ সদ্রূপ জানিবে। যাঁহারা উক্ত প্রকারে আত্মাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা আত্মস্বরূপ নৃসিংহদেবের স্বারূপ্য লাভ করিতে পারেন। আর যাঁহারা উক্তরূপে আত্মাকে জানিতে পারেন, তাঁহারা অকাম অর্থাৎ মুক্ত হন, যেহেতু, তাঁহারা নিষ্কাম, কারণ, তাঁহাদিগের বিষয়তৃষ্ণা থাকে না, একমাত্র আত্মজ্ঞানেই তাঁহারা পূর্ণকাম, আত্মাই তাঁহাদিগের অভিলষিত, পুনরায় তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ হইতে হয় না। কারণ, মুক্ত ব্যক্তির প্রাণের আর উৎক্রমণ নাই, ব্রহ্মেই তাঁহাদের প্রাণের বিলয় হয়। তাঁহারা ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মত্বলাভ করেন ॥ ৫ ॥

অথৈষ এব মকারো মহাবিভূত্যর্থঃ আত্মন্যেব নৃসিংহে দেবে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে তস্মাদয়মনন্তোঽভিন্নরূপঃ স্বপ্রকাশো ব্রহ্মৈবাপ্ততম উৎকৃষ্টতম এতদেব ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অকার ও উকার দ্বারা ব্রহ্মরূপী প্রত্যগাত্মার জ্ঞানপ্রকার নিরূপণ করিয়া মকারের অর্থ কহিতেছেন।—মকারার্থে মহাবিভূতি প্রতিপাদিত হয়। মকারার্থ মহাবিভূতি কি, এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যগ্রূপী মহাবিভূতি জানিবে, সেই মহাবিভূত্যর্থ মকার আত্মস্বরূপ নৃসিংহদেবরূপী পরব্রহ্মে বর্ত্তমান আছে, এ স্থলে মকারার্থের দেবত্ব ও পরত্ব দ্বারা মকারের পরব্রহ্ম-বাচকতা সূচিত হইয়াছে। কারণ, কেবল তৎপদার্থ ব্রহ্মতে

দেবত্ব ও পরত্ব প্রসিদ্ধ আছে, অন্যত্র নহে; অতএব মকার মহাবিভূতিপদস্বরূপ ও মহাবিভূতিবিশিষ্ট ব্রহ্মতে বর্ত্তমান। যদি বল, ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মতা স্থিরীকৃত হইলে, অন্তরাত্মার ন্যায় ব্রহ্মেরও পরিচ্ছেদাদিপ্রসক্তি হয়, এ বিষয়ে ব্রহ্মের প্রত্যক্-স্বরূপের বিস্মরণশীলতা দ্বারাই উক্ত আপত্তির পরিহার হয়, এইমত আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মার অভেদহেতু প্রত্যগাত্মার অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যাদিরূপ হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, পরিপূর্ণ ব্রহ্মের প্রত্যগ্রূপতাহেতু এই প্রত্যগাত্মাকে মন্দমতিরা পরিচ্ছিন্নরূপে জ্ঞান করিলেও বাস্তবিক তিনি অল্প নহেন। আর যদি বল, মন্দমতিরা প্রত্যগাত্মাকে পরিচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ ও আত্মার বাস্তব অপরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকারের মত ব্রহ্মের প্রত্যগ্রূপতা হেতু বাস্তব অপরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নভাবে তাহার গ্রহণ, ইহাও বলা যায়, এ বিষয়ে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত কি আছে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন প্রত্যগাত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করিলে দেখা যায়, স্বরূপনিরূপণে তাহারও ব্রহ্মের ন্যায় পরিচ্ছেদাদির অভাব আছে। অতএব প্রত্যগাত্মার অভেদহেতু ব্রহ্মের পরিচ্ছেদাদি প্রসঙ্গ হইতে পারে না। আরও সমাধানের অনুকূলে বলিয়াছেন, ইহা বলিয়া প্রত্যক্‌চৈতন্যের সর্ব্বত্র একরূপত্ব কেবল উপাধি-ভেদ বশতঃ বিভিন্নরূপ প্রতীতি হয়। বিশেষতঃ স্বয়ংপ্রকাশমান আত্মার পরিচ্ছেদগ্রহণের কালতঃ সম্ভাবনা নাই। এ জন্যও ইনি অপরিচ্ছিন্ন। আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া অন্যান্য সকল ব্রহ্মলক্ষণেরই ইহাতে সম্ভবহেতু নিরূপিত আছে যে, এই আত্মাই ব্রহ্ম, যেহেতু, স্বপ্রকাশত্ব বশতঃ সাক্ষাৎ অপরোক্ষচিদ্রূপত্ব আত্মায় সিদ্ধ এবং নিত্য অপরোক্ষ আত্মার

নিত্যসদ্রূপত্বও সিদ্ধ। অতএব সত্তা ও প্রকাশের অন্যনিরপেক্ষতা হেতু তাহার স্বাতন্ত্র্য অবগত হওয়া যায়, এই স্বাতন্ত্র্য অন্যসাপেক্ষতার প্রতিবন্ধক, এ জন্য তাহার আনন্দরূপতাও সিদ্ধ হইল। সুতরাং প্রত্যগাত্মার সচ্চিদানন্দব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হইল। এইরূপ যে যে স্থলে যাহাকে যাহাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে, তৎসমুদায়েই উক্তরূপে ব্রহ্মলক্ষণসমন্বয় করিবে। আত্মাতে অকার ও উকারের বর্তমানতা স্বীকারে প্রত্যগাত্মার আপ্ততমত্ব ও উৎকৃষ্টতমত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মস্বরূপতা পক্ষেই সম্ভব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, আত্মাই আপ্ততম ও উৎকৃষ্টতম। এইরূপে প্রত্যগাত্মার স্বরূপনিরূপণ দ্বারা তাহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করা হইল। এক্ষণে ব্রহ্মস্বরূপের আলোচনায় ব্রহ্মই আত্মা, ইহা প্রতিপাদিত হইল; সুতরাং ইনিই ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

অপি সর্ব্বজ্ঞং মহামায়ং মহাবিভূতি এতদেবোগ্রমেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব বীরম্ এতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব মহদেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব বিষ্ণুরেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব জ্বলন্নিতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব সর্ব্বতোমুখমেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব নৃসিংহমেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব ভীষণমেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব ভদ্রমেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব মৃত্যু-মৃত্যুরেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেব নমাম্যেতদ্ধি মহাবিভূতি এতদেবাহমেতদ্ধি মহাবিভূতি ॥ ৭ ॥

এক্ষণে আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মহাবিভূতিসম্পন্ন শ্রুত হয়। অতএব সেই ব্রহ্মনিরূপণে কিরূপে সেই ব্রহ্মের উক্ত সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তি ও মহাবিভূতিহীন প্রত্যগাত্মরূপত্ব

সম্ভব হইতে পারে? ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ, যিনি সকল জানেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, ব্যুৎপত্তি দ্বারা সর্ব্বজ্ঞসিদ্ধির জন্য জগৎ-কল্পনা আবশ্যক। সেই কল্পিত জগতের জ্ঞান করিলে সুতরাং কল্পিত; অতএব কল্পিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদির পরমার্থব্রহ্মরূপতা হইতে পারে না। যাহা পরমার্থ ব্রহ্মস্বরূপ, তাহারই প্রত্যগ্‌রূপত্ব কথিত হয়; সুতরাং কোন অনুপপত্তি নাই, আর যদি সর্ব্বজ্ঞবাদের 'তিনি ও জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী' এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্ম কথিত হয়, তথাপি কোন অসঙ্গতি ঘটে না। যেহেতু, ব্রহ্মের প্রত্যক্‌রূপতা স্বীকার করিলে প্রত্যগাত্মারও ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ। এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ মহামায় ও মহাবিভূতি। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা এবম্বিধ ব্রহ্মই আত্মা, এই বিষয়ে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, সর্ব্বজ্ঞ পদ কল্পিতই হইতে পারে বা সর্ব্ব ও 'জ্ঞ'এর সামানাধিকরণ্যহেতু উক্তার্থ হইয়াছে। যিনি সকল জানেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, এই ব্যুৎপত্তিপক্ষে মায়াময় জগৎ মানিতে হয়, পক্ষান্তরে জ্ঞ শব্দের সহিত নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বশব্দ প্রয়োগ হেতু সকল দ্বৈত স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে মায়াময় দ্বিতীয় বস্তুর প্রতিভাসের বিদ্যমানতাহেতু ব্রহ্মেরও দুঃখপ্রতিভাস হইতে পারে। আর দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা যাঁহার বিভূতির পরিচ্ছেদ করা যায় না, তিনিই মহাবিভূতিস্বরূপ, ইহাও নির্ণয় করা যায় না, আর সকলের মায়াময়ত্বও নিশ্চয় করা যায় না, এই আপত্তি ভিত্তিহীন। যেহেতু, ব্রহ্মের সর্ব্বসংহারসামর্থ্য কথিত হইয়াছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, ইনিই উগ্র। কারণ, ইনি মহাবিভূতিমান্‌, মহাবিভূতি নিবন্ধনই ইনি মহান্‌, ইনিই বিষ্ণু,

ইনিই জ্বলন, ইনিই সর্ব্বতোমুখ, ইনিই নৃসিংহ, ইনিই ভীষণ, ইনিই ভদ্র, ইনিই মৃত্যুমৃত্যু, উক্ত সকলের প্রতি কারণভূত, ইনিই নমামি পদবোধ্য, ইনিই অহংপদবাচ্য মহাবিভূতি। ইহা মকারের ব্রহ্মরূপ অর্থ জানিবে, যেহেতু, এই ব্রহ্ম মহাবিভূতিমান্। সর্ব্বসংহর্তৃত্ব ব্যতিরেকে তাঁহার মহাবিভূতিরূপ উগ্রত্ব নির্ণয় করা যায় না, অতএব মকারই উগ্রপদাত্মা হইয়া ব্রহ্মের উগ্রত্ব বোধ করাইতেছে, এই নিমিত্ত মকারের উগ্রপদস্বরূপতা উক্ত হইয়াছে। এইরূপে মকারের বীরাদিপদরূপতাও জানিবে এবং পূর্ব্ববৎ মকারের সর্ব্বসংহারসামর্থ্য সত্ত্বেও সেই মকার মন্দপ্রযত্নহেতু সর্ব্বসংহার করে না, ইত্যাদি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া তাহার নিবর্ত্তকরূপে উত্তরপদসকল উত্থাপন করত মহাবিভূতির অন্যথা অনুপপত্তি বশতঃ তত্তৎপদস্বরূপ এক মকার দ্বারা ব্রহ্মতে মকারের তত্তৎপদার্থস্বরূপতা সাধন করিতে হয়॥ ৭॥

তস্মাদকারোকারাভ্যামিমমাত্মানমাপ্ততমমুৎকৃষ্টতমং চিন্মাত্রং সর্ব্বদ্রষ্টারং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্বগ্রাসং সর্ব্বপ্রেমাস্পদং সচ্চিদানন্দমাত্রমেকরসং পুরতোঽস্মাৎ সুবিভাত মন্বিষ্যাপ্ততমমুৎকৃষ্টতমং চিন্মাত্রং মহাবিভূতিং সচ্চিদানন্দমাত্রমেকরসং পরমেব ব্রহ্ম মকারেণ জানীয়াৎ আত্মৈব নৃসিংহো দেবঃ পরমেব ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ইতি হ প্রজাপতিরুবাচ॥ ৮॥

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥ ৫॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অকার ও উকার এই পদার্থদ্বয় পরস্পরের সাহায্যে পর্য্যবসিত, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন না করিয়া

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই পুনশ্চ উল্লেখ করত একত্ব নামক সামানাধিকরণ্যরূপ বাক্যার্থ বলিতেছেন।—যেহেতু, প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের একত্বে কোন বিরোধ নাই; অতএব অকার ও উকার দ্বারা এই প্রত্যগাত্মাকে প্রতিপাদন করিয়া মকার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবে এবং উভয়ের ঐক্য অবগত হইবে। সেই ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মার ঐক্য বা অভেদযোগ্যতা দেখাইবার জন্য আপ্ততম ও উৎকৃষ্টতম এই বিশেষণদ্বয় উক্ত হইল অর্থাৎ এই প্রত্যগাত্মা ব্যাপ্ততম ও উৎকৃষ্টতম। আপ্ততমত্ব ও উৎকৃষ্টতমত্ব এই উভয়ের কারণ সর্ব্ববিধ বিকল্প বা দ্বৈতপ্রতিভাসের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় চিৎস্বরূপতা, তাহাই এই প্রত্যগাত্মায় বর্ত্তমান। অতঃপর দৃশ্য ও দ্রষ্টার অন্বয়ব্যতিরেক বশতঃ প্রত্যগাত্মার চিৎরূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সর্ব্বদ্রষ্টা দৃশ্য সর্ব্বদ্রষ্টা নহে, সুতরাং চিৎস্বরূপ নহে। আত্মাই সর্ব্বদ্রষ্টা, সুতরাং চিৎস্বরূপ। তিনি সর্ব্বদাই সকল দর্শন করিতেছেন। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, যদি তাঁহার সর্ব্বদর্শনকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে, তবে কিরূপে তাঁহার একচিন্মাত্রতা সিদ্ধ হইতে পারে? কারণ যাহার ক্রিয়া থাকে, তাহাকে চিন্মাত্র বলা যায় না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, তিনি সর্ব্বসাক্ষী, অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপে সর্ব্বদর্শন করেন, ইহাতেই সর্ব্বক্রিয়ানিরাস হইয়া চিন্মাত্রতা সিদ্ধ হইতেছে। ক্রিয়াব্যবধান ব্যতিরেকে অর্থাৎ সাক্ষ্য ব্যতিরেকে সাক্ষী থাকিতে পারে না, বস্তুতঃ সাক্ষ্য কেহ নাই। এই সাক্ষিসাক্ষ্যর অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিরস্ত হইল। যিনি ক্রিয়াব্যবধান ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ আত্মাতে সকল দর্শন করেন, তিনিই সাক্ষী; সুতরাং চিন্মাত্রতার ব্যাঘাত নাই। যদি তাঁহাকে সর্ব্বসাক্ষী বলিলে, তবে

সাক্ষ্যও স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং দ্বৈতস্বীকারে অদ্বৈতবাদভঙ্গ করিতে হইতেছে। এই আশঙ্কার পরিহার করিতে যাইয়া অগ্রে প্রত্যগাত্মার সদ্রূপত্ব ও অবিনাশিত্ব উৎপত্তিনাশশীল বস্তু হইতে অন্বয়ব্যতিরেকে সিদ্ধ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বগ্রাস, অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশশালী কল্পিত জাগ্রদাদি দৃশ্য অবস্থাসমূহের সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানরূপী সচ্চিদানন্দময় আত্মা ব্যতিরেকে সত্তা সম্ভব নাই বিধায় তিনি সর্ব্বসংহর্ত্তা। আর সেই প্রত্যগাত্মা সকলের প্রেমাস্পদ, কারণ, স্রগ্‌চন্দনাদি বিষয় জীবের অনুরাগের বিষয় হয় সত্য, কিন্তু অনিত্যতা হেতু ঐকান্তিক সুখদায়িত্ব তাহাতে থাকিতে পারে না। এক আত্মারই নিত্যতা হেতু প্রেমাস্পদত্ব বা পরমানন্দরূপত্ব সম্ভব। এই চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বোক্ত অন্বয়ব্যতিরেকে প্রতিপন্ন হইল, যে, ব্রহ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দ ও একরস মাত্র পদ দ্বারা সৎ, চিৎ, আনন্দের স্বজাতীয় ভেদ নিরাস করা হইলে, অর্থাৎ একমাত্র সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ দ্বিতীয় নাই, এবং সৎ চিৎ ও আনন্দ ইহারা পরস্পর বিভিন্নধর্ম্ম নহে, ইহা প্রতিপাদনের জন্য ব্রহ্মকে একরস একধর্ম্মা বলা হইল। যিনি সকলের পুরোবর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই অন্তরাত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বব্যাপ্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিন্মাত্র মহাবিভূতি সচ্চিদানন্দ একরস পরব্রহ্মকে মকার দ্বারা জানিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অকার ও উকার দ্বারা উক্ত লক্ষণসম্পন্ন আত্মানুসন্ধানপূর্ব্বক মকার দ্বারা উক্তরূপ ব্রহ্মানুসন্ধান করিয়া উভয়ের লক্ষণগত ঐক্য দেখিয়া প্রণব দ্বারা সামানাধিকরণ্যরূপে অকার, উকার ও মকারের ঐক্য জানিবে। যিনি এইরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য জ্ঞান করেন, তাঁহার আত্মাই নৃসিংহদেব। তিনি

পরমব্রহ্ম হইতে পারেন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নৃসিংহরূপী প্রত্যগাত্মাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। যেহেতু, উক্তরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি অকাম অর্থাৎ জ্ঞানসমকালেই সর্ব্বপ্রকার বিষয়রহিত হয়, অর্থাৎ মুক্ত হয়, জ্ঞান হইলে তৎপরক্ষণেই সে ব্রহ্ম হইয়া থাকে। যেহেতু, সে নিষ্কাম হয়। তাহার কারণ, তাহার সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া যায়; সুতরাং সেই ব্যক্তিই নিষ্কাম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়, তাহার কামনা পূর্ণ হয়, কারণ, আত্মকামনা ভিন্ন কোন কামনাই তাহাতে থাকিতে পারে না। তাহারই ব্রহ্মবিষয়ে তৃষ্ণা হইলে অন্য বিষয়ে কামনা থাকে না। আর যাহার অন্য কামনা আছে, তাহার ব্রহ্মতৃষ্ণা হইতে পারে না। কিরূপে জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মকামনা হয়? তাহাতে বক্তব্য এই যে, যে সকল কামনা পূর্ব্বে পরমানন্দানুভবরূপ আত্মজ্ঞানবলে প্রাপ্তব্য বিষয়ে অনাত্মভূত হয়, তাহারা উক্ত আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্যরূপতা হেতু স্বতঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং আত্মানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত আত্মকামী ব্যক্তির কোন কামনাই অবশিষ্ট থাকে না, তাহার সর্ব্বকামনাই পূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং সে নিবৃত্ততৃষ্ণ হইতে পারে এবং অকাম, নির্ব্বিষয় বা মুক্ত অর্থাৎ জ্ঞানসমকালেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়। যদি জ্ঞানসময়েই ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়, তবে শরীরপাতের পরে পুনর্ব্বার তাহার সংসারপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা নহে। যেহেতু, অজ্ঞান ও কামনার বিনাশ হইলে তাহার প্রাণের আর উৎক্রমণ হয় না, অকামী মুক্ত পুরুষের প্রাণ কখনও উৎক্রমণ করে না, অর্থাৎ মুক্তপুরুষদিগের প্রাণ কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত উদ্গত হয় না। কর্ম্মমাত্রই অজ্ঞানকৃত, জ্ঞান হইলেই

সেই কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং সেই কর্ম্মের আর ভোগ জন্মাইবার শক্তি থাকে না, সুতরাং তাহার ভোগের নিমিত্ত প্রাণের উৎক্রমণ সম্ভবে না, কিন্তু জ্ঞানিগণের জ্ঞান হইলে প্রাণ মৃত্যুকালে ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মেতে প্রাণ লীন হইয়া যায়, শরীরের পতন হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মই হয় এবং পরেও ব্রহ্মকে পাইয়া থাকে। বাস্তবিক অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মত্বনিবৃত্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। স্বর্গাদি-প্রাপ্তিস্থলে যেমন অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি সেরূপ নহে, তাহা হইলে মোক্ষ ও ব্রহ্মেরও স্বর্গাদির ন্যায় অনিত্যত্ব হইতে পারে। প্রজাপতি ইত্যাদিরূপে উপদেশ করিয়াছেন, শ্রুতিতে প্রজাপতির উক্তি দ্বারা নৃসিংহব্রহ্মবিদ্যার উৎকর্ষ জ্ঞাপন করা হইল ॥ ৮ ॥

ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

তে দেবা ইমমাত্মানং জ্ঞাতুমৈচ্ছন্ তান্ হাসুরঃ পাপ্মা পরিজগ্রাস ত ঐক্ষন্ত হন্তৈনমাসুরং পাপ্মানং পরিগ্রসাম ইতি। তমেবোঙ্কারাগ্র-বিদ্যোতং তুরীয়তুরীয়মাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখং নৃসিংহমনৃসিংহং ভীষণমভীষণং ভদ্রমভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুমমৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যনমাম্যহমনহং নৃসিংহানুষ্টুভৈব বুবুধিরে। তেভ্যো হাসাবাসুরঃ পাপ্মা সচ্চিদানন্দ-ঘনং জ্যোতিরভবৎ। তস্মাদপক্বকষায়মিমমেবোঙ্কারাগ্রবিদ্যোতং

তুরীয়তুরীয়মাত্মানং নৃসিংহানুষ্টুভৈব জানীয়াৎ। তস্য হাসুরঃ পাপ্মা সচ্চিদানন্দঘনং জ্যোতির্ভবতি ॥ ১ ॥

অনন্তর অধম, মধ্যম ও উত্তম, এই ত্রিবিধ অধিকারীর পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্রহ্মস্বরূপ পরিজ্ঞানের বিভিন্ন উপায়বিধানার্থ এই খণ্ডের আরম্ভ হইতেছে। তন্মধ্যে মন্দাধিকারিগণ প্রথমতঃ প্রণব ও নৃসিংহানুষ্টুপ্ মন্ত্রে নিষ্ঠা করিবে, এই বিষয়ে ইতিবৃত্ত কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেবগণকে উপদেশ করিলে, দেবগণ উপদেশানুসারে আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিলেন এবং সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধনীভূত ধ্যানাদি করিতে উপক্রম করিলেন। কিন্তু যখন দেবগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের উপক্রমমাত্র করিলেন, তখনই আসুর পাপ্মা অর্থাৎ অসুরবিক্ষেপক প্রাণ দ্বারা উদ্ভাবিত বিষয়াসঙ্গ, অবিবেক ও অভিমানাদিস্বরূপ পাপ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিল, অর্থাৎ দেবগণের অন্তঃকরণশুদ্ধির অভাবে বিষয়াসঙ্গাদি প্রবল হইল। দেবগণ এইরূপে পাপগ্রস্ত হইয়াও সম্পূর্ণ গ্রাসের পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ উপায় অবগত হইয়া অন্তঃশুদ্ধি জন্মিলে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমরা এখন আমাদিগের পুরুষার্থের বিরোধী পাপকে গ্রাস করিব, অর্থাৎ আমাদিগের আত্মানুসন্ধান দ্বারা উক্ত অবিবেক সংহার করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ওঙ্কাররূপী স্বপ্রকাশমান তুরীয় পরমাত্মাকে নৃসিংহানুষ্টুপ্ দ্বারা জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই নৃসিংহরূপী পরমাত্মা উগ্র ও অনুগ্র, অর্থাৎ উগ্র শব্দের শক্তিবোধ্য বা উগ্র এই ভাষা দ্বারা অভিব্যক্ত তুরীয় ব্রহ্ম সর্ব্বসংহারকর্ত্তা অথচ বস্তুগত্যা তিনি কূটস্থ পরমাত্মা, স্বীয়

মহিমায় বিদ্যমান আছেন, বাস্তবিক তাঁহার কোন কর্তৃত্বই নাই। এইরূপ তিনি বীর ও অবীর, মহান্ ও অমহান্, জ্বলন ও অজ্বলন, সর্ব্বতোমুখ ও অসর্ব্বতোমুখ, নৃসিংহ ও অনৃসিংহ, ভীষণ ও অভীষণ, ভদ্র ও অভদ্র, মৃত্যুমৃত্যু ও অমৃত্যুমৃত্যু, নমামি ও অনমামি এবং অহং ও অনহং। এইরূপে চতুর্ম্মাত্রাসম্পন্ন প্রণব উচ্চারণ করিয়া ক্রমে তুরীয়ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই তুরীয়ব্রহ্মকে নৃসিংহানুষ্টুপ্ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত আসুর পাপ্মা অর্থাৎ বিষয়াসঙ্গ ও অবিবেক নষ্ট হইয়া গেল এবং যে অবিবেক অপরিচ্ছিন্ন আত্মার পরিচ্ছেদকারী হইয়াছিল, সেই অবিবেক ও তুরীয় ধ্যানবলে চিত্ত কিঞ্চিৎ অন্তর্মুখ হইলে সচ্চিদানন্দঘন কারণাত্মক জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ কার্য্যরূপ পরিচ্ছেদবিশিষ্টাত্মতা পরিহার করিয়া দেবগণ কারণাত্মতা প্রাপ্ত হইল। তাৎপর্য্য এই—সদ্‌ব্রহ্মই কারণাত্মা, অনৃত, অজ্ঞান, দুঃখ ও পরিচ্ছেদের বিরুদ্ধধর্ম্মী আত্মার স্বরূপপ্রকাশ নিবন্ধন সচ্চিদানন্দময়, সুতরাং আত্মস্বরূপবিজ্ঞান হইলে অনাত্মধর্ম্মের বিলয় স্বয়ংই হইয়া থাকে; অতএব অন্য মন্দাধিকারীরাও প্রথমতঃ এইরূপে পরমাত্মাকে জানিবে। যিনি উক্ত প্রকারে স্বপ্রকাশমান তুরীয় আত্মাকে নৃসিংহানুষ্টুপ্ দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহার উক্ত আসুর পাপ্মা, অর্থাৎ অবিবেকবশতঃ বিষয়ানুরাগ ও অভিমানাদি নষ্ট হইয়া সচ্চিদানন্দঘন জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন আর তাহার অজ্ঞান ও অবিবেক থাকে না ॥ ১ ॥

তে দেবা জ্যোতিষ উত্তিতীর্ষবো দ্বিতীয়াদ্ভয়মেব পশ্যন্ত ইমমেবোঙ্কারাগ্রবিদ্যোতং তুরীয়তুরীয়মাত্মানং বৈ নৃসিংহানুষ্টুভান্বিষ্য

প্রণবেনৈব তস্মিন্নবস্থিতাঃ। তেভ্যস্তজ্জ্যোতিরস্য সর্ব্বস্য পুরতঃ সুবিভাতমবিভাতমদ্বৈতমচিন্ত্যমলিঙ্গং স্বপ্রকাশমানন্দঘনং শূন্যমভবৎ। এবংবিৎ স্বপ্রকাশং পরমেব ব্রহ্ম ভবতি ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মন্দাধিকারীদিগের তুরীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান নিরূপণ করিয়া তাহাদিগেরই মধ্যমাবস্থাপ্রাপ্তিতে কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতেছেন।—মধ্যমাধিকারীরা কিছুকাল মন্ত্ররাজ দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া চিত্তের উজ্জ্বলতা জন্মিলে প্রণব দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। এই অভিপ্রায়ে আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছেন।—দেবগণ কারণাত্মক জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও অন্তঃকরণের শুদ্ধ্যাতিশয় প্রযুক্ত কারণাত্মক জ্যোতি উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় অর্থাৎ কারণের আত্মত্ব অতিক্রম করিয়া তুরীয়ব্রহ্মকামী হইলেন। পরে অনুষ্টুপ্ দ্বারা প্রকৃত আত্মা অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রণব দ্বারা ব্রহ্মেতে অবস্থিত হইলেন। কারণ, কারণস্বরূপ দ্বিতীয় আত্মা নির্ভয় নহে অর্থাৎ ইহারও পরিণামবিনাশ আছে; কিন্তু তুরীয়াত্মা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে ভয় থাকে না, এ জন্য তাহাই আশ্রয় করিলেন। এই তুরীয় আত্মা সকল পদার্থের সাধক, সুতরাং সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। দেবগণ এই আত্মাকে নৃসিংহদেবের অনুষ্টুপ্ মন্ত্র দ্বারা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার চিত্তবিক্ষেপনিবৃত্ত্যর্থ অনুষ্টুপ্ পরিত্যাগ করিয়া এক তুরীয় প্রণব দ্বারা সেই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিলেন। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, বিক্ষেপনিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ একবার চিত্তের স্থিরতা হইলেও যদি পুনর্ব্বার সেই স্থৈর্য্যের ভঙ্গ হয়, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা ধ্যাননিমগ্ন থাকিবে। তুরীয় প্রণব বলিবার উদ্দেশ্য এই যে,

প্রণবের অক্ষরভেদ ও তদর্থচিন্তাতে চিত্তবিক্ষেপ সম্ভব, তাহার নিবৃত্তির জন্য যাহা নিরুপাধি প্রণব, তাহাই আশ্রয়ণীয়। উক্ত প্রকারে প্রণব দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানবলে দেবতাদিগের জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হইয়াছিল, এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে—সেই কারণাত্মক জ্যোতিঃ কার্য্যকারণসমষ্টিরূপ জগতের পূর্ব্বে স্বপ্রকাশ হন এবং তখন কোন বিষয় ছিল না বলিয়া তিনি অপ্রকাশও ছিলেন, যেহেতু, পরব্রহ্ম অদ্বৈত, অচিন্ত্য ও নির্লক্ষণ অথচ স্বপ্রকাশ বলিয়া সুপ্রকাশও বটে। তিনি জীবের লক্ষ্য পুরুষার্থস্বরূপ অর্থাৎ পরমানন্দময়, তথাপি লৌকিক আনন্দের মত সবিষয় নহে, বিষয়রহিত। এইরূপে যিনি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, দেবগণের মত তিনিও স্বপ্রকাশমান পরব্রহ্ম হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

তে দেবাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ সসাধনেভ্যো ব্যুত্থায় নিরহঙ্কারা নিরাগারা নিষ্পরিগ্রহা অশিখা অযজ্ঞোপবীতা অন্ধা বধিরা মুগ্ধাঃ ক্লীবা মূকা উন্মত্তা ইব পরিবর্ত্তমানাঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর উত্তমাধিকারীদিগের ব্রহ্মপ্রতিপত্তি কথিত হইতেছে।— যাহারা উত্তমাধিকারী, তাহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণব দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মে অবস্থান করিবে, ইহাই আখ্যায়িকা দ্বারা কথিত হইতেছে।—সেই দেবগণ প্রণব দ্বারা তুরীয়নিষ্ঠার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা জয়োপযোগী পুত্রাদিকামনারূপ প্রবৃত্তি হইতে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদি ধনেচ্ছা হইতে, লৌকিক অর্থকামাদি লিপ্সা হইতে ও সাধনসহিত এই সকল কর্ম্ম হইতে উত্থিত হইয়া,

অর্থাৎ সসাধন উক্ত কর্ম্ম সকলের সন্ন্যাস করিয়া নিরহঙ্কার বাসার্থ নিয়তাশ্রয়রহিত, দেহযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী জীবিকা ভিন্ন সঞ্চয়-রহিত, শিখারহিত ও যজ্ঞোপবীতরহিত হইলেন। যদিচ সাধনের সহিত কামনা পরিত্যাগোক্তি দ্বারা শিখা ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ বলা হইয়াছে, তথাপি পুনরুক্তি দ্বারা পরমহংসগণের আচরণীয় বৃত্তির আদর প্রদর্শিত হইল। জীবের সর্ব্বপ্রকার বাসনাপরিত্যাগের পরেও জীবনস্থিতি হেতু বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাগদ্বেষ পরিহার করিয়া অবিকৃতচিত্তে সুপ্ত ব্যক্তির মত অবস্থান করিবে, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিষয়রূপরসাদি-সন্নিধানেও অবিকৃত থাকিবে, এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইল, তাঁহারা অন্ধ, বধির, মুগ্ধ, ক্লীব, মূক ও উন্মত্তের ন্যায় বর্ত্তমান ছিলেন। অর্থাৎ কোন দর্শনীয় রূপ উপস্থিত হইলেও তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ করেন নাই, তুচ্ছ শ্রাব্য বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই, যেন তাঁহাদের মনই সৃষ্ট হয় নাই। এই ভাবে তাঁহারা কোন কাম্যবস্তুর ইচ্ছা পোষণ করেন নাই। তাঁহারা ক্লীবের মত সন্তানোৎপাদনশক্তি সত্ত্বেও তৎকার্য্যে বিরত থাকিতেন, বাক্য উচ্চারণের সামর্থ্য থাকিতেও সঙ্গভয়ে কোন কথা কহিতেন না। যেমন উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত কেহ সঙ্গ করে না, সেইরূপ সকলের অগ্রাহ্য হইয়া অথচ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন ॥ ৩ ॥

শান্তা উপরতাস্তিতিক্ষবঃ সমাহিতা আত্মরতয় আত্মক্রীড়া আত্মমিথুনা আত্মানন্দাঃ প্রণবমেব পরমং ব্রহ্মাত্মপ্রকাশং শূন্যং জানন্তস্তত্রৈব পরিসমাপ্তাঃ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উত্তমাধিকারীর বিষয়পরিত্যাগাধীন রাগ

দ্বেষাদিনিবৃত্তি নিরূপণ করিয়া সেই সন্ন্যাসপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ শান্তি প্রভৃতি অবলম্বনীয়, ইহাই কথিত হইতেছে।—উক্তমাধিকারিগণ বাহ্যেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বাহ্যানুরাগনিবৃত্তি করিবেন এবং তদুপায়স্বরূপ অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে বিরত থাকিবেন অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তির বাহ্যপ্রসার নিবৃত্তি করিবেন। এইরূপে অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে উপরত হইবার জন্য বিষয়সঙ্কল্পাদিবর্জ্জন কর্ত্তব্য, কারণ, বিষয়ভোগের সঙ্কল্প থাকিতে অন্তঃকরণবৃত্তি দুর্নিবার হয়, সে জন্য অগ্রে সঙ্কল্প ত্যাগ আবশ্যক। এইরূপ অসঙ্কল্পিত শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের উপস্থিতিতে সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে উত্থানের কোন উপায় নাই, এ জন্য আত্মকামীরা তাহাও সহ্য করিবেন, দেবগণ তাহাই করিলেন। এইক্ষণ উক্ত শান্ত্যাদির সাধক উপায় বলিতেছেন।—বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বাহ্যগতি নিরোধ করিয়া অন্তর্ম্মুখতা দ্বারা একীভূত করত সমস্ত দ্বৈতবস্তুর স্মরণ পূর্ব্বক তৎসাক্ষী কে, এই অনুসরণ করিতে করিতে আত্মার অবস্থান ঘটিলে সমাধান সম্পন্ন হয়, এইরূপ সমাধানই যোগীর সাধ্য ও সাধন। কারণ, চিত্তের আত্মসমাধানের অভাবই পূর্ণ সমাধিলাভের অন্তরায়; সুতরাং পূর্ণ সমাধিলাভের জন্য উহা জীবের সাধ্য এবং পূর্ণসমাধিলাভের কারণ বলিয়া উহা সাধন। যাহারা উক্ত সমাধানলাভে প্রবৃত্ত, তাহাদিগের পূর্ণ সমাধিলাভের উপায় দেখাইতেছেন।—দেবগণ আত্মরতি হইলেন, অভীষ্ট অন্নাদি ভোগ্যবিষয়ে মনের প্রবণতার নাম রতি, যখন সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিরও ক্ষুধাদিবশতঃ অন্নরসাদিসাধ্য সুখেচ্ছায় মন চঞ্চল হইয়া

অন্নরসাদিভোগোন্মুখ হয়, তখন সেই ভোগজ সুখেরও আত্মস্বরূপ পরমানন্দে অনুভাব সাধনপূর্ব্বক পরমানন্দরূপী সাক্ষীতে মন নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ অন্নলাভাদিনিমিত্ত সুখকে আত্মাতে ন্যস্ত করিবে। এইরূপে তাঁহারা আত্মক্রীড় হইলেন, অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবের মিলনে যে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়, আত্মাতে তাহা অনুভব করিলেন। আর আত্মমিথুন, অর্থাৎ যুগল মিলনে যেরূপ সুখ হয়, আত্মাতে সেইরূপ সুখের আস্বাদন করিলেন, অর্থাৎ আসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মসঙ্গী হইলেন। অধিক কি, যাহা কিছু সুখশব্দবাচ্য, সমস্তই আত্মার স্বরূপ ভাবিয়া সঙ্গী হইলেন, এতমাত্র আত্মানন্দ হইলেন। এইরূপে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে জ্ঞানের উদয় হয়। দেবগণ এইরূপে প্রণবাত্মক নির্ব্বিষয় স্বপ্রকাশমান পরব্রহ্মকে জানিয়া সেই ব্রহ্মাত্মতা লাভ করিলেন। উক্ত সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়, ইহাই প্রদর্শিত হইল। এই শ্রুতিতে যে প্রণবশব্দের উক্তি আছে, উহা ব্রহ্মস্বরূপ, 'ওঁ' এই বর্ণস্বরূপ নহে, কারণ, পরব্রহ্ম ও বর্ণের পরস্পর অভিন্নরূপে অন্বয়বোধ হইতে পারে না। তবে ব্রহ্মচৈতন্যনামাত্মক উপাধি দ্বারা বাচ্যবাচকরূপী প্রণবের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই বলা যায়। অন্য সকল বর্ণ হইতে 'ওঁ' বর্ণের শ্রেষ্ঠতা জানিবে। শ্রুত্যন্তর্গত 'জানন্তঃ' এই শব্দে ব্রহ্মের জ্ঞেয়তা অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানবিষয়ত্ব আপত্তির বিষয় হয়, এই আশঙ্কানিবৃত্তির জন্য স্বপ্রকাশ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বপ্রকাশ বস্তুগত্যা আত্মার বিশেষণ নয়, যেহেতু, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। ৪ ॥

তস্মাদ্দেবানাং ব্রতমাচরন্নোঙ্কারপরে ব্রহ্মণি পর্য্যবসিতো ভবেৎ। স আত্মনৈবাত্মানং পরমং ব্রহ্ম পশ্যতি। ৫ ॥

যেহেতু, দেবগণ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ব্রহ্মকে জানিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব অন্যেও উক্তরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিবে। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণব দ্বারা আত্মনিষ্ঠাই দেবব্রত। এই দেবব্রত আচরণ করিলে দেবতাদিগের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ও ব্রহ্মেতে অবস্থানরূপ ফল হইয়া থাকে। যিনি উক্তরূপে দেবতাদিগের ন্যায় আচরণ করেন, তিনি যথোক্তসাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া স্বয়ং প্রত্যগাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারেন, অর্থাৎ উক্ত সাধনচতুষ্টয় দ্বারা তাঁহার অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান ঘটিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তদেষ শ্লোকঃ। শৃঙ্গেষশৃঙ্গং সংযোজ্য সিংহং শৃঙ্গেষু যোজয়েৎ। শৃঙ্গাভ্যাং শৃঙ্গমাবধ্য ত্রয়ো দেবা উপাসতে ॥ ৬ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

ইতঃপূর্ব্বোক্ত খণ্ডদ্বয়ে কথিত বিষয়ে শ্লোকাবতারণ করিতেছেন। ছন্দঃশ্রেষ্ঠ প্রণবের যে অকার, উকার ও মকারাত্মক তিন মাত্রা আছে, নিরবয়ব তুরীয় আত্মাকে তাহার বাচ্যতারূপে সন্ধান করিয়া তন্মধ্যে অকার ও উকার দ্বারা ত্বংপদার্থ (অন্তরাত্মা) এবং মকার দ্বারা তৎপদার্থের (ব্রহ্ম) স্বরূপ প্রতিপাদনপূর্ব্বক তুরীয়ের সর্ব্বসংহর্ত্তৃত্বাদিশক্তিবাচক নৃসিংহদেবের অনুষ্টুপ্ মন্ত্রকে তৎ ও ত্বংপদার্থরূপী আত্মবাচক অকারাদিতে তৎ ও ত্বং পদার্থেরও সর্ব্বসংহর্ত্তৃত্বাদি বোধনের জন্য অন্তর্ভূত ভাবনা করিবে। এইরূপে পদব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অন্বয়বোধ সম্পাদন করিয়া অকার ও উকার দ্বারা অর্থাৎ তাহার প্রতিপাদ্য প্রত্যগাত্মার সহিত মকারার্থ ব্রহ্মকে অভেদরূপে

অত্যন্ত সংযোজিত করিয়া ত্রিবিধ দেব অর্থাৎ অধম, মধ্যম ও উত্তমাধিকারিগণ সকল সংসার অতিক্রমপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারেন। সর্ব্ববিধ অধিকারীরই তুরীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিদ্যমানতাপ্রযুক্ত ঊর্দ্ধগমন অসম্ভব নহে, পরন্তু তুরীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের দৃঢ়ত্ব বা স্থিরাস্থিরত্ব-রূপ বিশেষ সাধনাবিশেষে সম্পন্ন হয়॥ ৬॥

ইতি ষষ্ঠ খণ্ড॥ ৬॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ ভূয় এব নো ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথেত্যজত্বাদমরত্বাদজরত্বাদমৃতত্বাদভয়ত্বাদশোকত্বাদনশনায়ত্বাদপিপা-সত্বাদ্বৈতত্বাচ্চাকারেণেমমাত্মানমন্বিষ্যোত্তুৎকৃষ্টত্বাত্তুৎপাদকত্বাত্তুৎপবেষ্টৃ-ত্বাত্তুত্থাপয়িতৃত্বাত্তুদ্দ্রষ্টৃত্বাত্তুৎবর্ত্তৃত্বাত্তুৎপথবাদকত্বাত্তুদ্গ্রাসকত্বাত্তুদ্ভ্রান্তক-ত্বাত্তুত্তীর্ণবিকৃতিত্বাচ্চোঙ্কারেণ পরমং সিংহমন্বিষ্য॥ ১॥

অনন্তর প্রণব দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার পরস্পর বিনিময় দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপত্তি-প্রকার-দর্শনার্থ সপ্তম খণ্ডের আরম্ভ হইতেছে।—ব্রহ্ম ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন, এইরূপ শঙ্কানিরাস দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্রহ্মপরিজ্ঞানপ্রকার দেবগণ প্রজাপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্, পুনর্ব্বার আমাদিগের নিকট ব্রহ্মপরিজ্ঞানপ্রকার উপদেশ করুন। প্রজাপতি তথাস্তু বলিয়া

দেবগণের প্রার্থিত বিষয় উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—এক প্রণব দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার পরস্পর বিনিময় প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ অকারের প্রত্যগাত্মা অর্থ উকারের ব্রহ্ম অর্থ এবং মকারের পুনশ্চ প্রত্যগাত্মা অর্থ প্রকাশ করত অকার দ্বারা প্রত্যগাত্মার বোধ্য বিষয় উপযোগী অকার ও প্রত্যগাত্মার কর্ত্তব্য বাচ্যবাচক-ভাবকথন দ্বারা তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। আত্মা অজত্ব-গুণবিশিষ্ট এবং অজশব্দও উক্তরূপ আত্মার বাচক। সুতরাং সেই অজশব্দের আদিভূত অকারই প্রণবস্থ অকার, অতএব অকার এবং অজত্বগুণবিশিষ্ট প্রত্যগাত্মবাচক অজ, এই উভয় একই। এই-রূপ ব্রহ্মের অজত্ব, অমরত্ব, অজরত্ব, অমৃতত্ব, অভয়ত্ব, অশোকত্ব, অমোহত্ব, অভোক্তৃত্ব, পিপাসারাহিত্য এবং অদ্বৈতত্বহেতু অকার দ্বারা আত্মার ঐক্য অনুসন্ধান করিবে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত হেতু-চতুষ্টয় অর্থাৎ অজত্ব, অমরত্ব, অজরত্ব ও অমৃতত্ব—এই চতুর্ব্বিধ হেতু দ্বারা আত্মার দেহধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইল। অর্থাৎ দেহ ও আত্মা এক নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। তৎপরবর্ত্তী হেতুত্রয়ে অর্থাৎ অভয়ত্ব, অশোকত্ব ও অমোহত্ব—এই তিন কারণে আত্মার যে বুদ্ধিধর্ম্ম নাই, তাহা জানা যাইতেছে। অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে আত্মার প্রভেদ অবগত হওয়া যাইতেছে। অনন্তরবর্ত্তী অনশনত্ব ও অপিপাসত্ব—এই দুই হেতুতে আত্মার প্রাণধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইল। ইহা দ্বারা প্রাণের আত্মত্ব নিরাকৃত হইল, এবং পরিশেষে অদ্বৈতত্ব—এই এক হেতুকথন দ্বারা আত্মার সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ করা হইল। অর্থাৎ আত্মার কোন ধর্ম্মই নাই, ইহা দ্বৈতান্তর্ব্বর্ত্তী নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। উক্ত হেতু সমুদায়ে প্রকৃত

আত্মার অনুসন্ধান করিয়া তাহার সহিত অকারের ঐক্য প্রতি-পাদন করিবে। এইরূপ লক্ষণায় অর্থাৎ অজত্বাদি আত্মধর্ম্মের আদিস্থিত অকার ও প্রণবের আদিস্থিত অকার এই উভয়ের অকারত্ব কথিত হইল। এইক্ষণ অকারের শুদ্ধ প্রত্যগাত্মার্থতা উকারোচ্চারণের রূপসাদৃশ্য লক্ষণাবলে কিঞ্চিৎ দীর্ঘস্বরতাহেতু মাত্রাদ্বয়বিশিষ্ট উকারের ব্রহ্মার্থতাবিষয়ে যুক্তি বলিতেছেন। সেই ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত অথবা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট, তিনি উৎপাদকের উৎপাদক, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে সকলকে সৃষ্টি করেন, আর সৃষ্টি করিয়া ঐ সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করিয়া আছেন, তিনি জগতের নিয়ন্তৃরূপে রক্ষা অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে জগৎ স্থাপন করিতেছেন, তিনি বুদ্ধি উপাধিদ্বারা জগতের দ্রষ্টা ও প্রাণোপাধি যোগে কর্ত্তা এবং ঈশ্বররূপে উৎপথগামী জীবের উৎপথবারক, আর সেই পরংব্রহ্ম উদগ্রাসক, অর্থাৎ রুদ্ররূপে সকলকে সংহার করেন। তিনি উদ্ভ্রান্তক, অর্থাৎ কারণরূপে সর্ব্বব্যাপ্ত, তিনি সাক্ষী হেতু বিকারা-তীত। তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্ম উৎকৃষ্টোৎসৃষ্টত্বাদি গুণবিশিষ্ট এবং উৎকৃষ্টাদিশব্দ উক্ত গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক, আর এই উৎকৃষ্টাদি-শব্দের আদিভূত উকাররূপে প্রণবের উকার বর্ত্তমান, এবং উক্ত উকার দ্বিমাত্র, অতএব ঐ উকার উদুৎকৃষ্টত্বাদি শব্দস্বরূপ, এ জন্য উদুৎকৃষ্টত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক ॥ ১ ॥

অকারমিমমাত্মানমুকারপূর্ব্বার্দ্ধমাকৃষ্য সিংহীকৃত্যোত্তরার্দ্ধেন তং সিংহমাকৃষ্য মহত্ত্বান্ মহস্ত্বান্ মানত্বান্ মুক্তত্বান্ মহাদেবত্বান্

মহেশ্বরত্বান্ মহাসত্বান্ মহাচিত্বান্ মহাপ্রভুত্বাচ্চ মকার্দ্ধেনার্থেনৈকী-কুর্য্যাৎ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অকারের প্রত্যগাত্মা অর্থ ও উকারের ব্রহ্ম অর্থ বলিয়া, এইক্ষণ উক্ত অকার ও উকারের সামানাধি-করণ্যবোধক বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য নিরূপণ করিতেছেন।—অকারার্থ প্রত্যগাত্মা ও উকারের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ ব্রহ্ম, ইহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রতিপাদনপূর্ব্বক উকারের উত্তরার্দ্ধ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মার সহিত একত্ব বলিতেছেন। উকারের শেষ মাত্রা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়া মকারার্দ্ধের অর্থ প্রত্যগাত্মার সহিত একীভুত করিবে। এক্ষণে মকারের ব্রহ্মৈক্যসম্পাদনযোগ্য প্রত্যগাত্মা-রূপ অর্থবোধকতা প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু, তিনি সর্ব্বব্যাপ্ত, চিৎ, তেজোরূপী, স্বাধীন, সর্ব্বসাধক প্রমাণস্বরূপ, মহাক্রীড়াপ্রিয়, সর্ব্বনিয়ন্তা, অপরিচ্ছন্ন, সচ্চিদানন্দরূপী, সন্নিধিসত্তামাত্রে সর্ব্ব-প্রবর্ত্তক, এই জন্য তিনি মকারস্বরূপ অর্থাৎ আত্মা মহত্ব, মহত্ব, মানত্ব, মুক্তত্ব, মহাদেবত্ব, মহেশ্বরত্ব, মহাসত্ব, মহাচিত্ব, মহানন্দত্ব ও মহাপ্রভুত্ব এই সকল গুণবিশিষ্ট এবং ঐ মহদাদিশব্দ সমূহ আত্মবাচক। এই মহদাদি শব্দের আদিভূত মকারই এই প্রণবান্তর্গত মকারস্বরূপ, অতএব মকার মহদাদিশব্দাত্মক, এ জন্য মকার মহত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রত্যগাত্মার বাচক, ইহা প্রতিপাদিত হইল ॥ ২ ॥

অশরীরো নিরিন্দ্রিয়োঽপ্রাণোঽতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাড়্ ভবতি য এবং বেদ। কস্ত্বমিত্যহমিতি হোবাচ এবমেবেদং

সর্ব্বম্ তস্মাদহমিতি সর্ব্বাভিধানং তস্যাদিরয়মকারঃ স এব ভবতি। সর্ব্বং হ্যয়মাত্মা অয়ং হি সর্ব্বান্তরঃ ন হীদং সর্ব্বং নিরাত্মকম্ আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ তস্মাৎ সর্ব্বাত্মকেনাকারেণ সর্ব্বাত্মকমাত্মানমন্বিচ্ছেৎ ॥ ৩ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাফল কথিত হইতেছে।—যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মকারার্থ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন,—যাহাতে শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও সংসারের কারণ অবিদ্যা-বিনির্ম্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মাত্র এক (সজাতীয় বিজাতীয় দ্বিতীয়রহিত) সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ অধিগত হয়। অধুনা এই প্রণালীতে বিক্ষেপনিরাসার্থ এক প্রণব দ্বারা আত্মা ও ব্রহ্মের পরস্পর ক্রিয়াবিনিময়প্রতিপাদনপ্রকার প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন। কেহ অহং শব্দের আদিভূত অকারে অহংশব্দরূপতা প্রতিপাদন করিয়া সেই অকারের প্রত্যগাত্মা অর্থ বলিবার জন্য প্রথমতঃ অহংশব্দের সর্ব্বাত্মক প্রত্যগর্থতা সাধন করিতেছেন। কোন ব্যক্তি অপরকে "কে তুমি?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ অপর ব্যক্তি "অহং" অর্থাৎ "আমি" এই বলিয়া প্রথমতঃ উত্তর প্রদান করে। উহা যে কেবল এক ব্যক্তির উত্তর, এমন নহে, কিন্তু সকল প্রাণী "কে তুমি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া "অহং" অর্থাৎ "আমি" এইরূপ উত্তর দিয়া থাকে। সুতরাং অহং শব্দ যে সর্ব্বরূপ, ইহা প্রতিপন্ন হইল। যদি বল, ইহাতে অহংশব্দের সর্ব্ববাচকত্ব সিদ্ধ হউক এবং তাহা দ্বারা অকারের প্রত্যগর্থতা অর্থ প্রকৃত নিষ্পন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা কি হইল? এই আশঙ্কায় উক্ত হইতেছে যে, যেমন অহং শব্দ সর্ব্ববাচক,

তদ্রূপ প্রণবের আদিস্থ অকারেরও অহংশব্দরূপতা হেতু সর্ব্ববাচকত্ব অনুশীলন করিতে হইবে। সেই মকারই অহংশব্দরূপ জানিবে। এইক্ষণ অকারের আত্মার্থত্ব হইলেই বা সর্ব্ববাচকত্ব হইবে কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, যেহেতু, আত্মারই সর্ব্বত্ব, কৃৎস্নত্ব, পূর্ণত্ব ও অদ্বয়ত্ব সম্ভব হয়, অতএব অকারই সর্ব্ববাচক আত্মার্থ, ইহা বলিবার জন্য প্রথমতঃ আত্মার সর্ব্বস্বরূপত্ব সাধন করিতেছেন। আত্মাই সর্ব্বময়, যেহেতু, এই আত্মা সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া আছেন, যেহেতু, কোন ব্যক্তি কখনও নিরাত্মক হইয়া থাকিতে পারে না। আচ্ছা, বেশ, সকলই আত্মসমন্বিত হইল এবং আত্মময়ই সকল, এইরূপ বস্তু সিদ্ধ হইলে তাহাতে কিরূপে আত্মার সর্ব্বস্বরূপত্ব হইতে পারে? এই আশঙ্কায় আত্মব্যতিরেকে সকলেরই অসত্তা জানা যায়, এই অভিপ্রায়ে প্রত্যুত্তর করিতেছেন, আত্মাই সকল, অর্থাৎ আত্মাতেই সকল বস্তু কল্পিত; সুতরাং আত্মা ব্যতিরেকে কিছুই থাকিতে পারে না। এই জন্য সর্ব্বশব্দাত্মক অকারের সর্ব্বাত্মক প্রত্যগাত্মবোধকতা সিদ্ধ হইল। অতএব উক্তবিধ অকার দ্বারা উক্তরূপী আত্মাকে জানিতে হইবে ॥৩॥

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং সচ্চিদানন্দরূপং সচ্চিদানন্দরূপমিদং সর্ব্বং সদ্ধীদং সর্ব্বং সৎসদিতি চিদ্ধীদং সর্ব্বং কাশতে কাশতে চেতি ॥ ৪ ॥

মকার ব্রহ্মশব্দের অন্ত্যভূত, অতএব ব্রহ্মশব্দস্বরূপ, এই প্রতিপত্তিবলে সেই মকারের ব্রহ্মবাচকত্ব দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ ও প্রত্যগাত্মার ন্যায় ব্রহ্মেরও সর্ব্বাত্মত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মই এবং সচ্চিদানন্দময়।

আশঙ্কা হইতে পারে, জগৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ নহে; অথচ কিরূপে তাহার সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপত্ব যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, হাঁ, এই বিশ্বও সচ্চিদানন্দস্বরূপ, কেন না, জগতের সদ্রূপত্ব প্রসিদ্ধ আছে, কারণ, যাহা আছে, তাহা সৎ, যাহা ব্যবহারের বিষয়ীভূত নহে, তাহা অসৎ। জগৎ আছে, এই ব্যবহারের বিষয়ীভূত, সুতরাং সৎস্বরূপ, অর্থাৎ এই ঘট সৎপদার্থ এবং এই পট সৎপদার্থ ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আবার সকল পদার্থই চিৎস্বরূপ, ইহাও প্রসিদ্ধ। যেহেতু, ঘট প্রকাশ পাইতেছে ইত্যাদিরূপে যাহা যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত, সকলই চিৎস্বরূপ, জাগতিক সকল বস্তুই যে কোন জ্ঞানের বিষয়ীভূত; অতএব সকলই চিদ্রূপ বলিয়া জানা দাইতেছে। আর যখন সকল বস্তুতেই জীবের আকর্ষণ দেখা যায়, তখন জগতের আনন্দস্বরূপত্ব ধ্রুব সত্য। অভীষ্ট বস্তু যে পরমানন্দময়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এই জন্য কথিত হইবে, সকলই আনন্দময়। তবে যে কোন বস্তু কাহারও কখনও অপ্রিয় হয়, তাহা সাময়িক ব্যক্তিগত। যাহা বর্ত্তমানে একের অপ্রিয়, কালান্তরে তাহাই প্রিয় হয় ও বর্ত্তমানে অপরের প্রিয়; অতএব জগতে অপ্রিয় কোন বস্তুই নাই ॥ ৪ ॥

কিং সদিতীদমিদং নেত্যানুভূতিরিতি কৈষেতীয়মিয়ং নেত্যবচনেনৈবানুভবন্নুবাচ এবমেব চিদানন্দৌ। অথাবচনেনৈবানুভবন্নুবাচ সর্ব্বমহ্যদপি স পরম আনন্দঃ তস্য ব্রহ্মণো নাম ব্রহ্মেতি তস্যান্ত্যোঽয়ং মকারঃ স এব ভবতি তস্মান্মকারেণ পরমং ব্রহ্মাম্বিচ্ছেৎ ॥ ৫ ॥

উক্ত সৎ, চিৎ, আনন্দময় জগৎ বলিতে আপাততঃ বিভিন্ন অনেক সৎ চিৎ আনন্দ মনে হয়; কিন্তু তাহা নহে, সেই সদাদির প্রভেদজ্ঞান নিরাকরণের অভিপ্রায়ে প্রজাপতি দেবগণকে স্বয়ং সৎস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে শিষ্যবুদ্ধির উন্নতিবিধানও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইল। দেবগণ, তোমরা যাহাকে সৎস্বরূপে জানিয়াছ, সেই সৎস্বরূপও কি, তাহা বল। দেবতারা জাতি প্রভৃতিকে সত্তাস্বরূপ নিরূপণ করিলে প্রজাপতি তাঁহাদিগের কথিত জাতিসত্তা প্রকৃত সৎস্বরূপ নহে, কেন না, প্রত্যেক বস্তুই তদ্‌ব্যক্তিত্বরূপে অপর হইতে বিভিন্ন, সুতরাং জাতিস্বীকার অনাবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে উত্তর করিলেন, না, তাহা নহে। তবে দেবগণ যে ঘটের সত্তা বলিতে ঘটত্বজাতি উদাহরণ করিয়াছেন, তাহা তদ্ব্যক্তিত্ব দ্বারা অন্য হইতে পৃথক্, সুতরাং ইতরব্যাবৃত্তির জন্য জাতি স্বীকরণীয় নহে। যে ঘট সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা অনুভবমাত্র। পুনর্ব্বার প্রজাপতি দেবগণের জ্ঞাত অনুভূতির স্বরূপবিবক্ষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই অনুভূতি কি, বলিতে পার? দেবগণ ঘটজ্ঞান পটজ্ঞানাদি অনুভবশব্দার্থ কহিলে দৃশ্যত্ব হেতু ঘটাদিজ্ঞান অনুভূতি নহে, ইহাই প্রজাপতি বলিলেন। যাহা অনুভূতি, তাহা দৃশ্য নহে। তবে অনুভূতি কি? এই আকাঙ্ক্ষায় অনুভূতি বাক্য ও মনের অগোচর, এইরূপ উত্তর করিলেন। যেহেতু, অনুভূতি ভাষার অতীত, অতএব বাক্য ব্যতিরেকে স্বয়ংই অনুভব করিতে হয়, অর্থাৎ অনুভূতি স্বতঃ অনুভবসিদ্ধ, দেবতাদিগের সমক্ষে প্রজাপতি ইহাই উত্তর

করিলেন। অতএব অনুভূতির বিষয়ীভূত বস্তুই সৎ, এইরূপ সৎ-স্বরূপোপদেশ বিষয়ে অবলম্বিত যুক্তি চিৎ ও আনন্দের স্বরূপোপদেশেও প্রযোজ্য, ইহাই প্রজাপতি বলিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ব্রহ্মলক্ষণেও উক্তরূপ ন্যায়ের ইঙ্গিত আছে। বাস্তবিক অন্যান্য সকল পদার্থই উক্তরূপ অনুভবসিদ্ধ ও অবাঙ্‌মনসগোচর, এক আত্মস্বরূপই অনুভবসিদ্ধ জানিবে। প্রজাপতি ভাবিলেন, কেবল মৌনভাব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি দেবতাদের নাই, এই মনে করিয়া প্রজাপতি পুনর্ব্বার আনন্দ পদের দ্বারা লক্ষণা করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিতেছেন। ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ। আমি অদ্য সেই ব্রহ্মকে কেবল অনুভবসিদ্ধ বলিয়া উপদেশ করিয়াছি, অর্থাৎ তিনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ জানিবে। এইরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অন্ত্যবর্ণ মকারই প্রণবান্তঃপাতী, তাহাই, ব্রহ্ম শব্দস্বরূপ অতএব যেমন ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্মবাচক, ঐরূপ মকারও ব্রহ্মবাচক, ইহা প্রতিপন্ন হইল। ব্রহ্মশব্দের অন্তে যে মকার আছে, তাহাই প্রণবস্থ মকার, এই বিবেচনায়ই মকারকে ব্রহ্মবাচক বলা হইয়াছে। যেহেতু, মকার ব্রহ্মবাচক, অতএব সেই মকার দ্বারাই পরমব্রহ্মকে অনুসন্ধান করিবে ॥ ৫ ॥

কিমিদমেবমিত্যু ইত্যেবাহাবিচিকিৎসন্ তস্মাদকারেণমমাত্মান-মন্বিষ্য মকারেণ ব্রহ্মণা সন্ধধ্যাদুকারেণাবিচিকিৎসন্ অশরীরো নিরিন্দ্রিয়োঽপ্রাণোঽতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাড়্ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অকারের ও মকারের প্রত্যগাত্মা অর্থে

ব্রহ্মার্থ বলিয়া মধ্যবর্ত্তী উকারের প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের একত্বাবধারণার্থ নিরূপণ করিবার জন্য লৌকিকভাবে কোন্ কোন্ স্থলে উকারের অবধারণার্থতা প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রকটীকরণ জন্য প্রথমতঃ লোকব্যবহার দেখাইতেছেন।—লোকে "এই আকাশাদি ও ঘটাদি কিরূপ" এই প্রকারে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে যদি স্বয়ং দৃষ্ট পদার্থে নিজের সংশয় না থাকে অর্থাৎ নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে "উ" এই শব্দ দ্বারা অবধারণ করিয়া উত্তর প্রদান করে। ঐরূপ লৌকিক ব্যবহার দৃষ্ট না হইলেও শ্রুত্যনুসারে জানিবে যে, ঐরূপ ব্যবহার কোন স্থলে আছে, অতএব উকারের অবধারণার্থতা যে লোকপ্রসিদ্ধ, তাহা সঙ্গত। এইরূপে প্রণবান্তর্গত অক্ষর সকলের অর্থ বলিয়া সেই প্রণবাক্ষর দ্বারা ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মার ঐক্য প্রতিপাদনপ্রকার কহিতেছেন। যেহেতু, প্রণবস্থ অকার, মকার ও উকার—এই তিন অক্ষরের প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যাবধারণার্থতা প্রসিদ্ধ আছে, অতএব অকারের দ্বারা এই প্রত্যগাত্মা অনুসন্ধান করিয় মকারার্থ ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগ্ আত্মার ঐক্যানুসন্ধানপূর্ব্বক উকার দ্বারা উক্তার্থের অবধারণ করিয়া নিঃসংশয় হইবে, অর্থাৎ অকারোচ্চারণসময়ে সমস্ত জগৎকে উক্ত প্রকারে পূর্ণ প্রত্যগাত্মস্বরূপ জানিয়া উকারের সহিত অকারের সম্পর্কজ্ঞানকালে জানিবে যে, প্রত্যগাত্মা সর্ব্ববিধ ব্রহ্মলক্ষণলক্ষিত, অতএব ব্রহ্মের সহিত তাহার ঐক্যযোগ্যতা আছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া উকারের সহিত মকারের সম্বন্ধকালে মকারার্থ ব্রহ্মের সহিত উকারার্থ প্রত্যগাত্মার একত্ব নিশ্চয় করিবে। যিনি উক্ত প্রকারে ব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মার

একত্ব নিশ্চয় করেন ও করিতে জানেন, তিনি শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অবিদ্যাশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দময়স্বরূপ লাভ করেন ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম হ বা ইদং সর্ব্বমমৃতত্বাদুগ্রত্বাদ্বীরত্বান্মহত্ত্বাদ্বিষ্ণুত্বাজ্জ্বলত্বাৎ সর্ব্বতোমুখত্বান্নৃসিংহত্বাদ্ভীষণত্বাদ্ভদ্রত্বান্মৃত্যুমৃত্যুত্বান্নমামিত্বাদহন্ত্বাদিতি সততং হ্যেতদ্ব্রহ্ম উগ্রত্বাদ্বীরত্বান্মহত্ত্বাৎ পুনঃপুনরহন্ত্বাদিতি তস্মাদকারেণ পরমং ব্রহ্মাব্বিষ্য মকারেণ মন আত্মবিতারং মন আদিসাক্ষিণমন্বিচ্ছেৎ ॥ ৭ ॥

অনন্তর দ্বিতীয় প্রণব দ্বারা সর্ব্বাত্মাব্রহ্মের প্রত্যগাত্মার সহিত একত্ব বলিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এই চরাচর বিশ্ব সমুদায়ই ব্রহ্ম। যেহেতু, তিনি অমৃত, অর্থাৎ সর্ব্বসংহারকারী বিধায় সর্ব্বকারণ, সংহর্ত্তা অর্থাৎ সংহারশক্তিবিশিষ্ট, সংহারসামর্থ্য সত্ত্বেও মন্দপ্রযত্ন বশতঃ সংহারে ব্যাপৃত নহেন। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, তিনি বীর অর্থাৎ পরিভবাসহ, এইরূপ পূর্ব্ববৎ আশঙ্কানিবৃত্তি বীরাদি শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত আছে। তিনি উগ্র, বীর, মহান্, বিষ্ণু, জ্বলনস্বভাব, সর্ব্বতোমুখ, নৃসিংহ, ভীষণ, ভদ্র, মৃত্যুমৃত্যু, নমামিপদবাচ্য ও অহংশব্দের প্রতিপাদ্য; অতএব তিনিই সর্ব্বময়, অর্থাৎ ব্রহ্ম অমৃতত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়াই সর্ব্বাত্মক। আর তিনি সর্ব্বব্যাপ্তিগুণবশতঃও সর্ব্বরূপ অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তু, ইহাদিগের কিছুতেই তাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না, অতএব ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপ্তি ও সর্ব্বসংহারের সামার্থ্য হেতু তিনি উগ্র, এইরূপ বীরত্বাদি ধর্ম্ম তাঁহাতে জানিবে। ব্রহ্ম এই ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতা হেতু বলিয়াই

সর্ব্বাত্মক, হয় হউক, প্রকৃতপক্ষে প্রণবদ্বারা বাক্যার্থ প্রতিপত্তিবিষয়ে তাহাতে কি ফল হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—প্রণবস্থ অকারের ব্রহ্ম পদার্থের বাচকত্বহেতু তাহার সাধক সর্ব্বসংহারসামর্থ্য ও সর্ব্বব্যাপ্তি বিশিষ্ট, ইহা সিদ্ধ হইল, এই অকার দ্বারা ব্রহ্মান্বেষণ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য উৎসুক হইবে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম সর্ব্বসংহারশক্তি ও সর্ব্বব্যাপ্তি এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট। শ্রুতি অততি শব্দ স্থানে সতত শব্দ প্রযুক্ত করিয়াছে, অততি অর্থ ব্যাপক। পরন্তু অত্তি ও অততি এই দুই শব্দই উক্ত গুণদ্বয়বিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক। এ স্থলে আপত্তি হয় যে, 'অত্তি' ও 'সতত' শব্দ এবং 'অত্তি' ও 'অততি' ধাতুদ্বয় আদিতে অকারবিশিষ্ট, সুতরাং প্রণবের আদ্যক্ষর অকার উক্ত ধাতুদ্বয়স্বরূপ, অতএব 'অকার' শব্দ মুখ্যবৃত্তি বা শব্দশক্তি দ্বারা সর্ব্বসংহার ও সর্ব্বব্যাপ্তিগুণবিশিষ্ট সোপাধি ব্রহ্মবাচক, আর লক্ষণা দ্বারা নিরুপাধি ব্রহ্মবাচক। পরন্তু তাহা হইলে লক্ষণা দ্বারা নিরুপাধি ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। পরন্তু এই আপত্তির উত্তরে মকার দ্বারা প্রত্যগাত্মার জ্ঞান করণীয়, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। মনোবাচক মনঃ শব্দে মকার লক্ষিত হয়, প্রত্যগাত্মা সেই মকারেই মন-উপাধিক তদ্রক্ষক ও তৎসাক্ষী, সুতরাং প্রত্যগাত্মা ও মকারের সম্বন্ধবিদ্যমানতাহেতু সেই মকার দ্বারা তাহার সাক্ষী প্রত্যগাত্মার অন্বেষণ করিবে ॥ ৭ ॥

স যদৈতৎ সর্ব্বমুপেক্ষতে তদৈতৎ সর্ব্বমস্মিন্ প্রবিশতি। স যদা প্রবুধ্যতে তদৈতৎ সর্ব্বমস্মাদেবোত্তিষ্ঠতি। স এতৎ

সর্ব্বং নিরুহ্য প্রত্যুহ্য সম্পীড্য সঞ্জ্বাল্য সম্ভক্ষ্য স্বাত্মানমেষাং দদাতি ॥ ৮ ॥

প্রত্যগাত্মাই মনঃ প্রভৃতির রক্ষিতা, এক্ষণে ইহাই সিদ্ধ করিতেছেন,—সেই প্রত্যগাত্মা সুষুপ্ত্যাদি প্রবেশকালে যখন এই কারণ সমূহ উপেক্ষা করে, অর্থাৎ সকল মন আদি কারণে অভিমান পরিত্যাগ করে, আর তখনই কারণ সকল সেই তাঁহার মন আদি কারণের রক্ষকত্বপ্রদর্শনের জন্য সন্মাত্রোপাধিবিশিষ্ট প্রত্যগাত্মাতে বিলীন হয়। এইরূপে পরমাত্মাতে সর্ব্বলয় কহিয়া সেই প্রত্যগাত্মা হইতেই কারণ সকলের উৎপত্তি কহিতেছেন।— যখন সেই প্রত্যগাত্মার জাগ্রদাদি দশায় কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হয়, তখনই সেই প্রত্যগাত্মা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মাতে উৎপত্তি-প্রলয় বলিয়া সেই আত্মাতেই সৃষ্ট জগতের স্থিতি কহিতেছেন।—সেই প্রত্যগাত্মা এই জগৎকে কিয়ৎকাল স্বীয় সৎস্বরূপে স্থাপন করেন, আবার বিবেকবলে কারণাত্মায় তাঁহাকে লীন করিয়া কারণাত্মাকেও স্বয়ং অন্তরে ও বাহ্যে সঞ্চালন করেন অর্থাৎ চিদ্রূপতা পাওয়াইয়া থাকেন। পরে আত্মাতে সমুদায় বিলীন করত কার্য্য-কারণরূপ পদার্থের স্বীয় চিন্মাত্ররূপ প্রদান করেন। কারণ, তাহাদিগের অন্য স্বরূপ কল্পিত মাত্র। প্রকৃতরূপই সত্য, তাহা প্রদত্ত হয় ॥ ৮ ॥

অত্যুগ্রোঽতিবীরোঽতিমহানতিবিষ্ণুরতিজ্বলন্নতিসর্ব্বতোমুখোঽতি-নৃসিংহোঽতিভীষণোঽতিভদ্রোঽতিমৃত্যুমৃত্যুরতিনমাম্যত্যহং ভূত্বা স্বে মহিম্নি সদা সমাসতে তস্মাদেনং মকারার্থেন পরেণ ব্রহ্মণৈকীকুর্য্যা-

তুকারেণাবিচিকিৎসন্ অশরীরো নিরীন্দ্রিয়োঽপ্রাণোঽতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাড়্‌ভবতি য এবং বেদ। তদেষ শ্লোকঃ—

শৃঙ্গং শৃঙ্গার্দ্ধমাকৃষ্য শৃঙ্গেণানেন যোজয়েৎ।
শৃঙ্গমেনং পরে শৃঙ্গে তমনেনাপি যোজয়েৎ ॥ ৯ ॥

ইতি সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

অধুনা পরমাত্মার সর্ব্ববিষয়াদিসামর্থ্য প্রদর্শিত হইতেছে।—পরমাত্মা অত্যুগ্র, অতি বীর, অতি মহান্, অতি ব্যাপক, অতি প্রকাশ, অতি সর্ব্বতোমুখ, অতি নৃসিংহ, অতি ভীষণ, অতি ভদ্র, অতি মৃত্যুমৃত্যু, অতি নমামি, অতি অহং অর্থাৎ উগ্রাদি গুণাতীত উগ্রত্বাদি গুণবিশিষ্ট। যেহেতু, প্রত্যগাত্মার সর্ব্বসংহারাদিসামর্থ্য সত্ত্বেও স্বতঃ কোন পরিণাম নাই, অতএব তিনি স্বীয় মহিমায় সর্ব্বদা অবস্থিত; সুতরাং ব্রহ্মের সহিত ইঁহার ঐক্য যুক্তিযুক্ত হইতেছে। এইরূপে অকারের ব্রহ্মার্থতা এবং মকারের আত্মার্থতা উক্ত হইল। আর উকারের অবধারণার্থতা পূর্ব্বেই উক্ত আছে, ইহাতে উক্ত স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মার একত্ব সিদ্ধ হইল, ইহা জানিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রুতি বলিয়াছে, যেহেতু, অকার, উকার ও মকার ইহাদিগের ব্রহ্মের প্রতি প্রত্যগাত্মার স্বরূপাবধারণার্থতা সিদ্ধ হইল অর্থাৎ প্রণবস্থ অকার, উকার, মকার ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মস্বরূপতাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব এই প্রত্যগাত্মার সহিত মকারার্থ পরব্রহ্মকে একীভূত জ্ঞান করিবে। যদিও শ্রুতি মকারার্থ ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মাকে একীভূত করিবার নির্দ্দেশ করিয়াছে, তথাপি

ব্যাখ্যা-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য এই, প্রথম প্রণব দ্বারা ব্রহ্মের সহিত প্রত্যগাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঐরূপ দ্বিতীয় প্রণব দ্বারাও প্রতিপাদিত হইলে এই ব্যতিহার খণ্ডে প্রতিজ্ঞাত ব্যতিহার (পরস্পর বিনিময়) সিদ্ধ হয় না; পরন্তু পুনরুক্তিপ্রসঙ্গ হয়। অতএব পূর্ব্বের মত দ্বিতীয় প্রণব উচ্চারণ করত পূর্ব্ববৎ প্রত্যগাত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য করিবে। অকারোচ্চারণসময়ে যথোক্ত ব্রহ্ম ধ্যান করিয়া অকারের সহিত উকারের অন্বয়কালে ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতাহেতু প্রত্যগাত্মার সহিত একত্বযোগ্যতা চিন্তা করত উকার ও মকারের পরস্পর অন্বয়কালে মকারার্থ প্রত্যগাত্মার সহিত অকারার্থ ব্রহ্মের একত্ব নিশ্চয় করিবে। এই প্রসঙ্গে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, অকারার্থ প্রত্যগাত্মা ও মকারার্থ পরব্রহ্ম এই উভয়কে অবধারণার্থ উকার দ্বারা 'ওম্' শব্দে একীকৃত করিবে। পণ্ডিতগণ প্রণবান্তর্গত অকার, অহং শব্দের আদ্য মকার ও ব্রহ্মশব্দের অন্ত্যবর্ণ এই বর্ণগত সাদৃশ্য ও অনন্তাদি ধর্ম্মের সাম্য হেতু ঐ প্রণবকে ব্রহ্মাকারে স্মরণ করিবে। আত্মা মনঃপ্রভৃতির সাক্ষী, অতএব মকার দ্বারা সেই সাক্ষীভূত পরমাত্মাকে ওম্ শব্দে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন। যিনি উক্তপ্রকারে প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের ঐক্য নিশ্চয় করিতে পারেন, তিনি অশরীর, অনিন্দ্রিয়, অপ্রাণ, অবিদ্যানির্ম্মুক্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়া থাকেন। এ বিষয় শ্লোকে উক্ত আছে যে, ছন্দঃশ্রেষ্ঠ প্রণবের অংশস্বরূপ অকার অর্থাৎ অকারার্থ প্রত্যগাত্মাকে গ্রহণ করিয়া উকারপূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ তদর্থ ব্রহ্মকে প্রত্যাকর্ষণপূর্ব্বক অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া মকার অর্থাৎ মকারার্থ প্রত্যগাত্মার সহিত উকারের উত্তরার্দ্ধ ব্রহ্মকে যোগ করিবে। বাস্তবিক

প্রত্যগাত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিবে আবার অহং শব্দের আদি ও প্রণবের আদিবর্ণ অকারার্থ প্রত্যগাত্মাকে ব্রহ্মশব্দের অন্তস্থিত মকারাত্মক প্রণবান্তঃপাতী মকারের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মে উকারের সহিত ঐক্য নিশ্চয় করিয়া অন্ত্য শৃঙ্গ পরমাত্মা অর্থাৎ অততিধাত্বর্থ সর্ব্বব্যাপ্ত পরমাত্মাকে মনঃপ্রভৃতির অধিষ্ঠাতা প্রণবেই মকারের প্রতিপাদ্য প্রত্যগাত্মার সহিত ঐক্যভাবে যোগ করিবে ॥ ৯ ॥

ইতি সপ্তম খণ্ড ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

অথ তুরীয়েণোতশ্চ প্রোতশ্চ হ্যয়মাত্মা সিংহোঽস্মিন্ হীদং সর্ব্বময়ং হি সর্ব্বাত্মায়ং হি সর্ব্বাত্মায়ং হি সর্ব্বং নৈবোতোঽদ্বয়ো হ্যয়মাত্মৈকল এবাবিকল্পো ন হি বস্তু সদয়ং হ্যোত ইব সদ্‌ঘনোঽয়ং চিদ্‌ঘন আনন্দঘন একরসোঽব্যবহার্য্যঃ কেনচনাদ্বিতীয়ঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চৈষ ওঙ্কার এবং নৈবমিতি পৃষ্ট ওমিত্যেবাহ ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে প্রণব বিভাগ করিয়া অর্থাৎ এক একটি প্রণবাক্ষর দ্বারা আত্মপরিজ্ঞানপ্রকার বলিয়া এইক্ষণ অবিভক্ত তুরীয় প্রণব দ্বারা আত্মপরিজ্ঞানপ্রকার বলিবেন, এই অভিপ্রায়ে খণ্ডান্তর আরম্ভ করিতেছেন। অথবা উত্তর ভাগের ১ম খণ্ডের অষ্টম শ্রুতিতে কথিত

আছে, তুরীয় ব্রহ্ম চতুর্ব্বিধ স্থূলাদি আত্মরূপ, তাহাতে অনুজ্ঞাতৃ, অনুজ্ঞা ও অবিকল্পের পর্য্যবসিতত্ব যে এক একেরই তুরীয়রূপে উক্ত আছে বটে, কিন্তু স্পষ্টভাবে বিবৃত হয় নাই। এইক্ষণ সেই ওতাদির এক একের তুরীয়রূপে অবসিতত্ব সুস্পষ্টরূপে কথনার্থ এই খণ্ডের আরম্ভ করিতেছেন। প্রণবান্তর্গত এক একটি বর্ণ দ্বারা জীব ও ঈশ্বররূপ আত্মার ঐক্য-পরিজ্ঞানপ্রকার কথনের পর প্রণবান্তঃ-পাতী অকারাদি অনেক পদপরিজ্ঞান ও তাহাদিগের ব্যাপারে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা, তাহার প্রশমনার্থ তুরীয় অবিভক্ত "ওম্" এই ওত, অনুজ্ঞাতা, অনুজ্ঞা ও অবিকল্পরূপী তুরীয় প্রণব দ্বারা আত্মপরিজ্ঞান কথিত হইতেছে। তাহাতে ওত প্রণব দ্বারা ওত আত্মার প্রতিপত্তিপ্রদর্শনার্থ আত্মার ওতত্ব জানিবে অর্থাৎ সামান্য-রূপে ওত এবং চিদানন্দরূপে প্রোত প্রসিদ্ধ আছে, সচ্চিদানন্দ ওতপ্রোতভাবে বিশ্বব্যাপী, ইহা সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। দেখা যায়, পুত্রসত্তা, পুত্রজ্ঞান ও পুত্রসুখ ইত্যাদি প্রকারে পুত্ররূপ বস্তুতে সত্তা, চিত্ত্ব ও আনন্দময়ত্ব বিদ্যমান; সুতরাং আত্মা তাহাতেও ওত-প্রোত। এই আত্মাই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাই সিংহ, অর্থাৎ সর্ব্ববন্ধননাশকারী, ইহা দ্বারা সর্ব্বসংসাররহিত আত্মার ব্রহ্মস্বরূপত্ব কথিত হইল। আত্মশব্দের প্রকৃতিভূত অত্ ধাতুর সর্ব্বব্যাপ্তি অর্থবিশিষ্ট আত্মার দ্বারা সকল ব্যাপ্ত আছে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। অতএব ওতত্বই ব্যাপক, কিন্তু ব্যাপকত্বাভাবহেতু আত্মা কোন স্থলেও ওত নহে। আত্মার ওতত্বপ্রসিদ্ধি শ্রুতি স্বয়ংই উপ-পাদন করিতেছেন, এই সর্ব্বব্যাপক সচ্চিদানন্দরূপ আত্মায় সকলই ব্যাপ্যভাবে বিদ্যমান আছে, যেহেতু, আত্মা সর্ব্বময়। সচ্চিদ্ব্যতিরেকে

জগতের পৃথক্ সত্তা বা স্বরূপ কিছুই নাই। তবে ঐ শ্রুতি দ্বারা এই সকল জগৎই আত্মভিন্ন, এইরূপ দ্বৈতবাদ হউক, তাহাও নহে, কারণ, সকলই আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মায় ব্যতিরেকরূপে বা অভিন্নরূপে কিছুই নাই, কিন্তু একমাত্র আত্মাই আছে। তাহা হইলে ব্যাপ্যবস্তুর অভাবে কিরূপে আত্মার ওতত্ব যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, পারমার্থিক ওতত্ব নাই, কিন্তু ওতত্ব আত্মা অদ্বয়। যেহেতু, আত্মা বলিবার অভিপ্রায় অদ্বিতীয়। অতএব তাহারই ওতত্ব উক্ত হইয়াছে, তাই বলিয়া অদ্বয়ত্ব বা আত্মত্ব ইহার ধর্ম্ম নহে, আত্মা একমাত্র। যদি বল, অদ্বয়ত্বাদিও আত্মার ধর্ম্মরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যেহেতু, সর্ব্বত্রই আত্মার অদ্বিতীয়ত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্যবহার হয়, এই আপত্তি বারণার্থ বলিয়াছেন, আত্মা অবিকল্প, অর্থাৎ কোন বিকল্পবিষয়ীভূত নহে, বিকল্পবস্তুশূন্য, পরন্তু ব্যবহারের বিকল্পময়ত্ব হেতু বাস্তবিক আত্মার দ্বিতীয়ত্বাদি ধর্ম্ম নাই, জাগতিক সকল ব্যাপ্য পদার্থই বিকল্পিত, এবং আত্মা পরমার্থরূপে অদ্বিতীয়, সুতরাং আত্মার উক্ত ওতত্ব কল্পিতমাত্র জানিবে। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, সদাদিরূপ আত্মার কিরূপে অদ্বিতীয়ত্ব বলা যাইতে পারে? যেহেতু, ঘটসত্তা, পটসত্তা, ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, পুত্রসুখ, বিত্তসুখ ইত্যাদিরূপে সচ্চিদানন্দের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, শুদ্ধ সৎ ও নিরুপাধি সুখে কোন ভেদজ্ঞান নাই কিন্তু ঘটাদি উপাধির ভেদেই ঐরূপ ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে, আবার তাহাদিগের শুদ্ধ সৎ হইতে ভেদ নাই, অসম্ভবই তাহার কারণ, এই অভিপ্রায়ে কথিত হইল—

আত্মা সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন ও আনন্দঘন। এই বাক্যত্রয়ে আপাততঃ সদাদির ভেদপ্রতীতি হয়, তাহার নিরাসার্থ বলিতেছেন—"আত্মা একরস, একরূপী"। এইরূপ হইলে সর্ব্বশব্দের অবিষয়ত্ব প্রযুক্ত নির্ব্বিশেষ বস্তুভূত আত্মাকে কিরূপে শিষ্যের প্রতি ভাষা দ্বারা উপদেশ করা যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—তাহা সত্য, কোন ভাষা দ্বারা আত্মার উপদেশ সম্ভব নহে। আত্মা শব্দের অবিষয়ীভূত অর্থাৎ ভাষায় অব্যবহার্য্য। ভাষার অবিষয় হইলেও অব্যবহার্য্য এই ধর্ম্ম দ্বারাই উপদেশ হউক। তাহাও নহে, যেহেতু, তাঁহার কোন ধর্ম্ম নাই, তিনি অদ্বিতীয়। এইরূপে আত্মার ওতত্ব উপপাদন করিয়া তদ্বাচক ওঙ্কারের ওতত্ব আত্মার সহিত প্রণবের অভেদ নিবন্ধন উপদিষ্ট হইতেছে। এই প্রণবও ওত ও প্রোত। ইহা কি এইরূপ, অথবা এইরূপ নহে, ইহা কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, অপর ব্যক্তি ওম্ বলিয়া উত্তর করেন। আর এই ভাবটি কি এইরূপ, অথবা এইরূপ নহে, এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, এই ভাব এইরূপ, এইভাব এইরূপ নহে, এই বলিয়া উত্তর করা উচিত হইলেও তাহার স্থানে "ওম্" এইরূপ উত্তরই করিতে দেখা যায়। অতএব ওঙ্কারের সর্ব্ববাচকত্ব হেতু ওতত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১ ॥

বাগ্বা ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্ব্বং ন হ্যশব্দমিবেহাস্তি। চিন্ময়ো হ্যয়মোঙ্কারশ্চিন্ময়মিদং সর্ব্বম্ তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈকমেব সম্ভবতি। এতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্ম অভয়ং বৈ ব্রহ্ম অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদেতি রহস্যম্ ॥ ২ ॥

আবার বাঙ্‌মাত্রতাহেতু ওঙ্কারের ওতত্ব সিদ্ধ আছে, বাক্যই ওঙ্কার। কেন না, ওঙ্কার দ্বারা সকল পদার্থ বর্ণিত হয়, এবং বৈখরী প্রভৃতি স্বরও ওঙ্কারের স্বরূপমাত্র, ওঙ্কার বাঙ্‌মাত্র হইলেও বাচ্য পদার্থ সকল তাহাতে বিদ্যমান আছে, সুতরাং বাগ্‌রূপী ওঙ্কারের ওতত্ব কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, এই সকলই বাঙ্‌রূপী ওঙ্কারস্বরূপ। যেহেতু, জাগতিক রূপমাত্রই বাক্যের কার্য্য এবং বাক্য ব্যতিরেকে কোন পদার্থের বিদ্যমানতা সম্ভব নহে, অতএব সমুদায়ই বাক্যাত্মক। এইক্ষণ বাক্যের সর্ব্বত্রে অনুসরণ দেখাইয়া বাক্যের সর্ব্বকারণতা উপপাদন করিতেছেন। পরা (সূক্ষ্ম), পশ্যন্তী, মধ্যমা, দ্যোতমানা, শ্রুতিগোচরা, বৈখরী (শব্দনিষ্পত্তি)—এই চতুর্ব্বিধ স্বরব্যতিরেকে কাহারও প্রকাশ হইতে পারে না। আর ওঙ্কারবোধকতা নিবন্ধন চিন্ময়ত্বহেতু ওতস্বরূপ স্বীকার করিতে হয়, অতএব ওঙ্কারের চিৎস্বরূপতা থাকিলে তাহাতে সর্ব্ববিধ পরমেশ্বরলক্ষণ থাকা সম্ভব, এই হেতুই ওঙ্কারকে পরমেশ্বর বলা যায়। আর প্রণব ও পরমেশ্বর উভয়েই এক চিৎস্বরূপ, ইহাতে প্রণববাচক ও পরমেশ্বর বাচ্য, এইরূপ বাচ্যবাচকভাব নিরাকৃত হইল। এই এক চিৎস্বরূপ সর্ব্বসংহার-ধর্ম্মরহিত, এ হেতু পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ এক চিৎস্বরূপই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মের অভয়াদিরূপ প্রসিদ্ধ আছে, যিনি উক্তরূপে সর্ব্ববস্তুকে পরব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, তিনিও অমৃত ও অভয় হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞান অতি গোপনীয় ॥ ২ ॥

অনুজ্ঞাতা হ্যয়মাত্মা এষ হ্যস্য সর্ব্বস্য স্বাত্মানমনুজানাতি।

ন হীদং সর্ব্বং স্বত আত্মবৎ। ন হ্ মোতো নানুজ্ঞাতা অসঙ্গত্বাদ-বিকারিত্বাদসত্ত্বাদন্যস্য অনুজ্ঞাতা হ্যয়মোঙ্কার ওমিতি হ্যনুজানাতি বাগ্বা ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্ব্বমনুজানাতি, চিন্ময়ো হ্যয়মোঙ্কারঃ চিদ্ধীদং সর্ব্বং নিরাত্মকমাত্মসাৎ করোতি তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈকমেব তদ্ভবতি এতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্ম অভয়ং বৈ ব্রহ্ম অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদেতি রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ওত প্রণব ও পরমেশ্বরের তুরীয় ব্রহ্মে পর্য্যবসান প্রতিপাদন করিয়া অনুজ্ঞাতা প্রণব ও আত্মার তুরীয়া-বসিতত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ আত্মায় অনুজ্ঞাতৃত্ব প্রকটন করিতেছেন। এই পরমাত্মাই অনুজ্ঞাতা, যেহেতু, ইনিই সকল আত্মার প্রেরক। ওত ভাবের চিন্তাফলে তুরীয় আত্মাতে অবস্থিত ব্যক্তিরও কোন বিক্ষেপক কারণে চিত্ত বিচলিত হইলে দ্বৈতজ্ঞান হয়, কিন্তু আত্মপরিজ্ঞানে বাধিত বস্তুর সত্ত্বরূপে প্রতিভাস হয় না, অতএব সেই প্রপঞ্চের কল্পিতত্ব হেতু আত্মাতে সকলের প্রতিভাসক সত্তার আত্মাই অনুজ্ঞাপক। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সকল পদার্থই আত্মার ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ বলিয়াই যদি স্বতঃ আত্মবিশিষ্ট এবং আত্মার অনুজ্ঞাধীন, তবে ইহাদের আত্মবৈশিষ্ট্য স্বীকার করি কেন? এই আপত্তি হইতে পারে। তথাপি তাহা অতি তুচ্ছ। যেহেতু জগতের স্বয়ং প্রকাশের অভাবে স্বতঃ সত্তা নাই, ইহাই জানা যাইতেছে। যদি তাহাই না হইল, তবে কিরূপে আত্মার ওতত্ব এবং অনুজ্ঞাতৃত্ব উক্ত হইল, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, অসঙ্গত্ব, অবিকারিত্ব ও অন্যের অসত্তা—এই তিন কারণে আত্মা বাস্তবিক

ওতত্ত্বগুণবিশিষ্ট বা অনুজ্ঞাতা নহেন, পরন্তু ওঙ্কারই অনুজ্ঞাতা, সেই ওঙ্কারই ওম্। যদি কোন নির্ধন ব্যক্তি কোন ধনীকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি তোমার স্বত্ববৎ এই ধন গ্রহণ করিব, তখন সেই ধনী নির্ধনকে খাতির করত 'ওম্' এই বলিয়া তাহার প্রার্থিত বিষয়ে অনুমতি করে। অতএব ওঙ্কারের আত্মানুজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইল, অথবা যজ্ঞেতে জগৎসৃষ্ট্যাদির কারণ চরুপুরোডাশাদি (যজ্ঞীয় হবির্বিশেষ) দেবতাদিগকে প্রদানকালে যজমান 'ওম্' এই শব্দ উচ্চারণ করে। যেহেতু, এইরূপে অনুমতি করে, অতএব ওঙ্কারেরই সর্ব্বাত্মানুজ্ঞাকারিত্ব সূচিত হয়। আর ওঙ্কার বাক্যস্বরূপ। যেহেতু, বাক্যই সকল অনুমতি করে। পূর্ব্বোক্ত ওঙ্কারের সর্ব্ববোধকত্ব নিবন্ধন ওঙ্কার চিন্ময় ও অঙ্গীকরণীয়। যেহেতু, সকলই চিৎস্বরূপ, এই চিৎস্বরূপই নিরাত্মক সকলকে আত্মবৎ করে। অতএব চিন্ময়ত্ব হেতু অপরাপর পরমেশ্বরলক্ষণ থাকা সম্ভব, এই হেতু ওঙ্কারকে পরমেশ্বরও বলা যায়। ইনি অদ্বিতীয় এবং অমৃতস্বরূপ ও অভয়। যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও উক্তরূপ অমৃত অভয় ব্রহ্ম হইতে পারেন। এইরূপ অনুজ্ঞাতৃত্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞান অতি গোপনীয় ॥ ৩ ॥

অনুজ্ঞৈকরসো হ্যয়মাত্মা প্রজ্ঞানঘন এবায়ং হ্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ পুরতঃ সুবিভাতঃ অতশ্চিদ্ঘন এব ন হ্যয়মোতো নানুজ্ঞাতা আত্ম্যং হীদং সর্ব্বং সদেব অনুজ্ঞৈকরসো হ্যয়মোঙ্কার ওমিতি হেবানুজ্ঞানাতি বাগ্বা ওঙ্কারো বাগেব হ্যনুজানাতি চিন্ময়ো হ্যয়মোঙ্কারশ্চিদেব হ্যনুজানাতি তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈকমেব তদ্ভবাতি এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্ম অভয়ং বৈ ব্রহ্ম অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদেতি রহস্যম্ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ওঙ্কার ও আত্মার তুরীয পর্য্যন্ত অনুজ্ঞাতৃত্ব উপপাদন করিয়া তাহাদি.গর তুরীয় পর্য্যন্ত অনুজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ আছে, ইহা বলিবার পূর্ব্বে, আত্মার অনুজ্ঞাত্ব বলিতেছেন! আত্মা অনুজ্ঞৈকরস ও প্রজ্ঞানঘন। অনুজ্ঞা আত্মার কার্য্যবিশেষ নহে, উহা আত্মার স্বরূপ। এই জন্য আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানময় বলা হইল। কাল্পনিক রূপসকলের অনুমোদনকে তুরীয় পর্য্যন্ত ব্যাপী বিলীন করিয়া অনুজ্ঞা সাক্ষীচৈতন্যরূপে অবস্থিত আছেন। আত্মা সকলের পূর্ব্বে প্রকাশিত আছেন, অতএব তিনিই চিদ্‌ঘন। আত্মার ওতত্ব ও অনুজ্ঞাতৃত্ব নাই, অথবা আত্মসম্বন্ধী বা আত্মায় আরোপিত এই সমস্তই আত্মার সাক্ষ্যরূপে আত্মা, অতএব আত্ম-ব্যতিরেকে স্বপ্রকাশ নহে। কেবল সৎ আত্মাই তাহাদিগের সার। এইরূপ ওঙ্কারের অনুজ্ঞাত্বও সিদ্ধ আছে, অতএব তাহাদিগের সারাংশ কিছুই নাই। অতএব ওঙ্কার একমাত্র অনুজ্ঞারূপী। কেন না, শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যে ওম্ শব্দ দ্বারাই সকল বস্তুর চিৎস্বরূপতা অনু-মোদিত হয়। বিদ্বান্ কি জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি 'ওম্' শব্দে সকল বস্তু ঈশ্বরায়ত্ত অনুমোদন করেন। "বাগ্বা ওঙ্কার" ইত্যাদি উত্তরার্দ্ধের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

অবিকল্পো হ্যয়মাত্মা অদ্বিতীয়ত্বাদবিকল্পো হ্যয়মোঙ্কারোঽদ্বিতীয়ত্বা-দেব চিন্ময়ো হ্যয়মোঙ্কারঃ তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈকমেব তদ্ভবতি অবিকল্পো নাবিকল্পোঽপি নাত্র কাচন ভিদাস্তি নৈবাত্র কাচন ভিদাস্তি অত্র ভিদামিব মন্যমানঃ শতধা সহস্রধা ভিন্নো মৃত্যো-র্মৃত্যুমাপ্নোতি তদেতদদ্বয়ং স্বপ্রকাশং মহানন্দমাত্মৈবৈতদমৃতমভয়-

মেতদ্‌ব্রহ্ম অভয়ং বৈ ব্রহ্ম অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদেতি রহস্যম্‌ ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ অনুজ্ঞাস্বরূপ বিকল্পহীন আত্মার অবিকল্পত্ব বলিতেছেন, যেহেতু, আত্মা অদ্বিতীয়, অতএব তাহার কোন বিকল্প নাই, যদিও সাক্ষিত্বরূপ অনুজ্ঞাত্বও বিকল্পস্বরূপ, এ জন্য আত্মায় তাহাকেও বিলীন করিয়া স্বমহিমস্থ চৈতন্যস্বরূপপদে অবিকল্পভাব জানিবে। অনন্তর ওঙ্কারের অবিকল্পত্ব প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন— ওঙ্কারও অবিকল্প। যেহেতু, ওঙ্কার অদ্বিতীয়, কারণ, এই ওঙ্কার চিন্ময়, চিন্ময়ত্ব নিবন্ধনই ওঙ্কার পরমেশ্বরস্বরূপ। বাস্তবিক ইহাতে প্রণবের সহিত আত্মার বাচ্যবাচক কোনরূপ ভেদ নাই। ভেদ প্রকাশ পায় না বলিয়া যে ভেদ নাই, তাহা নহে। বস্তুতঃ আত্মার স্বগত ভেদ প্রকাশ পায় না, আত্মার কোন ভেদ নাই। অবিকল্পস্বরূপ ধর্ম্মও আত্মার নাই—যাহাতে দ্বৈতাপত্তি হইবে। যাঁহারা আত্মার ভেদজ্ঞান করেন, তাঁহাবা শতধা বা সহস্রধা ভিন্ন হইয়া মৃত্যুর কবলে পতিত হয়েন অর্থাৎ ভেদদর্শীরা দেবাদিভেদে নানাত্ব প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই তাহাদের স্থৈর্য্য হয় না। অতএব এই অবিকল্পই আত্মা অদ্বয়, তথাপি ইনি স্বপ্রকাশমান এবং স্বতঃই মহানন্দময়। কিন্তু এ আনন্দ লৌকিক আনন্দবৎ নহে, ইহা (অমৃত), সর্ব্বপ্রকার বিকারহীন, অতএব অভয়। এ কারণ এই

অবিকল্প ব্রহ্ম প্রতিপাদিত আছে। অন্যান্য অর্থ পূর্ব্ববৎ। উক্ত প্রকারে ব্রহ্মপরিজ্ঞান অতি গোপনীয় ॥ ৫ ॥

ইতি অষ্টম খণ্ড ॥

নবমঃ খণ্ডঃ

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নিমমেব নো ভগবন্ ওঙ্কারমাত্মানমুপদিশেতি। তথেত্যুপদ্রষ্টারমনন্তেষ আত্মা সিংহশ্চিদ্রূপ এবাবিকারো হ্যুপলব্ধা সর্ব্বত্র ন হ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিরাত্মৈব সিদ্ধোঽদ্বিতীয়ো মায়য়া হ্যন্যদিব স বা এষ আত্মা পর এবৈষৈব সর্ব্বম্ ॥ ১ ॥

অনন্তর এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত তুরীয় পর্য্যন্ত উপাসনা দ্বারা যাহাদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে কিরূপে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তুরীয় ব্রহ্মোপদেশ করিতে হয়, তৎপ্রকার দেখাইবার জন্য এবং শিষ্যদিগকে উপদিষ্ট বিষয়ের পরিজ্ঞানপ্রকারে প্রতিপত্তি দ্বারা অখিলবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে শিষ্যের কিরূপে আত্মস্বরূপে অবস্থান হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, গুরূক্ত বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা ছিন্ন হইলে যেরূপ অবস্থিতি হয়, তাহা কথনার্থ এই শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে। দেবগণ

প্রজাপতির নিকট বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগকে ওঙ্কারাত্মার উপদেশ করুন অর্থাৎ পূর্ব্বে যে অদ্বয় স্বপ্রকাশমান মহানন্দ নির্ব্বিকল্প ভাবকে আপ্তোপদেশ করিয়াছেন, সেই ওঙ্কারলক্ষ্য আত্মাকে উপদেশ করুন। দেবগণ এইরূপে প্রজাপতির নিকট প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি 'তথাস্তু' বলিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন।—এই অন্তরাত্মাই পরমাত্মা। কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মার ঈশ্বরত্ব কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়া আত্মার প্রকৃত কর্ত্তৃত্বাদি নাই, ইহাই বলিয়াছেন, তিনি উপদ্রষ্টা আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তার সন্নিধানে থাকিয়া কর্ত্তৃগণকে দর্শন করেন, তিনি স্বয়ং কোন কার্য্যই করেন না, অতএব আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্ম নাই, ইহাই প্রতীত হইতেছে। তাই বলিয়া সাংখ্যসিদ্ধান্তে উপনীত হইল না। কারণ, পরমাত্মা সকলের অনুমন্তা, অর্থাৎ প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ত্তৃগণের স্বতঃ সত্তা, প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও কার্য্যকরণে সামর্থ্য নাই, পরন্তু ঐ সকলই আত্মাতে অধ্যস্ত বলিয়া সত্তাদিবিশিষ্ট, সুতরাং আত্মাই ঐ প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ত্তাদিগকে অনুমতি করেন। যদিও ইহাতে আত্মার অনুজ্ঞাতৃত্বধর্ম্মপ্রসক্তি হইতেছে, এবং এই অনুজ্ঞাতৃত্বই কর্ত্তৃত্ব; সুতরাং অকর্ত্তা ব্রহ্মের সহিত কর্ত্তা আত্মার একত্র সম্ভব হইবে কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, তিনি চিদ্রূপ, তাহার কারণ, তিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারহীন, যিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারের সাক্ষী, তিনিই চিৎস্বরূপ, সাক্ষিত্ব ও বিকার একের সম্ভব নহে। ইহাই শ্রুতিস্থ 'ইতি হি' শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। আত্মার অবিকারিত্ব প্রযুক্ত দ্বৈতসাধকতা নাই, অথচ দ্বৈতসাধক

অন্যও সঙ্গত নহে, তবে কিরূপে দ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়াই বলিয়াছেন, বাস্তবিক দ্বৈতসিদ্ধি নাই। কেন নহে? ইহার উত্তর অনুপপত্তি অর্থাৎ কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। তবে দ্বৈতপ্রতীতি হয় কেন? এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন, আত্মাই দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এখন যদি আত্মার দ্বৈতভাব দ্বারা সদ্বিতীয়ত্ব হইল, তবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবের অনুপপত্তি হয়, তাহাও নহে, কারণ, বাস্তবিক পরমাত্মায় অদ্বয়ত্ব আছে, আত্মা অদ্বিতীয়, তবে যে আত্মার সদ্বিতীয় প্রতিভাস হয়, মায়াই তাহার কারণ। মায়া দ্বারা যেন দ্বিতীয় সত্তা অনুভূত হয়; মায়া মিথ্যাজ্ঞান, তাহার বস্তুতঃ সত্তা নাই; সুতরাং আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব অক্ষুন্ন রহিল। প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাই উপদেষ্টা। এইরূপে এই আত্মা মায়া দ্বারা যেন বিভিন্নরূপী প্রতীয়মান। এই প্রত্যগাত্মা পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মলক্ষণে লক্ষিত পরমাত্মস্বরূপ, কেবল মায়া দ্বারাই তাহাকে সদ্বিতীয় বলিয়া জানা যায়, এই মায়াই সর্ব্বসংসার, তাহাতেই দ্বৈত প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তথাহি প্রাজ্ঞে সৈষাবিদ্যা জগৎ সর্ব্বমাত্মা পরমাত্মৈব স্বপ্রকাশোঽপ্যবিষয়জ্ঞানত্বাজ্জানন্নেব হ্যত্র ন বিজানাতি ॥ ২ ॥

যদিচ ইহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রসিদ্ধ পরিত্যাগ ও অপ্রসিদ্ধ মায়া বা অবিদ্যা স্বীকার অনুপপন্ন হইতেছে, তথাপি ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, আত্মার পরত্ব এবং সকলের মায়াময়ত্ব আমরা স্বীকার করি। ইহা সর্ব্বপ্রাণীর সুষুপ্তিকালে প্রসিদ্ধ আছে,

তৎকালে এক আত্মারই প্রকাশ থাকে, অপর সমস্ত বস্তু শূন্যে লীন হয়। অতএব অপ্রসিদ্ধ স্বীকার করি কিরূপে? আমরা যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই আত্মাই পরম পদার্থ এবং সকল সংসারই মায়া, তাহাই সত্য, তাহা সকল প্রাণীর সুষুপ্তিকালে প্রসিদ্ধ আছে, এইক্ষণ উক্ত প্রসিদ্ধ বিষয় স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত মায়াই অবিদ্যা, এই অবিদ্যা সুষুপ্তি-দশায় অজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে কিম্বা সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশ হেতু উক্ত মায়া ও অবিদ্যা একই জানিবে। ঐ এক অজ্ঞান বা জড়শক্তিই বিক্ষেপশক্তির প্রাধান্যরূপে মায়া ও আবরণীশক্তির প্রাধান্যে অবিদ্যা নামে বিভক্ত হয়। এই মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা জগৎ আচ্ছন্ন। পরন্তু প্রত্যগাত্মা পরমাত্মস্বরূপ, ইহা দ্বারা প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য উক্ত হইল, ঐ পরমাত্মা স্বপ্রকাশমান, ইহাতেও প্রত্যগাত্মা পরমাত্মার একত্ব প্রকাশিত হইল, কারণ, প্রত্যগাত্মা হইতে পরমাত্মা বিভিন্ন হইলে তাহার স্বপ্রকাশত্ব সম্ভব হয় না। যদি বল, সুষুপ্তিকালে সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা ও অজ্ঞ প্রত্যগাত্মা এক নহে, পরন্তু প্রত্যগাত্মা তৎকালে নিজেকে ও অন্যকে জানিতে পারে না, এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হয় যে, "এই আমি, ইহা এইরূপ" ইত্যাদি প্রকারে স্পষ্টতঃ দর্শন হয় না বটে, কিন্তু আত্মার অপ্রকাশ নাই, তাহার কারণ বলিতেছেন,—সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা সুষুপ্তিকালে থাকেন, কিন্তু তথাপি আত্মার অবিষয়জ্ঞান হেতু অর্থাৎ বিষয়ভাব ও জ্ঞানাভাব হেতু নিজেকে ও অন্যকে জানেন না। সুষুপ্তিকালে নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান হয়; সুতরাং তখন আত্মা কিছুই জানিতে পারে না, ঐ কালে সন্মাত্র ব্যতিরেকে জ্ঞানের

এমন কোন বিষয় থাকে না, যাহাতে স্পষ্টতঃ জ্ঞান হইতে পারে। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই জ্ঞান, এই অর্থে অন্তঃকরণ ও বাহেন্দ্রিয় সকলই জ্ঞানপদবাচ্য হয়, এই সকল অন্তঃকরণ ও বাহেন্দ্রিয়ের সত্তা তৎকালে থাকে না বলিয়াই স্পষ্টতঃ জ্ঞানকারণাভাব উক্ত হইয়াছে। সুষুপ্তিকালেও আত্মার জ্ঞানমাত্র থাকে, কিন্তু আত্মা কোন বিষয় জানিতে পারে না, এই মাত্র। ঐ সময়ে আপনাকে প্রকাশ করত জ্ঞানবান্ হইয়া বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ আত্মা সুষুপ্তিকালে চৈতন্যাভাস ও অজ্ঞানবর্ত্তী বিশেষ দ্বারা আপনাকে মাত্র জানিয়া বিদ্যমান হয়। অতএব জ্ঞানী আত্মাকে মূঢ়েরা অজ্ঞ এইরূপ বলিয়া থাকে। যেহেতু, আত্মা এখনও যেমন, সুষুপ্তিকালেও সেইরূপ এবং সুষুপ্তিকালে যেমন, এখনও সেইরূপ। তিনি সর্ব্বকালেই অবিকৃত, কোন কালেও তিনি বিকৃত নহেন ॥ ২ ॥

অনুভূতের্ম্মায়া চ তমোরূপানুভূতেস্তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকমনন্তং তুচ্ছমিদং রূপমস্য অস্য ব্যঞ্জিকা নিত্যনিবৃত্তাপি মূঢ়ৈরাত্মৈব দৃষ্টা ॥ ৩ ॥

কোন্ প্রমাণবলে সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মার সদ্ভাবসিদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, উক্ত সমস্ত বিষয়ই অনুভবসিদ্ধ। যদি সুষুপ্তিকালেও আত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই কালে কিরূপে মায়া ও অবিদ্যা থাকিতে পারে? এই অনুপপত্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু তমোরূপা মায়াকে সকলকেই স্বীয় অনুভববলে স্বীকার করিতে হইবে।

অর্থাৎ মায়া তমোরূপা, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ, আত্মার অদ্বৈতসিদ্ধির জন্য তমোরূপিণী এই মায়ার সর্ব্বজগন্ময়ত্ব উক্ত হইয়াছে। এই মায়াই সকল এবং এই অবিদ্যাই সর্ব্বজগন্ময়, ইহাই প্রতিপাদনার্থ মায়ার জগৎকারণত্ব প্রতিপাদনের পূর্ব্বে মায়ার স্বরূপ বলিতেছেন,—এই জগৎ কারণ, মায়া জড়, মায়ার জড়ত্ব-সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে সকলের অনুভব সিদ্ধ। আমি মূঢ় এবং ইহা মূঢ়, এইরূপ প্রতীতিপ্রসিদ্ধ মূঢ়তাও সুষুপ্তিকালীন মোহস্বরূপ, সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানই মোহাত্মক, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। এই অজ্ঞানের সর্ব্বকারণতাসিদ্ধির নিমিত্ত সুষুপ্তিসময়েও ইহার প্রসিদ্ধ অনন্তত্ব বলা হইতেছে, এই মায়াকে অনন্ত বলা যায়। শুধু ইহাই নহে, সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান অসম্ভব, এ হেতু জাগ্রদবস্থাতেও ইহার আনন্ত্য জানা যায়, আর এই মায়া তুচ্ছ, অর্থাৎ অজ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় জগৎ-কারণতাসিদ্ধির নিমিত্ত সুষুপ্ত্যাদিতে স্বপ্রকাশমান আনন্দময় চিৎস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং ইহা অনুভবসিদ্ধ অনির্ব্বচনীয়। কারণের পূর্ব্বে কার্য্যসত্তাবাদী সাংখ্যমত রক্ষা করিবার জন্য সকল কার্য্যেরই সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানে সংস্কাররূপে অবস্থান কথিত হইতেছে। এই মায়া দৃশ্যমান জগৎস্বরূপ, সকল কার্য্যেরই সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানে বাসনারূপে অবস্থান হয়। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে, এই অবিদ্যা কাহার? ইহাতে যদি বল, উক্ত অবিদ্যা জীবের, তাহাও বলা যায় না, কারণ, জীব অবিদ্যার অধীন, সুতরাং জীবসিদ্ধির পূর্ব্বেই অবিদ্যাকে জীববিষয়ক বলিতে হয়, তাহা সঙ্গত নহে। আর ঈশ্বরেরও এই অবিদ্যা অসম্ভব। কারণ, যিনি ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার অবিদ্যা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তিনিও অবিদ্যাধীন, সুতরাং তদ্বিষয়ক

অবিদ্যাবাদও যুক্তিযুক্ত নহে। এই আশঙ্কা অমূলক, এই জন্যই জীব ও ঈশ্বর ইত্যাদি বিভাগ যে অধিষ্ঠান হইতে হয়, সেই চিৎস্বরূপই অবিদ্যার আশ্রয় অর্থাৎ ঐ অজ্ঞান সুষুপ্তিকালে স্বপ্রকাশ বিধায় অখিল জগৎ প্রসিদ্ধ চিদাশ্রয়বিষয়ে বর্ত্তমান আছে, কারণ, সেই চিদাশ্রয় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া তাহার উপলব্ধি হয়। "আমি আমাকে জানি না" এইরূপে অজ্ঞানের আত্মামাত্রাশ্রয়তা প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক অবিদ্যাসম্পর্ক সত্ত্বেও কোন সময়ে আত্মার কোন হানি নাই। পরন্তু যেমন ঘৃতপিণ্ডসংযোগে অগ্নির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ অবিদ্যা সম্বন্ধে অবিদ্যাসাক্ষিরূপে আত্মার ঔজ্জ্বল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, যেমন অগ্নি ঘৃতপিণ্ডকে দগ্ধ করে, উজ্জ্বল অগ্নিরূপী আত্মাও সেইরূপ অবিদ্যাকে দগ্ধ করিতে পারে, তাহা দ্বারা অবিদ্যার সত্তাই অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা স্বীকার্য্য কথা বটে, অবিদ্যা নিত্যনিবৃত্তা অর্থাৎ নিত্যই তাহার ধ্বংস হয়; সুতরাং অবিদ্যার সত্তা কোথায়? কিন্তু অবিদ্যা নিত্যনিবৃত্তা হইলেও তাহার কারণত্ব অসম্ভব নহে। কারণ, অবিদ্যা অসতী হইলেও অবিবেকীরা তাহাকে আত্মভিন্ন বলিয়া কল্পনা করে, সুতরাং বাস্তবিক অসতী অবিদ্যাও অজ্ঞানীদিগের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মানা হইতেছেন। অতএব মূঢ়গণের পক্ষে সকলই সঙ্গত হইল ॥ ৩॥

অস্যা সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ দর্শয়তি সিদ্ধত্বাসিদ্ধত্বাভ্যাং স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেন সৈষা বটবীজ-সামান্যবদনেক-বটশক্তিরেকৈব ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক আত্মায় অবিদ্যার অধ্যাসই সর্ব্ব-জগতের মূলীভূত, ইহা উপপাদন করিয়া এক্ষণে তৎকার্য্যভূত

জীব ও ঈশ্বরের অধ্যাস প্রদর্শিত হইতেছে। অবিদ্যার আশ্রয় চৈতন্যের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ই অবিদ্যা দর্শন করিয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান বা অবিদ্যা কি তমঃ স্বয়ং দৃশ্য হেতু তাহার সাক্ষীভূত চৈতন্যের সত্তার প্রকাশক, আবার মূঢ়ের পক্ষে "চৈতন্য সদসৎ বিকল্পাসহ, অতএব অসৎস্বরূপ" এইরূপে আবরণী শক্তি দ্বারা অবিদ্যা চৈতন্যের অসত্ত্বও প্রকটিত করে। সেই সত্ত্বাসত্ত্বপ্রদর্শনের যুক্তি এই যে, সেই চৈতন্যের সিদ্ধত্বরূপে সত্ত্ব এবং অসিদ্ধত্বরূপে অসত্ত্ব জানা যায়। এইরূপে বিভাগ প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ স্বমহিমস্থ নির্ব্বিকল্পক চৈতন্য অবিদ্যা সম্বন্ধে অবিদ্যার সাধকরূপে প্রকটিত হয়। আবার আকাশস্থ তেজ যেরূপ মূর্ত্তসাধকতা নিবন্ধন মূর্ত্ত, এইরূপ স্বপ্রকাশমান চৈতন্যও জড়প্রধান হইয়া অসিদ্ধ হয়, ইহাই অবিদ্যার স্বভাব, এই সিদ্ধত্ব ও অসিদ্ধত্ব দ্বারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য হইয়া থাকে, ঐ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যই ঈশ্বরত্ব ও জীবত্বের নিমিত্ত। স্বয়ং সিদ্ধ হইলে অবিদ্যার কার্য্যকারিণী শক্তিরূপ সত্তা অর্পিত হয়; সুতরাং অবিদ্যার প্রতি স্বাতন্ত্র্য হইয়া থাকে। ইহাই পরমেশ্বরভাব, আবার চৈতন্যের অবিদ্যাগত আভাস (চিদাভাস) দ্বারা তাহাতে (অবিদ্যাতে) আত্মত্বের আরোপ হয়, এইরূপে চৈতন্যেরও পারতন্ত্র্য হইয়া থাকে, ইহাই জীবত্ব। অতএব সেই একই চৈতন্য ভাবভেদে সাহঙ্কার ও নিরহঙ্কার জীবেশ্বরভেদে ভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই অভিপ্রায়ে পরে বলিবেন, "জীব অভিমন্তা অভিমানী এবং ঈশ্বর নিয়ন্তা।" এইক্ষণ এক অবিদ্যা কিরূপে অনেক জীবের প্রতিভাসহেতু অর্থাৎ জীবত্ব বিকাশের কারণ হয়? এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।—যেমন সামান্য বটবীজে অনেক

বটব্যক্তির উৎপাদনী শক্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ জানিবে, অর্থাৎ যেমন এক বটবীজ অনেক বটকারক সামর্থ্যবিশিষ্ট, অবিদ্যাও অনেক ক্ষেত্রে সেইরূপ অর্থাৎ এক অবিদ্যারই অনেক জীবহেতুত্ব জানিবে। এই স্থলে বটশব্দে ক্ষেত্র কথিত হয়, অর্থাৎ বটবৃক্ষের ন্যায় বিপ্রসৃত বিস্তৃত বহুভাবে বিতত ও প্রাণিগণের উপজীব্যত্বহেতু মহাভূতাত্মকক্ষেত্রে বটশব্দপ্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। অতএব অনেক জীবের উপাধি-ভূত অনেক ক্ষেত্রশক্তিমত্তা হেতু এক অবিদ্যাও অনেক জীবের প্রতিভাসহেতু হইতে পারে॥ ৪॥

তদ্‌যথা বটবীজসামান্যমেকমনেকান্ স্বাব্যতিরিক্তান্ বটান্ স্ববীজানুৎপাদ্য তত্র তত্রে চ সম্পূর্ণং সন্তিষ্ঠতি এবমেবৈষা মায়া স্বাব্যতিরিক্তানি পরিপূর্ণানি ক্ষেত্রাণি দর্শয়িত্বা জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি॥ ৫॥

এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, শক্তি ও শক্তিমানে অনেক অবিদ্যা স্বীকৃত হইয়া পড়ে। বাস্তবিক তাহা অনুপপন্ন, যেহেতু, অবিদ্যাসকলের বিষয় ও আশ্রয়ভেদে ভেদনিরূপণ নাই। যদি শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ (ঐক্য) স্বীকার কর, তাহাতেও শক্তিমাত্রস্বরূপ বলিলে তাহাতে অবিদ্যাপ্রসঙ্গ হয়। আবার শক্তিমান্‌মাত্রে স্বীকার করিলেও একই অবিদ্যাবশে একই জীব হয। সুতরাং অনন্ত জীবপ্রতিভাস অসঙ্গত ও ভেদাভেদ পক্ষও অনুপপন্ন হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সত্য বটে, এই অনুপপত্তি ঘটে, পরন্তু বটবীজ সামান্যেও এই অনুপপত্তি আছে, অতএব এ স্থলেও এইরূপ জানিতে হইবে। শক্তি ও শক্তিমানের

অভেদপক্ষ আশ্রয় করিয়াই মীমাংসা করিতে হইবে। যেমন এক বটবীজ জাতিই স্বাভিন্ন অনেক বট উৎপাদন করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে, এইরূপ অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াও স্বাব্যতিরিক্ত পরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল দর্শাইয়া চিদাভাস দ্বারা জীবেশ্বরের সৃষ্টি করে। 'স্বাব্যতিরিক্ত' উক্তি দ্বারা বটবীজসামান্যের সহিত কার্য্যভূত বটের শক্তি দ্বারা ঐক্য প্রদর্শিত হইল। 'স্ববীজ' শব্দে এক একটি বটের বটবীজসামান্যের মত পূর্ণশক্তি, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। এক একটি বটের মধ্যে একমাত্র বটসামান্য (সত্ত্ব) পূর্ণাত্মার অবস্থিত, ইহা 'তত্র তত্র' শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এক অবিদ্যার মায়াময়ত্বরূপে অনেক জীবাদিবিকাশের সামর্থ্য দেখাইয়া এইক্ষণ চৈতন্যের মায়াধর্ম্মাধ্যাস দ্বারা জীবাদিভাবে ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। যাঁহারা অবিদ্যায় (বুদ্ধিতে) প্রতিবিম্বিত চৈতন্যে অভেদজ্ঞানে (বুদ্ধিতে) তাহাতে অহংভাব পোষণ করেন, তাঁহারাই জীবপদবাচ্য। কিন্তু যিনি ঐ চিদাভাসের সাক্ষিভাবে অবস্থিত, নিরহঙ্কার, কেবল, অয়স্কান্ত-সান্নিধ্যে লৌহবৎ স্বসত্তামাত্রে সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই ঈশ্বর। অথবা মায়ার বিচিত্র কার্য্যভেদের নিয়ামকরূপের আভাস দ্বারা ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই রূপাভিমানী চিদাভাস ঈশ্বরস্বরূপ হয়। পরন্তু বিশেষ এই, আভাসপ্রাধান্যেই অনেক জীবত্ব সিদ্ধ, ইহাই জীবেশ্বরভাব। বাস্তবিক জীবেশ্বরভেদকল্পনার পূর্ব্বে একই জড়শক্তি (তমঃশক্তি) জীবেশ্বরভেদ এইরূপে সম্পাদন করিয়া ঈশ্বরের মায়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্যহেতু ঈশ্বরাশ্রিত মায়া জীবের অবিদ্যাধীনতাহেতু জীবাশ্রিত অবিদ্যা নামে বিভক্ত হয়। বস্তুতঃ অবিদ্যা ও মায়া একই ॥ ৫ ॥

সৈষা চিত্রা সুদৃঢ়া বহ্বঙ্কুরা স্বয়ং গুণাভিন্নাঙ্কুরেষ্বপি গুণাভিন্না সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপিণো চৈতন্যদীপ্তা ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অবিদ্যানিমিত্তই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ হইয়া থাকে, এবং যেই অবিদ্যানিমিত্ত জগৎপ্রতিভাস, ইহা প্রতিপাদন করিতে সৎকার্য্যবাদ আশ্রয় পূর্ব্বক জগতের স্থিত্যাদিকালে যে ভেদপ্রতীতি হয়, তাহা অবশ্য কোন সূক্ষ্ম কারণে মায়ায় অবস্থিত, সুতরাং মায়ার বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে জগদাকারে অবস্থানবিষয়ে মায়ার সামর্থ্য দর্শাইতেছেন।—এই মাযা অসতী, ইহার জন্য ভাবনা কি, এই বিবেচনা করিয়া সেই মায়ার নিবৃত্তিসাধনে অনাদর করিবে না। ঐ মায়া সুদৃঢ়া, অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা উচ্ছেদ করা যায় না। এইরূপে মায়ার কারণত্ব উপপাদন করিয়া ঈশ্বর-সন্নিধানে সেই মায়া অনেক প্রকার হয় অর্থাৎ ঈশ্বরের ঈক্ষণরূপে পরিণাম পাইয়া থাকে, অতএব তাহাকেই বহ্বঙ্কুরা বলা যায়। এই অঙ্কুরশব্দে ঈক্ষণাত্মক ধ্যানাত্মক প্রথমকার্য্যই জ্ঞাতব্য, যেহেতু, পরে পৃথক্ভাবে ভূতাদিসৃষ্টি কথিত হইবে। বার্ত্তিককারও অঙ্কুরের বহুরূপত্ব বলিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের করুণাপ্রেরিত বিচারজ্ঞানেচ্ছা ঈক্ষণাদির উপচয়ে অন্নাদিরূপে পরিণত হয়। মায়ার কার্য্যেব প্রকাশ, চলন ও আবরণনির্ব্বাহার্থ সত্তার ত্রিগুণময়ত্ব জানিবে। এই মায়া স্বয়ং গুণাভিন্না, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা আর চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক, চলচ্ছক্তি ও চৈতন্যাচ্ছাদক বলিয়া স্বয়ং মায়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকাও জানিবে। সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কার্য্য

সকলেও সত্ত্বাদিগুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সত্ত্বাদিগুণত্রয় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব এই ত্রিমূর্ত্তির তিন শরীর। অতএব সকল কার্য্যই ত্রিমূর্ত্ত্যাত্মক জানিবে, বাস্তবিক সমস্ত জগৎ ঈশ্বররূপে দ্রষ্টব্য, অর্থাৎ মায়া ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরূপিণী। মায়ার ঐ ত্রিমূর্ত্তিধারণে যোগ্যতা এই যে, সে চৈতন্যোদ্দীপ্তা অর্থাৎ চৈতন্যের শক্তিতেই তাহার শক্তি ॥ ৬ ॥

তস্মাদাত্মান এব ত্রৈবিধ্যং সর্ব্বত্র যোনিত্বমপ্যভিমন্তা জীবো নিয়ন্তেশ্বরঃ সর্ব্বাহংমানী হিরণ্যগর্ভস্ত্রিরূপ ঈশ্বরবৎ ব্যক্তচৈতন্যঃ সর্ব্বগো হ্যেষ ঈশ্বরঃ ক্রিয়াজ্ঞানাত্মা ॥ ৭ ॥

যেহেতু, আত্মব্যতিরেকে মায়া নামে কেহ নাই, অতএব আত্মাই স্বীয় স্বরূপে কল্পিত মায়াশ্রিত সত্ত্বাদি আভাস দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতপদার্থের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ে ত্রিমূর্ত্ত্যাত্মক হইয়াছেন। অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি অধিকৃত, তন্মধ্যে ব্রহ্মা স্বীয়রূপে কল্পিত মায়ার রজঃপ্রধানোপাধিক আত্মা, ঐরূপ মায়ার সত্ত্বপ্রধান গুণোপাধিক আত্মা বিষ্ণু ও তমঃপ্রধানগুণোপাধিক আত্মা মহেশ্বর নামে কথিত; কিন্তু পরমাত্মা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি-শরীর কারণাত্মা সর্ব্বেশ্বর। এই পরমাত্মা সকলের যোনি, অর্থাৎ আত্মাতে সকলের উৎপত্তি হয়। এইরূপে ঈশ্বরের মধ্যে ভেদও যে মায়ানিমিত্তক, তাহা প্রতিপাদন করিয়া জীবেশ্বরের ভেদেও যে মায়াই নিমিত্ত, ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে তাহাই অভিব্যক্ত করিতেছেন। অভিমানী আত্মাই জীব, নিয়ন্তা, ঈশ্বর

এবং হিরণ্যগর্ভ জীবসমষ্টি আত্মা। তাহার কারণ, তিনি সকল জীবে অহংমানী। তিনিই উক্ত ত্রিমূর্ত্তিধারী, আর এই হিরণ্যগর্ভ ও জীববিশেষে প্রভেদ এই, জীব সাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীরাভিমানী আত্মা, হিরণ্যগর্ভের আত্মা এই বিশ্বস্থ জাবাভিমানী। অর্থাৎ বিশ্বই তাঁহার শরীর, এই অভিমান পোষণ করেন। তবে তাঁহার জীবত্ব সত্ত্বেও ঈশ্বর নামে ব্যবহার হয় কেন? ইহা বলিতে পার। তিনি স্বতই নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, এই ঈশ্বরাত্মজ্ঞানাধীন তাঁহার ঈশ্বরত্নপত্ব। এই জন্য হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরবৎ বলা যায়, অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন নিত্যাভিব্যক্ত চৈতন্যস্বভাব, ইনিও সেইরূপ জানিবে। অথবা ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সুতরাং হিরণ্যগর্ভের আত্মাতেও ঈশ্বরের নিয়ন্তানতা আছে, অতএব তাঁহাতেই ঈশ্বরব্যপদেশ হয়। যেহেতু, এই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। হিরণ্যগর্ভে স্বয়ং চৈতন্যাভিব্যক্তির আতিশয্য হেতু বলিবার জন্য তাঁহার স্বরূপ বলিতেছেন, এই হিরণ্যগর্ভ ক্রিয়া ও জ্ঞানাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, সমষ্টিরূপা স্বচ্ছজ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, এই সকলই ইঁহার শরীর। সূর্য্যমণ্ডলে তেজের ন্যায় হিরণ্যগর্ভেও ব্রহ্ম নিত্যাভিব্যক্ত আছেন ॥ ৭ ॥

সর্ব্বং সর্ব্বময়ং সর্ব্বে জীবাঃ সর্ব্বময়াঃ সর্ব্বাবস্থাসু তথাপ্যল্লাঃ স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোষাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্য মূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহরন্নাস্তে মায়য়ৈব ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে হিরণ্যগর্ভের সর্ব্ববস্তুতে অহংমানিত্ব ও হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ বলিয়া অন্যান্য জীবেরও সর্ব্বাভিমানিত্ব কথনার্থ

সর্ব্বাভিমানোপাধি জীবের যে সর্ব্বাত্মত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছেন। মায়ারূপত্বহেতু সকল বস্তুতে অহংমানিত্ব সিদ্ধ আছে। আর সকল অবস্থাতে অর্থাৎ অতি অল্প বিবেককালেও সকল জীবই সর্ব্বময়, যেহেতু, সকল জীবের সকল অবস্থাতে এক সন্মাত্র কারণে সেই কারণীভূত সৎ পৃথিব্যাদি জাতি রূপে কারণাত্মার মত বিশ্বব্যাপ্ত আছে, সূক্ষ্ম শরীর ও সূক্ষ্ম পৃথিব্যাদি জাতি অভিন্ন, তাহাতে জীবের অভিমান স্বাভাবিক, পরন্তু মূঢ়গণের সেই পৃথিব্যাদি জ্যাতির অন্তঃপাতী স্থূলশরীরে অভিমানোদয় বশতঃ জাগ্রতৎস্বপ্নদশায় ঐ সর্ব্বময় ভাব অস্ফুটভাবে থাকে। সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে স্থূলশরীরাভিমান নিবৃত্ত হইলে পরিপূর্ণ সর্ব্বজাত্যভিব্যক্ত সৎস্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহাতে অহং সর্ব্বোহং ভাবের উদয় স্বাভাবিক, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। অতএব সকল অবস্থায় সর্ব্বময়ত্ব-কথন যুক্তিযুক্ত। জীবমাত্রই সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ফলভোগের অধিকারী, সুতরাং সর্ব্বোহাভাবে সর্ব্বজীবের সর্ব্বময়ত্ব-লাভ যুক্তিসঙ্গত। তাহা না হইলে কোনরূপেও হিরণ্যগর্ভাদিভাব সম্ভবিতে পারে না। কখনও অসৎপদার্থের উপপত্তি হয় না, এই জন্য পূর্ব্বে সর্ব্বোহংভাব হিরণ্যগর্ভের মানিতেই হইবে। যদিও এইরূপে সর্ব্বাবস্থাতেই সকল জীব স্বাভাবিক অবিদ্যাশরীর-ধারিত্ব নিবন্ধন সর্ব্বময় হইতে পারে, তথাপি অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ সপ্তদশ লিঙ্গশরীর বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও জ্ঞানকর্ম্মবশতঃ পরিচ্ছিন্ন হয়। আর যখন পরিচ্ছিন্ন স্থূলশরীরে সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়, তখনই অভিমানী জীবের অল্পাভিমানিত্ব আসে, এই অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে। যদিও জীব সকল অবস্থাতে সর্ব্বময় হউক,

তথাপি তাহারা ক্ষুদ্র, অর্থাৎ যেমন সর্ব্বময়, তেমনই ক্ষুদ্র বটে। পরন্তু সৃষ্টিবিশেষকথন পূর্ব্বক জীবের সৃষ্টি মধ্যে প্রবেশ ব্যবহার প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমতঃ সৃষ্ট্যাদির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। সেই সুষুপ্তিস্থ কারণাত্মা, যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বলা হইয়াছে, তিনি অথবা ঈশ্বররূপ অন্তরাত্মা অপঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি ভূত সকল সৃষ্টি করিয়া সেই ভূত হইতে ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে ক্রমশঃ পঞ্চী করণপূর্ব্বক বিরাট্, পরে সেই সেই কারণ হইতে অগ্ন্যাদি দেবতা এবং ব্যষ্টিরূপে অন্নময়াদি কোষ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট জগতে প্রবেশপূর্ব্বক অর্থাৎ সেই শরীরে বিশেষাভিব্যক্তি দ্বারা ব্যবহার-যোগ্যতা পাইয়া বস্তুতঃ অমূঢ় হইয়াও অর্থাৎ স্বীয় মহিমাতে অবস্থিত হইয়াও মূঢ়বৎ, অর্থাৎ মিথ্যারূপী পরিচ্ছেদ (শরীর)-অভিমান দ্বারা লৌকিক ব্যবহার আমি কর্ত্তা, ভোক্তা দেবদত্ত, দেব মনুষ্য ইত্যাদি করত বর্ত্তমান থাকে। এক মায়া দ্বারাই এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে। আত্মা স্বয়ং কাহারও সৃষ্টি করেন না, অতএব সৃষ্টি, সৃজ্য ও তাহাতে প্রবেশ ইত্যাদি ব্যবহার সকলই মিথ্যারূপ ৮॥

তস্মাদদ্বয় এবায়মাত্মা সন্মাত্রো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুরদ্বয় আনন্দঃ পরঃ প্রত্যগেকরসঃ প্রমাণৈরে-তৈরবগতঃ সত্তামাত্রং হীদং সর্ব্বং সদেব পুরস্তাৎ সিদ্ধং হি ব্রহ্ম ন হ্যত্র কিঞ্চনানুভূয়তে ॥ ৯ ॥

এইক্ষণ মায়াময় সৃষ্টিকথনের উদ্দেশ্য বলা হইতেছে।—এই আত্মা অদ্বয়। পূর্ব্বে যে উক্ত আছে, এক আত্মাই অদ্বিতীয়, তাহা সৃষ্টি ও

স্থূল এই উভয়ই মায়াময় বিধায় বাস্তবিক অসত্ত্বহেতু সিদ্ধ, অতঃপর অদ্বয় আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন।—ইনি সন্মাত্র, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সত্য, মুক্ত, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, আত্মানন্দ, পরম ও একরস। পুনশ্চ অদ্বিতীয়ত্ব প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইল, প্রমাণ দ্বারাই আত্মার এই সকল রূপ অবগত হওযা যায়। প্রত্যগাত্মাদি প্রমাণ দ্বারা এবং সন্মাত্রত্বাদি হেতু দ্বারা সন্মাত্র নিত্য ইত্যাদিরূপে আত্মাকে জানিবে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহই উক্তরূপ আত্মার বোধক। যথা—দ্বৈতসিদ্ধির পূর্ব্বেই স্বপ্রকাশমান কেবল চিন্ময়ের অনুভব হয়। সন্মাত্রত্বাদির বাধক প্রত্যক্ষ দৃশ্যত্ব, পদার্থত্ব প্রভৃতি হেতু দ্বারা চিন্মাত্রব্যতিরিক্ত বস্তুর মিথ্যাত্বসাধক অনুমান হয়। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, প্রজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদি আগমপ্রমাণ জগতের সদাদিরূপে প্রতিভাসের তাদৃশ ব্রহ্মস্বীকার ব্যতিরেকে অনুপপত্তি ও শ্রুতির অনুপপত্তিতে সর্ব্বদ্বৈতসিদ্ধির পূর্ব্বে দ্বৈতানুপলব্ধিরূপ অভাব, এই সকল প্রমাণ দ্বারা আত্মা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যখন আত্মার সন্মাত্রত্ব সাধিত হয়, তখন সন্মাত্রত্বাদি দ্বাদশ হেতু দ্বারা তাহা সাধন করিবে। আর যখন শুদ্ধত্বাদি সাধিত হইবে, তখনও সন্মাত্রাদি দ্বাদশ হেতুতে তাহাই সাধিত করিবে, এইরূপে শ্রুতি-উক্ত সন্মাত্রত্বাদি ধর্ম্মের পরস্পর কার্য্য কারণভাব উক্ত হইয়াছে। পরন্তু শ্রুতি স্বয়ংই যুক্তি ও অনুভব দ্বারা আত্মার সন্মাত্রতা সাধন করিতেছেন, সত্তার সর্ব্বত্র অনুগম হেতু অর্থাৎ সকল বস্তুতেই সত্তার উপলব্ধি হেতু সকলই সত্তামাত্র জানা যায়। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, সত্তাজাতিস্বরূপ এবং জাতিমাত্রই ব্যক্তিসাপেক্ষ, তবে কিরূপে সকলই সত্তামাত্র হইতে পারে? কারণ

ব্যক্তি দ্বারাই দ্বৈতাপত্তি। এই আশঙ্কা করিয়া সন্মাত্র কারণ স্বাব্যতিরিক্ত সত্তার অভিন্ন সৎস্বরূপ কার্য্য উৎপাদন করিয়া তদনুগত হইয়া আছে, তাহা দ্বারাই সত্তা জাতিসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। সুতরাং কার্য্যের কারণস্বরূপতা হেতু তাহাতে কারণীভূত সত্তার উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত, অতএব সত্তা জাতি নহে অর্থাৎ সত্তার জাতিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক; কিন্তু কারণরূপ সত্তামাত্র। যদিও সেই মায়া বিচিত্র-শক্তিময়ী, এইরূপে পূর্ব্বে মায়ার বিচিত্রতা উক্তিহেতু কারণেরও বিচিত্রতা অবগত হওয়া যায়, সুতরাং 'এক সৎস্বরূপ' এই উক্তি অসঙ্গত মনে হয়, তাহা নহে। বাস্তবিক ব্রহ্ম কারণ হইতেও অতিরিক্ত, তাহার কারণ, চৈতন্য সর্ব্বসাক্ষী অর্থাৎ যাহা জগতের কারণ, তাহার সাধক সৎ চৈতন্যই। যেহেতু, চিত্তে চৈতন্যাকারে কারণের উপলব্ধি হয় না, অতএব কারণের সত্ত্ব অসম্ভব। অতএব ব্রহ্মই সৎ। পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই সিদ্ধ আছে, পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুর কালাদি পরিচ্ছেদকের অভাবে প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ করিতেছেন। এই পূর্ব্বসিদ্ধ চিন্মাত্র আত্মাতে সত্ত্বব্যতিরিক্ত কিছুই আত্মনিষ্ঠ কালাদিপরিচ্ছেদক নাই, সুতরাং আত্মার ব্রহ্মত্ব উপপন্ন হইতেছে ॥ ৯ ॥

নাবিদ্যানুভবাত্মনি স্বপ্রকাশে সর্ব্বসাক্ষিণ্যবিক্রিয়েঽদ্বয়ে পশ্যতেহাপি সন্মাত্রং সদন্যৎ সত্যং হীত্থং পুরস্তাদযোনিঃ স্বাত্মস্থমানন্দচিদ্ঘনং সিদ্ধং হ্যসিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

যদিও পূর্ব্বে চৈতন্যে অবিদ্যা দর্শিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে ত পরিচ্ছেদকাভাব হইতে পারে না? তাহাও নহে, যেহেতু,

প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যে অবিদ্যা নাই, উহা কল্পনামাত্র। কারণ, আত্মার অনুভূতিস্বরূপ অবিদ্যাসম্পর্ক কোথায়? অর্থাৎ অনুভূতি যদি অপর দ্বারা প্রকাশ্য হইত, তবে কখনও তদ্বিষয়ে অবিদ্যা বা অজ্ঞান সম্ভব হইতে পারিত না; বাস্তবিক অনুভব পরপ্রকাশ্য নহে; তাহাতে বাধা এই যে, অনুভবই উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব অনুভূতি স্বপ্রকাশ বিধায় অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যের তাহাতে প্রসক্তি নাই। এই জন্য আত্মার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়ে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বলা হইল। স্বপ্রকাশমান আত্মাতে যদি পরমার্থরূপে অজ্ঞান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মার বিনাশও স্বীকার করিতে হয়। কেন না, নাশ ব্যতিরেকে নিজেতে স্বপ্রকাশের অজ্ঞান হইতে পারে না অথচ তন্নাশও অনুপপন্ন। এই জন্য সর্ব্বসাক্ষী বলা হইল অর্থাৎ সেই আত্মা সর্ব্বসাক্ষী এবং সাক্ষী ব্যতিরেকে নাশাদিরও সিদ্ধি নাই। এই স্থলে আশঙ্কা হয় যে, পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাই সমস্ত জগতের কারণ, তদ্ভিন্ন অপরের কারণত্বসম্ভব নাই এবং সর্ব্বদা কার্য্যেরই কারণে স্থিতি হইয়া থাকে, তবে কিরূপে পূর্ব্বে অদ্বয়ত্ব হইতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, বাস্তবিক আত্মার কারণতা নাই, কিন্তু মায়া দ্বারাই আত্মার কারণতা জানা যায়, অতএব অবিক্রিয় আত্মাতে কোন পরিচ্ছেদক নাই, সেই আত্মা অবিক্রিয়। পরন্তু কার্য্যকারণভাবের ন্যায় জগতের সহিত আত্মার গুণগুণিত্ব, অংশাংশিত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মিভাব এবং দশাদশিভাবও নাই, অতএব আত্মার কোনই পরিচ্ছেদক দেখা যায় না, বাস্তবিক আত্মা অদ্বয়। কেবল যে পূর্ব্বেই সকলের সন্মাত্র অনুভূত হইতে পারে, তাহা নহে, কিন্তু

পরেও ব্যবহারকালে তাহা হইতে পারে, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রতিভাস-সময়েও সন্মাত্রতাপ্রতীতি হয়। যদি বল, ব্যবহারকালে সকলের কেবল সৎস্বরূপ ও কেবল বিশেষধর্ম্মও তৎকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই আশঙ্কায় ব্যবহারকালীন বিশেষ ধর্ম্মের বাস্তবিক অসত্ত্ব বলিতেছেন। যদি বিশেষ ধর্ম্ম সৎ হইতে অন্য হয়, তবে তাহার অসত্ত্ব নিশ্চিতই, আবার সেই বিশেষ ধর্ম্ম সদ্রূপ হইলে সুতরাং বিশেষ ধর্ম্ম অসৎ অর্থাৎ তাহার বিভিন্নরূপে প্রকাশের অভাবে সত্তা নাই। যদি প্রকাশের অভাবে বিশেষের অসত্ত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে সন্মাত্রেরও ভাণাযোগহেতু অসত্ত্ব হইয়া উঠে। তাহাও নহে, যেহেতু আত্মাই সত্য, কারণ, আত্মা সর্ব্বকল্পনার সাক্ষী ও আত্মাই কল্পনাকারী বলিয়া তাহার (অকল্পিত সন্মাত্রের) সর্ব্বপ্রাণিকল্পনা পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে। অতএব আত্মার অসত্ত্ব শঙ্কা করা উচিত নহে। এইক্ষণ যদি বল, আত্মা সর্ব্বকল্পক বিধায় পূর্ব্বসিদ্ধ হইলে দ্বৈতকারণতারূপে পুনর্ব্বার দ্বিতীয় সতের প্রাপ্তি হইতেছে, তাহা নহে, যেহেতু, পরমার্থরূপে আত্মার কল্পকত্ব নাই, ইনি অযোনি। যদিও পুনঃ পুনঃ সকলই সন্মাত্র, এইরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে, তথাপি আমি সন্মাত্র অনুভব করিতেছি না, কিন্তু জগতে ঘটপটাদির যে সত্তা দেখিতেছি, এই আশঙ্কাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, তুমি বহির্ম্মুখ, অন্তরে সন্মাত্রান্বেষণ তোমার করণীয়, তুমি সন্মাত্রকে চিনিতে পার নাই, যেহেতু স্বমহিম প্রত্যগাত্মাতেই সন্মাত্র স্থিত আছে, ঘটপটাদিতে স্থিত নহে, অর্থাৎ সন্মাত্রকে স্বাত্মস্থ জানিবে। আবার ইহাও সত্য যে, কোনরূপ দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলে সুখানুভব হইতে পারে

না। অতএব এই সদ্রূপানুভব পুরুষার্থ নহে, কিন্তু তাহা অনুসন্ধানসাপেক্ষ অর্থাৎ আত্মা আনন্দময় ও চিদ্ঘন, অর্থাৎ আত্মা স্বয়ংই আনন্দানুভবাত্মক ও একরস, ইহাই জ্ঞাতব্য। যেহেতু আত্মা সর্ব্বসাক্ষী বলিয়া পূর্ব্বেই অপরোক্ষরূপে স্বয়ং সিদ্ধ আছেন, অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষিরূপে আত্মাকে প্রত্যক্ষই করা যায়; অতএব তাঁহার সত্ত্ব, চিন্ময়ত্ব ও আনন্দস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এইক্ষণ যদি বল, আত্মার সত্ত্বাদি যদি সিদ্ধ, তবে নিশ্চয়ই কোন স্বরূপ-ব্যতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারাই উহা সিদ্ধ হইয়াছে অতএব প্রমাণসাপেক্ষতা হেতু আত্মায় সত্ত্বাদির স্বাতন্ত্র্য নাই, এবং সে কারণ আত্মা আনন্দরূপ ও অনুভূতিস্বরূপ নহে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু, আত্মা প্রমাণেরও সাধক, প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ নহে, ইহা প্রমাণবিষয় নহে, অতএব আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও আনন্দরূপত্ব জানা যাইতেছে। আত্মার আনন্দময় সত্ত্বাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ নহে॥১০॥

তদ্বিষ্ণুরীশানো ব্রহ্মান্যদপি সর্ব্বং সর্ব্বগং সর্ব্বম্ অতএব শুদ্ধোঽবাহ্যস্বরূপো বুদ্ধঃ সুখরূপ আত্মা ন হ্যেতৎ নিরাত্মকমপি নাত্মা পুরতো হি সিদ্ধো ন হীদং সর্ব্বং কদাচিদাত্মা হি স্বমহিমস্থো নিরপেক্ষ এক এব সাক্ষী স্বপ্রকাশঃ॥ ১১॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে, বিষ্ণু, ঈশান প্রভৃতি মূর্ত্তিপ্রাপ্তি বা বিষ্ণ্বাদি দেবতার তাদাত্ম্য বা স্বরূপলাভেই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। সৎস্বরূপতালাভ কিরূপে পুরুষার্থ হইতে পারে? এ আশঙ্কা কিছুই নহে, যেহেতু, মূর্ত্তি পুরুষের লক্ষই নয়। মূর্ত্তিসকল মায়াময়গুণ বিধায় কল্পিতরূপিণী বলিয়া উক্ত আছে, ব্রহ্মব্যতিরেকে

এই সকল মূর্ত্তির সত্ত্ব নাই, অতএব আত্মভাবেই পরমপুরুষার্থ, ইহাই কথিত হইতেছে। বাস্তবিক বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দেরও সন্মাত্রতাই মুখ্যার্থ, অর্থাৎ বিষ্ণু প্রভৃতি বলিলে আত্মাকেই অবগত হইতে হইবে। কারণ, এক আত্মাই সর্ব্বময়, পৃথিবীতে যাহা কিছু ব্যবহারবিষয়ীভূত কাম্য বা লক্ষ্য আছে, সমস্তই আত্মা। কারণ, আত্মাই সর্ব্বগ অর্থাৎ স্বীয় মায়া দ্বারা সকলকে প্রকাশ করেন, সৃজন করেন, স্থাপন করেন ও সংহার করেন, বিষ্ণ্বাদি মূর্ত্তির সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা। পরন্তু "এই সকলই সত্তামাত্র, এই উপক্রমে সর্ব্বগ" ইত্যন্ত সন্দর্ভে সন্মাত্র আত্মস্বরূপই সকল, ইহা উপপাদন করিয়া সন্মাত্রের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মত্ব পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে, অতএব উপসংহারে বলিতেছেন, সকলই পূর্ণব্রহ্ম। এই স্থলে ত্বং-পদার্থের বিশেষণরূপে উক্ত পদগুলির প্রয়োগস্বরূপ অন্তরাত্মার সন্মাত্রাদি ব্রহ্মস্বরূপত্ব-কথনাভিপ্রায়ে অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার বিষয় বিচার করিতে গেলে তাহার ব্রহ্মত্বই প্রতীত হয়। এই সকল নিরূপণার্থ ই পরে সদাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মবিশেষণরূপে কথিত আছে, উদ্দেশ্য ব্রহ্মের সন্মাত্র উপপাদনার্থ উক্ত যুক্তি অপর পদার্থস্বরূপ প্রতিপাদনে অতিদিষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ উদাহরণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব জানা যাইতেছে যে, আত্মা শুদ্ধ, অবাহ্যস্বরূপ, অনুভূতি ও আনন্দ-স্বরূপ। পরন্তু শুদ্ধাদিশব্দ অন্যান্য ব্রহ্ম-লক্ষণের দিগ্‌দর্শনমাত্র জানিবে। "অবাহ্যস্বরূপ" এই কথায় সত্যপদার্থের উক্তি এবং আত্মা এই পদে অন্তরাত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে, আর আত্মত্ব হেতু দ্বারা আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব সাধিত হইতেছে। এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎ নিরাত্মক অর্থাৎ নিঃস্বরূপ নহে, কিন্তু সস্বরূপ। এই স্থলে আত্মা শব্দে স্বরূপ

বুঝিতে হইবে। স্বরূপ ও আত্মা একই পর্য্যায়ভুক্ত। যদি বল, তাহা হইলে দ্বৈত পদার্থ আত্মা সস্বরূপ হইল, তবে দ্বৈতের স্বরূপত্ব-রূপে সদ্ভাবহেতু আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব থাকিতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, যেমন দ্বৈতের অবশেষ হয়, আত্মার তাহা হয় না। অতএব দ্বৈতের আত্মা এইরূপ, আত্মত্বের দ্বৈতসাপেক্ষতা নাই, বাস্তবিক আত্মার আত্মত্ব নিরপেক্ষ, ইহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইযাছে, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতসিদ্ধির পূর্ব্বেই আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, ইহা প্রতিপন্ন হইযাছে, অতএব দ্বৈতের আত্মাই অদ্বৈত আত্মাব নিরপেক্ষ। পূর্ব্বে যুক্তি ও অনুভব দ্বারা দ্বৈতের অসত্ত্বসিদ্ধ হইলে তদ্বিরুদ্ধ দ্বৈতের আত্মাপেক্ষা পূর্ব্বে পরমার্থত্ব অসত্ত্ব সিদ্ধ আছে, এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন, কদাচিৎ এই জগতের কাহারও সত্তা নাই। এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, "পূর্ব্বেই সিদ্ধি আছে" এইরূপ উক্তি হেতু মনে হয়, আত্মারও সত্ত্বসিদ্ধি বিষয়ে কালাপেক্ষা আছে। তাহা নহে, আত্মার নিরপেক্ষত্ব, একত্ব, কল্পনাদি, সাক্ষিত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব হেতু অস্তিত্ব জানা যায়। কিন্তু আত্মভিন্নের তদ্বৈপরীত্য হেতু অসত্ত্বই অনুভূত হয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, আত্মা স্বীয় মহিমাবলে অবস্থিত আছেন, তিনি নিরপেক্ষ, এক, সর্ব্বসাক্ষী ও স্বপ্রকাশমান। পূর্ব্বে 'উপদ্রষ্টা' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মার ঐক্য উপদেশ করিয়া এক্ষণে অসঙ্গতির আশঙ্কা করত তৎপরিহারার্থ প্রত্যগাত্মা সকল ব্রহ্মলক্ষণ-লক্ষিত, এ জন্য ইহার ব্রহ্মত্ব যুক্তি দ্বারা সাধিত করিলেন ॥ ১১ ॥

কিং তন্নিত্যাম্ আত্মনোঽন্যত্র হ্যেব ন বিচিকিৎস্যমেতদ্ধীদং সর্ব্বং সাধয়তি। ১২ ॥

ব্রহ্মা উক্তপ্রকারে আত্মার উপপাদন করিলেও প্রকাশবিষয়ীভূত ব্রহ্মের অতি সূক্ষ্মতা হেতু দেবগণের পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হইল, তখন পুনর্ব্বার দেবগণ তৎপ্রত্যক্ষীকরণার্থ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধাদিরূপ আত্মভূত ব্রহ্ম উপদেশ করিলেন, ইহা কই? তাহার উপদেশ করুন। প্রজাপতি দেবতাদিগের প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর করিলেন, ব্রহ্ম পরোক্ষ নহেন, ইনি তোমাদিগের অন্তরেই আছেন। ইনি আত্মা। যদি আত্মাই ব্রহ্ম হইলেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম আত্মার অপরোক্ষ হইতেছেন, যেহেতু, সর্ব্বদাই সকলের অপরোক্ষ, তাহা হইলে কখনও কাহার সংসারপ্রতিভাস হইতে পারে না, অথচ দ্বৈতবুদ্ধি বা জগৎবিজ্ঞান ঘটিয়া থাকে, এ জন্য ব্রহ্মকে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলা হউক। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, ব্রহ্মের আত্মত্ববিষয়ে কোন সংশয় নাই, ব্রহ্মের আত্মত্ববিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ দেখা যায় না, আত্মানুভবকালেও সংসারপ্রতিভাস হেতু অসংসারী ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। দেবতাদিগের প্রকৃত আত্মানুভবের অভাবহেতু শঙ্কার কারণ ঘটে নাই, এমন নহে, যেহেতু তাঁহারা দেহাদিকেই আত্মস্বরূপে জানিয়া আত্মাকে অপরোক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন, পরন্তু শুদ্ধ নিরুপাধি ব্রহ্মরূপী আত্মাকে জানিতে পারেন নাই, অবধারণার্থ 'হি' শব্দে ইহাই জানা যাইল। এইক্ষণ যদি বল, ব্রহ্ম নাই এবং যদি থাকেন, তাহাও তটস্থ উদাসীন নিঃসম্পর্কে, তাহা আত্মার অন্তর্ভূত নহে, কিন্তু ঐ ব্রহ্মই জগতের কারণ বলিয়া শ্রুত আছে, আত্মার ঐ জগৎকারণত্ব দৃষ্ট হয় না, এই আশঙ্কায় উত্তর করিতেছেন, ব্রহ্ম এই আত্মস্বরূপই, যেহেতু, ব্যবহারকালে সকল দ্বৈতের সৃষ্টি-

স্থিতি-লয় করেন, আত্মভিন্নের সাক্ষিতাহেতু অচেতনত্ব এবং অচেতনের জগৎকারণত্ব অনুপপন্ন, অতএব কেবল জগৎকারণ ব্রহ্মের মুখ্যবৃত্তি দ্বারাই আত্মত্ব স্বীকার করিতে হয়, ইহা শ্রুতিস্থ 'হি' শব্দে প্রকাশিত হইল ॥ ১২ ॥

দ্রষ্টা দ্রষ্টুঃ সাক্ষ্যবিক্রিয়ঃ সিদ্ধো নিরবিদ্যো বাহ্যান্তরবীক্ষণাৎ সুবিস্পষ্টস্তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ১৩ ॥

এইরূপ যুক্তিতে ব্রহ্মের আত্মত্ব উপপাদন করিয়া পূর্ব্বোক্ত অন্বয়ব্যতিরেকচতুষ্টয় দ্বারা আত্মার ব্রহ্মত্বের মত সচ্চিদানন্দপূর্ণরূপতা অনুভব করাইবার জন্য দ্রষ্টৃ, দৃশ্য এবং সাক্ষিসাক্ষ্যের অন্বয়ব্যতিরেক উপলক্ষণভাবে (দিগ্‌দর্শনভাবে) দেখাইতেছেন। ব্রহ্মই সকলের দ্রষ্টা ইহাতে দ্রষ্টা, ও দৃশ্যের অন্বয়ব্যতিরেকোক্তি হইল। অর্থাৎ ব্রহ্ম দৃষ্টিরূপে সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু জগৎ দৃশ্যরূপে সর্ব্বত্র অনুগত নহে। যদি ব্রহ্ম দ্রষ্টা হইলেন, তাহা হইলে সেই ব্রহ্ম সুখদুঃখ প্রভৃতি সংসারধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারেন, তবে কিরূপে তাঁহার ব্রহ্মত্ব সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, এই দ্রষ্টা সুখদুঃখাদিধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, পরন্তু সুখদুঃখাদির সাধক সাক্ষী। ইহা বলিয়া সাক্ষী ও সাক্ষ্যের অন্বয়ব্যতিরেক দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্রষ্টা হইলে পরিণামী হইলেন, তাহা নহে কারণ, তিনি সর্ব্ববিকারের সাক্ষী বলিয়াই তাঁহাকে সাক্ষী বলা যায়; তবে কি ব্রহ্ম সর্ব্ববিকারের সাক্ষাৎ দর্শনকর্ত্তা? তাহাও নহে, কারণ, তাহা হইলে বিকারিত্বরূপে সাক্ষিত্বের অসম্ভব হয়। তিনি সর্ব্ববিকারসাক্ষী হইয়াও অবিক্রিয়। আর সেই সাক্ষী কে? এই প্রশ্নও উঠিতে

পারে না, যেহেতু, ব্রহ্ম পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ বস্তুর প্রশ্ন অলীক কিম্বা 'আমরা জানি না', ইহাও বলা যায় না, কারণ, তিনি নিরবিদ্য, অর্থাৎ ব্রহ্মের কোনরূপ অবিদ্যা নাই, যেহেতু তিনি বাহ্য কার্য্য এবং আন্তর কারণ উভয়ই দর্শন করিতেছেন। তবে কি কার্য্যকারণদর্শী হইলেও দর্শনকর্ত্তার স্বস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞান হয় না? না, তাহা হয় না। সাক্ষী সর্ব্বসাধকভাবে সকলের পূর্ব্বে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন; সুতরাং সংসারের কারণ অজ্ঞানের সাধক বলিয়া সেই অজ্ঞানের পরবর্ত্তী সুস্পষ্ট প্রত্যগাত্মরূপে বিদ্যমান আছেন॥ ১৩॥

ব্রূতৈষ দৃষ্টো বেতি দৃষ্টোঽব্যবহার্য্যোঽপ্যয়ো নান্যঃ সাক্ষ্যবিশেষো নান্যঃ॥ ১৪॥

এইরূপে আত্মোপদেশ করিয়া প্রজাপতি দেবতাদিগের মনোভাব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি যে অদ্বয় আত্মার উপদেশ করিলাম, তাহা তোমরা দেখিতে পাইয়াছ কি না, তাহা বল।" দেবগণ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যাভাসকে আত্মা মনে করিয়া বলিলেন, আমরা আত্মাকে জানিয়াছি। অনন্তর ব্রহ্মা ইঙ্গিতে তাঁহাদিগের ভ্রান্তিজ্ঞান জানিয়া সেই মিথ্যাজ্ঞান নিরসনার্থ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, তোমরা আত্মা কিরূপ জানিয়াছ?" প্রজাপতির এই বাক্য শুনিয়া দেবগণ বলিলেন, "আত্মা অব্যবহার্য্য, অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যাভাস ও চৈতন্যসদৃশ; সুতরাং "তিনি এইরূপ" এই প্রকারে ভাষা দ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পুনর্ব্বার দেবগণ শুদ্ধান্তঃকরণতাপ্রযুক্ত নিজেদের অনুভব এবং প্রজাপতি কর্ত্তৃক উক্ত আত্মলক্ষণ

পুনরায় বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিগত আত্মস্বরূপে পরিগৃহীত চৈতন্যাভাসের পরিচ্ছিন্নত্ব বা সসীমত্ব দোষ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যদিও আত্মা দৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি ব্যবহার্য্য নহেন। তথাপি পরিচ্ছিন্ন আত্মা আমাদিগের নিকট প্রকাশ পাইতেছেন। দেবগণ প্রজাপতিকে এইরূপ বলিলে তিনি প্রকৃত আত্মার অল্পত্ব, সঙ্কীর্ণত্ব বা অব্যাপকত্ব নিরাস করিতেছেন। বাস্তবিক আত্মা অল্প নহেন, তিনি অনল্প ও অল্পের সাক্ষী। কারণ, তিনি সর্ব্বসাক্ষী, যেহেতু, তাঁহার বিশেষান্তর নাই। তথাপি আশঙ্কা হইতেছে যে, দেহান্তরে এইরূপ অন্য আত্মা আছে, অতএব আত্মা সজাতীয়, দ্বিতীয়সহিত ও পরিচ্ছিন্ন। এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ, দেহান্তরের আত্মা এতদ্দেহগত আত্মা হইতে অন্য নহে অর্থাৎ রামের আত্মা ও শ্যামের আত্মা একই—কেবল উপাধিভেদ মাত্র ॥ ১৪ ॥

অসুখদুঃখোঽদ্বয়ঃ পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞোঽনন্তোঽভিন্নোঽদ্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যদিচ সুখী, দুঃখী, ইত্যাদি ব্যবস্থার জন্য প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা অবশ্যই স্বীকার্য্য, তাহা নহে। কারণ, সুখদুঃখাদি আত্মধর্ম্ম নহে; সুতরাং সুখদুঃখভেদ বিভিন্ন আত্মার সাধক হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে কথিত হইতেছে, আত্মা সুখদুঃখরহিত। আর সর্ব্বদেহে আত্মার একত্ব স্বীকার করিলেও তাহার অনুসন্ধানাদি প্রসঙ্গ হয় না। কারণ, অনুসন্ধানাদি আত্মধর্ম্ম নহে। এই নিমিত্তই আত্মাকে অদ্বয় বলা যায়। তথাপি যদি বল, পরমাত্মা প্রত্যগাত্মা হইতে অন্য, ইহাও বলিতে পার না যেহেতু, শ্রুতি বলিতেছেন আত্মাই পরমাত্মা। অবশ্য এ কথা বলিতে পার যে, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ এবং আত্মা অল্পজ্ঞ।

অতএব আত্মা কিরূপে পরমাত্মা হইতে পারেন? কিন্তু ইহা দোষাবহ নহে। যেহেতু, আত্মাও পরমাত্মার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব বলিতে সর্ব্ববুদ্ধি সাক্ষিত্ব চিদ্রূপত্বই, ইহা চিন্মাত্ররূপ আত্মার একই কথা। আর সর্ব্বেশ্বরত্ব অর্থে সর্ব্বসন্নিধিমাত্রে সর্ব্বপ্রবর্ত্তকত্ব, এজন্য আত্মা পরমাত্মার তুল্য। কেন না, আত্মা বুদ্ধির সন্নিহিত হইয়া বুদ্ধির প্রবর্ত্তক। অতএব আত্মা অপরিচ্ছিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল। এই নিমিত্তই তাঁহাকে অনন্ত বলা যায়। যদিও আপাততঃ দেখা যায় যে, সাক্ষী আত্মার অবশ্য সাক্ষ্যসদ্ভাবহেতু বিজাতীয় দ্বৈতপ্রসক্তি ঘটিতেছে, সুতরাং ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলা যায় কিরূপে? ইহা দোষাবহ নহে, কারণ, সাক্ষ্য সকলই কল্পিত, অতএব আত্মাই একমাত্র অদ্বিতীয় ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বদা সংবিত্তির্ম্মায়য়া নাসংবিত্তিঃ স্বপ্রকাশঃ যূয়মেব দৃষ্টঃ কিমদ্বয়েন ন দ্বিতীয়মেব ন যূয়মেব ব্রূহ্যেব ভগবন্নিতি তে দেবা উচুঃ যূয়মেব ॥ ১৬ ॥

যদি অদ্বয় ঈশ্বরই পরমাত্মা হইলেন, তবে সর্ব্বদা তাঁহার অনুভূতি হয় না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অজ্ঞান বশতঃই সর্ব্বদা আত্মাবভাস হয় না। বেশ, যদি অজ্ঞানবশতঃই আত্মার সর্ব্বদা অবভাস না হইল, তাহা হইলে মায়ার সহিত জ্ঞানসম্বন্ধরূপ দোষ বর্ত্তমান স্বীকার করিতে হয়। না, এই দোষ হইতে পারে না, কারণ, বাস্তবিক আত্মাতে মায়াসম্বন্ধ নাই। তিনি স্বপ্রকাশমান, সুতরাং আত্মার মায়াসম্বন্ধ সম্ভবে না। তবে "এই মায়া এবং এই অজ্ঞান" এইরূপে সর্ব্বদা কাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন? ইহার

উত্তরে প্রজাপতি বলিলেন, এই যে মায়া ও অজ্ঞান, এই সকলই আত্মাতে কল্পিত মাত্র। আত্মব্যতিরেকে অজ্ঞান ও মায়ার অসদ্‌ভাব হেতু আত্মাকেই মায়া ও অজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তোমরাই ইহার নিদর্শন। এই বলিয়া তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যে আত্মাকে দেখিয়াছ, তাহা অদ্বয় ব্রহ্মরূপে না অন্যরূপে? দেবগণ প্রজাপতির বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমরা দুইটি জিনিস দেখিতেছি, আমরা অদ্বয় আত্মা দেখি নাই। তখন প্রজাপতি বলিলেন, তাহা নহে, তোমরা আত্মার দ্বিতীয় বস্তু দেখ নাই, যেহেতু, তোমরা একমাত্র আছ আর দ্বিতীয় নাই, অতএব দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পার নাই। দেবগণ বলিলেন, যদি তাহাই হয়, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, আত্মাই একমাত্র বস্তু, দ্বিতীয় বস্তু অলীক, তবে আমাদিগকে ঐ বিষয়ে পুনরায় উপদেশ করুন। প্রজাপতি বলিলেন, যুষ্মদস্ত ব্যতিরেকে দ্বিতীয় আত্মা নাই, অর্থাৎ তোমরা এক কি দুই, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারিবে ॥ ১৬ ॥

দৃশ্যতে চেন্নাত্মজ্ঞা অসঙ্গো হ্যয়মাত্মা অতো যূয়মেব স্বপ্রকাশাঃ ইদং হি সৎসংবিন্ময়ত্বাৎ যূয়মেব নেতি হোচুঃ হন্তাসঙ্গা বয়মিতি হোচুঃ কথং পশ্যন্তীতি হোবাচ ন বয়ং বিদ্ম ইতি হোচুঃ ততো যূয়মেব স্বপ্রকাশা ইতি হোবাচ ন চ সৎসংবিন্ময়াঃ ॥ ১৭ ॥

দেবগণ প্রজাপতির উপদেশানুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াও অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারিলেন না। তখন প্রজাপতিকে

কহিলেন, আমরা দুইটি বস্তু দেখিতেছি, অদ্বয় আত্মা দেখি নাই। প্রজাপতি দেবগণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, তোমরা যদি দ্বিতীয় বস্তুই দেখিয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা আত্মজ্ঞ হইতে পার নাই। অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান তোমাদের জন্মে নাই। কেন? অদ্বয় দর্শনমাত্রে আত্মজ্ঞতা না হয় কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, আত্মা অসঙ্গ, অসঙ্গের দ্বিতীয়সম্বন্ধ সম্ভব কি? সুতরাং দ্বিতীয় দর্শন কোথায়? তোমরা জগৎ দৃশ্য ও আত্মাকে দ্বিতীয় দ্রষ্টা মনে করিতেছ, অতএব তোমরা আত্মজ্ঞ হইতে পার নাই। বেশ, আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব হইলে দ্বৈতদ্রষ্টার প্রতিভাস হয় কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, আত্মা স্বপ্রকাশমান, কেবল মায়া দ্বারা দ্বৈতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এই মায়াকল্পিত দ্বৈত আত্মা দেখিয়া মূঢ়েরা আত্মাকে দ্বৈত বলিয়া কল্পনা করে। যেহেতু, আত্মা অসঙ্গত্বপ্রযুক্ত দ্বিতীয় বস্তুর দ্রষ্টা হয়েন না, অতএব তোমরাই দ্বৈতরূপে প্রকাশমান হইতেছ। এইক্ষণ দ্বৈতের স্বপ্রকাশ আত্মরূপতা সাধন করিতেছেন। এই চরাচর বিশ্ব সকলই অনুভূতিময়ত্বনিবন্ধন সদ্রূপ। এই জন্য তোমরাই এই দ্বৈতময়। প্রজাপতি আত্মার অসঙ্গ চিদ্রূপত্ব বলিলে দেবগণ কহিলেন, তাহা নহে। আপনি যে আত্মাকে অসঙ্গ বলিলেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরাও অসঙ্গ, আপনার কথানুসারে আমরাও অসঙ্গ সম্বিন্ময়। তখন প্রজাপতি কহিলেন, যদি তোমরা অসঙ্গ হইলে, তবে কি জন্য দ্বৈতদর্শন কর? দেবগণ বলিলেন, আমরা দ্বৈত-দর্শনপ্রকার জানি না। প্রজাপতি কহিলেন, যেহেতু, এইরূপে অসঙ্গত্ব হেতু আত্মার দ্বৈতদর্শন হয় না, অতএব মদুক্ত প্রকারে সৎ ও সংবিদ্রূপী তোমরাও দ্বৈতরূপে স্বপ্রকাশ হইতেছ ॥ ১৭ ॥

এতৌ হি পুরস্তাৎ সুবিভাতমব্যবহার্য্যমেবাদ্বয়ং জ্ঞাতো বৈষ বিজ্ঞাতো বিদিতাবিদিতাৎ পর ইতি হোচুঃ ॥ ১৮ ॥

দ্বৈতমাত্রই সসঙ্গ, সুতরাং তাহার সত্ত্ব ও সম্বিদ্ উভয়ই সসঙ্গ, তবে দ্বৈতের অসঙ্গসৎস্বরূপত্ব ও সংবিদ্রূপত্ব কিরূপে হইতে পারে? দেবতাদিগের মতে এইরূপ আশঙ্কায় ভগবান্ প্রজাপতি সসঙ্গসৎস্বরূপত্ব ও সংবিদ্রূপত্ব বলেন নাই, পরন্তু সৎ ও সম্বিদ্ শব্দের লক্ষ্যস্বরূপ বলিবার অভিপ্রায়ে সম্বিদ্ ও আত্মার অব্যবহার্য্যস্বরূপতা বলিতেছেন। এই সৎ আত্মা ও সম্বিদ্ উভয়েই সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বপ্রকাশ ও অব্যবহার্য্য অদ্বৈতভাবে অবস্থিত ছিল। প্রজাপতি বলিলেন, তোমরা কি সেই অব্যবহার্য্য আত্মাকে জানিতে পারিয়াছ, অথবা জানিতে পার নাই। দেবগণ উত্তর করিলেন, আমরা আত্মাকে জানিয়াছি। তখন প্রজাপতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিরূপে আত্মাকে জানিলে? দেবগণ প্রজাপতির বাক্য শুনিয়া কহিলেন, যিনি বিদিত ও অবিদিতের অতীত, তিনিই আত্মা, অর্থাৎ যেহেতু আত্মা অবিষয়, অতএব তিনি বিদিতের পর এবং স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ বলিয়া অবিদিতেরও পরবর্ত্তী ॥ ১৮ ॥

স হোবাচ তদ্বা এতদ্ব্রহ্মাদ্বয়ং বৃহত্ত্বান্নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দচিন্মাত্রমাত্মৈবাব্যবহার্য্যং কেনচন তদেতদাত্মানমোমিত্যপশ্যন্তঃ পশ্যত তদেতৎ সত্যমাত্মা ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাত্মৈব ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতি উক্ত প্রকারে দেবতাদিগকে ত্বং-পদার্থ প্রত্যগাত্মা

প্রকৃত কি, তাহা শোধিত করাইয়া তাঁহা।দগকে তৎপদার্থ শোধনে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিতেছেন—কারণরূপে পরোক্ষকার্য্যে প্রবিষ্ট বলিয়া অপরোক্ষ, সেই এই ব্রহ্ম, ইহাও বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত অদ্বয়। অদ্বয়ত্ব এই ব্রহ্মের বিশিষ্ট ধর্ম্ম। বৃহ ধাতুর মুখ্যার্থ বৃদ্ধি উৎকর্ষ ধরিয়াই ঐ অদ্বয়ত্ব স্থির করা যায় এবং প্রত্যগাত্মার মত ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য, সূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ, সদানন্দ ও চিন্মাত্র। পরন্তু ইঁহাকে কোনরূপেও ব্যবহার করা যায় না। এইরূপে 'ত্বং' ও 'ত্বৎ' এই পদার্থদ্বয় প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত করিয়া প্রণব দ্বারা অবিষয়ভাবে তাহাদিগের ঐক্য প্রতিপাদন করিবে। দেবগণ! তোমরা উক্তরূপ ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জান, যাহাকে সাধারণ জ্ঞানের অবিষয় বিধায় জানিতে পার নাই, এইক্ষণ "ওম্" এইরূপে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান কর। আর ব্রহ্মই যে আত্মা এবং আত্মাই যে ব্রহ্ম, ইহা ধ্রুব সত্য জানিও ॥ ১৯ ॥

অত্রে হেব ন বিচিকিৎস্যমিত্যোম্ সত্যম্ তদেতৎ পণ্ডিতা এব পশ্যন্তি। এতদ্ধ্যশব্দমস্পর্শমরূপমরসমগন্ধমব্যক্তব্যমনাদাতব্যমগন্তব্যম-বিসর্জয়িতব্যমনানন্দয়িতব্যমমন্তব্যমবোদ্ধব্যমনহঙ্কর্ত্তব্যমচেতয়িতব্যমপ্রা-ণয়িতব্যমনপানয়িতব্য-মব্যানয়িতব্যমনুদানয়িতব্যমসমানয়িতব্যমনিন্দ্রি-য়মবিষয়মকরণমলক্ষণমসঙ্গমগুণমবিক্রিয়মব্যপদেশ্যমসত্ত্বমরজস্কমতমস্কম-মমায়মপ্যৌপনিষদমেব সুবিভাতং সকৃদ্বিভাতং পুরতোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সুবিভাতমদ্বয়ং পশ্যতাহং সঃ সোঽহমিতি ॥ ২০ ॥

যেহেতু পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বই সত্য, অতএব তাহাতে কোন সংশয় করিবে না, আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই

করিবে। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব নিজ অনুভব দ্বারাও স্থির করিয়া লইবে। এই অভিপ্রায়ে 'ওম্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ন্যায় ও মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা দ্বারা যাঁহাদিগের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, যাঁহারা কোন্ শব্দের কি মুখ্যার্থ এইরূপ শব্দশক্তিবিদ্ পণ্ডিত, তাঁহাদিগেরই উক্তরূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মৈক্য-পরিজ্ঞান হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই সকল ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ে ব্রহ্মের সম্পর্ক নাই। তিনি অব্যক্ত, অর্থাৎ তাঁহাকে ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তিনি গ্রহণের বিষয়ীভূত নহেন, তাঁহার নিকট গমন করা যায় না, বিসর্জ্জন করা যায় না, তিনি আনন্দয়িতব্য নহেন এবং মন্তব্য, বোদ্ধব্য, অহঙ্কার্য্য বা চেতয়িতব্য নহেন। তাঁহার প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ বায়ুর কোন বায়ুসম্পর্ক নাই। তিনি বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য, অধিক কি, তিনি কোন জ্ঞানকৃত ইচ্ছাদ্বেষের বিষয় নহেন। তিনি অন্তঃকরণবিহীন, অলক্ষণ, অর্থাৎ তাঁহার এমন কোন লক্ষণ নাই—যাহা দ্বারা অনুমান করা যাইবে। আত্মা অসঙ্গ, নির্গুণ, অবিক্রিয়; সুতরাং তিনি অব্যপদেশ্য, অর্থাৎ কোনরূপ শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করা অসাধ্য। আত্মার এমন কোন শব্দশক্তি নাই, যাহাতে শব্দবোধের বিষয়ীভূত হইতে পারেন, তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়বিহীন, তাঁহার জন্ম নাই অথচ তিনি গুণসাম্যরূপ মায়া দ্বারা আবদ্ধ নহেন। যদিও পরমাত্মা উক্ত সর্ব্বপ্রকার বিশেষধর্ম্মরহিত বটে, তথাপি উপনিষদুক্ত উপদেশে তাঁহাকে জানা যায়। উপনিষদ্‌বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান হইলেই স্পষ্টরূপে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে। আবার উপনিষদ্‌জ্ঞান দ্বারা আত্মার এমন কোন উৎকর্ষ সাধিত হয় না। কারণ, আত্মা

স্বপ্রকাশমান নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। আর তিনি সর্ব্বসাক্ষী অর্থাৎ সর্ব্বদা সকলের প্রত্যক্ষকারী, যেহেতু, সকলের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব দেবগণ! সেই ব্রহ্মই আমি এবং আমিই ব্রহ্ম, এইরূপে উভয়ের বিনিময় দ্বারা আত্মব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান ॥ ২০ ॥

স হোবাচ কিমেষ দৃষ্টোঽদৃষ্টো বেতি দৃষ্টো বিদিতাবিদিতাৎ পর ইতি হোচুঃ ক্বৈষা কথমিতি হোচুঃ কিং তেন ন কিঞ্চনেতি হোচুঃ যুয়মাশ্চর্য্যরূপা ইতি ন চেত্যাহ ওমিত্যনুজ্ঞানন্নীধ্বং ব্রূতৈনমিতি জ্ঞাতোঽজ্ঞাতশ্চেতি হোচুঃ। ন চৈবমিতি হোচুর্ব্রূতৈবৈনমাত্মসিদ্ধমিতি হোবাচ ॥ ২১ ॥

পূর্ব্ববৎ প্রজাপতি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে তোমাদিগকে আত্মোপদেশ করিয়াছি, তাহা তোমরা জানিতে পারিয়াছ কি না? তখন দেবগণ প্রজাপতির বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হাঁ, আপনি যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। প্রজাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি তোমরা যে আত্মাকে জানিয়াছ, তাহা কিরূপ? দেবগণ কহিলেন, আত্মা বিদিত ও অবিদিতের অতীত। এই বলিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মজ্ঞানের পরিচয় দিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এখন সেই মায়া কোথায় গেল, কেমন করিয়াই বা ইতঃপূর্ব্বে স্বপ্রকাশ চিদাত্মায় অবস্থান করিয়াছে, ইহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তখন প্রজাপতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ! মায়ার ব্যাপার জানিয়া তোমাদের কি হইবে? কেন, তাহার কার্য্য না জানিতে

পারিয়া তোমাদের কিছু ক্ষতি বোধ হইতেছে কি? দেবগণ বলিলেন, না, কিছুই নহে, মায়ার ব্যবহার জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, কেবল আশ্চর্য্যবশতঃই আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন প্রজাপতি কহিলেন, মায়া আশ্চর্য্যরূপা নহে, পরন্তু তোমরাই আশ্চর্য্যরূপ, যেহেতু, তোমরা উক্তরূপ মায়ার সত্তা ও স্ফুরণের এবং বিচিত্র কার্য্যশক্তির কারণ, কিম্বা তোমাদিগকেই বা আশ্চর্য্যরূপ বলি কেন? যেহেতু, স্বরূপসত্তা দ্বারাই তোমরা আশ্চর্য্যের কারণ হইতেছ। তোমরা সর্ব্বদাই একরূপ, সুতরাং তোমাদিগের আশ্চর্য্যরূপত্ব বলা যায় না। যাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব, তাহাই আশ্চর্য্য। আত্মার এ অবস্থা অদৃষ্টপূর্ব্ব নহে। এইক্ষণ আর বহুবিধ বিচারের প্রয়োজন নাই, তোমরা মায়াচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা "ওম্" এই শব্দ গ্রহণ কর অর্থাৎ সকল সত্তার স্ফুরণের অনুজ্ঞাতা মৎকথিত আত্মাকে ওম্ এই পূর্ণবস্তু-প্রকাশক অনুজ্ঞাত্মক প্রণব দ্বারা প্রাপ্ত হও। আর এই আত্মপরিজ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞানসাধন কিছুরই প্রভেদ নাই। যেহেতু, কথিত হইবে যে, অনুজ্ঞা কি? ইহার উত্তরে বলিলেন, ইহাই আত্মা। অতএব ওম্ বলিয়া আত্মাকেই ধরিয়া থাক। অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যাহাদের অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছে, সেই সকল তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির স্বস্বরূপে অবস্থান উক্ত হইয়াছে। দেবতারা উৎপন্নবিদ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রজাপতি দেবতাদিগের প্রতি "ওম্ জান" এইরূপ অনুজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা দেবগণের পরোক্ষ আত্মজ্ঞান উদ্দেশ্যে, এই নিমিত্ত প্রজাপতির উক্ত বচন পরোক্ষার্থ জানিবে প্রজাপতি কহিলেন, আমি যে আত্মোপদেশ করিলাম, তাহা

তোমরা তোমাদের জ্ঞাত অসাধারণরূপে আত্মাকে বল। দেবগণ পূর্ব্ববৎ আত্মা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এইরূপ কহিলেন, পরে প্রজাপতি কহিলেন, তবে তোমরা জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব এই উভয় ধর্ম্মবিশিষ্টভাবে আত্মাকে জানিয়াছ? প্রজাপতি এইরূপ কহিলে দেবগণ বলিলেন, জ্ঞাতাজ্ঞাত ধর্ম্ম? না, তাহাও আত্মায় কিছুই দেখি না। অন্য কিছু কহিতে পারিলেন না। প্রজাপতি কহিলেন, যদিও আত্মার জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব ধর্ম্ম নাই জানিয়াছ, তথাপি সেই আত্মাকে কিরূপে জানিয়াছ বল, অর্থাৎ ইহার যে অসাধারণ ধর্ম্ম আছে, তদ্রূপেই আত্মাকে বল। "আমরা বলিতে পারিব না" দেবতাদিগের এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া প্রজাপতি কহিলেন, আত্মা প্রসিদ্ধ বস্তু। বলিতে পারা যায় না, ইহা সত্য ॥ ২২ ॥

পশ্যাম এব ভগবন্ ন চ বয়ং পশ্যামো নৈব বয়ং বক্তুং শক্নুম নমস্তে ভগবন্ প্রসীদেতি হোচুঃ ন ভেতব্যং যচ্ছতেতি হোবাচ কৈষানুজ্ঞেতি এষ এবাত্মেতি হোবাচ তে হোচুঃ নমস্তভ্যং বয়ন্তব ইতি হ প্রজাপতির্দ্দেবাননুশশাসানুশশাসেতি ॥ ২২ ॥

অনন্তর দেবগণ প্রজাপতির উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া প্রজাপতিকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমরা আত্মাকে দেখিতেছি। পরন্তু কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ত আত্মাকে জানিতে পারিতেছি না, অতএব "আত্মা এইরূপ" এই প্রকারে বিশেষ করিয়া বলিতে সমর্থ নহি। হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা আপনাকে নমস্কার করি, আপনি এইবার আমাদিগের পরীক্ষাপ্রশ্ন হইতে বিরত হইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন প্রজাপতি কহিলেন, যদি সত্যই

তোমরা উক্তরূপে আত্মাকে নির্ব্বিশেষভাবে জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের আর সংসারের ভয় নাই, তোমাদের অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইয়াছে, সুতরাং অতঃপর তোমরা সকল প্রকার সংসারভয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, আর যদি তোমাদিগের অন্য কোন জিজ্ঞাস্য অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা জিজ্ঞাসা কর। প্রজাপতির উদ্দেশ্য, তিনি যে পুর্ব্বে 'অনুজানীধ্বং' বলিয়া অনুজ্ঞা করিয়াছেন, সম্ভবতঃ দেবগণ তাহা দ্বারা ঐ অনুজ্ঞার কর্ত্তব্য বিশেষ অবধারণ করিয়া থাকিবেন, তাহার অপনোদন আবশ্যক, এই জন্য বলিলেন, তোমাদের কি জিজ্ঞাস্য আছে ? দেবগণ ভাবিলেন, আমরা বিদ্যালাভে কৃতার্থ, পরন্তু অদ্যাপি আমাদিগের প্রতি প্রজাপতি কর্ত্তব্যোপদেশ করিতেছেন কেন ? এই হৃদ্‌গত শল্য অপনোদনের ইচ্ছায় বলিলেন, প্রভু ! আমরা এইক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়াছি, তথাপি আপনি কেন "ওম্ জান" ইহা আমাদিগকে বলিলেন, অর্থাৎ কর্ত্তব্যরূপে আপনি যে অনুজ্ঞা করিলেন, সেই অনুজ্ঞা কি ? এবং সেই অনুজ্ঞাই কি আমাদের কর্ত্তব্য ? কিম্বা কর্ত্তব্য নহে ? প্রজাপতি কহিলেন, ইহাই আত্মা, এই অনুজ্ঞা কর্ত্তব্যরূপা নহে, পরন্তু ইহাই স্বপ্রকাশরূপ আত্মানুজ্ঞা। যেহেতু, এই আত্মা সর্ব্বসত্তা ও সর্ব্ববস্তুর স্ফুরণ প্রকাশ করিতেছেন, এই নিমিত্তই ইনি আত্মা অনুজ্ঞারূপ। অতএব হে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ ! 'ওম্' এই ওঙ্কার দ্বারা প্রধানতম আত্মাকে প্রাপ্ত হও। তখন এইরূপে প্রজাপতি কর্ত্তৃক স্বরাজ্যে অভিষিক্ত সেই দেবগণ কহিলেন, ভগবন্, আমরা আপনাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া দেবতারা আত্মসমর্পণ করিলেন। এই প্রকারে প্রজাপতি দেবগণকে অনুশাসন

করিয়াছিলেন। গ্রন্থাবসানে শেষবাক্য বারদ্বয় উচ্চারণ করিতে হয়, এই নিমিত্ত অনুশাসন এই পদের দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ২২ ॥

তদেষ শ্লোকঃ।

ওতমোতেন জানীয়াদনুজ্ঞাতারমান্তরম্।
অনুজ্ঞামদ্বয়ং লব্ধা উপদ্রষ্টারমাব্রজেদিতি ॥ ২৩॥

ইতি নবমঃ খণ্ডঃ ॥ ৯॥

ইত্যথর্ব্ববেদোপনিষৎসু নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

পূর্ব্বোক্ত তুরীয় ব্রহ্মানুশাসনখণ্ডদ্বয়ে কথিত বিষয়ে শ্লোকাবতরণ করিতেছেন।—প্রণব দ্বারা ওত আত্মাকে জানিবে, এই প্রকারে ওত হইতেও আন্তর অনুজ্ঞাতৃরূপ আত্মাকে অনুজ্ঞাতৃ প্রণব দ্বারা উক্তরূপে অবগত হইবে অর্থাৎ অনুজ্ঞারূপ আত্মাকে অনুজ্ঞারূপ প্রণব দ্বারা জানিতে হইবে। আর অদ্বিতীয় অবিকল্পিত আত্মাকে অবিকল্প প্রণব দ্বারা গুরুদেবের প্রসাদে জানিয়া উপদেষ্টাকে প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ ওতাদি প্রয়োগে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া অনুশাসনখণ্ডোক্ত ভগবানের অনুশাসন প্রাপ্তিপূর্ব্বক সাক্ষ্য বলিয়া অবহিত হইবে ॥ ২৩ ॥

ইতি নবম খণ্ড।

ইতি নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ শাঙ্করভাষ্যার্থ সমাপ্ত।